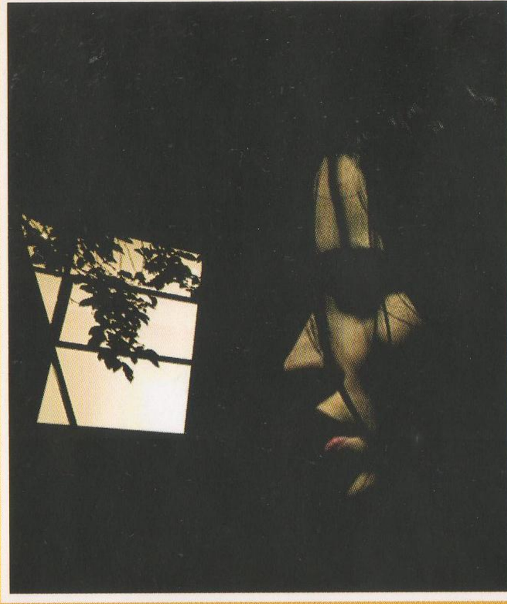
সিডনি শেলডন

দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন

রূপান্তর • অনীশ দাস অপু



প্রবেশ করুন ওপরতলার কিছু মানুষের গোপন জীবনে। এক নির্দয়, নিষ্ঠুর নারী এই মানুষগুলোর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। নারীটি যা চায় যে কোনো মূল্যে সে তা আদায় করে ছাড়ে। এমনকি এজন্য যদি তার প্রিয় মানুষগুলোর খ্যাতি এবং সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায় তাও সে পরোয়া করে না।

এ উপন্যাসের পটভূমি গড়ে উঠেছে ক্যাপ্রি দ্বীপ থেকে বেভারলি হিলসের বেডরুমে, লন্ডন এবং নিউইয়র্কে। কাহিনীতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ধনবান কিছু মানুষের কুৎসিত লালসা, পাপ, লজ্জা এবং তাদের গোপন রহস্য। ভার্জিনিয়া নামে এক সুন্দরী নারী *পাওয়ার হাউজ* নামে একটি বই লিখে ভয়ানক হইচই ফেলে দেয়। ঘটতে থাকে একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

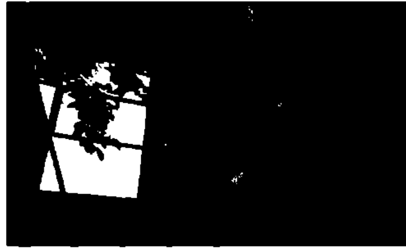
বইটি সম্পর্কে পাবলিশার্স উইকলি মন্তব্য করেছে "দ্রুতগতির প্লট . . . প্রতি পৃষ্ঠায় নতুন নতুন সারপ্রাইজ চুম্বকের মতো ধরে রাখে শেলডনের পাঠকদেরকে।"

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেস*কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে—*দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট, ব্লাড লাইন, রেজ অভ এঞ্জেলস, ইফ টুমরো কামস, দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি, মাস্টার অব দ্য গেম, দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস, মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

ISBN 978 984 90661 8 7



দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন

সিডনি শেলডন

দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন

রূপান্তর • অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৮/৪, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৪০৩, ০১৭১৮ ০৮২৫৪৫

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : ডা. সুনীল দাস
মোবাইল : ০১৭৩১ ১৬৯২৯৬

বর্ণবিন্যাস
রাবেয়া কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

The Pavid Pavilion by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossin Anindya Prokash
30/1 Ka, Hemendra Das Road , Sutrapur, Dhaka-1100
Phone : 9573769, 01711664970
e-mail : anindya,prokash@yahoo.com

First Published : February 2015.

Price : Tk. 500.00 only

US $ 25

ISBN 978-91195-5-5

উৎসর্গ

মোঃ বজলুর রহমান (বকুল)

হাসিখুশি একজন মানুষ

ভূমিকা

দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন বেশ কয়েক বছর আগে নীলক্ষেতের ফুটপাত থেকে কিনেছিলাম আমি সিডনি শেলডনের নাম লেখা দেখে। পরবর্তীতে শেলডনের বিখ্যাত থ্রিলারগুলো অনুবাদ করতে গিয়ে এ বইটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ল শেলডনের সবগুলো বইয়ের অনুবাদকর্ম যখন শেষ হলো, তখন।

দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন অনুবাদ করার সময় আমার মনে একটা খটকা কাজ করেছে। বারবারই মনে হয়েছে এটা বোধকরি শেলডনের নামে অন্য কেউ লিখেছেন। যদিও বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদে পাবলিশার্স উইকলি প্যাভিড প্যাভিলিয়ন সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছে। দ্য ফাস্ট মুভিং প্লট উইথ নিউ সারপ্রাইজেস অন এভরি পেজ।

অনুবাদ করতে গিয়ে সারপ্রাইজ যে পাইনি তা নয়, অনেক জায়গাতেই অপ্রত্যাশিত মোচড় ছিল। কিন্তু শেলডনের অন্যান্য বইগুলোর মতো দুর্দান্ত সাসপেন্স এতে অনুপস্থিত আর তাঁর সেই চমৎকার সরল ভাষাটিও খুঁজে পাইনি। ফলে অনুবাদ করতে গিয়ে বহুবার হোঁচট খেতে হয়েছে আমাকে। জানি না পাঠক কীভাবে বইটি গ্রহণ করবেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা প্রকাশক বইয়ের গায়ে শেলডনের নাম দেখলেই হলো–ওটা তাঁর প্রকাশ করা চাই-ই। কাজেই **দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন** ভালো লাগুক বা মন্দ, নিন্দার্হ হোক বা প্রশংসিত সবই প্রকাশকের প্রাপ্য, আমার নয়। আমি তাঁর অনুরোধে বইটি অনুবাদ করে দিয়েছি মাত্র।

তবে **দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন** বাজে বই তা আমি বলছি না। কাহিনী গড়ে উঠেছে ভার্জিনিয়া প্রেস্টন নামে এক লেখিকার লেখা একটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। আর এ উপন্যাসটিকে ঘিরেই যত ষড়যন্ত্র, প্রেম, ঘৃণা, মারপিট ইত্যাদি। পড়তে কিন্তু খারাপ লাগে না, কারণ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে এ বইয়ের চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা। তাদের বিচিত্র সব রূপ পাঠকদের আমোদিতও করে। এ বইতে হাস্যরসের পরিমাণও কম নেই, সঙ্গে চাটনি হিসেবে যোগ হয়েছে সেক্স। যৌনতার ছড়াছড়ি আর বাড়াবাড়ি দেখে অনেক জায়গাতেই কলম সংবরণ করতে হয়েছে আমাকে। তারপরও যেটুকু রগড় রয়ে গেল তা নিতান্তই প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী। কাজেই বইটি অপ্রাপ্তবয়স্কদের পড়তে কঠোরভাবে বারণ করা হচ্ছে।

অনীশ দাস অপু

প্রথম খণ্ড



সেই মুখ। স্যালি জোনস তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। নিখুঁত একখানা মুখ। চমৎকার মসৃণ ত্বক, হালকা নীল চোখ, সুদৃঢ় চিবুক এবং সবার ওপরে ঘন সেই সোনালি চুল।

হ্যামিলটন ওকে আগে কখনো দেখেনি। তবে দেখামাত্র চিনতে পারল। মা মেইস্যের ডাইনিং টেরাসের সিঁড়িতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, নিচের লোকজনের ভিড় লক্ষ করছিল। হ্যামিলটন উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল। স্যালি মাথা ঝাঁকিয়ে মন্থরগতিতে তাকাল তার দিকে। মেয়েটির বয়স বাইশ/তেইশ বছর হবে অনুমান করল হ্যামিলটন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চেহারা। ওর মাও এমনিই ছিল। তবে পার্থক্য শুধু স্যালির লম্বা, ছিপছিপে শরীরে। ওর বক্ষজোড়া লক্ষ করল হ্যামিলটন, হাঁটার তালে দুলছে বোঝা যায় ভেতরে ব্রা পরেনি, গায়ের লেডিস শার্ট জিনসের প্যান্টের কোমরে গোঁজা।

'হাই', বলল মেয়েটি। 'তুমি আমাকে কী করে চিনলে?' সহজ হাসছে হ্যামিলটিন। তুমি দেখতে অবিকল ভার্জিনিয়ার মতো।

হ্যামিলটনের জবাবে মেয়েটি খুশি হতে পারল না বলে মনে হলো। 'হু' ভার্জিনিয়া। আমিও ফোন পেয়েছি। সে এবং ফেলিক্স জেমস আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে ওখানে আসছে।

'ওরা তাহলে আজ নিউইয়র্কে।'

বসল স্যালি, ঘড়ি দেখল। ইয়াহ। নিউইয়র্ক সময়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা আর্ল ব্ল্যাকওয়েলের ককটেল পার্টিতে যাচ্ছে।

হুম, বলল হ্যামিলটন। বুকট্যুরের শুরু। আজ নিউইয়র্ক কাল গোটা দুনিয়া।

কর্কশ গলায় স্যালি বলল, তবে ওরা বেশ পরিশ্রমী, না? বিরতি না দিয়েই যোগ করল, তাড়াতাড়ি অর্ডার দাও। আমার একটু তাড়া আছে। জ্যাক লোগান লোকটি বস হিসেবে খুব কড়া।

মৃদু হাসল হ্যামিলটন। শুনিনি তো। ওর কোনো দোষ থাকতে পারে তবে হলিউডে ওর হয়ে কাজ করা সবচেয়ে সহজ। ড্রিংক নেবে?

হ্যামিলটনের চোখে চোখ রাখল স্যালি। হয়তো আমার ওপরেই কেবল হম্বিতম্বি করে। তুমি কি জানো সে আমার সাবেক সৎ বাপ? নিশ্চয় জানো। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আগে কখনো দেখা হলো না কেন বলো তো?

জানি না, বলল হ্যামিলটন। আমি যখন নিউইয়র্কে কাজ করতাম তখন তুমি স্কুলে পড়তে। এখানে কতদিন ধরে আছ?

বছরখানেক। ও কখনো তোমার হয়ে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়নি। এটাও একটা কারণ হতে পারে। এখন সে কিছু একটা মতলব করেছে...

হ্যামিলটন বিস্মিত-হলো তবে শক্ত নয়। এ নতুন কোনো গল্প নয়, মাকে সন্দেহ করা, মায়ের দোষ-গুণ, অন্যায় আচরণ।

ওয়েল, মৃদু গলায় বলল সে, দ্যাটস নট সো ব্যাড। আমি ফেলিক্স এবং ভার্জিনিয়ার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হই। ওরা সবসময়ই আমার কাছে আলাদা মানুষ।

বিরক্তি নিয়ে মাথা দোলাল স্যালি। আই সাপোর্ট।

প্রসঙ্গ বদলাল হ্যামিলটন। বইটি দেখেছ? আমি তো শেষ করলাম।

ফালতু জিনিসটা আমি কিনেছি, নালিশের সুরে বলল মেয়েটি। শুধুশুধু কতগুলো টাকা নষ্ট। বারো ডলার পঁচানব্বই সেন্ট। পেপারব্যাকের জন্য অপেক্ষা করলেই ভালো ছিল।

জানতাম তুমি বইটি কিনবে– সবাই কিনছে।

লোকে বলে খুব নাকি নোংরা। হড়বড় করে বলল গ্যালি।

আমি একবার চোখ বুলিয়েছি। ফাক, শিব, এমনকি শব্দটার ছড়াছড়ি। আমি শঙ্কিত হয়ে গেছি। আমি ভার্জিনিয়ার ব্যাপারে জনি কিন্তু ফেলিক্স? ও তো স্ট্রেটনেস ঠিক তাই, সায় দিল হ্যামিলটন। হেলান দিল চেয়ারে, হাত ইশারায় ওয়েটারকে ডাকল, খাওয়ার আগে আরেকটি ড্রিংক নেব। তুমিও নিতে পার। সে বুলশটের অর্ডার দিল। নাশতা, ঠিক আছে। বরফ মেশানো এক গ্লাস ওয়াইন। আমি তেমন মদ খাই না। নেশা করি।

ওর রিয়্যাকশন লক্ষ করল স্যালি।

বেশ বেশ বলল হ্যামিলটন। একজন নেশাখোরের সঙ্গে লাঞ্চ করার মতো মজা কিছুতে নেই।

স্যালি ছোট পার্সটা খুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল। একটা ধরিয়ে দিল হ্যামিলটনকে।

বহু আগেই আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।

বাহ্! বিড়বিড় করল মেয়েটি। সিগারেট ধরাল, টান দিল। মনে হলো একটু মন রিলাক্স বোধ করছে। হ্যামিলটনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। মা বলেছে তুমি নাকি দেশের সবচেয়ে সেরা ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার হতে চলেছ।

ভার্জিনিয়া এ কথা বলেছে নাকি? চমৎকার। তবে কথা সত্য নয়। আমি এ মুহূর্তে একটা চীনা প্রজেক্টে কাজ করছি– এ কথা আবার লোগানকে বলতে যেয়ো না। সে আইডিয়া চুরি করতে পারে।

স্যালির চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ওরা যা বলে তা কি সত্য? ও নাকি চুরি বিদ্যায় সেরা?

হেসে উঠল হ্যামিলটন। আমিও তাই শুনেছি।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল স্যালি। নিউইয়র্কে ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কীভাবে? সে তো তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

সাবধানে জবাব দিতে হবে, নিজেকে সতর্ক করে দিল হ্যামিলটন। এই কথাটা যেন কোনোভাবেই বুঝতে না পারে যে, পিটার হ্যামিলটন একদা ভার্জিনিয়ার প্রেমিক ছিল।

বয়সে বড়? ভার্জিনিয়াকে তো কখনো মনে হয়নি সে আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমার বয়স পঁয়ত্রিশ।

কিন্তু দেখলে তোমাকে তা মনে হয় না। দ্রুত বলল স্যালি। তোমার বয়স আটাশ বললেও যে কেউ বিশ্বাস করবে। ভার্জিনিয়ার বয়স তো পঁয়ত্রিশ। যদিও এ কথা সে জীবনেও স্বীকার করবে না। বলে তার সতেরো বছর বয়সে নাকি আমাকে জন্ম দিয়েছে। একদম মিথ্যা কথা।

মিথ্যা হলে হোক, শান্ত গলায় বলল হ্যামিলটন। তোমার মার ব্যাপারে একটা কথা মনে রেখো। সে অনন্ত যৌবনা। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও তার চেহারা একই রকম থাকবে।

হয়তো, গম্ভীর দেখাল স্যালিকে। এবং প্যান্ট পরা যে কারও পিছু নেবে। তার চোখজোড়া ঝিকিয়ে উঠল। বইতে তুমি নিজেকে চিনতে পেরেছ? সবাই বলে ওটা রোমান আ ক্লেফ, জয়েসিয়ান নয়।

তুমি জয়েস সম্পর্কে কী জানো?

যীশাস, চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। আমি স্কুলে পড়েছি। আমি নির্বোধ নই।

হ্যামিলটন বলল, আমি তো বলিনি তুমি নির্বোধ।

স্যালি বলল, আচ্ছা, বাদ দাও। সত্যি করে বলো তো তোমার কথা লেখা নেই বইটিতে? আমি হলে তোমার কথা লিখতাম।

না, বলল হ্যামিলটন। ভার্জিনিয়া আমার কথা লিখবে কেন বইতে?

কিন্তু হ্যামিলটন জানে তার কথা লেখা হয়েছে বইটিতে সে প্রসঙ্গটি ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে যোগ করল, এখন কাজের কথায় আসি। প্রেসটন এবং জেমসের বিখ্যাত রাইটিং টিমে আমাদের কী কাজ?

একটা ব্যাপার তো অন্তত জানো যে, তোমার বাড়িতে ছোট এবং অভিজাত পার্টি দেওয়ার জন্য তোমাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

তা জানি, ধীর গলায় বলল হ্যামিলটন। এবং যেহেতু অতিথিদের কাউকে আমি চিনি না তাই ছোট লিস্ট বানাতে তুমি আমাকে সাহায্য করছ।

ওহ, কাম নাউ, আপত্তি জানাল স্যালি। সত্য বললে না তুমি। জ্যাক লোগান বলেছে শো বিজনেসের সবাইকে তুমি চেন। অতিথির তালিকা আমরা শুরু করব জ্যাকের মিস্ট্রেস বিখ্যাত মোনা ক্রিসিয়ানকে দিয়ে। শুনেছি মোনা নাকি পাওয়ার হাউজ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে। জ্যাক এ দিয়ে নাকি প্রযোজনা শুরু করবে।

অনুমান করি সে টাকাও পাচ্ছে। শুকনো গলায় মন্তব্য করল হ্যামিলটন।

মানে? ধারালো গলায় প্রশ্ন করল স্যালি।

মানে কিছুই না। বলল হ্যামিলটন। মিস ক্রিসিয়ানকে প্রধান নায়িকার ভূমিকায় নামানো হবে শুনে তুমি বিস্মিত হওনি?

হ্যাঁ! খুব একটা না। লোকে বলে ও নাকি তারকা হবে।

গড, তোমার কথা শুনে হাসব নাকি কাঁদব বুঝতে পারছি না।

সত্যি বলছি। মোনার সমস্যা হলো তার সময়। সে চল্লিশ পার করেছে।

তোমার কথা শুনে মনে হয় মোনাকে তুমি তেমন পছন্দ কর না।

আমি জ্যাককে পছন্দ করি। মোনাকে তেমন নয়।

হ্যামিলটন লাঞ্চের অর্ডার দিল। স্যালি জানাল পার্টিতে জনা পঞ্চাশেক লোক আসবে। লোগান প্রডাকশন্স-এর পুরো খরচ বহন করবে। ক্যাটারিংয়ের দায়িত্বও তাদের। ফুল সাজাবে স্যালি। হ্যামিলটন জানাল পার্টিটা মূলত ভার্জিনিয়া ও ফেলিক্সের জন্য দেওয়া হচ্ছে।

এবং বলল স্যালি, ফেলিক্স তার বান্ধবী নোরা স্যাক্স ও তার স্বামীকে পার্টিতে দাওয়াত করার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ করেছে। নোরা অভিজাত পরিবারের মেয়ে। সে ওদের জন্য ডিনার পার্টিও দিচ্ছে।

হাউ জলি, বলল হ্যামিলটন। হ্যাঁ, ফেলিক্স ওটি চাইতেই পারে। আর মিডিয়া? ওদেরকে নাকি মরিস স্কারলাটি রেডিও শোর জন্য ইতোমধ্যে বুক করে ফেলেছে? লোকাল টিভি।

ভার্জিনিয়া বলল ফেলিক্স কিন্তু সকালের শো করছে। দুজনে মিলে টক শোতেও অংশ নিচ্ছে। ও নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

হাসল হ্যামিলটন। ফেলিক্স একজন পি.আর মাস্টার মাইন্ড। মাথা ঝাঁকালো স্যালি। আমি চাইলে ফেলিক্সের সঙ্গে কাজ করতে পারতাম।

সোশাল পি.আর? মুখ ভঙ্গি করল হ্যামিলটন। পরক্ষণে আর্তনাদ করে উঠল, না, না। এ কথাটা আমার মোটেই বলা উচিত হয়নি। ফেলিক্স যা করে ঠিকঠাক মতোই করে।

জানি আমি, তবে তুমি ঠিকই বলেছ, সায় দিল স্যালি।

ও কাজ আমার জন্য নয়। আমি আসলে বেশিক্ষণ মুখ বন্ধ করে রাখতে পারি না। এতক্ষণে হয়তো লক্ষ করেছ।

হ্যাঁ। বলল হ্যামিলটন। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তুমি মিসেস ওরদিংটন এবং তার তরুণী মেয়েটির মুখ হাঁ করিয়ে দিয়েছ।

হাসিমুখে নোয়েল হাওয়ার্ডের সুর ধরল স্যালি। প্লিজ, প্লিজ মিসেস ওবদিংটন, প্রমিজ নট টু ইট ইয়োর ডটার অন দা স্টেট।

ওকে থামিয়ে দিতে একটি হাত তুলল হ্যামিলটন, ঝুঁকে এল সামনে।

ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের সম্পর্ক কিরকম? ইস ইট রোমান্স– ফাইনালি?

মাথা নাড়ল স্যালি। মনে হয় না। রোমান্স হলে ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের হবে।

আমারও তাই ধারণা।

বাঁকা চোখে ওকে দেখল স্যালি। আমি নিশ্চিত ওদের মধ্যে কোনো সেক্সও হয়নি। তোমার কি মনে হয়েছে? না, সম্ভব না। ফেলিক্স বিবাহিত জীবনে সুখী মানুষ।

অন্তত এখন পর্যন্ত আমরা তাই জানি, বলল হ্যামিলটন।

নো, নো, সিনিকাল ম্যান, ফুর্তির সুরে বলল স্যালি। ওদের সম্পর্কটা সবসময়ই ছিল পেশাদার বন্ধুত্বের। এখন ওর সঙ্গে অর্থের বিষয়টি যোগ হয়েছে। বইটি হিট করলে ওরা কোটি কোটি টাকা কামাবে। সবাই জানতে চায় ভার্জিনিয়া কী ভাবছে এবং তার সিন্দুকে কী রেখেছে। জানতে চাইবে নাইবা কেন। ওরা কঠোর পরিশ্রম করেছে।

ভার্জিনিয়া ভূতের মতো খাটতে পারে, মন্তব্য করল হ্যামিলটন। ফেলিক্সও তাই।

অন্যমনস্কভাবে আরেকটি সিগারেট ধরাল স্যালি, এক মুহূর্ত বিরতি দিল, তারপর আরেকবার হ্যামিলটনের চোখে চোখ রাখল। শুনেছি তোমার স্ত্রী খুন হয়েছে।

হ্যামিলটন বিড়বিড় করল, সে তো অনেক আগের ঘটনা।

ওরা লোকটাকে ধরতে পারেনি, বলল স্যালি।

কিংবা লোকগুলোকে, এ কথাটি মনে করতে চায় না হ্যামিলটন।

তুমি জানো, ধীরে ধীরে বলল সে, আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমরা সেপারেটও হয়ে গিয়েছিলাম। ও ম্যালিবুতে চলে যায়।

জেফ স্ক্যানলনের সঙ্গে।

তুমি দেখছি সবই জানো। কর্কশ গলা হ্যামিলটনের। খুনি অথবা খুনিগুলো নাওমি এবং স্ক্যানলনকে বীচ হাউজের দোতলায় ছুরি মেরে হত্যা করে।

বিষয়টি তোমার জন্য নিশ্চয় আনন্দদায়ক ছিল না?

আনন্দদায়ক, খেঁকিয়ে উঠল সে, না ওটি আনন্দদায়ক ছিল না। মোটেই ছিল না এবং ভাগ্যিস আমার একটা অ্যালিবাই ছিল।

ওদের সত্যি ধারণা তুমি কাজটি করেছ? ওর মুখের ওপর নজর বুলাল স্যালি।

স্মৃতিটি বিচলিত করে তুলল হ্যামিলটনকে। দ্যাখো ও বলতে যাচ্ছিল স্যালি যেন বিষয়টি নিয়ে আর না এগোয়। ট্র্যাজেডি বিষয়টি মোটেই মনোমুগ্ধকর নয়– স্যালির বয়স কি এতই কম যে সে অমনটিই ভাবছে? দায়সারাভাবে ও বলতে লাগল, ক্রুদ্ধ স্বামীরা তাদের বিপথগামী স্ত্রীদের ওপর হামলা করেই থাকে। আমিও করতে পারতাম। সে কটমট করে তাকিয়ে রইল স্যালির দিকে– যেন বোঝাতে চাইছে তার ভেতরে খুন করার প্রবৃত্তিটা রয়েছে।

তুমি করতে না, নরম গলায় বলল স্যালি। পারতে না

তাই নাকি? তুমি কী করে জানো?

আমি জানি।

বুলশিট, নির্মম গলায় বলল সে।

স্যালির কোনো ভাবান্তর হলো না। এখন কী?

এখন আবার কী? তুমি যদি এটাই মিন করতে চাও তো বলি আমি ধাক্কা সামলে উঠেছি।

মাথা ঝাঁকালো স্যালি। এখনও হ্যামিলটনের মুখে কিছু খুঁজছে তার চোখ। শুনে খুশি হলাম, সরল গলায় বলল ও। ওর নাম ছিল নাওমি, না? পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের মেয়ে? পারফিডিয়া ভার্জিনিয়ার প্রিয় বান্ধবীদের একজন।

এখনও আছে। বিড়বিড় করল হ্যামিলটন। ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের সুবাদে নাওমির সঙ্গে আমার পরিচয়। এবং পারফিডিয়ার।

পারফিডিয়াকে তো তুমি পছন্দ কর না, বলল স্যালি।

হাসল হ্যামিলটন। আমি আমার সাবেক শাশুড়ি পারফিডিয়ার জন্য ফিল করি, যেভাবে তুমি মোনার জন্য ফিল কর।

পারফিডিয়ার কি ধারণা কাজটি তুমি করেছ?

যীশাস খিক খিক হাসল হ্যামিলটন। আমার তো তাই মনে হয়। আচ্ছা, তুমি আমাকে এভাবে জেরা করছ কেন?

স্যালি কাঁধ ঝাঁকালো। আমি ঠিক জানি না। হয়তো আমি ফ্যাসিনেটেড।

ফ্যাসিনেটেড হলে তুমি বইটি পড়ে ফেল। মোনা প্রিসিয়ানের অংশটি আসলে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের কথা ভেবে লেখা, আমি নিশ্চিত। তার জীবন এবং সময় যেভাবে নাথান সিনক্লেয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বইতে নাথানের নাম মার্সেল পাওয়ার। আর পারফিডিয়া পলিন পাওয়ার, তৃতীয় এবং শেষ মিসেস মার্সেল পাওয়ার।

বুঝলাম।

সেক্স, রোমান্স, নিউইয়র্কের স্কাইস্ক্রেডার এবং সমুদ্রগামী বিলাসবহুল ইয়ট ইত্যাদি নিয়ে শব্দাড়ম্বরপূর্ণ একখানা উপন্যাস।

সুপার!

ছাতার সুপার। এটা হলো নট-সো-গথিক রোমান্স।

খিলখিলিয়ে হাসল স্যালি, তুমি খুব মজার মানুষ। তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করে মজা পেলাম। আমাকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে আশা করি আবার দেখা হবে।

আমরা একসঙ্গে পার্টি দিচ্ছি ভুলে যাচ্ছ কেন?

আই মিন, নিজের শার্টের বোতামে আঙুল বুলান স্যালি।

আবার কখনো। তুমি কি সত্যি চীনে যাচ্ছ?

সাবধানে জবাব দিল হ্যামিলটন। ওয়েল... আমরা এটি নিয়ে কাজ করছি। তুমি জ্যাকের ওখানে কী কর?

স্যালিও সতর্ক জবাব দিল, করি আর কী। গ্রাউন্ড আপ থেকে কিছু শিখছি।

গুড। জ্যাকের সঙ্গে লেগে থাকো। ও যা করে ভালোই করে। তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে।

আমারও তাই ধারণা। তোমার সঙ্গে বিকেলে দেখা হতে পারে?

হ্যামিলটন জানে মেয়েটি কী চায়– কথা বলবে, আলোচনা করবে। সে সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তাবটি যাচাই করল। আমার দুপুরের ভাত ঘুমের আগে না পরে? তোমার যখন খুশি ফোন করতে পার। আমরা লাক করব ... তুমি যা চাইবে করব।

যা চাইব করবে মানে? হাসল স্যালি। এ কথার জবাব দিতে হবে না। একটু ইতস্তত করল, তুমিও আমাকে ফোন করতে পার। যদি কথা বলতে ইচ্ছে করে, পিট।

আমাকে পিট বলো না।

পিটার।

হ্যাঁ।

স্যালি। সেই মুখ। ভার্জিনিয়া। ভার্জিনিয়াকে অনেক কিছু জবাবদিহি করতে হবে।



আর্ল ব্ল্যাকওয়েলের গেস্টহাউজ অ্যাপার্টমেন্টে উপস্থিত অভ্যাগতদের হাততালিতে সিক্ত হয়ে মিনিয়েচার বলরুমে প্রবেশ করল ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্স। প্রায় সবাই লক্ষ করল ফেলিক্স জেমস হাততালি দিয়েছে শুধু তার স্ত্রী ইভলিন এবং পুরনো বন্ধু ও পারিবারিক আইনজীবী ওয়েড ফ্রেঞ্চ ছাড়া।

ভার্জিনিয়া শক্ত করে ধরে রেখেছে ফেলিক্সের হাত। অবিক্ষিপ্ত সোনালি চুলে ভরা মাথাটি প্রায় তার কাঁধের কাছে চলে এলো।

মাই, মাই, বিড়বিড় করল ভার্জিনিয়া। ইজ নট দিস ওয়ান্ডারফুল, ফেলিক্স? শ্বাস টানল সে, তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, আরে, ওই তো ছোট্ট ইভলিন।

ভার্জিনিয়া কেন যে সবসময় ছোট্ট ইভলিন বলে সম্বোধন করে অথচ ইভলিন আকারে ভার্জিনিয়ার ডাবল এবং উচ্চতা বড়জোর পাঁচ ফুট এক-দুই ইঞ্চি। দিনটি গরম হলেও ইভলিন গোলাপি প্রিন্ট ড্রেসের ওপর মিঙ্ক কোট চাপিয়ে এসেছে। মাথায় তার প্রিয় ঘোমটাঅলা পিলবক্স। ফ্যাকাসে, পাউডার মাখা ইভলিনের মুখে এক টুকরো বিষাক্ত হাসি। ওয়েডফ্রেঞ্চের চোখে অধ্যবসায়ী হাসি।

আর্ল ব্ল্যাকওয়েল, ফেলিক্সের বন্ধু এবং কদাচিৎ পি. আর প্রজেক্টের কোলাবরেটর, হেঁটে এলো ওদের দিকে। ওদের হাত ধরে খসখসে গলায় বলল, কংগ্রাচুলেশন্স ওয়েলকাম বনভয়েজ। এক ওয়েটার ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে দিল। আর্ল নিজের গ্লাসটি ওদের দিকে তুলে ধরে বলল,

হিয়ার ইজ টু দ্য কুক! তারপর সে বলরুমের অতিথিদের দিকে ফিরল। সংখ্যায় তারা দুডজনেরও বেশি হবে। উচ্চকিত গলায় আর্ল বলল, আমি ভার্জিনিয়া প্রেসটন ফেলিক্স জেমসের উদ্দেশ্যে পান করছি, বন্ধুগণ এবং তাদের চমৎকার নতুন বই পাওয়ার হাউসের উদ্দেশ্যে। সবাই হাসল সে, যে বইয়ের কথা বলবে।

আবার হাততালি। ফেলিক্স বুঝতে পারল ওরা চাইছে সে কিছু বলুক।

ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ... সে আর কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না।

ভার্জিনিয়া বলল। সে ছোটখাটো গড়নের হলেও গলার স্বর গভীর এবং হাস্কি। ভার্জিনিয়া আধো আধো গলায় বলল,

প্রিয় আর্ল, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং বন্ধুগণ আপনারা সকলে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত। স্টুডিওতে দেরিটা হয়েছে। তবে পার্টিটা দারুণ জমেছে।

ওরা ডিক কাভেটের সঙ্গে পাবলিকেশন পরবর্তী টকশো করে এসেছে।

কেমন হলো শো? জানতে চাইল ব্ল্যাকওয়েল।

খুব ভালো, জবাব দিল ফেলিক্স।

আমরা বই ছাড়া অন্যসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, বলল ভার্জিনিয়া।

বই তো সেকেন্ডারি ব্যাপার, নির্লিপ্ত গলায় বলল ব্ল্যাকওয়েল। সে তোমাদেরকে ডেকেছে তোমাদের যোগ্যতার গুণে।

ওই আর কী, বলল ভার্জিনিয়া।

প্রকাশক ব্ল্যাকওয়েলের বাড়িতে এক গাদা বই পাঠিয়ে দিয়েছে। খোলা টেরাস ডোরের পাশের একটি টেবিলে বইগুলো সাজানো।

তবে, বলল ব্ল্যাকওয়েল, বইটি একটি কাজের কাজ হয়েছে। এখন তোমরা তোমাদের মতো করে উপভোগ কর সময়। তোমাকে কিছু বইতে তো দস্তখত দিতেই হবে। কষ্টকর কোনো কাজ নয়।

আমরা কাল ওয়াশিংটন যাচ্ছি। জানাল ভার্জিনিয়া।

ইউ'ল সি, হাসল ব্ল্যাকওয়েল, ইউজেনিয়া এবং আমার বইটি খুব পছন্দ হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ, তোমার সঙ্গে দেখা করতে অনেকেই এসেছে। তুমি তো বেশিরভাগ লোকজনই চেন...

ভার্জিনিয়া হাতের সাদা মোজা খুলে পাশে রেখে দিল। তার পরনে লাল-নীল রঙের লিনেট সুট। শরীরে চমৎকার মানিয়ে গেছে। স্টুডিওতে এতটা সময় কাটিয়েছে ট্যাক্সিতে এসেছে তবু সুটের কোথাও ভাঁজটাজ পড়েনি। ভার্জিনিয়ার কেশগুচ্ছ মসৃণ, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা।

ব্ল্যাকওয়েল চলে গেল। ভিড়ের মধ্যে ওরা মিশে যাওয়ার আগে ইন্টারভিউয়ের বিষয়ে ফিরে গেল ভার্জিনিয়া। ফেলিক্স, চিন্তা করো ওই হারামজাদা আমাকে জিজ্ঞেস করে কিনা প্রথম যখন আমি নিউইয়র্কে আসি তখন ভার্জিন ছিলাম কিনা। ও জানে না আমার একটা বাচ্চা আছে।

মৃদু হাসল ফেলিক্স। মনে হয় জানে না, ডিয়ার। তবে তুমি কিন্তু ব্যাপারটি খুব সুন্দর সামলে নিয়েছ। ফেলিক্সের কথায় চিড়ে ভিজল না, ভার্জিনিয়ার ভ্রুকুটি দূর হলো না।

ভার্জিনিয়া তোমার ইমেজ হলো একজন যথার্থ ভদ্রমহিলার। তুমি সুন্দরভাবে সামাল দিয়েছ। কথাটি পুনরাবৃত্তি করল সে।

নিউইয়র্কে আসার সময় তখনও আমি কুমারী বলে সামাল দিয়েছি। কপট বিনয়ী ভঙ্গিতে হাসল ভার্জিনিয়া। আমি কুমারীত্ব ছাড়াই এখনও ভার্জিন থাকতে পারি।

আবার হাসল ফেলিক্স। মাঝে মাঝে ভার্জিনিয়াকে সিরিয়াসলি না নিলেও চলে। অবান্তর একটি মন্তব্য করে বসল সে, সে তো অনেকদিন আগের কথা, ডিয়ার এবং ভুলে যেয়ো না তুমি অন্য একটি রাজ্য থেকে এসেছ।

তবে ভার্জিনিয়াকে কেউ কোণঠাসা করার চেষ্টা করলে সে মারমুখী হয়ে ওঠে। তুমি জানো, ফেলিক্স মাই লাভ, একটি মেয়ে সিগমা থেটা পুডেন্ডা ফ্রেটারনিটি হাউজ পুরোটা উড়িয়ে দেওয়ার পরেও ভার্জিন থাকতে পারে। তবে কেউ বলতে পারবে না সে খুব নিষ্পাপ ছিল।

মুখে অভিজাত হাসি এঁটে নিয়ে অতিথিদের ভিড়ে মিশে গেল ভার্জিনিয়া। তার চোখ, কান এবং নাক সবই যেন পাবলিক রিলেশনের জন্য তৈরি। যদিও সে তা নয়। আর ফেলিক্স হলো আর্ট প্র্যাকটিশনার। আর্ল ব্ল্যাকওয়েলের মতো সে এ মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে পেট চালাচ্ছে, যদিও মিডিয়ার সে কেউ নয়। ভার্জিনিয়া হলো কুইন মিডিয়া। ও যখন প্রথম নিউইয়র্কে আসে, সে মুহূর্তটির কথা লাজুক ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছিল কাভেটের কাছে, তখন ওর বয়স এখন থেকে কুড়ি বছর কম, ওহায়োর এক ডাইনামিক এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী রিপোর্টার। ভার্জিনিয়ার ক্যারিয়ার দ্রুতই উর্ধ্বগামী হতে থাকে, তারপর বিচ্ছুরিত হয় এবং একসময় সে হয়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় কলামিস্ট। সে ফ্যাশন নিয়ে লিখত তবে পরে সে নিজেই ফ্যাশনকে নিজের লাইফস্টাইল বলে সংজ্ঞায়িত করে এবং সংজ্ঞায়িত করে সেইসব লোককে যারা লাইফস্টাইল সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক বছর ধরে ভার্জিনিয়া শুধু ওপর পানেই উঠেছে এবং বর্তমানে তার সম্পাদক এবং প্রকাশকরা তার মুক্ত বলগাকে অস্বীকার করতে পারে না। লোকে বলে পৃথিবীটি তার ঝিনুক। ভার্জিনিয়া যা কিছু করতে চেয়েছে, যা ভালো বুঝেছে করেছে। সে একজন রিপোর্টার এবং ভাষ্যকার; সে বুদ্ধিমতী এবং তীক্ষ্ণধী। সে আসল সত্য প্রকাশ করে দেয় তবু সে সমাজের একজন কনজারভেটর। সে খুব বাজে কথা লিখলেও তা দিয়ে সুবাস বেরোয়। সবাই তাকে ভালোবাসে।

ফেলিক্স ভার্জিনিয়াকে লক্ষ করেছিল, সপ্রশংসিত দৃষ্টিতে ওকে দেখছিল। এবার সে ইভলিন এবং ওয়েড ফ্রেঞ্চের দিকে নজর ফেরাল।

ইভলিন, স্ত্রীর ডান গালে হালকা চুম্বন করল ফেলিক্স।

তুমি কতক্ষণ এসেছ? সরি, তোমাকে নিয়ে আসতে পারিনি।

ইভলিনের ঠোঁট বেঁকে গেল। এরকম করলে তাকে মোটেই ভালো দেখায় না। তার চোখ অপমানে জ্বলছে। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, ফেলিক্স, ওয়েড আমাকে নিয়ে এসেছে।

ওয়েড ফ্রেঞ্চের সঙ্গে হাত মেলাল ফেলিক্স। সে বিশালদেহী, নিরেট এবং সহজে কোনো কিছুতে বিচলিত হয় না। তার পরনে ধূসর রঙের পিনস্ট্রাইপড ব্রুকস ব্রাদার্স স্ত্রী যেন এটি একটি বর্ম। অষ্টম হেনরীর সমান আকার তার তবে হ্যান্ডশেক করল নিস্প্রাণ ভঙ্গিতে।

হ্যালো, ফেলিক্স– আমাদের সাহিত্য এজেন্ট।

পুরো নই, অস্বস্তি নিয়ে বলল ফেলিক্স।

মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ, যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি।

ওয়েল, চান্দু বলল সে, তুমি সত্যি আমার নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছ। আমি কল্পনাও করিনি তোমাকে একটি রগরগে বইয়ের লেখক হিসেবে দেখতে পাব। সে ইভলিনের দিকে ইঙ্গিত করল। আমরা সবাই-ই তো আছি বইটিতে, জানোই তো।

ফেলিক্স এক কদম পিছু হটল, তুমি? তুমি বইটিতে নেই, ওয়েড। ইভলিনও না।

আমরা নেই? ফেলিক্স যদি ফ্রেঞ্চের বন্ধু না হতো তাহলে সে হয়তো এখনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমার কথা আমি জানি না, ফেলিক্স, তবে নাথান সিনক্লেয়ারকে আমার চিনতে অসুবিধে হয়নি– কিংবা সিনক্লেয়ারের বাড়ি অথবা পারফিডিয়া। একদমই চিনতে সমস্যা হয়নি।

এটা ফিকশন ওয়েড। এতে অন্যকিছু ভাবার কারও অবকাশ নেই।

ইভলিন হিসিয়ে উঠল, অবশ্যই ওটা নাথান এবং পারফিডিয়া, ফেলিক্স। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না।

ফেলিক্স, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে যেতে লাগল ফ্রেঞ্চ, সবাই জানে তুমি বুড়ো লোকটির জন্য কাজ করতে। ওই বুড়ো কসমেটিক টাইকুনের পরিচয় খুঁজে বের করার জন্য কোনো গোয়েন্দার প্রয়োজন হয় না। ফেলিক্স, তোমাদের এ কার্যকলাপ আমার পছন্দ হয়নি, থমথমে মুখে শ্যাম্পেনের গ্লাসে আঙুল ঘষতে ঘষতে টেবিলের বইয়ের গাদার দিকে তাকাল ফ্রেঞ্চ।

তোমাকে আমার বইয়ের প্রুফ দেখানো বোধহয় উচিত ছিল। ক্ষিপ্ত গলায় বলল ফেলিক্স।

একটা হাত তুলল ফ্রেঞ্চ। নো থ্যাংকস। তা করোনি বলে ধন্যবাদ। আমি জানতেও চাই না। যদি কোনো ঝামেলা আসেও আমি এ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেব। আমি বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারব না।

মামলা? এসব তুমি কী বলছ, ওয়েড?

তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি আমরা এখনও হাউজ অব সিনক্লেয়ার মামলাটি চালিয়ে যাচ্ছি। লিগাল ডিপার্টমেন্টের ধারণা তুমি এবং ভার্জিনিয়া মিলে বুড়ো নাথানের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছিলে।

অভিযোগের সুরে ইভলিন বলল, সব প্রমাণ আছে, ফেলিক্স, সব প্রমাণ আছে।

হুট করে কোনো সিদ্ধান্তে এসো না, শীতল গলায় বলল ফেলিক্স।

একজন আইনজীবী হিসেবে তুমি ভালো করেই জানো, ওয়েড, জীবনে সবকিছুই যৌগিক।

অবৈধ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ফ্রেঞ্চ। তার মুখখানা প্রস্তরবৎ কঠিন। তুমি যা বলেই অস্বীকার করতে চাও না কেন, চান্দু, লোকে ঠিকই বুঝতে পারবে এটি হাউজ অব সিনক্লেয়ার। তুমি কী করে এক বুড়োর গল্প লিখতে পারলে যে ডজনবার বিয়ে করেছে, লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে এবং তারপরও কেউ ভাববে না এটা নাথান সিনক্লেয়ার নয়।

ফেলিক্সের মনে হলো সে পাহাড়চুড়োয় দাঁড়িয়ে আছে এবং এখনই পা ফস্কে পড়ে যাবে। ওয়েড, ফর গডস শেক, গত পাঁচ বছর ধরে কেউ সিনক্লেয়ারকে দেখেনি। আমরা সবাই জানি সে মারা গেছে।

ফ্রেঞ্চের ভারি চোখের পাতা কৌতুকে নাচল। কিন্তু তিনি মারা যাননি, ফেলিক্স। তিনি এখনও বেশ শক্ত। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি বটে তবে আমার কতব্য তার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলা।

এ তথ্যটি জানা ছিল না ফেলিক্সের। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কিন্তু তুমি কথা বল। সে কী রকম?

ফ্রেঞ্চ গম্ভীর গলায় জবাব দিল, আমি মাঝে মাঝে তার অ্যাপার্টমেন্টে যাই। কথা বলি। তিনি ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করেন। সমস্ত কথাই হয় ইন্টারকমে।

এটা তুমি বোকার মতো কথা বললে, বলল ফেলিক্স। এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? তুমি হয়তো অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছ। সে হয়তো মারা গেছে।

না, গম্ভীর গলা ফ্রেঞ্চের। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পারে না, দ্যাটস অল, শুধু তার সহকর্মীরা ছাড়া।

বাধা দিল ইভলিন। আর প্যানপ্যান করো না, ওয়েড। এটা একটা খুবই নোংরা বই, ফেলিক্স। আমি বইটি পড়েছি।

হাসার চেষ্টা করল ফেলিক্স কিন্তু হাসি এলো না। তার টার্নবুল অ্যান্ড আশার শার্টের বগল ভিজে যাচ্ছে। না পড়লেই পারতে, বিড়বিড় করল সে।

ফেলিক্স, ডিনারেস্ট, ইভলিনের কণ্ঠ যেন্ অনেক দূর থেকে ভেসে এলো। আই হ্যাড নো আইডিয়া।

ভাঙা গলায় ফেলিক্স বলল, সেক্স দৃশ্যগুলো পুরোটাই ভার্জিনিয়ার কল্পনা।

ইভলিন হাসছে না মোটেই। তাহলে বলতেই হবে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি খেলুড়ে ভার্জিনিয়া। জানতাম না!

ওর কল্পনাশক্তি খুব প্রখর এবং বুনো ইভলিন, বলল ফেলিক্স।

তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ওর দিকে কটমট করে তাকাল ইভলিন। আমার সমস্যা হলো মেইনের শ্বেতসারযুক্ত নারীদেরকে নিশ্চিত করা যে আমার ফেলিক্স জেমসের সঙ্গে ওই ফেলিক্স জেমসের কোনো সম্পর্ক নেই যে নোংরা বই লেখে এবং সেক্স বম্ব ভার্জিনিয়া প্রেস্টনের সঙ্গে বুক ট্যুরে বেরোয়। তোমরা কাল চলে যাচ্ছ, তাই না? ইভলিন স্বভাবতই কথাটা জানে। কারণ সবাই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে। কাল, আড়ষ্ট গলায় ঘোষণা করল ও, আমি আমার মেইনের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। ওখানে তুমি আমাকে দেখতে পাবে যদি ফিরে আস। আমি নিশ্চিত, সে নিষ্প্রাণ গলায় বলে যেতে লাগল, তুমি এবং ভার্জিনিয়া সুন্দর সময় কাটাবে। আশা করি তোমরা নোট রাখবে। এবং এ নিয়ে একটি সিকুয়েন্স লিখে ফেলবে, তাই না?

তার দরকার হবে না, ফেলিক্সের চোয়াল এবং পেটের পেশি শক্ত হয়ে গেছে। ইভলিন অন্যায় আচরণ করছে। তোমরা তা সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন ব্যাপারটা? এটা তো অত সিরিয়াস কিছু না।

ওয়েড ফ্রেঞ্চ বলল, তাই যদি লিখতেই হয়, চান্দু, সিনস্কেয়ারকে নিয়ে টানাটানি করতে গেলে কেন? বুড়ো মানুষটাকে বইটির কথা কেউ না বললেই হয়।

কেন, ফ্রেঞ্চকে বরফশীতল কণ্ঠে সমর্থন করল ইভলিন, তুমি ঐতিহাসিক রোমান্স কাহিনী লিখতে পারলে না? মেইনের ইতিহাস এবং ১৮১২ সালের যুদ্ধ।

কেন? ফেলিক্স বুঝতে পারছে ওর মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। ওরা ভেবেছে ও দুর্বল এবং ওকে যা খুশি বলে পার পাওয়া যাবে। 'আর গডস শেক, আমরা যা জানি তা নিয়েই তো লিখব। আমরা বড় শহরটির জীবনাচরণ সম্পর্কে জানি। তোমরা কি নিজেদেরকে সেন্সর বলে ভাবছ?'

ফেলিক্স, হুকুমের সুরে বলল ইভলিন, তোমার পছন্দ যদি হয় ভার্জিনিয়া প্রেস্টনের সঙ্গে নোংরা বই লেখা, যাকে আমি সবসময় আমার ভালো বন্ধু বলে মনে করি এবং তারপর তার সঙ্গে সারাদেশ চষে বেড়ানো, তবে তাই হোক। আমার পছন্দ এবং কর্তব্য হলো মেইনে ফিরে যাওয়া।

এবং তুমি আমাদের সঙ্গে লস এঞ্জেলসে দেখা করবে বলেই ফেলিক্স ওকে স্মরণ করিয়ে দিল।

'না', কঠোর গলায় বলল ইভলিন, 'ওই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে। আমি তোমাদের অশ্লীল ক্যারাভানের অংশ হতে চাই না। তাছাড়া ডিয়ারেস্ট লোকে বলে তুমি হাউজ অব সিনক্লেয়ারের ওই আবর্জনার মধ্যে ঢুকে আছ, এবং আমি ওর মধ্যে জড়াতে চাই না।

তোমার মুখে এ কথা শুনছি বিশ্বাস হচ্ছে না আমার, মরিয়া গলায় বলল ফেলিক্স।

'বিশ্বাস', বলল ইভলিন, ঘটনা হলো তুমি এমন একটি লোককে পরিয়েছ যে কিনা সবসময় তোমাকে তার অনুগ্রহভাজন এবং বন্ধু বলে মনে করত। এ বিরাট অবিশ্বস্ত, ফেলিক্স এবং এটি আমাকে অসুস্থ করে তুলেছে। অবশ্য নাক সিটকাল সে, আমার মনে হয় না তুমি কদাপি নাথান সিনক্লেয়ারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলে।

ওর অভিযোগ শারীরিক ব্যথার মতো বিদ্ধ করল ফেলিক্সকে। তুমি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছ? মনমরা গলায় জিজ্ঞেস করল সে। নাথান এবং পারফিডিয়ার মধ্যে কী ঘটেছে। মাই ডিয়ার, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। আমার মতো তুমিও দায়ী কিংবা তারচেয়েও বেশি, ওকে ক্যাপডিতে জড়িয়ে ফেলার ব্যাপারে। গুড গড! তুমি এখন ওই কথা তুলছ? এ তো আঠারো বছর আগের ঘটনা, ইভলিন। যীশাস ক্রাইস্ট। ককিয়ে উঠল সে, ভীষণ রেগে গেছে।

গড ড্যাম ইট, ইভলিন এবং ওয়েড তুমিও, নোংরা ঘাঁটলে গন্ধ আরও ছড়াবে।

ফ্রেঞ্চের মুখটা কেমন তেলতেলে হয়ে গেল। ফায়ার উইথ ফায়ার? এটা কি একটি হুমকি, ফেলিক্স?

অবশ্যই না! আমি যাকেতাকে হুমকি দিই না, ওরা ব্যাপারটা উল্টো বুঝেছে বলে আরও বিরক্ত লাগছে ফেলিক্সের।

ইভলিন মুখ শক্ত করে বলল, ফেলিক্স তুমিই কিন্তু সেদিন সকালে ওকে সৈকতে যেতে দিয়েছিলে।

এবং তুমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলে, ইভলিন, ফর গডস শেক। ভীষণ জোরে চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল ফেলিক্স। আমি এ বিষয়টি নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। আমি বলেছি বইটি হাউজ অব সিনক্লেয়ার নিয়ে নয় এবং ব্যস আর কিছু বলার নেই আমার।

অবৈধ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ফ্রেঞ্চ। ফ্যাক্ট হলো আমি হাউজ অব সিনক্লেয়ারের একজন রিটেইনার।

কিসের ফ্যাক্স? গর্জে উঠল ফেলিক্স। ফ্যাক্স হলো বইটি প্রকাশিত হয়েছে এবং আর সব জাহান্নামে যাক। ড্যাম দা টেপডোস।

ভেরি নাইস, ফেলিক্স, বলল ইভলিন। তুমি এ শব্দটা উচ্চারণ করে নিজেই ঝামেলার মধ্যে পড়বে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ফেলিক্স। কী বলবে বুঝতে পারছে না। ভার্জিনিয়া কী করত জানে সে। সে নাক-মুখ কুঁচকে 'সো হোয়াট'? বলে চলে যেত। কিন্তু ফেলিক্স ভার্জিনিয়ার মতো নয়। হলে হয়তো ভালোই হতো। ইভলিন ওকে কখনোই কোনো কাজে সমর্থন করেনি। নিজের কর্তব্যটুকু পালন করে গেছে শুধু। সে কখনো সন্তানও চায়নি। নিউইয়র্কের বদলে মেন্টন তার প্রিয় জায়গা সেও ঠিক আছে। ফেলিক্সের কিছু কিছু পার্টিতে সে যোগ দেয় বটে তবে কাউকে কখনো হতাশ করে না। ফেলিক্সের ব্যবসা যদি সফল হয়ে থাকে তো সেটা শুধু ওর নিজের কারণেই, নিজের কঠোর পরিশ্রম এবং সবকিছু দক্ষ হাতে থাকলে নিতে পারার জন্য। ইভলিনের উপস্থিতি না থাকার মতোই। ফেলিক্স যা-ই করুক সব কিছুতেই সে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে। সে ফেলিক্সের লোকজন পছন্দ করে না এবং ইভলিনের মতো ফেলিক্সের ক্যারিয়ার ছিল ছায়াচ্ছন্ন এবং কোনো ভিত ছাড়া।

ফেলিক্স যখন হাউজ অব সিনক্লেয়ারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিল, তখন সব ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু যখন নিজেই ব্যবসায় নামল, সবাই তাকে টাউট ভাবতে লাগল। ইভলিনের চোখে ফেলিক্সের ক্যারিয়ার আদতেই কোনো ক্যারিয়ার নয়। লোকজন একত্র করা, বন্ধুত্ব করা, এক বন্ধুর সঙ্গে আরেকজন বন্ধুর শেয়ারিং, এসব কোনো কাজ হলো? ইভলিনের বাবা ছিলেন গ্রামের ডাক্তার, একজন পেশাদার মানুষ হয়েও ফ্রেঞ্চের মতো, সে কিনা ক্যাবিনেটের ক্যান্ডিডেট হতে পারত কিংবা বোর্ডের ডিরেক্টর অথবা ট্রাস্টি। এসব হলো ইভলিনের জন্য বাস্তবতা। ফেলিক্স যখন তাকে ব্যাখ্যা করেছিল পাবলিক রিলেশন বাইবেলের মতোই প্রাচীন জিনিস, তখন নাক সিঁটকিয়েছে সে।

ফেলিক্স কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। ইভলিনের চোখে চোখ রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমি জেনে খুশি হলাম যে তুমি মেইডে, তোমার ছোট্ট পাথুরে বাড়িতে সুখে বসবাস করছ। আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ ইভলিন। মনে হয় ওটাই তোমার উপযুক্ত জায়গা।

ইভলিনের ভুরু কুঁচকে গেল। তুমি ব্যাপারটা ওইভাবে দেখছ বলে আমি আহ্লাদিত।

খুক খুক কাশল ওয়েড ফ্রেঞ্চ। টেক ইট ইজি, স্লোট আমি চাই না তোমাদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হোক। দুই পুরনো বন্ধু স্লোট মাই অ্যাসি, বলল ফেলিক্স।

তবে ইভলিন তত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়ানো ভার্জিনিয়া পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও বুঝতে পারল খারাপ কিছু ঘটছে। সে ফেলিক্সের দিকে তাকিয়ে হাসল।

তুমি পছন্দ করো বা না করো এরকম হবেই, ওয়েড, কামন। আমরা এখন যাব। চিৎকার দিল ইভলিন।

বিদ্রূপের সুরে হাসল ফেলিক্স। আমি শিওর স্লোটের সঙ্গে তোমার বাড়িতে দেখা হবে।

রেগে গেল ফ্রেঞ্চ। ইউ আর ড্যাম রাইট, আই উইল ফেলিক্স।

গুড, বলল ফেলিক্স, নিজেকে ওর মরা মানুষের মতো লাগছে। তবু জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার বইতে আমার অটোগ্রাফ নেবে না, ডালিং?

না, খেঁকিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ।

আরে তোমাকে ডালিং বলিনি। বলেছি ইভলিনকে।

রাগে কাঁপছে ইভলিন। পারলে অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেয় ফেলিক্সকে। ফেলিক্স তুমি জাহান্নামে যাও।

ফেলিক্স হেসে বলল, আমি তাই যাচ্ছি, ডালিং।



ওয়েলকাম টু মাই হোম, বলল ভার্জিনিয়া।

ইটস গ্রেট। আই লাভ ইউ। বলল লেনি থরো।

লেনি থরো একজন বিখ্যাত লেখক। আর্গ ব্ল্যাকওয়েলের পার্টিতে ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তার পরিচয়। সে লেনির সব বই-ই পড়েছে। তার আমন্ত্রণে লেখকটি এসেছে ভার্জিনিয়ার বাড়িতে।

ভার্জিনিয়ার প্রকাণ্ড লিভিংরুমটি কাচ দিয়ে ঘেরা। এখান থেকে নদী এবং ইউনাইটেড নেশনস প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখা যায়।

লেডিকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি একটু কমিয়ে নিয়ে কিচেনে ঢুকল ভার্জিনিয়া। গাজা দিয়ে সিগারেট বানাতে। হিজুয়াগ্রা গোল্ড নামের নেশার এ জিনিসটি তাকে তার এক বন্ধু মেক্সিকো থেকে কিনে দিয়েছে। জিনিসটা সে রেফ্রিজারেটরে মাডিনের ক্যানে রেখেছে।

তুমি মদ খাবে, লেডি? জানতে চাইল ভার্জিনিয়া।

হ্যাঁ, এক গ্লাস মদ হলে মন্দ হয় না।

তোমার সম্মানে আমি ক্যালিফোর্নিয়ান জিনিস এনে রেখেছি, বলল ভার্জিনিয়া। সে নিজে খুব কম মদ্য পান করে বিশেষ করে যখন একা থাকে। ভার্জিনিয়ার ধারণা বেশি মদ খেলে সেন্স কমে যায়। দুটো মদের গ্লাস ধুয়ে-মুছে নিল ভার্জিনিয়া। তারপর সমস্ত জিনিসপত্র একটা ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল।

তুমি সিগারেট বানাও এই ফাঁকে আমি কোনো মিউজিক চালিয়ে দিই। মৃদু গলায় বলল ভার্জিনিয়া।

'বেশ তো।'

ভার্জিনিয়া ফ্রাংক সিনাত্রার একটি সফট মিউজিক চালিয়ে দিল স্টেরিওতে, এমনভাবে ভল্যুম অ্যাডজাস্ট করল যাতে সাউন্ডটা শুনতে পায়, তবে শব্দটা বেশিরভাগ থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ডে।

কাজ শেষ করে সে গ্লাস দুটোতে ঠাণ্ডা সাবলিস ঢেলে নিল। তারপর কফি টেবিলের অপর পাশে এসে বসল।

আমি কখনো জানালার পর্দা ফেলে রাখি না, বলল ভার্জিনিয়া।

এখান থেকে নদীটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে না?

বিপরীত দিকে নদীর কালো জল, গ্রিন লাইটের হলুদ আলো। পুবে লং আইল্যান্ডের শেষ, যেন ওটাই পৃথিবীর শেষ সীমানা। নিচে নদীর জলে নগরীর আবছা প্রতিচ্ছবি। ভার্জিনিয়ার সব সময় মনে হয় নিউইয়র্ক তার নিজের শহর। এমনকি সে যখন ওহায়োতে তার প্রথম স্বামী আরভিল জোনসকে ফেলে এখানে প্রথম পালিয়ে এসেছিল।

লেনি থরোকে লক্ষ করছি ও। লেনি তার লম্বা, সরু আঙুলে দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করছে সিগারেট। ভার্জিনিয়ার গাঁজার সিগারেটেও তেমন নেশা নেই, লেনির বাড়ি ক্যালিফোর্নিয়া। লোকে বলে ক্যালিফোর্নিয়ানরা নাকি মারিজুয়ানা সিগারেট এবং কোকেন সেবন খুব পছন্দ করে।

আমি কোস্টে ঘুরতে আসতে খুব পছন্দ করি, ভার্জিনিয়ার দিকে আড়চোখে তাকাল লেনি।

ভার্জিনিয়া ফিক করে হাসল। লেনি, এটা কোর্ট নয়। এ হলো ব্যাক ইস্ট। তুমি এসেছে কোস্ট থেকে।

ফিক ফিক হাসল লেনি, কেশে পরিষ্কার করে নিল গলা। জানি আমি, তবু এ জায়গাটাকে কোস্ট ভাবতে আমার খুব ভাল্লাগে।

লেনি সিগারেট বানাতে যেন সারাজীবন লাগিয়ে দিল। লেনির বয়স চল্লিশ, অনুমান করল ভার্জিনিয়া, অবশ্য পঁয়ত্রিশও হতে পারে বরং তাহলেই ভালো। বয়সে আরও ছোট হলে আরও মজা। ক্যালিফোর্নিয়ানদের বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। দাড়ি দেখে সঠিক বয়স অনুমান করা যায় না। চেয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল ভার্জিনিয়া। তারপর জুতো খুলে ফেলে পা মুড়ল। ভাবছে লেনি তার দুর্বল মুহূর্তটাকে আড়াল করার জন্যই হয়তো মুখে দাড়ি রেখেছে।

লেনি বিড়বিড় করল, জানি তোমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তোমাকে আটকে রাখা উচিত হবে না।

না, আমি ঠিক আছি। নো প্রবলেম। বলল ভার্জিনিয়া।

ভার্জিনিয়া ক্লান্ত নয়। বরং ফেলিক্স জেমসের সঙ্গে সারাদিন ওরা একটা অস্থিরতা এবং অধৈর্যের মধ্যে কেটেছে। ওরা ঝামেলায় পড়েছে। ব্ল্যাকওয়েলের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ফেলিক্স তাকে বলেছে কথাটা। বইটি নিয়ে হৈ চৈ করতে পারে নাথান সিনক্লেয়ার। সে কী করবে? সে কি বলবে যে পাওয়ার হাউজের মার্সেল পাওয়ার আজকে হাউজ অব সিনক্লেয়ারের নাথান সিনক্লেয়ারও এটা দাবি করলে সে নিজেই বোকা বনে যাবে। অবশ্য নাথান নিজে একটি বোকাই বটে এবং কেউ তাকে বোকা বললেও ও লোকের কিছু আসে যায় না। নাথান একদা ফেলিক্সের স্পন্সর এবং গুরু থাকলেও একে ভার্জিনিয়া কোনোদিন ভালোবাসেনি কিংবা পছন্দও করেনি। তবে ফেলিক্সের কাছে নাথান কী ছিল? এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা আছে এবং সেটার জন্যই ফেলিক্সের ঘাম ছুটে গেছে। ভার্জিনিয়া হঠাৎ বুঝতে পারল বইটি লেখার সময় ফেলিক্স পুরোপুরি সৎ এবং পরিষ্কার ছিল না।

এবং ইভলিন জেমস, ব্ল্যাকওয়েলদের বাড়িতে মহিলা একটা সিনক্রিয়েট করেছে, গটমট করে বেরিয়ে গেছে ওয়েড ফ্রেঞ্চ নামে ওই মোটার সঙ্গে। ইভলিন ঈর্ষাকাতর একজন স্ত্রীর মতো আচরণ করেছে। এবং কাজটা খুবই বোকার মতো হয়ে গেছে। কারণ, ঈশ্বর জানেত, ফেলিক্স এবং ভার্জিনিয়া খুব ভালো বন্ধু, অন্য কিছু নয়। ভার্জিনিয়া ওদেরকে বহু আগে থেকে চেনে এবং ফেলিক্স ভার্জিনিয়া এ বড় শহরে আসার পর থেকে ওর সঙ্গে ভালো বন্ধুর মতো আচরণ করে চলেছে। ইভলিন কি এতই বোকা সে ভেবেছে ভার্জিনিয়া তার স্বামীর সঙ্গে প্রেম করছে? অথচ ওই ফেলিক্স দম্পতিই ওকে মেইনে গরমের সময়টাতে আশ্রয় দিয়েছিল। ভার্জিনিয়া ওদের সুবাদেই পরে হ্যাম্পটসন ফ্লোরিডা এবং বাহামায় বেড়াতে গিয়েছিল। এবং ইউরোপে সফর করেছে। ভূমধ্যসাগরে সিনক্লেয়ারের ইয়টে টানা দশদিন ঘুরে বেড়িয়েছে। সে কথা মনে পড়তে হাসল ভার্জিনিয়া। সে সেই স্বল্প সৌভাগ্যবতীদের একজন যে সিনক্লেয়ারের সঙ্গে তার ইয়টে ঝাড়া দশদিন ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল। সে ক্যাভিয়ার খেয়েছে, উপভোগ করেছে ফরাসি মদ, সেবা পেয়েছে চমৎকার বাটলার এবং ফুটম্যানদের। সিনক্লেয়ারের বেশিরভাগ অতিথি তার নোংরা আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তিনদিন বাদেই জাহাজটি প্রথম যে বন্দরে ভিড়েছে তাতে লাফিয়ে পড়েছিল। তবে সিনক্লেয়ারের আলোড়ন হাতের স্পর্শ সয়েও ইয়টে থেকে গিয়েছিল ভার্জিনিয়া। সে দিনগুলো পরিষ্কার মনে করতে পারে ভার্জিনিয়া কারণ নিজের ব্যাপারে ও ছিল খুবই সৎ। এক রাতে ওরা কাপ্রিতে নোঙর করেছে জাহাজে অন্যরা চলে গেছে তীরে ফুর্তি করতে, বুড়ো ছাগলটাকে সেদিন ভার্জিনিয়া ওর ওপর কোনো সুযোগ নিতে দেয়নি। হ্যাঁ, নাথান সিনক্লেয়ারকে ভার্জিনিয়া 'বুড়ো ছাগল' বলেই সম্বোধন করে।

এ ছোট্ট ঘটনাটি বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেলিক্স অবশ্য ভেবেছিল ঘটনাটি ভার্জিনিয়ার উদ্দাম কল্পনার আরেকটি আবিষ্কার মাত্র। যদিও সে জানে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ওরফে পলিন পাওয়ারকে নিয়ে হার্ড ফ্যাক্ট অবলম্বনে লেখা হয়েছে। পাওয়ার হাউজ এর প্রায় প্রতিটি সেক্স এপিসোড সত্যি ঘটেছিল। ভার্জিনিয়ার জীবনে ব্যক্তিগতভাবে না ঘটলেও তার বিশ্বস্ত বন্ধুদের জীবনে ঘটেছে। মহিলারা সত্যি খুব চালাক। তারা সবাইকে বিশেষ করে ভার্জিনিয়ার মতো মানুষকে এ ধরনের গল্প বলতে পছন্দ করে।

ফেলিক্স আসলে একটা মাথামোটা মানুষ। ইভলিন রেগে গেলে কিংবা লজ্জা পেলে কী সমস্যা? ইভলিনকে এত পাত্তাই বা দেয় কে? ইভলিন কোনোদিন ভার্জিনিয়াকে বিশ্বাস করে তার কোনো গোপন কথা বলেনি, ওকে নিয়ে ভার্জিনিয়ার অনেক সন্দেহ। ইভলিন এবং নাথান সিনক্লেয়ারের? ভার্জিনিয়া নিশ্চিত দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে– এমনকি পারফিডিয়ার সঙ্গে নাথানের যখন বৈবাহিক সম্পর্ক চলছিল তখনও। ফেলিক্স নিশ্চয় ব্যাপারটা জানে না। নাকি জানে? হয়তো এ কারণেই ও এমন বিচলিত।

অবশেষে সিগারেট বানিয়েছে লেনি। জিভের ডগা দিয়ে কাগজে ভিজিয়ে ওটা আটকে নিল। তারপর আগুন ধরাল। জোরে জোরে টান দিতে দিতে হেলান দিয়ে বসল। দারুণ, বলল সে। এবারে তোমার পালা।

কফি টেবিলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে লেনির হাত থেকে সিগারেট নিল ভার্জিনিয়া। মুখে নিয়ে টান দিল। গলা এবং বুকের মধ্যে ঢুকে গেল ধোঁয়া, তারপর নাক বেয়ে উঠে চলে গেল মাথার সামনের অংশে। দু'একবারের জন্য মনে হলো বাতিগুলো তীক্ষ্ণভাবে জ্বলছে, নদীটাও যেন কাছিয়ে এলো। লেনি থরোর দাড়ি যেন জ্বলজ্বল করতে লাগল। বিউটিফুল! নাউ জাস্ট আ সিপ অব ওয়াইন। ওর মাথা একটু একটু ঝিমঝিম করছে।

ওরা দুজনে ডিনার সেরে এখানে এসেছে। ডিনার টেবিলে বসে লেনি ভার্জিনিয়াকে বলছিল, আমি বইটি এখনও পড়িনি। তবে পড়ব। সবাই বইটি নিয়ে কথা বলছে। তোমাদের বই বোধহয় বেস্ট সেলার হতে চলেছে। বছরের সবচেয়ে হট বই হবে।

হাসল ভার্জিনিয়া। সবদিক থেকেই।

লেনি বাচ্চা ছেলের মতো হাসতে হাসতে একটি হাত তুলে দাড়ি চুমড়াল। তবু.... ইভ লোকে বলে তুমি আর ফেলিক্স নাকি তোমাদের বিগ অ্যাপল শহরটিতে যা যা ঘটছে সব গল্পই নাকি জানো।

হ্যাঁ, বলল ভার্জিনিয়া। বিগ অ্যাপল এবং তার পোকামাকড়দের কথা। আমি গত কুড়ি বছর ধরে এ গল্প শুনে আসছি, লেনি।

নিস্তেজ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। ওহায়ো থেকে এখানে আসার পর থেকে। **তুমি ওহায়োতে** বিয়ে করেছিলে না? মাথা ঝাঁকাল ভার্জিনিয়া। দেখলে, বলে চলল লেনি, তোমার কথা আমি সব জানি।

সিগারেটে জোরে একটা টান দিল লেনি। তুমি এক অদ্ভুত নারী। তার কথাগুলো যেন গলে গলে যাচ্ছে। তোমার কথা অনেক শুনেছি আমি।

আচ্ছা? কী কী শুনেছ শুনি?

জানি না। এ মুহূর্তে আমার কিছু মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে তুমি এক দারুণ নারী এবং প্রথম শ্রেণির গসিপ কারবারি। লোকে তাই বলে।

এটা কোনো অপমান নয়, প্রশংসাও নয়। গসিপ কারবারি শব্দটা বেশ মজা দিল ভার্জিনিয়াকে। শত হলেও গসিপ নিয়েই তার কারবার। লোকে যা খুশি বলুক, বলল ভার্জিনিয়া। আমি পাত্তা দিই না।

না, বলল লেনি, আমি বিশ্বাস করি, ইভ, লোকের ধার তুমি ধারো না।

লেনি, ফিসফিস করল ভার্জিনিয়া, ওরা সবাই লুকানোর জায়গা খুঁজছে। তবে মনে রেখো, এটি একটি ফিকশন এবং কেউ চিৎকার করে বলার সাহস পাবে না যে এটা আমি।

শুধু নাথান সিনক্লেয়ার ছাড়া, ওই বুড়ো ছাগল।

আচ্ছা, আমরা যখন লস এঞ্জেলস যাব তখন কি তুমি ওখানে থাকতে পারবে?

নিশ্চয়, সোৎসাহে বলল লেনি।

তুমি থাকো কোথায়?

সৈকতের ধারে, ভেনিসের এক ভাঙাচোরা অ্যাপার্টমেন্টে। তোমার এ বাড়ির সঙ্গে ওটার কোনো তুলনাই হয় না, ইভ।

ঠিক বলেছ, বলল ভার্জিনিয়া। চলো, তোমাকে বাড়িটি ঘুরিয়ে দেখাই।

সিধে হলো ভার্জিনিয়া। লেনিকে টেনে তুলল কাউচ থেকে। লেনিকে তার পছন্দ হতে শুরু করেছে। লোকটা বেশ স্মার্ট এবং সুদর্শনও। ওর দ্বিতীয় স্বামী ম্যাক লোগানের কথা মনে পড়ে গেল ভার্জিনিয়ার। ম্যাক হয়তো এখন নাভি পর্যন্ত খোলা সিল্ক শার্ট আর গলায় সোনার চেইন ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ল সাবেক প্রেমিক পিটার হ্যামিলটনের কথাও। ওর জীবনে আরও ডজনখানেক তরুণ এসেছে। তাদের কারও দিকে সে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে আবার কাউকে নিয়ে বেভারলি হিলস হোটেলে ঘুমিয়েছে।

ভার্জিনিয়া লেনিকে বড় জানালাটার কাছে নিয়ে গেল। ওদের নিচে আলো ঝলমল করছে, লাফাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে ইস্ট রিভার স্রোতের সঙ্গে। ভার্জিনিয়া

লেনির কোমরে হাত রাখল। বেশ লম্বা লেনি। ফেলিক্সের চেয়েও। তার গায়ে এক ফোঁটা মেদ নেই। ওকে জড়িয়ে ধরল ভার্জিনিয়া। কেমন শক্ত হয়ে গেল লেনি।

বিউটিফুল, আই লাভ ইট, বিড়বিড় করল সে তবে তাকাল না ভার্জিনিয়ার দিকে।

ভার্জিনিয়ার মাথা ছুঁয়েছে লেনির দাড়ির নিচে। সে লেনির মোটা সুতি কাপড়ের প্যান্টের সঙ্গে নিজের লিলেন শার্ট চেপে ধরল, সিল্কে ঢাকা বুকজোড়া ঘষা খেল ওর বুকে। টের পেল পকেটে কতগুলো বলপয়েন্ট পেন রেখেছে লেনি। মুখ তুলে ওর দিকে চাইল ভার্জিনিয়া। হাসল। ওর আমন্ত্রণ পরিষ্কার বুঝতে পারছে ক্যালিফোর্নিয়ান। লেনি ওর মুখে চুমু খেল।

ইভ তোমাকে বিগ অ্যাপেলে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, মদালসা ভঙ্গিতে ফিসফিস করল ভার্জিনিয়া। এক কামড় খাবে?

হাসল লেনি থরো। এরকম সুযোগ পেলে কোনো অ্যাডাম কী ছাড়ে, ইভ?

ভার্জিনিয়া ওর পিঠ জড়িয়ে ধরে ঊরুতে পেট ঘষল। টের পেল প্যান্টের নিচের জিনিসটা শক্ত হয়ে গেছে। ওকে আবার চুম্বন করল লেনি। ভার্জিনিয়া ওর প্যান্টের ওপর হাত চালিয়ে দিল। খুঁজে পেল জিপার। টেনে খুলে ফেলল। হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। মি. থরো। আপনি দেখছি আন্ডারপ্যান্ট পরেননি।

ক্যালিফোর্নিয়ানরা কখনো আন্ডারপ্যান্ট পরে না। মৃদু গলায় বলল লেনি। তার ঠোঁট কাঁপছে। আন্ডারপ্যান্ট তোমাকে বন্ধ্যা বানাতে পারে।

ভার্জিনিয়া বেঁটে বলে মেঝেতে উপুড় হলো না। সে লেনির সামনে একটি টুল তুলে তার ওপর হাঁটু জুড়ে বসল। লেনির প্যান্ট এখন গোড়ালির ধারে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সে নড়াচড়া করতে পারছে না। তার পুরুষাঙ্গ পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। ভার্জিনিয়া ওদিকে ফিরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল– এই আশ্চর্য জিনিসটি তাকে সবসময় মুগ্ধ করে। সব একই সমান হলেও প্রতিটি কিন্তু একটির থেকে আলাদা। আঙুলের ডগা স্পর্শ করতেই ঝাঁকি খেল লেনি। ওটিতে ঠোঁট বুলাতে লাগল ভার্জিনিয়া।

লেনি তখনও প্রস্তর মূর্তি হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের শহরের দিকে। গোঙাতে গোঙাতে বলল, চলো বিছানায় যাই।

আমি তো ভেবেছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ানরা বিছানা ছাড়া অন্য সব জায়গা পছন্দ করে। বিড়বিড় করল ভার্জিনিয়া। তাছাড়া আমার ওয়াটার বেড নেই।

ওহ্ শূন্য গলায় বলল লেনি।

বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না সে। ভার্জিনিয়াকে হতাশ করে দিয়ে একটু তাড়াতাড়িই বীর্যপাত হয়ে গেল। ভার্জিনিয়ার মুখ ভরে গেল ক্রিমের মতো আঠালো

জিনিসে। স্বাদ অনেকটা সিনক্লেয়ারের বাড়ির হ্যান্ড লোশনের মতো। শরীরের পেশি ঠিক রাখতে এটি ব্যবহার করে ভার্জিনিয়া।

ডু আই গিভ গুড হেড, মি. ক্যালিফোর্নিয়া।

ইয়েস ইয়েস। ওয়ান্ডারফুল। আই লাভ ইট।

ভার্জিনিয়া টুল থেকে উঠে পড়ল। পোশাক খুলে ফেলে কাউচের ওপর ছুড়ে দিল। গর্বিত ভঙ্গিতে টান টান হয়ে দাঁড়াল লেনি থরোর সামনে। ওর হাত ধরে নিজের বুকে রাখল। ভার্জিনিয়ার বুকজোড়া ছোট তবে ভরাট এবং শক্ত। চল্লিশোর্দ্ধ বয়সেও এতটুকু টোল খায়নি। হাতটা বুক থেকে নেমে তলপেটে, সেখান থেকে সুডোল নিতম্বে। ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না লেনি। প্যান্টটা ছুড়ে দিল সে, খুলল উলের টাই এবং শার্ট। কতগুলো বলপয়েন্ট পেন ছড়িয়ে পড়ল কার্পেটে।

ওয়েল। বলল ভার্জিনিয়া।

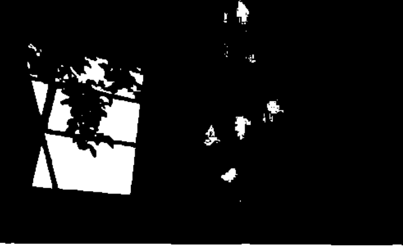
লেনি ওর গরম আঙুল দিয়ে আদর করতে লাগল ভার্জিনিয়ার বুক এবং উরুতে। ভার্জিনিয়া টুলের ওপর চিত হলো। ওর ওপর ঝুঁকে এলো লেনি।

তুমি পরিপূর্ণ একজন নারী দুইশো ভাগ ইভ, বলল সে।

ভার্জিনিয়া ওর চুল ধরে টেনে সামনে আকর্ষণ করল। লেনি ওর স্তনে চুমু খেল, মাথা নামিয়ে আনল পেটের ওপর। ভার্জিনিয়া লেনির নরম দাড়ির স্পর্শ পেতে চাইছে ওর পায়ে এবং ওর আসল জায়গায়।

আমার নাম ভার্জিনিয়া। হাসতে হাসতে বলল ও। কলেজে পড়ার সময় ওরা আমাকে সংক্ষেপে ডাকত ভার্জিন– তবে এ শব্দটি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারিনি।

আই লাভ ইট। খলখল করে হাসল লেনি। তারপর সে ভার্জিনিয়ার ওপর হামলে পড়ল।



ভার্জিনিয়া এক চমৎকার ছোট্ট ভ্যাম্প, বলল জ্যাক লোগান, ওর একদা তৃতীয় স্বামী। ও আকারে ছোটখাটো হলে কী হবে ইগোটা বক্সারের সমান– বলা উচিত তিমি মাছের মতো।

হুঁ, সায় দিল পিটার হ্যামিলটন।

টেবিলের ওপর পা তুলে দিল লোগান। তার পায়ের টেনিস জুতো জোড়া নোংরা স্ল্যাকসে অসংখ্য ভাঁজ, গায়ের সাফারি জ্যাকেটের বোতাম বুক পর্যন্ত খোলা। আধুনিক চলচ্চিত্র প্রযোজকের যথার্থ মডেল সে।

তোমার নিশ্চয় মনে আছে, পিট। আমাদের বিয়েটা টিকেছিল মাত্র পাঁচ মিনিট।

মনে আছে হ্যামিলটনের। তখন ওরা নিউইয়র্কে থাকত। ছোট একটি দল ছিল ওদের, ভার্জিনিয়া ফেলিক্স, জ্যাক এবং নিজে। লোগান তখন প্যারামাউন্টের নিউইয়র্ক অফিসে কাজ করত এবং তখনও ভার্জিনিয়া তার ক্যারিয়ারের শীর্ষবিন্দুতে ছিল। ফেলিক্স ছিল সোশাল পি.আর ওদেরকে যাবতীয় তথ্য যোগান দিত, ওদেরকে তার পার্টিতে দাওয়াত দিত, ডেট অ্যারেঞ্জ করত, নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ওদেরকে ব্যবহার করত। টেলিভিশন রিভিউ লিখতে গিয়ে এদের সঙ্গে হ্যামিলটনের পরিচয়। ওই একই পত্রিকা ছিল ভার্জিনিয়ার নিউইয়র্ক আউটলেট।

লোগান হ্যামিলটনকে জিজ্ঞেস করল, কঙ্গোর নদীর উৎসভাগে পিগমিরা কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে এখনও তুমি ডকুমেন্টারি বানাচ্ছ, পিট?

হেসে উঠল সে। এ মুহূর্তে ও নিয়ে কাজ করছি না, জ্যাক। সে কেন লোগানকে তার প্রজেক্টের কথা বলবে? এখন আধুনিক আমেরিকার বৈবাহিক অবস্থা নিয়ে কাজ করছি।

যীশাস, ছম দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোগান, ফার্কিং অ্যামাং দ্য রুইডনস।

ওরা বসে আছে টুয়েটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সে, লোগানের বিশাল অফিসে। নিউইয়র্কের খারাপ দিনগুলো লোগানও কাটিয়ে উঠেছে। সে এখন নিজস্ব প্রডাকশন কোম্পানির প্রধান, সস্তায় টিভি ছবি এবং সিরিজ বানায়।

হঠাৎ কী মনে করে সে বলে ফেলল, তুমি বরং ভার্জিনিয়ার সঙ্গে কথা বলো। লোকের কাছে শুনলাম তার বইটি নাকি সেক্স অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে।

মাথা দোলাল হ্যামিলটন। এটি আসলে নাথান সিনক্লেয়ারকে নিয়ে লেখা বই। আমাদের বয়স থেমে থাকা কসমেটিক্স জার।

ইয়াহ, শিট, লোগানের ট্যান করা, চোখ মুখে ভাঁজ পড়ল। সে মাঝারি হাইটের সুদর্শন, সুঠামদেহী। তবে তাতে কোনো সমস্যা হবে না, কী বলো, পিট? না, কেউ ভার্জিনিয়াকে ঝামেলায় ফেলতে চাইছে না। সাহসই পাবে না। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল লোগানের ধূর্ত চোখের চাউনি। কিন্তু পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের ব্যাপারটা কী হবে? সে কি এখনও বেঁচে আছে? তোমার প্রাক্তন

শাশুড়ি, লোগানের কথাটা শেষ করল হ্যামিলটন। হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন। তার স্বামী গত বছর মারা গেছেন– ব্যারন পুটজিকে মনে আছে?

নিশ্চয়– ও ব্যাটা তো একটি হারামীর হাড্ডি ছিল, পারফিডিয়ার সর্বশেষ প্রেমিক সম্পর্কে উদাস মন্তব্য ছুড়ে দিল লোগান। যীশাস, পিট, সময় কী দ্রুত বয়ে যায় ভার্জিনিয়া। গ্রেট। আমি যখন খুব বেশি ঘোরাঘুরি করতে শুরু করি তখন আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। আমি ওকে ফার্মে ধরে রাখতে পারিনি। ভাবলে কষ্ট লাগে। পিট কিন্তু এখন আমি এটি সামলে নিতে পারব। ওই কথাটি মনে আছে তোমার? লোগানের চোখ যেন ব্যথায় ছোট হয়ে এলো। ভার্নিজিয়া ওর শরীরে যতগুলো পুরুষাঙ্গ গ্রহণ করেছে তা যদি ওর দেহ ফুড়ে বেরোয় তাহলে ওকে লাগবে একটা শজারুর মতো।

জ্যাক, দ্যাটস অফুল।

তবে লোগান নিজেও নিশ্চিত নয় ভার্জিনিয়া কতগুলো পুরুষাঙ্গ গ্রহণ করেছে। লোগান এবং ভার্জিনিয়ার বিবাহিত জীবন টিকেছে বছর দুই। লোগানের সফর শুরু হওয়ার আগে বা পরে ভার্জিনিয়া এক মুহূর্তের জন্যও তার কোষ্ঠিনষ্টি বন্ধ করেনি। লোগান কি জানে সে এ শতকের সর্বাপেক্ষা 'Cockalded man' লোগান কি জানে ওইসব পুরুষাঙ্গের মধ্যে পিটার হ্যামিলটনেরটাও ছিল?

মৃদু হেসে সিধে হলো হ্যামিলটন, মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিতে চাইল স্মৃতিগুলো। হাত-পা একটু টনটন করে ধীরে, স্বচ্ছন্দ গতিতে হাঁটতে লাগল লোগানের এক্সিকিউটিভ অফিসে। ডেস্কের কিনারে রাখা চামড়ার বক্স থেকে একটা লম্বা, বাদাম সিগার বের করল প্রযোজক।

ভার্জিনিয়ার কথা যা বলছিলাম.....

হ্যাঁ, সায় দিল হ্যামিলটন।

তোমার কি মনে হয় সে সত্যি একটি নিমফোম্যানিয়াক?

জ্যাক– আমি তা ঠিক বলতে পারব না, একটু চমকে গেল হ্যামিলটন। লোগানের কথায় মনে হলো সে আজও ভার্জিনিয়াকে ভালোবাসে। আমি ভাবছি ওরা বইটা লিখে কেন সবকিছু ছলকে দিল?

লোগান এক পায়ের ওজন আরেক পায়ে চাপাল, একরাশ ধোঁয়া ছুড়ে দিল হ্যামিলটনের দিকে। ভালো প্রশ্ন। আমিও তাই ভাবছি। এবং এটাও ভাবছি আমিও বইটাতে আছি কিনা।

ভুরু তুলল হ্যামিলটন। তুমি তাহলে বইটি এখনও পড়নি। স্যালি বলল তুমি নাকি বইটি কিনছ।

লোগান মাথা নেড়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। বইটি আমার জন্য একজনকে পড়তে দিয়েছি। আমার এখানে আজেবাজে যে জিনিসই আসবে সব পড়ার মতো সময় আমার নেই।

কিন্তু ভার্জিনিয়ার বই? ওর বইয়ের বেলাতেও একই কথা? বিশ্বাস করতে পারছি না, জ্যাক।

বিশ্বাস করাই ভালো, পিট। আমি কিছু আলাদা করতে চাই না। শিট ইজ শিট।

জ্যাক আপত্তি জানান হ্যামিলটন। বইটি আমি পড়েছি। এটি কোনো শিট নয়। কোনো বাজে বইও নয় তার গেসিং গেমটিও বেশ চমকপ্রদ। এটাকে ফায়ারপ্রুফ করা উচিত এবং কাচ্চাবাচ্চা এবং বুড়িদের কাছ থেকে বইটি দূরে রাখা উচিত। বই মানে জনপ্রিয়তার নামে যে সব বই বাজারে চলছে ওগুলোর চেয়ে এটি কোনো অংশে খারাপ নয়।

অহঙ্কারী গলায় লোগান বলল, তুমি কী ধরনের বইয়ের কথা বলছ? বুলশিট। আমি অবসর সময়ে জীবনী গ্রন্থ পাঠ করি। আমি কিছু সিরিয়াস নাটক বানানোর চিন্তা করছি, মাস্টারপিস থিয়েটার ক্র্যাপের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে আপন মনে হাসল হ্যামিলটন। কাজটি শুরু করলে আমাকে জানিয়ো। আমি নিজেও এ ধরনের চুটকি বানাতে পারি।

কপালে ভাঁজ ফেলল লোগান, ডকুমেন্টারি থেকে সিরিয়াস ড্রামা! বুঝলাম না, পিট।

জ্যাক, তুমি আবর্জনা থেকে ক্ল্যাসিকে যাচ্ছ। তুমি যদি বদলাতে পার তাহলে আমিও পারব।

আমুদে ভঙ্গিতে হাসল লোগান, হাতের সিগারেট নাড়িয়ে বলল, আমাদেরকে তোমার ফোন করতে হবে না, পিট। আমরাই তোমাকে করব।

ও করবে, বলল হ্যামিলটন।

অবজ্ঞাভরে হাসছে লোগান। জানো আজ এখানে খুব জরুরি একটি মিটিং হবে।

কিসের মিটিং? শেক্সপীয়র আসছেন নাকি?

না, মিটিংটি হলো তোমার পাছায় আমার লাথি। অট্টহাসি দিল লোগান। তারপর তার চোখ সরু হয়ে এলো। তুমি নাকি আমার সৎ মেয়ের সঙ্গে রঙতামাশা করছ। ঘটনা কী?

প্রাক্তন সৎ মেয়ে। ওকে শুধরে দিল হ্যামিলটন।

না, ও এখনও আমার সৎ মেয়ে। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে বলে এর মানে এটি নয় যে আমি স্যালিকেও দূরে ঠেলে দিয়েছি। আমি স্যালির কথা অনেক চিন্তা করি তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে তোমাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করে। নাক সিটকাল লোগান। এবং আমি কী করে জানব যে তুমি একজন মার্ডারার নও।

জ্যাক, কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল হ্যামিলটন। এ নিয়ে অতীতেও ওদের তর্কাতর্কি হয়েছে তবে লোগান বোধহয় বিশ্বাস করে মজা পায় কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে যে হ্যামিলটন জ্যাক দ্য রিপার হতে পারে সে খুন করেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। লোগান গত বছরেও নাওমির মৃত্যু নিয়ে আর্টিকেল লিখেছে, সে ছুরি রক্ত এসবের প্রতি বেশ আসক্ত বলেই মনে হয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখেছে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিলকে, যাকে তার ডাকিনী বলে মনে হয়।

জ্যাক, অবশেষে খুব সিরিয়াস গলায় বলল হ্যামিলটন, গড ড্যাম ইউ, তুমি জানো না যে আমি মার্ডারার নই এবং তুমি এসব কথা বলা বন্ধ না করলে তোমারও কিন্তু বারোটা বাজাব।

একটি যেন ঝাঁকি খেল লোগান। সরি। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম, পিট।

হ্যামিলটন কাঁধ ঝাঁকিয়ে লোগানের অফিসে টাঙানো হলিউডের হোমড়াচোমড়া ব্যক্তিদের সঙ্গে লোগানের ছবি দেখতে লাগল। ছবি দেখতে দেখতে হেঁটে গেল অফিসের দূর প্রান্তে, মাথা ঘুরিয়ে বলল, স্যালির সঙ্গে আজ আমি লাঞ্চ করছি। তোমার সাবেক স্ত্রী এবং ফেলিক্সকে নিয়ে যে পার্টি দেব তার অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে কথা হবে ওর সঙ্গে। তুমি আসবে?

গেলে বিব্রতবোধ করব না তো?

না। জ্যাক লোগানকে কেউ বিব্রত করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সঙ্গে কি বিখ্যাত মোনা ক্রিসিয়ানকে নিয়ে আসবে?

যীশাস ক্রাইস্ট, চেঁচিয়ে উঠল লোগান। তুমি এখনও ওকে ফোন করনি? ওকে ফোন না করলে ও আমার খবর করে দেবে।

উপহাসের সুরে হ্যামিলটন বলল, জ্যাক লোগানের কেউ খবর করে দিচ্ছে ভাবতেও আমার অবাক লাগে।

লোগানের চেহারা থমথমে। ওহ্, তাই নাকি! মোনা ওইরকমই লোকের খবর করে দিতে ওস্তাদ। সে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে টেবিলের নিচে তাকাল। আমার কুকুরটি ওখানেই ঘুমায়। ওর নাম ডিউক। লোমশূন্য চাইনিজ কুত্তা

নো!

ইয়েস পিট। আমি ওকে এনেছি মোনার কবল থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য। বলল লোগান। হারামজাদাটা মনে হয় খোঁয়াড়ে গেছে। ও মোনাকে কামড়ে দিয়েছিল। তুমি জিজ্ঞেস করো জ্যাক লোগান কেন এসব সহ্য করছে।

আচ্ছা বলো শুনি।

ও আমাকে চায়, উচ্ছল গলায় বলল লোগান। চায় বলাটা ভুল হলো– ও আসলে ওকে বিয়ে করার জন্য আমার পায়ে পড়েছে। ওর কবল থেকে মুক্তি পেতে কাজটি হয়তো আমি করতেও পারি।

কাজটি বোকামো হবে, জ্যাক।

একবার ওকে বিয়ে করলে আমি ফ্রী হয়ে যাব। বুঝতে পারছ। বলল লোগান। কার্পেটের ওপর সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। নেভার মাইন্ড। পাওয়ার হাউজে পারফিডিয়ার ভূমিকায় মোনা অভিনয় করবে। হ্যাঁ, তোমার সাবেক শাশুড়ি। তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

ভালো কথা, ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তোমার কতদিন দেখা নেই?

প্রায় দুই বছর। ওকে শেষবার দেখেছি নিউইয়র্কে।

আর ওর সঙ্গে আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকেই যোগাযোগ নেই। গোমড়ামুখে বলল লোগান। ও এখন দেখতে কেমন হয়েছে কে জানে।

মার্ভেলাস, আয়াম শিওর। ভার্জিনিয়া কখনো বদলায় না।

হুঁ, ব্যাপারটি দারুণ, না?

স্যালি দেখতে অবিকল ওর মতো হয়েছে, হ্যামিলটন লোগানকে লক্ষ করছে ওর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

টেল মি, গুঙিয়ে উঠল লোগান। স্যালির দিকে তাকালেই আমি ওর মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তবে স্যালি অবশ্য আকারে ওর মা'র দ্বিগুণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোগান। ধোঁয়ার রিং তৈরি করার চেষ্টা করল। মনে আছে সেবার যে নেভীতে মহিলাদের ওপর একটি বিশেষ টিভি প্রোগ্রামে অংশ নিতে ভার্জিনিয়া

গিয়েছিল? লোকে বলে ও নাকি অ্যাডমিরালকে নিয়ে জাহাজের পেছনের ডেকে শুয়েছে।

মাথা নাড়ল হ্যামিলটন। আমি এ গল্পটি বিশ্বাস করি না, জ্যাক। তুমিও নিশ্চয় করো না। তাহলে ডিভোর্সে এ ঘটনাটা উল্লেখ করতে পারতে।

ব্লাডি-বয়। ডিভোর্সে আমরা এসব কিছু বলিনি। আমাদের মধ্যে কথাই হয়েছিল ডিভোর্সে এসব বিষয় আনব না। হঠাৎ থেমে গেল সে। ওকে আমার কিছু টাকা দিতে হয়েছিল, ব্যস ওই-ই। এখনও প্রতিবছর ওকে আমার কিছু টাকা দিতে হয়, বিশ্বাস করো বা না-ই করো। আমরা বলি ভাতা।

কী? ভার্জিনিয়ার সঙ্গে কি তোমার যোগাযোগ আছে? সে জন্য তুমি তাকে টাকা দিচ্ছ যে কিনা তোমার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করে।

নাহ্ বলল লোগান। এ হলো হলিউড। এখানে সবকিছুই রহস্যজনক।

আমি ভাবিনি কোনো বিচারক ভার্জিনিয়াকে খোরপোশ দিতে বলবেন, বলল হ্যামিলটন।

খোরপোশ তক্তপোশ যা খুশি বলো, বিরক্তির গলায় বলল লোগান। বাদ দাও তো এসব কথা। টেবিলের ওপর থেকে চা নামাল সে, তোমার কী ধারণা ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্স ...?

হেসে উঠল হ্যামিলটন। না, জ্যাক। আমার তা মনে হয় না। ফেলিক্স খুব ভীতু স্বভাবের। তাছাড়া ওর বউ জানতে পারলে ওর আর রক্ষা থাকবে না।

ঠিক বলেছ, সায় দিল লোগান। আমি ফেলিক্সকে সবসময়ই পছন্দ করতাম। কিন্তু ও হয়েছে একটি বিরক্তিকর হারামজাদা। বুঝি না ভার্জিনিয়া ওর সঙ্গে একত্রিত হলো কী করে।

হুঁ বইটির জন্য। ভাবো একবার ফেলিক্স জেমস একটি নোংরা বই লিখছে। সিগারেটের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তোমার ব্যাপারটি কী, পিটার?

চমকে উঠল হ্যামিলটন। আমার ব্যাপার আবার কী?

স্যালিকে দেখলে কি তুমি উত্তেজিত হও?

আমি? আরে না। আমি ওকে নিয়ে ওসব ভাবিই না। আমরা হলাম পার্টি প্ল্যানার। ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়– ও একটা লাভ অ্যাফেয়ার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কী! চেঁচিয়ে উঠল লোগান। শিট। কার সঙ্গে?

আমি জানি না কার সঙ্গে। মিথ্যা বলল হ্যামিলটন। সে লোগানকে জানাবে না যে আমি তার নিজের এক লোকের প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি।

ও কি অসুখী?

এ মুহূর্তে খুব একটা সুখী নয় সে।

লোগান সিগারেটের ছাইয়ের দিকে কটমট করে তাকাল। আমি লাথি মেরে ওই লোকটার পাছা ফাটিয়ে দেব সে যেই হোক।

তুমি খুব কর্তৃত্বপরায়ণ, তাই না, জ্যাক? বলল হ্যামিলটন।

সৎ মেয়ের প্রতি সৎ পিতার এই অস্বাভাবিক আকর্ষণ এবারই প্রথম দেখছে না সে।

তুমি ঠিকই বলেছ আমি খুব কর্তৃত্বপরায়ণ এবং কথাটা তুমি মনে রেখো বন্ধু, লোগানের চাউনি সরু হয়ে এলো। কষ্ট করে হাসল সে। শোনো, আবার ভেবো না যে মেয়েটির ওপর আমি কর্তৃত্ব করতে যাচ্ছি। এ মুহূর্তে আমি মোনা প্রিসিয়ানের লেজ ধরে আছি।

সে মিসেস সিনক্লেয়ার নাম্বার থ্রির ভূমিকায় অভিনয় করছে তো?

ঠিক ধরেছ, বলল লোগান। এবং সিনক্লেয়ারের আরেকটি স্ত্রী ও গার্ল ফ্রেন্ডদের মধ্যে সবচেয়ে সেক্সি। সিনক্লেয়ারের ব্যাপারটা জানো তো? সে পারফিউম ইন্ডাস্ট্রির হাওয়ার্ড হিউজেস হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে ন্যাড়া মাথার হলুদ রোব পরা কিছু ধর্মীয় মৌলবাদীও আছে। চোখ টিপল সে। শোনা যায় সিনক্লেয়ার নাকি চিরকুমার এবং গ্রেপনাদের নিয়ে নতুন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।

লোগান এত কথা জানে। তুমি নিশ্চয় বইটি পড়েছ, জ্যাক।

আরে নাহ, বইতে অবশ্য এসব কথা আছে তবে আমিও কিছু সুলুক সন্ধান করেছি। সিনক্লেয়ারের অনেক গোপন কথাই আমার জানা।

জ্যাক, বইটিতে কি তুমি আছ?

লোগানের বাদামি মুখখানা লম্বা হয়ে গেল। নাহ! দ্য লিটল শিট। সে আমাকেও বইতে ঢোকানোর কথা চিন্তাই করেনি।



স্যালি তার ফিয়াট গাড়িটি লো গিয়ারে এনে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের গ্যারেজে প্রবেশ করল। পিটার হ্যামিলটন মনে মনে নামটি উচ্চারণ করল ও। পিটার হ্যামিলটন, নিউট্রাল অবজারভার। আজ ওরা বিস্ত্রো গার্ডেনে লাঞ্চ করতে গিয়েছিল। ওখানে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছে বলে আর কাজে ফিরতে পারেনি। জ্যাক ওর খোঁজ করবে, রেগে আগুনও হবে। হোকগে, পাত্তা দিল না স্যালি। ইচ্ছে করলে স্যালিকে সে চাকরি থেকে বরখাস্তও করতে পারে।

গাড়ি পার্ক করল স্যালি। বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন, ইগনিশন থেকে বের করে নিল চাবি। কিছুক্ষণ বসে রইল গাড়িতে। ভাবছে ওর প্রবল সন্দেহ হ্যামিলটন ওর মায়ের পূর্বতন প্রেমিক ছিল। ভার্জিনিয়াকে নিয়ে আবার আলোচনা করার সময় হ্যামিলটনের চোখে সে কেমন জড়তা লক্ষ করেছে। ব্যাপারটা সত্যি কিনা সরাসরি জিজ্ঞেস করেনি স্যালি। জানার খুব ইচ্ছে থাকলেও সত্যটা ও জানতে চায়নি। আর হ্যামিলটন হয়তো মিথ্যা কথাই বলত।

স্যালি হাঁটু এবং টাইট ফিটিং জিনসের নিচে উরু চুলকাল খচমচ করে। রিয়ারভিউ মিররে দেখল নিজের প্রতিবিম্ব। একদম বাজে দেখাচ্ছে। না, খুব কাজে নয় তবে একজন পারফেক্ট মায়ের ম্যানিকিউর করা কন্যার মনেও লাগছে না। বাতাসে উড়ে চুলগুলো আউলাঝাউলা। ঠোঁটের লিপস্টিক থেবড়ে গেছে। নিজের চোখের দিকে তাকাল স্যালি। হ্যাঁ, সত্যি কথা, সে পিটার হ্যামিলটনকে পছন্দ করে, খুবই পছন্দ করে। হ্যামিলটন তো সারাক্ষণই ওর ওপর নজর রেখে চলেছে। ও যখন লেডিস রুমের দিকে যাচ্ছিল, হ্যামিলটন শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর পেছন পানে।

বিদায় নেওয়ার সময় হ্যামিলটন ওকে চুম্বন করেছে। তবে গণ্ডদেশে। হ্যামিলটন খুব রক্ষণশীল এবং প্রায় প্রহেলিকাময় ব্রিলিয়ান্ট। ওর চেহারাটাও খারাপ

নয়। মাথা ভর্তি বালু রঙা চুল, সবুজাভ চোখে চিকচিক করে কৌতুক, মুখখানার গড়ন হাসি হাসি। ওর মতো পুরুষ আর দেখেনি স্যালি।

গোল্লায় যাক জ্যাক লোগান, মনে মনে বলল স্যালি।

অধৈর্য ভঙ্গিতে সে গাড়ির দরজা খুলল, লম্বা পা দুটো বাড়িয়ে দিল বাইরে, লাফিয়ে নামল। ওর পা পড়ল কংক্রিটে। পেছনে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল স্যালি। তারপর হিলের খটাখট আওয়াজ তুলে রওনা হলো এলিভেটর অভিমুখে।

ওয়েগস্টউডের অশুভ বিবাহ নিয়ে স্যালিকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি হ্যামিলটন। ও অমন লোকও নয় তবে কিছু জানতে চায়নি বলে স্যালি উদ্বেগই বোধ করেছে।

ওহ, ক্রাইস্ট হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় আসে স্যালির। ওর ব্যাপারে পিটার হ্যামিলটন কেন আগ্রহ বোধ করবে? কোনো কারণ নেই। একেবারেই কোনো কারণ নেই। শহরের সমস্ত সুন্দরী মেয়ে হ্যামিলটনের সঙ্গে কঙ্গো, ব্রাজিল কিংবা চীনে যাওয়ার সুযোগ পেলে বর্তে যাবে আর ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল এ কথাটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তো ভার্জিনিয়ার মেয়ের প্রতি তার কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। সে কিনা তার মায়ের ফ্যাকাশে চেহারার প্রতিরূপ মাত্র।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এলো স্যালি। কার্পেট মোড়া হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। প্রায় পাঁচটা বাজে। দরজা খুলে ও ভেতরে প্রবেশ করল।

কেদার উইং চেয়ারে বসে উইলশায়ার বুলেভার্ডের ট্রাফিক জ্যাম দেখছে জ্যাক লোগান। ঘুরে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করল না। কোথায় ছিলে তুমি?

ওর দিকে তাকায়নি বলে মনে মনে খুশিই হলো স্যালি। পিটার হ্যামিলটনের সঙ্গে লাঞ্চ করতে গিয়েছিলাম। বলল তুমি নাকি ব্যাপারটা জানো। আমরা পার্টি নিয়ে কথা বলছিলাম।

বুলশিট, খেঁকিয়ে উঠল লোগান। ও তোমার জন্য উন্মাদ হয়ে আছে।

স্যালি ঘরের মাঝখানে হেঁটে এলো, তাকাল লোগানের মাথার পেছনে। বলল, আই হোপ সো।

পাঁই করে ঘুরল জ্যাক লোগান। ট্যান করা মুখখানা ঝুলে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে নিভন্ত সিগারেট। স্যালি, তুমি ওকে বলতে গেলে কেন?

ওকে কী বলেছি?

যে তুমি একটি অসুখী লাভ অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে আছ।

বলে ভালোই করেছি, না? নিজের সাবেক সৎ বাবার সঙ্গে লাভ অ্যাফেয়ারটি বুঝি খুব সুখের। এটা তো ইনসেস্ট জ্যাক। ঘৃণাভরে বলল স্যালি।

আর্তনাদ করে উঠে কপালে হাত দিল লোগান। যীশাস, স্যালি আমরা কোনো লাভ অ্যাফেয়ার করছি না– কারণ তুমি করবে না। তাছাড়া কতবার তোমাকে বলব ইনসেস্ট ব্যাপারটার ব্লাড লাইনের মধ্যে রয়ে গেছে। আমি তোমার আসল বাবা নই। তোমার জন্মদাতা পিতা অরভিল জোনস। আর ইনসেস্টের কোনো ব্যাপার নেই। তাছাড়া তোমার মার সঙ্গে আমি ঘরসংসারই করেছি মাত্র কিছুদিন।

চব্বিশ মাস চার দিন।

গডড্যাম ইট, স্যালি। সো হু'জ কাউন্টিং।

এখন, নিজেকে মনে মনে বলল স্যালি ওকে বলতে হবে যে ওদের সম্পর্ক শেষ। জ্যাক, হামফ্রে বাগাটের ঢঙে বলার চেষ্টা করল সে। তুমি এবং আমি আমাদের সম্পর্ক শেষ।

স্যালি!

শোনো, জ্যাক কঠিন গলা স্যালির। তুমি কী ভাবছ আমি জানি না। ক্রাইস্ট ম্যান, তোমার তো একটা রক্ষিতা আছে। ওই পূর্ণবয়স্কা সুন্দরী মোনা

তুমি জেলাস!

শিট, নো। আমি তোমার রক্ষিতা নই। কোনোদিন ছিলাম না। তোমাকে আমি বাক্যটি শেষ করল না স্যালি। জ্যাক, তোমার কতগুলো রক্ষিতা দরকার?

লোগান কটমট করে তাকাল স্যালির দিকে। স্যালি, ইউ নো মোনা ইজ স্ট্রিক্টলি পলিটিক্স আমি বুড়িদেরকে পছন্দ করি না।

ঘাড় কাত করল স্যালি। হ্যাঁ, জ্যাকের কেবল অল্পবয়েসী মেয়েদের প্রতিই লোভ।

তুমি আমার রক্ষিতা নও স্যালি। ক্রাইস্ট, বলল লোগান। তুমি জানো এ শহরের অলিতে গলিতে রক্ষিতাদের ছড়াছড়ি।

আমি কী করে জানব? আমি তো এ শহরে এসেছিই মাত্র বছরখানেক হলো।

ষোলো মাস এবং পাঁচ দিন। ওকে শুধরে দিল লোগান।

সে যাই হোক তুমি আমাকে তোমার মোনা প্রিন্সিয়ানের মতোই ব্যবহার করছ। সে যাক গে। তোমাকে তো বললামই তোমার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই, জ্যাক।

মুখ থেকে সিগারেটটা অবশেষে বের করল জ্যাক লোগান।

স্যালি। আমি কি কখনো তোমার কোনো ক্ষতি করেছি? তোমার গায়ে হাত তুলেছি? গডড্যাম ইট, স্যালি। তার চিৎকারের চোটে ঘর যেন ফেটে যাবে। স্যালি, আমি নিরীহ একটা মানুষ, তাই না? আমি কী চাই? আমার চাওয়াটা কি খুব বেশি?

না, স্বীকার করল স্যালি, তবে তুমি কিছু দাও-ও না। তুমি খুব স্বার্থপর এবং নিজের অভিপ্রায়গুলো লুকিয়ে রাখতে ওস্তাদ।

কপালে থাপ্পড় কষাল লোগান। সাফারি স্যুটে ঠাণ্ডা ছাই ঝরে পড়ল। শিট, জানি। তুমি কি জান না আমি শুধু তোমার ছোট্ট শরীরটির পূজা করি।

এবং মোনারটাও, ওকে মনে করিয়ে দিল স্যালি আবার, এবং ঈশ্বর জানেন আরও কে কে আছে। শুনেছি কে যেন তোমাকে তোমার টেবিলের নিচে তোমার সেক্রেটারির সঙ্গেও দেখেছে, কর্কশ সুরে যোগ করল ও।

লাফিয়ে উঠল লোগান। এ চরম মিথ্যা কথা, স্যালি।

স্যালি ঘর পার হয়ে জানালার ধারের কাউচে তার ব্যাগটি রাখল। তারপর আবার ওটি তুলে নিয়ে বের করল সিগারেট। জ্যাক, নরম গলায় বলল সে, সবকিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। অ্যাপার্টমেন্ট এবং চাকরির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি এখানে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বোকার মতো এসেছিলাম। এখন একটু বড় হয়েছি, জ্যাক এবং এখন আমার ওপর তোমার নির্ভরতা কমাতে হবে।

আমার ওপর নির্ভরতা, ক্ষেপে গেল লোগান। তোমার পাছায় আমি আগুন ধরিয়ে দেব।

চেষ্টা করেই দ্যাখো না, কাঁধ ঝাঁকাল স্যালি। তবে ব্যাপারটা ভালো দেখাবে না।

শিট, তুমি হ্যামিলটনকে বলেছ তোমার অ্যাফেয়ার চলছে।

বলেছি তো, তবে রেখে ঢেকে। ও কিছুই জানে না। বলেছি তুমি একজন বিবাহিত পুরুষ, বলেছি তোমার সন্তান আছে। কেউ অত খতিয়ে দেখতে যাচ্ছে না যদি না তুমি নিজেই উদ্যোগী হও।

স্যালি ... স্যালি, লোগানের কালো চোখজোড়া অশ্রুসজল হলো।

স্যালি বলল, জ্যাক, তোমাকে আমার কিছু কথা বলার আছে। আমি একটি অনেস্ট মেয়ে নই?

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য বড্ড বেশি অনেস্ট।

তাহলে তোমাকে বলছি তুমি এখনও ভার্জিনিয়ার প্রেমে পড়ে আছ। আর আমি ভার্জিনিয়া নই।

চেয়ার থেকে পিছলে নামল লোগান। স্যালি? সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। হাত বাড়িয়ে আকুতি ভরা কণ্ঠে বলল, এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, যেভাবে ভার্জিনিয়া গেছে   সে সঙ্গে তুমি অনুরক্ত হয়ে পড়েছ ভার্জিনিয়ার এক পুরনো প্রেমিকের প্রতি।

কথাটি স্যালিকে আঘাত করবে জানে লোগান। কিন্তু এখনও স্যালি যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। দ্যাটস ক্রেজি জ্যাক, শক্ত গলায় বলল সে। এ কারণেই কি তুমি ডিভোর্স করেছিলে?

স্যালি, বিশ্বাস করো, কথাটি সত্যি।

গম্ভীর মুখে লোগানকে দেখছে স্যালি। ওর জিভ শুকিয়ে খরখরে। কিন্তু আমার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। নিরুত্তাপ গলায় বলল ও।

কাছিয়ে এলো লোগান। স্যালি, আমি কি হার্মলেস নই?

মাথা ঝাঁকাল স্যালি। জ্যাক, ওঠো! কাম ..... অন। জাস্ট ফরগেট অ্যাবাউট ইট। আমরা কতবার .... আমি কতবার ... ওহ্ শিট।

সত্যটা তিক্ত। ও লোগানকে নিজের শরীর স্পর্শ করতে দিয়েছে এজন্য এখন আফসোস হচ্ছে, হ্যামিলটনের কারণে।

স্যালি, তুমি খুব নিষ্ঠুর এবং নির্মম। কিংবা তার চেয়েও খারাপ। তুমি আর হ্যামিলটন ফাকিং করছ এ চিন্তা করতেও আমার কষ্ট হয়। আমি সইতে পারি না।

গড ড্যাম ইট। সিধে হওয়ার চেষ্টা করল স্যালি কিন্তু ওর হাঁটু খিমচে রেখেছে লোগান। জ্যাক, দ্যাটস ইনসাল্টিং। এরকম কথা বলা তোমার মোটেই উচিত হয়নি। ও এমনকি জানত না যে আমি এখানে। এখন এসব বন্ধ করো নইলে কিন্তু মোনা প্রিসিয়ানকে নিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব।

মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল লোগানের। তুমি করবে না।

অবশ্যই করব।

সান অভ আ বিচ, হিসিয়ে উঠল লোগান। ইউ আর আ কক টিজার। তোমার মায়ের মতো।

কঠোর গলায় স্যালি বলল, তুমি কিন্তু ভালো করছ না। জ্যাক। ইউ আর আ শিট।

আমি তোমার ওপর আমার কুকুরটাকে লেলিয়ে দেব।

কী? ওই আনাড়ি দো আশলাটা? খিলখিলিয়ে হাসল স্যালি। ওটা তো নিজের ছায়া দেখেই ভয় পায়।

ও মোটেই তা নয়, দুর্বল গলায় বলল লোগান। ও এক হিরো, তোমার ওই আনাড়ি কুকুর। তুমি দেখো আমি ওকে কীভাবে সাজাই। তারপর মহিলাদের পাছা কামড়ে দেওয়ার জন্য ট্রেনিং দেব। ওটাই হবে ওর একমাত্র কাজ, থমথমে মুখে বলল লোগান। ও দুনিয়া ঘুরে মহিলাদের পাছা কামড়ে দিয়ে ওদেরকে রোগাক্রান্ত করে তুলবে।

হাসতে শুরু করল স্যালি। ইউ আর ক্রেজিম্যান। লোগানের মাথায় চাপড় মারল। লোগানের মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে তবে হ্যামিলটনের নয়। পিটারের মাথা ভর্তি ঘন চুল। জ্যাক, জ্যাক বলল ও। এসব কথা ভুলে যাও। আমরা বন্ধু হবো। আমি তোমার সমস্ত কাজ করে দেব। আমি তোমার মিথ্যাগুলোর ভার নেব– ট্যাক্স, কণ্ট্রাক্ট, তুমি যা চাও।

ওর দিকে বিস্মিত হয়ে তাকায় লোগান। আমার মিথ্যাগুলো মানে কী? আমি কখনো টাক্স এবং কন্ট্রাক্ট নিয়ে মিথ্যা বলি না।

ওর দৃষ্টি উপেক্ষা করে স্যালি বলে যেতে লাগল। আমি তোমাকে সবসময়ই পছন্দ করতাম নইলে আমি কখনো নেভার মাইন্ড। তোমাকে আমি কখনো মূল্যবান কিছু দিইনি। আমি তোমার জন্য কাজ করব এবং তোমার ইগোটাও দেখব। এর বেশি কিছু না।

লোগানের চৌকোণা মুখে এখনও আশা। এ মুহূর্তেই।

এ মুহূর্তে কী?

আমি ... তোমার দিকে তাকাতে পারি। ইউ আর মাই গার্ল। ঠিক স্যালি?

শিওর, উদাস গলায় বলল স্যালি। আয়াম ইয়োর গার্ল–ইয়োর গার্ল ফ্রাইডে, জ্যাক।

লোগান তার মুখ স্যালির বুকের কাছে নিয়ে এলো। তার মোটা নাকটি ঘষা খেল স্যালির স্তনাগ্রে। স্যালি, বলো তুমি কী চাও। আর্তসুরে বলল সে। আমাকে জলকাদায় গড়াগড়ি খেতে বলো। তাও আমি করব।

জ্যাক, স্টপ ইট?

ধমকে কাজ হলো। সরে গেল লোগান। ধপ করে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল স্যালির দিকে। তোমার ছোট্ট পুসি খাওয়ার সুযোগ আমাকে দাওনি।

না। স্যালির ইচ্ছে করল চিৎকার দিয়ে ওঠে। মোনারটা খাও গিয়ে।

তোমার সঙ্গে ওরটা তুলনা হয়? ও তো বুড়ি হয়ে গেছে। গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের মতো।

ঘৃণায় মুখ বাঁকাল স্যালি। বলল, জ্যাক, আমি তোমাকে অপমান করতে চাই না। কিন্তু তুমি একটা পারভার্ট।

না-না। আমি পারভার্ট নই। আমি শুধু তরুণ যৌবন পছন্দ করি, স্যালি। তারুণ্যের আমি স্তাবক। তাতে খারাপ কিছু নেই।

হয়তো তোমার এখন মেনোপজ চলছে, বলল স্যালি।

না। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল লোগান। চারপাশে চোরা চোখে তাকাল, যেন কেউ শুনে ফেলতে পারে কথাটা।

আমি এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না, স্যালি। যা বলেছ বলেছ। আমি রণে ভঙ্গ দিলাম।

গুড!

ঝামেলা চুকে গেছে ভেবে মৃদু হাসল লোগান। ভুলে যেয়ো না আমি এখনও তোমার বাবা এবং ওই হারামজাদা হ্যামিলটনের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় আমি তোমাকে জড়াতে দেব না।

ঠিক আছে, খাড়া হলো স্যালি।

আমি কিন্তু তোমার চাকরি খেয়ে ফেলতে পারি। আবার হুমকি দিল লোগান।

বেশ তো করো না। কে মানা করেছে। আমাকে একটা চাকরি দিয়েছ বলে আমার এখানে যখন-তখন এসে হুমকি-ধামকি দেওয়ার অধিকার নিশ্চয় তোমাকে দিইনি।

ইউ বিচ, দাঁতে দাঁত ঘষল লোগান। তুমি কি ভার্জিন? স্রেফ জানতে চাইছি কারণ তোমার আচরণ দেখে তাই মনে হয়।

লাল হয়ে গেল স্যালির গাল। না, আমি ভার্জিন না জ্যাক। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন ওয়েস্ট পয়েন্টের সিনিয়র ক্লাসের সবার সঙ্গে শুয়েছি।

কী? দুহাজার ছেলের সঙ্গে। স্যালি, গডড্যাম ইট, হাউমাউ করে উঠল লোগান। তুমি হয়েছ তোমার মায়ের মতো। মুখে কিছুই আটকায় না দেখছি।

তার মানে তুমি আমাকে ব্যবহার করে তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছ। ওকে খোঁচা দিল স্যালি।

লোগানের ডান চোখটা তিরতির করে কাঁপতে লাগল। যথেষ্ট হয়েছে। বলল সে। দ্যাটস ইট। আমি চললাম। তোমাকে কী দরকার?

ঠিক বলেছ। মোনা প্রিসিয়ানের পূজা করো গে।

লোগানের চেহারা বিকৃত দেখাল। পূজা করব?

নিশ্চয়। সে মেয়ে হিসেবে খারাপ নয় এবং তোমাকে পছন্দও করে, তাই না?

তেমন পছন্দ করে না, বলল লোগান। ও আমাকে ব্যবহার করছে।

তুমি ওকে ব্যবহার করছ। সেক্ষেত্রে দুজন দুজনকে ব্যবহার করে সুখে জীবনযাপন করতে সমস্যা কী?

রাগে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে লোগান। তুমি পরিস্থিতি বেশ ভালো সামলে নিতে পার, স্যালি। সে সদর দরজায় রওনা হলো। ঘুরে বলল, তবে মনে রেখো এ মুহূর্তে তুমি মৌন সহনশীলতার মধ্যে রয়েছ। একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়েছ কী মরেছ। শক্ত হয়ে আছে স্যালির মুখ। সে দেখা যাবে।

লোগান দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বিদায় পর্যন্ত জানাল না। ও চলে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্যালি। দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল, সেফটি চেইন লাগাল। লোগানের নিভন্ত সিগার নিয়ে কিচেনের গর্তে ফেলল। তারপর জিন্স এবং শার্ট খুলে ফেলল। এখন ও একটা শাওয়ার নেবে। তারপর টুনা মাছের স্যান্ডউইচ এবং বিয়ার খাবে, টিভি দেখবে সবশেষে ঘুম এবং স্বপ্নের রাজ্যে তলিয়ে যাবে।

প্রথমে ও হ্যামিলটনের বাড়ির নম্বরে ফোন করল।

হ্যালো

আমি, বলল স্যালি। তুমি ঠিকমতো পৌঁছেছ কিনা জানার জন্য ফোন করেছি। তারপর একটু বিরতি দিয়ে বলল, জানো আমি চাইনিজ শিখব ঠিক করেছি।

কেন, জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটন, যেন জানে না কেন স্যালি চীনা ভাষা শিখতে চাইছে।

জবাবে কী বলা যায় ভাবছে স্যালি, তারপর বলল, কেন, তুমি তো চাইনিজ ভাষায় কথা বলো না, বলো কি?

না, তা বলি না, মৃদু গলায় বলল হ্যামিলটন। চাইনিজ ভাষা শিখে কী হবে?

ওয়েল, সাহস করে স্যালি বলেই ফেলল কথাটা, ভাবলাম চীনারা যেহেতু এখন আমাদের বন্ধু কেউ কারও হয়তো অনুবাদকের প্রয়োজন হতে পারে।

কারও?

হ্যাঁ, কারও, বিড়বিড় করল স্যালি, আচ্ছা পিটার তুমি ডিনারে কী করছ?

হ্যামিলটন জবাব দিল, কিছু একটা তো খেতে হবে।

কী?

হয়তো হ্যামবার্গার।

কোথায়?

ক্রাইস্ট, জানি না তো।

হ্যামবার্গার হ্যামলেট।

হতে পারে।

স্যালি দ্রুত বলে উঠল, আমি ওখানে তোমার সঙ্গে সাড়ে সাতটায় দেখা করব।



আজ নাথান সিনক্লেয়ারের আটাশিতম জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে বিরাট একটি চকোলেট কেক আনা হয়েছে। ওটি শোভা পাচ্ছে বৃত্তাকার মেহগনি টেবিলের ওপরে।

পল নামে একটি ছেলে নাথানের দরজা বন্ধ ঘরে বসে আছে। ওয়েড ফ্রেঞ্চের সঙ্গে ইন্টারকমে কথা বলছেন নাথান। ওয়েড ফ্রেঞ্চ রয়েছে অ্যান্টিরুমে দরজার ওপাশে। নাথানের কথা শুনছে সে, জবাব দিচ্ছে। গত পাঁচ বছর ধরে নাথান সিনক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা নেই ওয়েড ফ্রেঞ্চের। আজকেও দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। আজ নাথানের আটাশিতম জন্মদিন হলেও তিনি সাদামাটা ভাবেই দিনটি কাটাবেন তার সঙ্গে যে সব ছেলে কাজ করে তাদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রয়েছে পল পনের তিন ভাই সিমন, সাস্টার এবং বেবিলন ওরফে বেবি। চার তরুণই কেকের ভাগ পাবে, নাথান নিজেও দুটুকরো খাবেন। যদিও তাঁর ডাক্তারের নিষেধ রয়েছে। কারণ তার লিভার, প্লীহা, কিডনি, ব্লাডার, হার্ট, লাংস কিংবা অ্যাশহোল কোনোটির অবস্থায়ই ভালো নয়।

সবশেষে রয়েছে একটা সারপ্রাইজ।

নাথান জানেন তাঁর কণ্ঠ ফাঁপা শোনায়, প্রতিধ্বনি তোলে। তাঁকে এখন একরকম বধিরই বলা যায়। ফলে তিনি চেঁচিয়ে কথা বলেন। কারণ নিজের গলার স্বর শুনতে তিনি ভালোবাসেন। আর তিনি চেঁচিয়ে বলেন বা ফিসফিসিয়ে, তাঁর কথা সবাইকেই শুনতে হবে।

এ মুহূর্তে তিনি ওয়েড ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কথা বলছেন।

ফ্রেঞ্চ! ফ্রেঞ্চ! আমার কথা শোনো। আমি একজনকে দিয়ে বইটি পড়িয়েছি। ওটা নোংরা এবং পচা। পাওয়ার হাউজ হলো হাউস অব সিনক্লেয়ার। এটা স্বয়ং আমাকে নিয়ে লেখা হয়েছে।

ফ্রেঞ্চ জবাবে কী বলল ঠিক বুঝতে পারলেন না নাথান। ওকে আরও জোরে বলতে বললেন তিনি।

মি. সিনক্লেয়ার ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট... বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে।

ফ্রেঞ্চ, আমি এসব অস্বীকার পাত্তা দিই না। বইটি আমাকে নিয়ে লেখা হয়েছে। ওই বিষাক্ত কীট ওই বিশ্বাসঘাতক, ওই হারামী কুত্তার বাচ্চা ফেলিক্স জেমস আমার বিরুদ্ধে কুৎসা করেছে, কলঙ্ক রটিয়েছে, অপবাদ দিয়েছে। ওই হারামজাদাটাই শুধু আমার সম্পর্কে সকল কথা জানে।

এবং ভার্জিনিয়া জানে, বাধা দিল ফ্রেঞ্চ। ভার্জিনিয়া প্রেস্টন।

নাথানের গমগমে কণ্ঠ রাগের চোটে আরও চড়া হলো। ভার্জিনিয়া প্রেস্টন ইজ আ কান্ট। Mouisturizer অংশটি তৈরি করা হয়েছে। বোট নিয়ে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে বটে তবে ফ্রেঞ্চ, আমি তোমাকে বলছি, ভার্জিনিয়া প্রেস্টন কোনোদিন আমার জিনিসটি চুষে দেয়নি। কোনোদিন না। এরকম একটা মাগিকে আমার একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস স্পর্শ করার অনুমতি দেব, তুমিই বলো, ফ্রেঞ্চ, দেব আমি?

না, স্যার, দেবেন না, দ্রুত বলে উঠল ওয়েড ফ্রেঞ্চ।

ফ্রেঞ্চ, বললেন নাথান, গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন, এমন কোনো আইন বা আদালত কিংবা বিচারপতি নেই যে আমার কথা শুনবে না। ওই বেনেক্ট আর্নল্ড, জুডাস ইসকারিসট, কুইসলিং সন অভ আ বিচ– ওর জন্য কী না করেছি আমি। ফ্রেঞ্চ তুমি আমার কথা শুনছ?

জী, স্যার।

তাহলে ভালো করে শোনো। ওই স্কামবাগটাকে আমি স্কুলে পড়িয়েছি, ফ্রেঞ্চ। ওই বাস্টাডটাকে সাপোর্ট দিয়েছি। আমি। আর এখন ...

এখন কী? নাথান সিনক্লেয়ার জানেন তিনি দেশজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ ছড়িয়ে দিতে চান।

ফ্রেঞ্চ, তোমাকে একটা কথা বলি যা কেউ জানে না। তুমি ফেলিক্স জেমসকে একটা মেসেজ পাঠাবে। বলবে আমি, নাথান সিনক্লেয়ার, তার স্ত্রী ইভলিন জেমসকে ফাক করেছি, হ্যাঁ, একবার না, তিনবার না, না তারচেয়েও বেশি। সহস্রবার। হ্যাঁ, সিনক্লেয়ার টাওয়ার্সে ফেলিক্সের এক্সিকিউটিভ উইংয়ের ডেস্কে শুইয়ে ওর বউকে আমি রমণ করেছি। হ্যাঁ, আমি ওটা করেছি যতবার ফেলিক্স শহরের বাইরে ছিল ততবার। তিনি ঠা ঠা গলায় প্রতিহিংসাপূর্ণ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। ওরা ওদের ফালতু বইতে ঘটনাটা দিতে পারেনি জানে না বলে, তাই না? ওরা জানে ঘটনাটা, ফ্রেঞ্চ?

সত্য প্রকাশের ঘটনায় ফ্রেঞ্চকে খুব বেশি উত্তেজিত মনে হলো না। তবে দীর্ঘ বিরতির পরে ইন্টারকমে তার গলা ভেসে এলো। মি. সিনক্লেয়ার ...

কী?

মি. সিনক্লেয়ার, এ অবিশ্বাস্য।

কী? চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। যা ঘটেছে তা আমি তোমাকে বললাম, ফ্রেঞ্চ এবং আমি চাই তুমি ওই মেসেজটা হেনেরাল সেনেডিন্ট আরনল্ড ফেলিক্স জেমসের কাছে পৌঁছে দেবে। আমি চাই খবরটা ওকে আঘাত করুক। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

গুঙিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ। জী, স্যার।

অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ, আই ওয়ান্ট দেম ফিক্সড। কীভাবে কাজটা করবে তা আমি জানি না। মামলা করো, ফ্রেঞ্চ। ওই মাদারফাকারদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দাও। ওদের বিরুদ্ধে এবং ওদের শয়তানের বাচ্চা প্রকাশকের বিরুদ্ধে দশ মিলিয়ন, পঞ্চাশ মিলিয়ন, বিলিয়ন ডলারের মামলা ঠোকো। বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যাখ্যা করো, ফ্রেঞ্চ। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি, স্যার।

দেশের কোনো বুকসেন্টার, সুপারমার্কেট কিংবা ড্রাগস্টোরে ওদের বইটা যেন না থাকে। বাধ্য করো ওদেরকে বইটা ওসব জায়গা থেকে তুলে নিতে। কোনো এয়ার প্লেন টার্মিনালেও যেন বইটা পাওয়া না যায়।

দম নেওয়ার জন্য থামলেন নাথান। তার সঙ্গে বসা পলকে উদ্বিগ্ন দেখাল। তার দিকে তাকিয়ে দুর্বল হাত নাড়লেন নাথান। তাকে যেন বাধা দেওয়া না হয়।

ফ্রেঞ্চ, আমি ওদের ধ্বংস দেখতে চাই। চাই ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

এতে সময় লাগবে, স্যার।

সময়? আমার সময়ের অভাব নেই। ডু ইট। হার্ট দোজ ককসাকার্স।

পল লক্ষ করছিল নাথানকে। তাঁর প্রতিটি কথা গিলছিল যেন ওগুলো স্বর্গ থেকে নিঃসৃত বাণী। রাগে নাথানের চোখ জ্বলছে আহত বাঘের মতো। তিনি গলার স্বর নামালেন। এবং কাজটি শেষ হলে আমাকে জানাবে, ফ্রেঞ্চ। জানাবে কখন কোথায় কীভাবে।

জী, স্যার।

নাথান থাবা মেরে ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিলেন। ফ্রেঞ্চকে তিনি যা বলেছেন তা সত্য। তিনি ইভলিন জেমসের সঙ্গে সত্যি শুয়েছেন। নাথান মনে মনে হাসলেন। তরুণ বয়সে সবসময় নিজেকে তিনি বলতেন যখন সময় আসবে,

এরকম কোনোদিন, যেসব নারীকে তিনি শয্যাসঙ্গিনী করেছেন তাদের স্মৃতিচারণ করে আমোদিত হবেন। তবে স্মৃতিগুলো প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এসব ঘটেছে অনেক আগে। কুড়ি বছর? হ্যাঁ, কিংবা তারচেয়েও বেশি হবে। ইভলিনকে বললে সব কথা তার মনে পড়ে যাবে। তিনি ইভলিনকে বেশ পছন্দ করতেন; সে সবসময়ই তাকে সুখ দিয়েছে। ওই ভার্জিনিয়া প্রেস্টন মাগির তুলনায় ইভলিনকে দেবীই বলা যায়। কিংবা পারফিডিয়ার তুলনায় সে ভার্জিন মেরী। পারফিডিয়া ছিল নাথানের তথাকথিত স্ত্রী। কাপ্রিতে সে জার্মান নাজি ফ্যাগট থার্নস্টিলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

তাদের সবার ওপর শোধ নেবেন নাথান শুধু ইভলিন বাদে। তিনি মারা গেলে ইভলিনের জন্য কিছু টাকা-পয়সা রেখে যাবেন। তাঁর ছেলেদেরকে বলবেন ইভলিনকে যেন এখানে নিয়ে আসে। তিনি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবেন।

থার্নস্টিল মারা গেছে। ওর জায়গা নিশ্চয় নরকে হয়েছে। পারফিডিয়ার মেয়ে নাওমিও মৃত। ওই মেয়েটি তাঁর কাছে টাকা চেয়েছিল বলেছিল তাঁকে কিছু বলবে। কী বলতে চেয়েছিল নাওমি? আসলে বলার মতো কিছুই ছিল না। অধঃপতন সব আসলে অধঃপতনে গেছে।

নাথান পলের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন। শুনলে তো সব। সবগুলো হারামী। আমি চাই ওরা আঘাত পাক, হাড়ে হাড়ে টের পাক আমি কী জিনিস। তাদেরকে আমি শাস্তি দেব, ধ্বংস করব। আমার একটা কারাগার আছে। ওদেরকে সারাজীবনের মতো ঢুকিয়ে দেব কিংবা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাব। আমি ওদেরকে পিয়ানোর তার দিয়ে পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারব। পল, আমি চাই ওদের অণ্ডকোষ ছেঁচে ফেলা হোক। ওদের যোনি ত্রিশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তেলে ভাজা হবে।

ঝাঁকি খেল পলের মাথা, বাতিঘরের মতো জ্বলছে চক্ষু।

কোক।

সিন্নে হলো পল, বৃহৎ বেডরুমের পাশের কিচেনে ঢুকলো। বেডরুমটি হলো পার্ক এভিন্যুতে নাথানের কমান্ড পোস্ট। এ ঘরের জানালার পর্দা ফেলানো তবে নাথান জানেন এখন মধ্যাহ্ন। তিনি টুডে শো দেখেছেন। এখন এগারোটার মতো বাজে বোধহয়। বিকেলে, পার্টির আগে তিনি একটি কাউবয় মুভি দেখবেন।

পল তার জন্য এক গ্লাস বাদামি তরল নিয়ে এলো। তার স্লিংকগুলো ঈষদুষ্ণ হতে হয় কারণ মাড়ির সমস্যার কারণে ঠাণ্ডা কিছু খেতে পারেন না নাথান। পল তাঁর মুখে স্ট্র ঢুকিয়ে দিল। নাথান চোঁ চোঁ করে কোক গিলতে লাগলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার ঝিমুনি এসে গেল।

তিনি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ কুচকিতে ভেজা ভেজা ভাব। হাত ছলকে পড়ে গেছে ড্রিংক।

ভিজে গেছে। বিরক্তির সুরে গর্জন করলেন তিনি।

লাফ মেরে তাঁর পাশে চলে এলো পল। ভিজে গেছে। নাথানের কানের কাছে মুখ এনে চেঁচাল সে।

হ্যাঁ মোছো। মোছো। বেডপ্যান নিয়ে এসো।



সন্ধ্যা ছটা বাজে। পল এবং তার ভাইয়েরা অন্ধকার একটি কক্ষে হাজির হয়েছে যেটি নাথান সিনক্লেয়ারের নার্ভ সেন্টার বলে পরিচিত। এখানে বসে এখনও তিনি তাঁর ব্যবসায়-বাণিজ্য চালান, হাউজ অভ সিনক্লেয়ারে নুড়িপাথর যোগ করেন এবং মাঝেমধ্যে ফেলিক্স জেমসের মতো ইঁদুরদের সেলার পরিষ্কার করেন।

দুপুর বেলার ঘুমে নাথান ফেলিক্সকে স্বপ্ন দেখেছেন। এ লোকটাকে তিনি তাঁর সকল লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাকে যখন প্রথম হাউজ অভ সিনক্লেয়ারে আমন্ত্রণ জানান নাথান, ফেলিক্সের বয়স তখন খুবই কম। সুদর্শন এক তরুণ। নাথান তাকে ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সে যুদ্ধে যায় এবং ক্যাপ্টেন হয়ে ফিরে আসে। ফেলিক্সকে নাথান তাঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দেন, পরে পাবলিক রিলেশন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত করেন। তার সিনক্লেয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার হওয়ারও কথা ছিল।

তারপর ফেলিক্স তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। প্রথমে সে ইভলিনকে বিয়ে করে। তারপর এমন একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে ফেলিক্স যার কথা এখনও ভাবতে পারেন না নাথান। সকলের ধারণা ফেলিক্স সে রাতে পারফিডিয়াকে ক্যাপ্রিতে ইচ্ছে করে তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে দিয়েছেন। তবে এটি সত্য নয়। বিষয়টি ছিল অন্যরকম এবং সেজন্য নাথান ছিলেন দুঃখী। নাথান কেঁদেছেন তবে তা কেবলই স্বপ্নে। জেগে ওঠার পরে তাঁর কান্নার কোনো দরকার ছিল না।

ফেলিক্স, প্রিয় ফেলিক্স একটি বিশ্বাসঘাতক।

পল এবং তার ভাইয়েরা সাদা প্লেট এবং রুপোর চামচ নিয়ে ঢুকল ঘরে। হাতে লম্বা ছুরি নিয়ে বেবী কেক কাটতে শুরু করল। সে চারটা প্লেটে এক টুকরা করে কেক রাখল। পঞ্চমটিতে দুটুকরো শেষ প্লেটটা সে নাথানের হাতে তুলে দিল।

পল এবং তার ভাইয়েরা ঘিরে দাঁড়াল নাথানকে। ওরা তাঁর সন্তানসম। ওরা **একসঙ্গে** গাইতে লাগল।

Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Nathan Sinclair, Happy Birthday to you, oh beloved one...

ওরা ভারি সুন্দর গাইল। হাউজ অভ সিনক্লেয়ারে ওরাই একমাত্র গায়ক। নাথানের চোখে জল এসে গেল। তিনি কেকের মধ্যে কাঁটা চামচ ঢোকালেন এবং বড় এক টুকরা কেটে নিয়ে মুখে নিলেন। তবে টুকরাটা পুরোপুরি মুখে নিতে পারলেন না তিনি। বেশিরভাগ তার গায়ে পড়ল, লোমহীন বক্ষ মাখামাখি হয়ে গেল কেকে।

পরিষ্কার করো।

টিস্যু দিয়ে নাথানের বুক মুছে দিল পল, তাঁর কম্পমান হাত থেকে কাঁটা চামচটি নিয়ে বাকি কেকটুকু খাইয়ে দিল। অন্য ছেলেরা হাসিমুখে দৃশ্যটি দেখল। তারা নাথানের সঙ্গে এবং জন্মদিনে থাকতে পেরে খুব খুশি। সমস্বরে তারা চেঁচিয়ে উঠল।

সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ

সিমন গিয়ে খুলে দিল দরজা। বাইরে, হলওয়েতে নাথান চাকা লাগানো একটি টেবিল দেখতে পেলেন, তার ওপর, লম্বা লম্বা মোমবাতির মাথায় একটি বড়, গোলাকার জিনিস শোয়ানো। সিমন টেবিলটি ঠেলে নিয়ে এলো ঘরে।

সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ.... হ্যাপি বার্থডে টু ইউ.

দ্বিতীয়বার চড়া গলায় হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বলার সঙ্গে সঙ্গে নকল কেকটি যেন পাপড়ি মেলে খুলে গেল এবং তার ভেতর থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে নামল মেঝে। সে হাত নাড়তে নাড়তে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার দিল। মেয়েটির চুলের রঙ কালো। সপ্রশংস দৃষ্টিতে নাথান মেয়েটির বড় বক্ষ জোড়া দেখলেন।

হ্যাপি বার্থডে, নাথান। কিচমিচ করে উঠল মেয়েটি।

তিনি ভাবলেন এই মেয়েটাই কি গত বছরেও তাঁর জন্মদিনের সময় এসেছিল? এই মেয়েটির সঙ্গে সেবারে সবাই মিলিত হয়েছিল এবং আমরা তা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছি।

তবে এটি সেই মেয়েটি না-ও হতে পারে। যদিও অভিনয় করল সে একই রকম। মাথার ওপর হাত তুলে নগ্ন পায়ে নাথানের চেয়ারের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচল সে, পেট নাচাল, পাছা দোলাল। নাথান তার শরীরের নিচে একধরনের উষ্ণতা টের পেলেন, যেন তাঁর কুচকি জীবন ফিরে পেল।

কৃষ্ণকেশী দু'হাতে নিজের বুক ধরে নাথানের বুকের সামনে দোলাতে লাগল, স্তন ঘষে দিল নাথানের গালে। নাথান তখন মেয়েটির মুখখানা পরিষ্কার দেখতে

পাচ্ছেন। মুখ ভর্তি ফুটকি, কপালে ব্রন উঠেছে। তাঁর ইচ্ছে করল চিৎকার করে বলে ওঠেন অপরিষ্কার। কিন্তু ছেলেরা হতাশ হয়ে যাবে ভেবে বললেন না। ওরা নিশ্চয় অনেক বাছাই করে এ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে।

মেয়েটির চোখ জ্বলজ্বল করছে। তবে নিশ্চয় জানে না সে কোথায় এসেছে।

নাথান, নাথান, শিশুর মতো আধো-আধো গলায় বলল মেয়েটি। তুমি তোমার জন্মদিনে কী চাও?

ডানে বামে মাথা নাড়লেন নাথান। তিনি জানেন না তিনি কী চান। হ্যাঁ, তিনি জানেন। তবে এক্ষুনি সে কথা বলবেন না।

নাথান, নাথান, কানের কাছে মুখ এনে গানের সুরে বলল মেয়েটি। নাথান, নাথান, আমি ভাবছি ... উত্তর সাগর পেরিয়ে ...চোষো। হুংকার ছাড়লেন নাথান। চোষো

ইয়াম্মি প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীদের মতো চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি।

পল নাথানের কোমরে জড়ানো হালকা নীল রঙের ব্লাংকেট খুলে ফেলল। মেয়েটি লাফিয়ে উঠে পিছনে সরতে গিয়েও সরল না। না, এটা করা উচিত হবে না। নাথান সিনক্লেয়ারকে এখানে সবাই পূজা করে। তারও তাই করা উচিত।

মেয়েটি নাথানের যন্ত্রটি দু'আঙুলে ধরল। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে এক সেকেন্ড ম্যাসেজ করল।

চোষো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন নাথান।

বেবী মেয়েটির মাথা চেপে ধরে নিচু করল। ছেলেরা আবার গাইতে লাগল।

হ্যাপি বার্থডে টু ইউ... হ্যাপি বার্থডে টু ইউ... হ্যাপি বার্থডে বিলাভেড নাথান হ্যাপি বার্থডে টু ইউ

সুখের আবেশে চোখ বুজলেন নাথান। তিনি দলগত রমন দৃশ্যটি পরে দেখবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে চোখ বুজে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেই জানেন না। জেগে উঠে দেখেন গ্যাং ব্যাঙ চলছে না। বাইরের কোনো এক ঘর থেকে চিৎকার ভেসে এলো কানে। অন্য কোথাও গ্যাং ব্যাঙ চলছে। পল এবং তার ভাইয়েরা দরজা খুলল। তারপর আবার বন্ধ করে দিল। ওরা বেডরুম ধরে আসল, গেল, ঢুকল কিচেনে আবার ফিরে এলো। রোব পরা ছায়ামূর্তিগুলো দেখলেন নাথান। কাপড়ে খসখস আওয়াজ তুলে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

মেয়েটি। মেয়েটির কথা মনে পড়ল নাথানের। মেয়েটি একটা বেশ্যা তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। প্রতিবছরই এরকম একটি মেয়ে ভাড়া করে আনা হয় তার জন্মদিনে ফুর্তি করার জন্য। কাল, ক্রিসমাসের পরের দিনের মতো ইংল্যান্ডে বক্সিং ডে উদযাপিত হবে, ভোজের ব্যবস্থা থাকবে। বলির পাঠার ভোজ, ছেলেরা নাম দিয়েছে।

তবে নাথান এতই ক্লান্ত যে এ নিয়ে আর ভাবতে ইচ্ছা করল না।



আমরা কি ওহায়োর ওপর চলে এসেছি? জিজ্ঞেস করল ভার্জিনিয়া। ওহায়োতে চলে এলে বলবে আমি বড়সড় একটি ড্রিংক নেব।

সকাল এগারোটার সময়, ভার্জিনিয়া? গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল ফেলিক্স।

কিছু আসে যায় না। আমি যখনই ওহায়োর ওপর উড়তে থাকি, আমার প্রথম স্বামীর প্রিয় অরভিলের সম্মানে একটি ড্রিংক নিই।

অরভিল জোনস। ফেলিক্স নামটি জানে তবে লোকটির সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি। নিউইয়র্কে আসার পরে জোনস পদবি ছেড়ে দিয়ে বিবাহপূর্ব নিজের পারিবারিক নামটি ব্যবহার করতে থাকে ভার্জিনিয়া। ওর কোনো খবর জানো?

না। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া। থ্যাংক গড। না। স্যালি জানে কিন্তু আমি জানি না। তাকে আমি এমনভাবে চলতে দিচ্ছি যেন তার জীবনে আমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সে তো কুড়ি বছর হলো দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। শুনেছি তার স্ত্রী এয়ারলাইন হোস্টেস।

ইন্টারেস্টিং, ঠাট্টার সুরে বলল ফেলিক্স। ভেরী ইন্টারেস্টিং। তুমি একবার আমাকে বলেছিলে অরভিল একজন অ্যাকাউন্টটেন্ট।

হুঁ, বিষয়টি নিয়ে আর এগোতে চায় না ভার্জিনিয়া। হাত তুলে ডাকল এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে। আমাদের জন্যে ব্লাডি মেরী নিয়ে এসো।

ভার্জিনিয়া, আমি এখন মদ খাব না।

নাথান, ফেলিক্স, বী আ স্পোর্ট। বিষয়টি এভাবে চিন্তা করো এটি তোমার জন্য একটি নতুন ডিপারচার। তুমি এর আগে তো কখনো নিজের বইয়ের ট্যুরে বেরোওনি।

ফেলিক্স কেবল মাথা ঝাঁকাল, বলল না কিছুই। বিষয়টি এভাবে চিন্তা করতে হবে। কপাল কুঁচকে গেল ওর। ইভলিন চূড়ান্ত জবাব দিয়ে দিয়েছে, সে যদি

ভার্জিনিয়ার সঙ্গে ট্যুরে যায় তাহলে তাকেই অনুমান করে নিতে হবে সে ফিরে আসার জন্য একটি সুখের বাসা পাবে কিনা। ইভলিন মেইনে ফিরে গেছে এবং ওদের সঙ্গে সে ক্যালিফোর্নিয়ায় যোগ দিচ্ছে না। চমৎকার, মনে মনে বলল ফেলিক্স। খুবই চমৎকার।

ইভলিনকে ওয়াশিংটন থেকে ফোন করেছিল ফেলিক্স। তার সঙ্গে উদাস সুরে কথা বলেছে ইভলিন। বুক ট্যুরটি কেন এগিয়ে নেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল ফেলিক্স, এ থেকে এখন সে ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যেতে পারে না, যদিও সে ইভলিনের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চায়। কিন্তু ফেলিক্স এখন হাই-প্রোফাইল পজিশনে রয়েছে। সে একজন সফল P.R ম্যান হওয়া সত্ত্বেও আজীবন ছায়ার মধ্যে থেকেছে, ব্যবহৃত হয়েছে। ফেলিক্স জেমস একজন মটর মেকার স্টার নয়।

কিন্তু ইভলিন তার কথা শুনতে চায়নি। সে খুবই গোঁয়ার টাইপের মহিলা। ফেলিক্সকে বিদায়ের সময় জানিয়েছে ওয়েড ফ্রেঞ্চ নাকি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করছে এবং ফেলিক্সের কপালে খারাবী আছে। তখন ফেলিক্সের মনে প্রশ্ন জাগে। ইভলিন কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুযোগ নিচ্ছে যে সুযোগের অপেক্ষায় সে সবসময় ছিল। ওয়েড ফ্রেঞ্চ একটা সন্দেহভাজন চরিত্র। স্ত্রী আইরিনের সঙ্গে তার এক বছর বা তারও বেশি সময় আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

চমৎকার, খুবই চমৎকার কথাটা মনে মনে পুনরাবৃত্তি করে ফেলিক্স। ওরা দুজনে মিলে পাওয়ার হাউজ লিখেছে, খেপে বোম হয়ে গেছেন নাথান। এটা খুবই সম্ভব যে, অসহায়ভাবে উপলব্ধি করে ও, তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা হতে পারে। একটি ডিভোর্স মামলা, অপরটি পাওয়ার হাউজ নিয়ে। ফেলিক্স এক চুমুকে গ্লাসের অর্ধেক ব্লাডি মেরী খালি করে ফেলল।

ফেলিক্স, তুমি না মদ খেতে চাওনি। আস্তে আস্তে খাও। ভার্জিনিয়া ওর হাতে চাপ দিল। তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে, ডার্লিং। যেন ফেলিক্সের মনের কথা পড়তে পারল সে। ইভলিনকে নিয়ে তুমি বইতে কিছু লিখেছ?

নিশ্চয় না।

কিন্তু কথা সত্য নয়। ও একটি ব্যক্তিগত বিষয় লিখেছে। ইভলিনের উরুর ভেতর দিকে একটি ছোট্ট বাদামি তিল আছে। এ তিলের কথা মার্সেল পাওয়ারের এক গার্লফ্রেন্ডের রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি ইভলিনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি এবং এতে সে খুবই মাইন্ড করেছে। ফেলিক্সের কাছে কর্কশ সুরে জানতে চেয়েছে বুড়ো টাইকুনের সঙ্গে তাকে জড়ানোর কারণ কী। ফেলিক্স বলেছে সে বইতে ইভলিনের কথাই উল্লেখ করেছে বুড়োর সঙ্গে তাকে জড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। তবে তার অস্বীকার ধোপে টেকেনি।

ভার্জিনিয়া ওকে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইটে নিয়ে এসেছে, হাতে ব্লাডি মেরীর গ্লাস নিয়ে প্রথম শ্রেণির আরামদায়ক আসনে বসে লেখক হিসেবে উপভোগ করছে জীবন।

খসখসে গলায় হেসে উঠল ভার্জিনিয়া। আমি ওদের সবকটাকে ধরেছি– অরভিল, জ্যাক লোগান, আ জাস্ট অভ হ্যান্ড্রেড।

ভার্জিনিয়া, ফেলিক্সের নার্ভ যেন চাবুক কষাণ। এ ধরনের কথা বলা তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমরা ওই বইটা লিখেছি বলে এখন আমার আফসোস হচ্ছে।

কাঁধ ঝাঁকালো ভার্জিনিয়া। হালকা গলায় হাসল। বদারেশন, ফেলিক্স। নো রিগ্রেটস নাউ। নেভার এক্সপ্লেইন, নেভার কমপ্লেন।

ভার্জিনিয়ার আচরণে ফেলিক্সের অবাক হওয়া উচিত নয়। সে ভার্জিনিয়াকে চেনে, ওর জীবন বা লাইফস্টাইল সম্পর্কে তার কোনো মতিভ্রমও নেই। ভার্জিনিয়া বাছবিচারহীন বলে তাকে ঠিক খারাপ মহিলা বলা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে ও বিচক্ষণ, কৌশলী। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এ মহিলার সঙ্গ খুবই উপভোগ করে ফেলিক্স। আর ওরা একসঙ্গে বহুদিন ধরে চলাফেরা করছে।

বাক আপ, ফেলিক্স। বলল ভার্জিনিয়া।

মুখ টিপে হাসল ফেলিক্স, ওর হাত ধরে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল। ভার্জিনিয়া, তোমার পাছায় চড় মারা উচিত। ইউ আর টু মাচ।

ফেলিক্স, তুমি আমার পাছায় চড় মারতে চাইছ। ওহ, মাই। হাসল ভার্জিনিয়া। তুমি দেখছি লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছ। দ্যাখো এটা ব্রান্ড-নিউ ডিপারচার   ইভলিন খুব রেগে আছে, তাই না?

সাংঘাতিক।

ঠোঁট কামড়াল ভার্জিনিয়া। এটা আসলে বোকার মতো কাজ হয়ে গেল। ফেলিক্স, ড্যাম ইট, সে জানে আমরা কখনো ফচকেমি করি না। আর বইটি নিয়ে তার এত ক্ষোভ কিসের? এটা তো মজা করে লেখা। পাওয়ার হাউজকে কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। নেওয়া উচিত হবে না। কেউ এটা সিরিয়াসলি নিলে বোকামি করবে।

ওয়েল, ইতস্তত করল ফেলিক্স, ও যা বলতে চাচ্ছে তা সত্যি নয় বলেই জানে। ও ব্যাপারটি আমলে নেবে। আমি জানি ও পারবে। ইভলিন শুধু একটু বেশি

গডড্যাম সিরিয়াস, চনমনে গলায় বলল ভার্জিনিয়া। হাতের গ্লাসটা উঁচু করে ধরল। ফেলিক্স, ডার্লিং হিয়ার ইট টু আস। তুমি জানো তোমাকে আমি কতটা

ভালোবাসি– ইন আ কমরেডলি ফ্যাশন। আমরা কি নিজেদেরকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি। কমরেড বা সাথি? হোয়াট এভার, হিয়ার ইজ টু আস। সে ফেলিক্সের গ্লাসের গায়ে নিজের গ্লাস ছোঁয়াল। চলো, আরেকটি ড্রিংক নিই। তারপর আমার কাজে নামতে হবে। একটা কলাম লিখতে হবে।

বরাবরের মতো মুগ্ধ হলো ফেলিক্স। ভার্জিনিয়ার এটি হলো আরেক দিক। ও যেমনই হোক না কেন, খুবই কঠিন প্রকৃতির মহিলা এবং নিবেদিত প্রাণ কর্মী, তার সিন্ডিকেট তাকে নিয়ে খুব গর্বিত। ফেলিক্সের মনের এখন যা অবস্থা তাতে কাজের চিন্তা দূরে থাক, ও প্লেন থেকে লাফ দিয়ে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে।

ভার্জিনিয়া দ্বিতীয় ড্রিংকের অর্ডার দিয়েছে, ফেলিক্স ভোরের কাগজটি তুলে নিল। আটলান্টায় ওদেরকে নিয়ে কাভারেজ দেওয়া হয়েছে, লেখা হয়েছে সোশাল কলামে। ভার্জিনিয়া ফেলিক্সের কাঁধে মাথা রেখে অলস ভঙ্গিতে লেখাটি পড়তে লাগল। সে ফেলিক্সের কানের লতিতে চুম্বন করল।

ফেলিক্স, দুষ্টুমির সুরে বলল যে, আমি জানি লসএঞ্জেলসে আমরা দারুণ একটা রিভিউ পাব।

ভার্জিনিয়া, নকল বিতৃষ্ণার সুরে বলল ফেলিক্স, লেনি থরো। সলিটারি ফিলসফারের বংশধর।

সে তাই নাকি? ও লোক ভালো। আমি জানি ক্যালিফোর্নিয়ায় ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দেখা হলে মোটেই অবাক হবো না। বিড়বিড় করল ফেলিক্স।

উষ্ণ গলায় আবার হেসে উঠল ভার্জিনিয়া। জীবন খুব ছোট্ট, ফেলিক্স। ভিটা ব্রেভিস অ্যান্ড লং ইন দ্য অ্যাস, শুনেছ কখনো? থাকগে, এখন বলো, আমাদের জন্য যে পার্টি দেওয়া হলো তা নিয়ে কি এক কলম লিখব? আগের কথা লেখা উচিত আমার। ও খুব ভালো বন্ধু।

নিউইয়র্কে খুব ভালো মানুষদের একজন আর্ল।

সে আমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা-পয়সা নেয়নি– নিয়েছে কি?

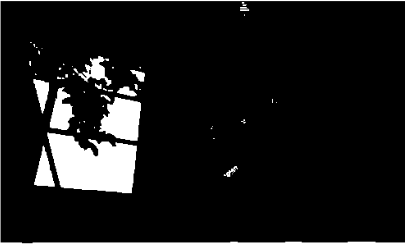
না, মাথা নাড়ল ফেলিক্স। শুধু ক্যাভিয়ারের জন্য।

গুড। হাসছে ভার্জিনিয়া। হি ইজ সাচ আ নাইস ম্যান।

ভার্জিনিয়া সময় কাটাতে তার অ্যাটাচি কেস খুলে লম্বা একটি প্যাড বের করল এবং সোনার টিফনি কলম দিয়ে এরোপ্লেনের ছবি আঁকতে শুরু করল। বসে তাকে লক্ষ করছে ফেলিক্স। ভার্জিনিয়ার ফরসা চামড়ায় একটা দাগ পর্যন্ত নেই, তার হালকা নীল চোখ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, হাতের আঙুলগুলো সরু, লম্বা এবং মসৃণ।

ভার্জিনিয়ার প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু ভাবনাটি এমন অদ্ভূত যে এ নিয়ে কল্পনা করতেও লজ্জা লাগে ফেলিক্সের। ভার্জিনিয়া তার আচরণে কখনোই এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি যে ফেলিক্সকে সে তার শয্যা সঙ্গী হিসেবে কামনা করছে। নাহ, ওদের সম্পর্কটা এভাবেই চলছে– সোমাল এবং ফিনানসিয়াল কনট্রাক্ট।

তবে ভার্জিনিয়ার প্রতি সে কামনা বোধ করে। মেয়েটি চমৎকার, ভ্রমণ সঙ্গী এবং ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে দারুণ। তবে ফেলিক্স জানে ভার্জিনিয়ার প্রতি সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে বিপদের মধ্যেই তাকে পড়তে হবে।



আমি কি মিস প্রিসিয়ানের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি, প্লিজ। টেলিফোনে বলল হ্যামিলটন।

মোনা প্রিসিয়ান বলছি, ফুরফুরে গলায় সাড়া দিল নারী কণ্ঠটি।

ওহ, মিস প্রিসিয়ান, আমার নাম হ্যামিলটন। জ্যাক লোগানের তরফ থেকে ফোন করছি। তার সাবেক স্ত্রী ভার্জিনিয়া প্রেস্টন একটি বই লিখেছে, একখানা নভেল

প্রিসিয়ানের কণ্ঠ ঝলসে উঠল চাবুকের মতো। আমি তা জানি। আমি বইটির ফিল্ম ভার্সনে লিড নায়িকার ভূমিকায় কাজ করব।

জী, জ্যাক তাই বলল। আমি আমার বাড়িতে ভার্জিনিয়া এবং তার সহলেখক ফেলিক্স জেমসের স্থানে একটি পার্টি দিচ্ছি। সেখানে স্বল্প কজন গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকবেন। আপনিও যদি আসেন তো আমরা খুব খুব খুশি হবো।

আচ্ছা ... বিরতি দিল মোনা। ঠিক আছে। তবে আমি তো ওদের বইটা এখনও পড়িনি। একটা কপি কীভাবে পেতে পারি?

স্টুডিও থেকে

ওরা দেবে বই? স্ক্রিপ্ট রেডি না হওয়া পর্যন্ত ওরা আমাকে কোনো কিছু দেখতে দিতে রাজি নয়। ওরা আমাকে বিশ্বাস করে না। ওদের ভয় বইটি পড়লে আমি হয়তো স্ক্রিপ্ট পছন্দ নাও করতে পারি।

সেক্ষেত্রে ... মুখ টিপে হাসল হ্যামিলটন। আপনাকে আমি আমার কপিটি ধার দিতে পারি– যদি আপনি জ্যাককে বলে না দেন।

হো হো করে হেসে উঠল মোনা প্রিসিয়ান। আপনার ভারি দয়া। কখন বইটি পাব?

ওয়েল আবার ইতস্তত ভঙ্গি করল হ্যামিলটন। আজ বিকেলেই আপনাকে বইটি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারি। আমি বেভারলি হিলসে থাকব।

আপনি নিজে নিয়ে আসবেন? হাউ কাইন্ড।

কেন? নিজেকে প্রশ্ন করে হ্যামিলটন। জ্যাক লোগানের রক্ষিতার ডেলিভারি বয় হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে তার। তবে ওরা মোনাকে পার্টিতে চাইছে। আর হ্যামিলটন নিজেও যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করছে মোনার ব্যাপারে। সে অবশ্য লোগানের নারীদের ব্যাপারে সর্বদাই কৌতূহলী। আর রসালো কণ্ঠ শুনতে সে পছন্দও করে।

আপনি কি জানেন আমি কোথায় থাকি? জিজ্ঞেস করল মোনা প্রিসিয়ান।

জানে না হ্যামিলটন। রাস্তা বাতলে দিল মোনা। ওকে সানসেট বুলেভার্ড হয়ে বেনেডিক্ট এভিন্যুতে ঢুকতে হবে ....

মোনা প্রিসিয়ান যতটা না অভিনয় তারচেয়ে অনেক বেশি বিখ্যাত মানুষের সমালোচনা করার জন্য। মোনার অনেক ছবি দেখেছে হ্যামিলটন তবে সামনাসামনি কখনো দেখেনি। মোনার বাড়ি ডেভনে তবে তার ক্যারিয়ারের পুরোটা সময়ই কাটিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়।

মোনার চুল পিঠ পর্যন্ত, বেশ ঘন। গায়ের রঙ দুধ সাদা। পরনের নীল ঝকঝকে বিকিনি ঢেকে রেখেছে নীল টেরি রোব এবং তাতে বুকের ওপর M.P অক্ষর দুটি খোদাই করা। ওর মুখখানা বড়সড়, ঠোঁটে লিপস্টিক। বোধহয় দরজা খোলার আগে রঞ্জিত করেছে ওষ্ঠ।

নিজের পরিচয় দিয়ে বইয়ের কপিটি মোনার কাছে এগিয়ে দিল হ্যামিলটন।

মি. পিটার হ্যামিলটন, এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল মোনা, ভরাট দুই বক্ষের ভেতর থেকে ওঠে এলো চিৎকার।

মি. পিটার হ্যামিলটন। আপনি কত ভালো স্বয়ং আমার জন্য বই নিয়ে এসেছেন। প্লিজ, ভেতরে আসুন। চলুন পুলের ধারে গিয়ে বসি।

হ্যামিলটনের হাত ধরে নিয়ে চলল মোনা। ওকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিল। নিজে বসল সুইমিং পুলের ধারে একটি প্রকাণ্ড নীল ছাতার নিচে। বলল সে সরাসরি রোদ থেকে বাঁচতে ছাতার নিচেই বসে। বেশি রোদ লাগলে নাকি চামড়া পুড়ে কালো হয়ে যায়।

তা বটে, সায় দিল হ্যামিলটন। সে মোনার M.P লেখা আদ্যক্ষর দুটিতে ইঙ্গিত করল।

মানে নিশ্চয় মোনা প্রিসিয়ান? নাকি আপনি মেম্বর অব পার্লামেন্ট?

হা, হা, হেসে উঠল মোনা। তা যদি হতাম তাহলে ওরা আমাকে দেখিয়ে বলত ওই যে সুন্দরী পার্লামেন্ট সদস্য। বলত না?

তা নিশ্চয় বলত। বলল হ্যামিলটন।

ড্রিংক চলবে? জানতে চাইল মোনা।

বিয়ার খাওয়া যায়।

হ্যামিলটন এ মেয়েটির প্রতি আগের চেয়ে বেশি কৌতূহল বোধ করছে। মোনা যদি সত্যি তৃতীয় মিসেস সিনক্লেয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করে তাকে দারুণ মানিয়ে যাবে। একে ষোলো বছর বয়সী পারফিডিয়ার মতোই লাগছে। তবে হেয়ারস্টাইল বদলাতে হবে, আর চোখে ব্যবহার করতে হবে গাঢ় কন্ট্যাক্ট লেন্স।

মোনা গ্লাসটা টেবিল থেকে একটি ক্রিস্টালের ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজাল। ঘণ্টার আওয়াজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো একটি প্রাচ্যদেশীয় লোক। পরনে ঢোলা কালো প্যান্ট এবং সাদা জামা।

ওয়াং। ধীর গলায় বলল মোনা, মি. হ্যামিলটনের জন্য এক গ্লাস বিয়ার এবং আমার জন্য এক গ্লাস পেরিয়ার নিয়ে এসো। এরপর সে বইটি হাতে নিল। বেশ ওজনদার দেখছি। আমি বইটি অবশ্যই পড়ব। আমার বন্ধুরা যারা বইটি পড়েছে, বলেছে এটি নাকি

কী বলল? খুব খোলামেলা।

তা একটু খোলামেলা আছে বৈকি, বলল হ্যামিলটন।

অল দা বেটার। আমি খোলামেলা বই পছন্দ করি। আমি গথিক রোমান্সের খুব ভক্ত।

ওয়াং-এর কাছ থেকে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে মোনা প্রিসিয়ান সম্পর্কে আর কী কী জানে সে কথাই ভাবছিল হ্যামিলটন। মোনা তার কোনো ছবিতে খুব বেশি শরীরের খাজ-ভাঁজ দেখায়নি। তবে প্রথম দিনকার ছবিগুলোতে স্তনের ঝিলিক দেখা গেছে মাত্র। ছবিতে ফুলফ্রন্টাল ন্যুডিটি দেখানো হয় বলে ইদানীং সে খেদোক্তিও করেছে।

আমি একটু পানিতে নামব, ঘোষণার সুরে বলল মোনা। বড্ড গরম লাগছে।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে হ্যামিলটন দেখল মোনা সিধে হয়েছে এবং নাটকীয় ভঙ্গিতে শরীর থেকে খসে পড়তে দিল রোব। ওর পুরো কিনারাটা এখন দেখতে পাচ্ছে হ্যামিলটন। বয়স পঁয়ত্রিশ হলেও স্বীকার করতেই হবে মোনা তার দেহ সৌষ্ঠব দারুণভাবে ধরে রেখেছে। চমৎকার গোল নিতম্ব, পেটের কাছটা একটু স্ফীত মনে হলেও মোনা যখন দু'হাত তুলল ওপরে, টানটান করল শরীর, একদম সমান দেখাল উদর।

মোনা হ্যামিলটনের দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধানো একটা হাসি দিল। তারপর নিখুঁত ডাইভ মারল নীল-সবুজ জলে। মনে মনে নিজেকে অভিনন্দিত করল

হ্যামিলটন। ভাগ্যিস ও নিজেই এসেছিল মোনার সঙ্গে দেখা করতে। জ্যাক লোগানের সঙ্গে মোনার যা-ই সম্পর্ক থাকুক তাতে হ্যামিলটনের কিছু আসে যায় না। আর মোনাও বোধকরি অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে একটু লটরপটর করতে ভালোইবাসে।

পুলের দূরপ্রান্ত থেকে ভাসতে ভাসতে চলে এলো মোনার কণ্ঠস্বর। জ্যাক লোগানের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটি আমার ঠিক পরিষ্কার হলো না। আপনি কি লোগান প্রডাকশন্সে ওর সঙ্গে কাজ করেন?

ও কিন্তু 'ওর জন্য' নয়। 'ওর সঙ্গে' কাজ করি কিনা জানতে চেয়েছে। মনে মনে বলল হ্যামিলটন।

না, আমরা দুজনে স্রেফ বন্ধু। নিউইয়র্কে পুরনো দিনগুলো থেকে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।

কিন্তু আপনি তো ফিল্ম বিজনেসের সঙ্গে জড়িত। জিজ্ঞেস করল মোনা।

আমি ডকুমেন্টারি বানাই।

আচ্ছা। ডকুমেন্টারির বাজার এখনও আছে নাকি? ওর কণ্ঠে হতাশার সুর শুনে অবাক হলো না হ্যামিলটন। সে হতাশ কারণ স্যালি জোনসের কাছ থেকে জেনেছে মোনা প্রিসিয়ান শহরের প্রতিটি প্রডিউসারকে পিঠ দেখিয়েছে। তবে সে হ্যামিলটনকে পিঠ দেখানোর সুযোগ পাবে না। কারণ ওকে সে নিজের কোনো ডকুমেন্টারিতে নেবে না।

কী ধরনের ডকুমেন্টারি? জানতে চাইল মোনা।

আদিবাসী, জীবজানোয়ার ধরনের। কঙ্গো, আমাজান ইত্যাদি।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের মতো, মন্তব্য করল মোনা।

রেইন ফরেস্টে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা নগ্ন বক্ষ আদিবাসী রমনী। এসব জিনিস দেখতে আমার খুব ভাল্লাগে।

সুইমিংপুলের মাঝখানে চিত সাঁতার দিচ্ছে মোনা। মাথা উঁচিয়ে বলল, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওয়াং সম্পর্কে একটি তথ্য দিতে পারি। ওয়াং অন্যরকম মানুষ– ও একজন খোজা। হেসে উঠল সে। ওকে আমি সিঙ্গাপুর থেকে কিনে এনেছি।

কিনে এনেছেন?

হ্যাঁ, কিনে আনা যায়, পিটার। আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকব, পিটার। আমি ওখানে একটি প্রাইভেট মুভি করতে গিয়েছিলাম। ও খুশি মনেই ওখান থেকে আমার সঙ্গে চলে এসেছিল। ও আমাকে খুব ভক্তি করে।

ও খোজা হলো কী করে?

জানি না। হয়তো জন্মই হয়েছে ওভাবে।

হ্যামিলটন পুলের যে ধারে বসে আছে সেখানটায় সাঁতরিয়ে এলো মোনা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

ওর মতো আরও লোক আছে সিঙ্গাপুরে?

না, বড় বড় সাদা দাঁত বের করে হাসল মোনা। ওই একমাত্র ছিল। ও খুব ভালো। আমি যা বলি তাই শোনে। কখনো মুখের ওপর কথা বলে না।

কখনো না?

আমি তো ওকে কথা বলতেই শুনিনি। মনে হয় ও বোবা।

গুড, হাসল হ্যামিলটন। বোবা খোজা। এরকম ঘটনা শুধু হলিউডেই ঘটতে পারে।

পুলের ধারে দুই হাত জড়ো করে চিবুক রাখল মোনা।

ফেলিক্স জেমসের কথা বলে আমাকে। অনুনয় করল সে।

ভার্জিনিয়া প্রেস্টনের কথা আমি জানি। তার কলামও পড়েছি। জ্যাকও ওর সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে আমাকে।

কতটা? ভাবল হ্যামিলটন। ফেলিক্স, বলল সে হলো নিউইয়র্কের অন্যতম পাবলিশিটি এজেন্ট। বড় বড় ক্লায়েন্টদের সঙ্গে তার ওঠাবসা।

পারসোনাল নাকি কর্পোরেট? মোনা পার্থক্যটা জানে।

দুটোই। বহুদিন ধরে এ লাইনে আছে সে। খুব বিশ্বস্ত। নতুন কোনো মেয়েকে মনে ধরলে সে তাকে লাঞ্চ করায়। সে যে কোনো কর্পোরেট গণ্ডগোল মেটাতে ওস্তাদ। আমি যখন রিপোর্টারের কাজ করতাম, ফেলিক্সের ওপরে সবরকমের আস্থা ছিল আমার। সে কখনো আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি। ফেলিক্স যদি বলত ওটা ঠিক আছে তবে তাই।

মনে হচ্ছে খুব দারুণ মানুষ সে, চেঁচিয়ে উঠল মোনা। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আর তর সইছে না আমার। আচ্ছা পিটার, এবারে আমাকে পাওয়ার স্টেজের কথা বলো। শুনলাম আমাকে লিড নায়িকা হিসেবে এমন এক মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে যে ...

জী, টেনে টেনে বলল হ্যামিলটন। সেরকমই একজন মহিলা। তার সঙ্গে আপনার অনেক মিল আছে। শারীরিকভাবে। শুধু চুল ছাড়া।

মোনা মাথা দোলাল। তবে মহিলা ভালো নয়। গুড। আমি ভালো মহিলাদের চরিত্রে অভিনয় করতেও চাই না। এই মহিলা, সে কি রিয়েল লাইফের নাকি কাল্পনিক চরিত্র?

ওকে কতটা বলা যায়? বললেও ক্ষতি নেই যে বইয়ের দলির পাওয়ার আসনে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের অবিকল প্রতিমূর্তি।

রিয়েল লাইফে মহিলার নাম পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার, বলল হ্যামিলটন। তবে ওই নামটি আমরা উল্লেখ করব না। বইতে তার নাম পলিন পাওয়ার।

পারফিডিয়া, পুনরাবৃত্তি করল মোনা। কী-চমৎকার নাম। আমাকে কি দেখতে পলিন পাওয়ারের মতো লাগে?

হ্যাঁ, তবে তার চুলের রঙ কুচকুচে কালো।

মোনা মাথায় ঝাঁকি মারল। দ্যাটস ওনলি অ্যান ইনসিডেন্টাল থিং। হাত বাড়িয়ে দিল সে। পিটার, প্লিজ আমার পেরিয়ারের গ্লাসটা একটু এগিয়ে দও। এবং একটা সিগারেট। সিগারেটটিতে আগুন ধরিয়ে দিও।

টেবিলে রাখা পলমলের একটি খোলা প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করল হ্যামিলটন। কোনো মহিলাকে পলমল সিগারেট খেতে দেখে না সে কতদিন? বুড়ো আঙুলের নখে সিগারেটটি ঠুকে নিয়ে সে সাবধানে আগুন ধরাল। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে ওটা মোনাকে দিল হ্যামিলটন। সে ওর হাতের আঙুলগুলো চেপে ধরল, গাঁটে চুম্বন করল, গাঢ় লাল লিপস্টিকের দাগ পড়ে গেল।

ধন্যবাদ, পিটার, খসখসে গলায় বলল সে। কী জানো, জ্যাক ভার্জিনিয়া সম্পর্কে কখনোই তেমন কিছু বলেনি।

হাঁটু গেড়ে বসে মোনার দিকে তাকিয়ে রইল হ্যামিলটন। বিকিনির কুচকির কাছটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কালো চুলের পরশ বোঝা যায়।

জ্যাক হয়তো বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে তেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করেনি।

ঝোড়ো বিবাহ?

হ্যামিলটন বলেই ফেলল, অমন ঝড়ের কবলে পড়লে টাইটানিক দুইবার ডুবে যেত।

ভার্জিনিয়ার মেয়ে জ্যাকের অফিসে চাকরি করে। সে ওকে বেশ পছন্দ করে। মাথা ঝাঁকাল হ্যামিলটন। প্রশ্ন করে? কেবল এটুকুই।

মাঝে মাঝে, বলল মোনা। আমি জেলাস হয়ে উঠি। তবে আমার মনে হয় না এর মধ্যে কোনো   বুঝতেই পারছো   সেক্সুয়াল ব্যাপার জড়িত আছে।

যদি এমন কিছু হয় তো আমি খুব অবাক হবো। বলল হ্যামিলটন। সে আঘাত পাবে এবং অপমানও বোধ করবে যদি প্রমাণ পায় মেগান সত্যি একটি শুয়োর প্রকৃতির লোক।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঠোঁটে পেরিয়ারের গ্লাস ছোঁয়াল মোনা, এক ঢোক মদ গিলল, তারপর পলমলে জোরে একটা টান দিল। তোমাকে জ্যাকের কথা বলব আমি যদিও তুমি বোধহয় আমার চেয়ে বেশিই জানো তার সম্পর্কে। চোখ পিটপিট করল মোনা। জ্যাকে আমাকে তেমন ভালোবাসে না, পিটার। মাঝে মাঝে আমরা

একসঙ্গে শুই বটে তবে আমার মনে হয় না ও আমাকে সত্যি ভালোবাসে। ও আমাকে ব্যবহার করতে চায়। ওর ছবির জন্য আমাকে চাইছে। ওর হরর ছবিগুলোতে আমি কখনো অভিনয় করতে চাইনি। ওর সিনেমা মানেই তো খুন-খারাবি, রক্তপাত, হাঙর আর ম্যানিয়াক ও চায় আমি ওর ছবিতে যেন আমার বুক দেখাই। পিটার, তোমার কি মনে হয় একজন সিরিয়াস অভিনেত্রীকে শুধুমাত্র তার বুকের জন্য এক্সপ্লয়েট করা ঠিক হবে?

না।

কিন্তু এটা। *পাওয়ার হাউজ*, বলল মোনা। এ ছবিটা আমি করব। এটি একটা ড্রামাটিক রোল এবং লোকে আমার মুখ দেখবে। বিষণ্ন হাসল সে। কী জানো, পিটার, আমার বুক দেখানোর ব্যাপার যদি না থাকত জ্যাক আমাকে তার সিনেমাতেই নিত না।

আরে না, আপনার কি তাই মনে হয়?

মোনা বুঝতে পারল হ্যামিলটন তার কথা বিশ্বাস করেনি। সে শীতল গলায় বলল, তোমার বোধহয় ধারণা আমি খুব টাফ একজন মহিলা যে ভিক্টিমাইজড হতে পারে না। একটু বিরতি দিয়ে ধারালো গলায় যোগ করল, মাঝে মাঝে আমি ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠি। মাঝে মাঝে মনে হয় খুঁটিটি টেনে নিয়ে মেক্সিকো ফিরে যাই। আমার ওখানে একটা ঘোড়ার খামার আছে।

মৃদু হাসল হ্যামিলটন। আপনি কি অ্যারাবিয়ান ঘোড়া লালন-পালন করেন?

না, আমি নরক লালন-পালন করি, উত্তপ্ত গলায় বলল মোনা।

টেবিলের ওপরের ঘণ্টাটা একটু বাজিয়ে দিন তারপর আপনাকে দেখাচ্ছি মি. জ্যাক লোগানের দশা কী করব।

ঘণ্টি তুলল হ্যামিলটন। মধুর টুং টাং শব্দে ক্রিস্টালের ঘণ্টা বেজে উঠল। ওয়াংয়ের জন্য সংকেত। ছোটখাটো মানুষটি দ্রুত বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে।

ওয়াং, হুকুমের সুরে বলল মোনা। মি. হ্যামিলটনকে তোমার সেই কৌশলটা দেখিয়ে দাও তো।



হিসহিস করে উঠল ওয়াং। মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল। ঝড়ের গতিতে ফিরে গেল কিচেনে– হ্যামিলটন অনুমান করল লোকটা রান্নাঘরেই ছিল– তারপর ফিরে এলো দুই ফুট বাই চার ফুট একখণ্ড কাঠ নিয়ে। পুল হাউজের কাছে ফায়ারপ্লেসের বারবিকিউর মুখে কাষ্ঠখণ্ডটি রেখে পিছিয়ে গেল সে। তারপর হামলা চালাল।

গলা দিয়া ইয়ায়া ধরনের বিকট চিৎকার বেরিয়ে এলো ওয়াংয়ের, লাফ মেরে এগিয়ে এলো সামনে, হাতটি ধনুকের মতো বাঁকা করে রেখেছে। হাতের চেটো দিয়ে কাঠের টুকরার ওপর কোপ মারল সে। এক আঘাতেই ভেঙে দুই খণ্ড হলো কাঠ, বাতাসে মেলল ডানা।

ওয়াও। বলল হ্যামিলটন। কৌশলই বটে। তবে অসাধারণ কিছু নয়।

ওয়াং, হাসতে হাসতে বলল মোনা। দারুণ দেখিয়েছ তুমি। অনেক ধন্যবাদ। দেখলে? সে জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটনকে।

আমি ভেবেছিলাম ও কথা বলতে পারে না।

পারে না। শুধু কোনো কিছু ভাঙার সময় চিৎকার করে ওঠে– তবে প্লেট তশতরি ভেঙে গেলে নিশ্চয় নয়। ওর হাত দিয়ে পড়ে কখনো প্লেট তশতরি ভাঙেওনি। খুব সাবধানী ওয়াং। ও খালি হাতে ইটও ভাঙতে পারে। ভাঙা কাঠের টুকরোগুলো জোগাড় করছে ওয়াং। কারাটে ট্রেনিং অবশ্যই। উপসংহার টানল মোনা। বুঝতেই পারছ কেন আমি একা থাকতে ডরাই না।

সিরিয়াসলি জানতে চাইছি, বলল হ্যামিলটন। তুমি নিশ্চয় ওই অস্ত্রটি জ্যাক লোগানের ওপর ব্যবহার করবে না– করবে কি? ওকে তুমি করে সম্বোধন করল ও।

করতেও পারি, পিটার। এসো, পুলে এসো।

মাথা নাড়ল হ্যামিলটন। আমি এখন বেরিয়ে পড়ব, মোনা।

পিটার, এসে পড়ো। ইউ হ্যাভ গট নাথিং টু ডু। তোমাকে খুব হট লাগছে। চোখ টিপল মোনা। আমি তোমাকে সেক্সুয়াল ডিসচার্জ দেব। তার নাক কুঞ্চিত হলো। ইলেকট্রিকাল, আই মিন।

ওয়াংয়ের শক্তি প্রদর্শন দেখে বোধহয় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মোনা। হ্যামিলটনের দিকে তাকিয়ে লোভে চকচক করছে চোখ।

মোনা কী করবে বুঝতে পারছ না হ্যামিলটন।

তুমিই না বললে– এরকম ঘটনা শুধু হলিউডেই ঘটতে পারে। উপহাস করল মোনা। কাম অন। আমার একটু মাংসের স্বাদ পেতে ইচ্ছা করছে। জ্যাক লোগানের খেলার পুতুল হয়ে থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।

সরাসরি এগোচ্ছে মোনা। তবে ওর সঙ্গে খেলা করার বিষয়টি হ্যামিলটনের আজকের তালিকার মধ্যে ছিল না। তবে একই সঙ্গে ওর কৌতূহলও হচ্ছে বেশ।

তুমি বোধহয় ওয়াটার পোলো খেলতে চাইছ, বলল সে।

মোনার চোয়াল ঝুলে পড়ল, তারপর সে হ্যামিলটনের দিকে জল ছিটাল। পিটার, মজা করা বাদ দাও। পেশাদারভাবে আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না তুমিও আমার জন্য কিছু করতে পারবে না।

মোনা ডান হাতটা নিজের বুকের ওপর রাখল হ্যামিলটন। মোনা, তুমি আমাকে সাংঘাতিক লোভ দেখাচ্ছ। জ্যাকের কী হবে?

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার চোখ টিপল মোনা। জাহান্নামে যাক জ্যাক। পুল হাউজে সুইমিং সুট আছে, কাঠের তৈরি বাড়িটার পাশে নিচু ছাদের প্যাভিলিয়নের দিকে ইঙ্গিত করল।

আমি যদি তোমার কথা না শুনি তাহলে ওয়াংকে দিয়ে আমার হাত ভেঙে দেবে, না?

নিঃসন্দেহে, মুখ টিপে হাসল মোনা।

একটা সুইম সুট পেল বটে হ্যামিলটন তবে আকারে ওর চেয়ে অনেক বড়। পোশাক খুলে ওটাই পরে নিল সে। পুল হাউজ থেকে বেরিয়ে ও বিয়ারটা শেষ করল। মোনা তার বিকিনি টপ খুলে ফেলছে। কাঁধ থেকে খুলে টাইলসের ওপর ছুড়ে ফেলল। তারপর পুলের ধারে পা বেরিয়ে পেছনের দিকে পেলে দিল নিজেকে। ওর ফরসা বুক এবং লাল স্তন দুটো দেখতে পেল হ্যামিলটন।

চলে এসো, পিটার, হাঁক ছাড়ল মোনা। ডোন্ট বি আ সিসি। আর ওয়াংকে নিয়ে চিন্তা করো না। ও কোনো ঝামেলা করবে না।

আহা, আসছি তাহলে।

জলে ডাইভ দিল হ্যামিলটন। ডুব মেরে মেরে এগিয়ে গেল মোনার দিকে। লম্বা প্রিসিয়ান পা জোড়া জলের নিচে নড়াচড়া করছে। মোনার পাশে ভুস করে

ভেসে উঠল সে। হেসে উঠল মোনা। হ্যামিলটনের কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে গেল কাছে। মোনার ভরাট দুই বুকের চাপ খেল হ্যামিলটন তার বুকে। মেনার স্তন দুটো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

তোমার বডি বেশ ভালো, বলল মোনা। শক্ত, পেশিবহুল। জ্যাক তো চর্বিদার শুয়োরের মতো থলথলে হয়ে গেছে।

আমি সময় পেলেই টেনিস খেলি। বলল হ্যামিলটন।

ওতে কাজ হয়?

লোকে তো তাই বলে।

জ্যাক বলে সে নাকি ব্যায়াম করে, নাক সিঁটকাল মোনা। জগিং সুট পরে লাফালাফি করে আর ব্রেকফাস্টে ব্লাডি মেরী খায়।

দ্যাট ইজ ভেরি ফানি। মন্তব্য করল হ্যামিলটন।

তাই কি? হাসল মোনা তারপর নিজের মুখ চেপে ধরল হ্যামিলটনের মুখের ওপর, জিভ ঢুকিয়ে দিল ওর দাঁতের ফাঁকে। মোনাকে নিয়ে সুইমিং পুলের তলায় ডুব দিল হ্যামিলটন। মুখ গুঁজে দিল দুই বুকের খাদে। কেঁপে উঠল মোনার দেহ, পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল হ্যামিলটনের কোমর। ওরা যখন পুলের ওপর ভেসে উঠল, কাঁপা গলায় জানতে চাইল মোনা। পিটার, এখানে নাকি বাড়িতে?

মোনা, আমার বেশ কিছু আমন্ত্রণপত্র এখনও বিলি করা বাকি।

গুঙিয়ে উঠল মোনা। পিটার, আই লাভ ইউ। ইউ আর আ ফানি ম্যান। আমরা নিবিড় হতে পারি না?

মানিকজোড়ের মতো? জানি না আমি।

হ্যামিলটনের চোখে চোখ রাখল মোনা। তুমি যদি আবার জ্যাকের কথা ভাবতে থাক তো বলব ভুলে যাও। এসবের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্কই নেই। মজা পাবার জন্য আমার কাউকে দরকার। কাউকে স্পর্শ করা দরকার। কোনো বন্ধন নয়। স্রেফ স্পর্শ। তুমি নিশ্চয় বিয়ে করনি, নাকি করেছ?

ও নাওমির কথা জানে না। অবশ্য নাওমির কথা দুনিয়ার সকলকে জানতে হবে এমন নয়। মোনা বোধহয় কখনো খবরের কাগজ পড়ে না। আর পড়লেও কোনো কিছুতে খুব বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না।

না, আমি বিয়ে করিনি।

জলের নিচে মোনার পেট এবং কুচকির উত্তপ্ত ছোঁয়া টের পাচ্ছিল হ্যামিলটন। মোনার মধ্যে একটা জান্তব, বুনো ভাব আছে। ওর সঙ্গে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের চেয়ে ভার্জিনিয়ার বেশি মিল পাচ্ছে হ্যামিলটন। আবেগে বুজে আসছে মোনার চোখ, ওর গায়ে ঠেসে ধরছে শরীর। তবে সে আরেকটু এগোবার আগেই রঙ্গমঞ্চে

বেরসিকের মতো হাজির হলো ওয়াং। তার হাতে প্লাগ ইন টেলিফোন। ফোনটি পুলের ওপর রেখে চলে গেল ওয়াং।

মোনা পুলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে বসল। নগ্ন বক্ষ স্তন জোড়া বন্দুকের নলের মতো উঁচিয়ে আছে হ্যামিলটনের দিকে।

মোনা ফোন তুলে বলল, মোনা প্রিসিয়ান বলছি। তার কপাল কুঁচকে গেল। ওহ, হ্যালো, জ্যাক। হ্যাঁ, জ্যাক। ঠিক আছে। জ্যাক   বিরতি। আচ্ছা, আমরা অপেক্ষা করব... হ্যাঁ, আবার মুখ হাঁ করল সে, ঝিকমিক করছে চোখ। হ্যাঁ, মি. পিটার হ্যামিলটন মাত্রই একটি আমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেলেন   হ্যাঁ, আমরা এখানে থাকব, জ্যাক। ফোন রেখে দিল মোনা। তোমার বন্ধু লোগান আসছে। গাড়িতে বসে ফোন করছিল সে।

মোনা আবার নেমে পড়ল পুলে। সাঁতরে এলো হ্যামিলটনের কাছে। আবার ওর কাঁধে হাত রাখল। ওর চোখে চোখ রেখে বলল, তোমার ভালো বন্ধু জ্যাক লোগানের কণ্ঠ শুনে মনে হলো তার ধারণা তুমি আমাকে এইমাত্র পর্ক করেছো।

পর্ক করেছি তোমাকে? হেসে উঠল হ্যামিলটন।

এটা একটা পুরনো ইংলিশ এক্সপ্রেশন, থমথমে মুখে বলল মোনা। অষ্টম হেনরীর সময়কার ঘটনা। এক রাতে ডিনারের সময় তিনি তার রাজকুমারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি জানো, আমি ফাকিং করার চেয়ে পর্ক খেতে বেশি ভালোবাসি। তখন থেকে তার দরবারে পর্ক শব্দটি ফাকিং-এর সমার্থক হয়ে ওঠে।

শব্দটি কেমন অসম্মানজনক নয়?

আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে নয়। মোনা হ্যামিলটনের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল। জ্যাক যে সন্দেহটি করেছে আমরা কিন্তু তা করতে দেরি করে ফেলছি।

মোনা...

ওরা এখানে এসে পড়লে তুমি বিব্রতবোধ করবে?

ওরা?

স্যালি জোনস ওর সঙ্গে আছে। ওরা প্রায় চলে এসেছে। জ্যাক সানসেট থেকে ফোন করেছিল।

হলি ক্রাইস্ট আমি বরং পোশাক পরে ফেলি।

পিটার, আপত্তি জানাল মোনা। তুমি কি ভীতু? কাপুরুষ।

না, আমি কাপুরুষ নই। তুমিও বরং তোমার টপটি পরে নাও।

পরব না। কঠিন গলায় বলল মোনা। মোনা প্রিসিয়ান সবসময় টপ ছাড়াই সাঁতার কাটে।

জলের মধ্যে ওর বুকে হাত বুলাচ্ছিল হ্যামিলটন। মোনা ওর ঠোঁটে শেষ চুম্বনটি এঁকে দিয়ে পুলের গভীর অংশে হেঁটে গেল। তুলে নিল বিকিনি টপ। হ্যামিলটন গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল।.তারপর ভেসে এলো লোগানের গমগমে গলার স্বর।

ডিউক। কামন বয়.... ক্রাইস্ট ও ওর লোম ছাড়া কুত্তাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ডিউক। কামন, ইউ ডাম্ব সান অভ আ বিচ। হারামজাদা, এগো। আমার সঙ্গে আয়। স্যালি গড ড্যাম ইট, ওকে একটা লাথি মারো।

হ্যামিলটন মোনার বিকিনি টপের পেছনের ধাতব হুক লাফিয়ে দিচ্ছে এমন সময় জ্যাক লোগান এবং স্যালি জেমস হাজির হলো টেরাসে। তাদের পেছনে অদ্ভুত একটা কুকুর। ডিউকের সারা গায়ে একটি লোমও নেই, সাদা চামড়া। কুকুরটার চোখের রঙ গোলাপি, ছলছলে, তাতে রাজ্যের বিষণ্নতা, ডিউক সাধারণ কুকুরের মতো হাঁটছে না।

শান্ত, অলস ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। তার হাঁটুর কাছটি বাঁকা, পাছা দুটো বিরাট, বুকটা ছোট। মহিলাদের মতো, ডিউকের লেজ রশির মতো খাড়া হয়ে আছে, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে।

চিৎকার দিল মোনা। জ্যাক, তুমি দানবটাকে নিয়ে এসেছ। মাই গড। পিটার, এই কুকুরটা প্রাগৈতিহাসিক আমলের। এটা আসলে একটা মাছ ছিল।

গড ড্যাম ইট, গরগর করে উঠল লোগান। মোনা এবং হ্যামিলটনকে পালাক্রমে দেখছে। এটি খাঁটি চাইনিজ কুকুর। তার কণ্ঠে বিদ্রূপ। বাহ, বেড়ে দৃশ্য দেখছি।

হাই, স্যালি। ডাকল হ্যামিলটন। স্যালির চোখ সাপের মতো লাগল। সে কোনো জবাব দিল না।

জ্যাক, সিগারেট, কুঁই কুঁই করে উঠল মোনা। লোগানকে পটাতে চাইছে। লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল তার দিকে। গালে ফট করে চুমু খেল। কেমন কাটল তোমার দিন? এবং স্যালি, ডিয়ার, হ্যালো....

বাজে দিন, যেভাবে অন্য দিনগুলো কাটে। বলল লোগান। হ্যামিলটনের দিকে কটমট চাউনি স্থির রেখে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে বসল। তোমার নিজের সুইমিংপুল নেই, দোস্ত?

অবশ্যই আছে, হাসতে হাসতে বলল হ্যামিলটন। মোনা তোমাকে সাঁতার কাটার আমন্ত্রণ জানাল। বলল আমাকে নাকি হট লাগছে।

হুঁ, হটই বটে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল লোগান।

আমরা কথা বলছিলাম, উজ্জ্বল মুখে বলল মোনা, তোমাকে নিয়ে।

আমাকে নিয়ে? কী কথা? হুঙ্কার ছাড়ল লোগান।

সব ভালো ভালো কথা, ডাকি, মোনার চোখে দুষ্টামি ।

স্যালি, কেমন আছ তুমি?

ভালো আছি, ডাকি, নিরুত্তাপ গলায় বলল স্যালি।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা শ্রেয় মনে করল হ্যামিলটন।

এটাই তোমার সেই মারকুটে কুকুর নাকি, জ্যাক? দেখে তো মনে হয় ভীতুর ডিম একটা।

তাই নাকি? ওর সামনে একটা ইঁদুর এনে দাও বা দেখিয়ে দাও। তারপর দ্যাখো ও কী করে। ঘাউ করে উঠল জ্যাক। আমার ঘরে কোনো চোর ছেঁচড় আসুক না, ও খ্যাঁক করে কামড়ে দেবে।

ডিউক ওদের কাছ থেকে দূরে, একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল।

ও রোদ সহ্য করতে পারে না, ব্যাখ্যা করল লোগান। গায়ে রোদ লাগলে মোনার মতোই চামড়া পুড়ে যায়। খুব সংবেদনশীল ত্বক।

তাহলে তুমি ওর গায়ে উঁল্কি আঁকবে কী করে।

উল্কি আঁকলে ও কিছু মনে করবে না। এ ধরনের কুকুররা এরকম উল্কি নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। গায়ে উল্কি থাকলে ওদেরকে ভয়ঙ্কর লাগে দেখতে।

তুমি ঠিক জানো ও আলবিনো নয়?

পিট, হি ইজ নো ফাকিং আলবিনো, অধৈর্য গলায় বলল লোগান। আর ওকে নিয়ে মশকরা বন্ধ করো। নইলে কিন্তু ঠ্যাং হারাবে।

হ্যামিলটন তবু বলেই চলল, ও কি ঘেউ ঘেউ করতে পারে?

স্যালি রোষকষায়িত নয়নে ওর দিকে তাকাল। ওই হাদারাম কুকুরটা নিয়ে তুমি যদি বকবক না থামাও তো আমি নিজেই ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেব। ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি ধরে রেখেই কঠিন গলায় বলল, জামাকাপড় পরে নাও।

কী?

বললাম জামাকাপড় পরে নিতে। তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

আমি?

ইয়েস, ইউ আর, গেট ড্রেসড, ইউ হর্সেস অ্যাস।



ওয়েস্টউডে কোথায় থাকে স্যালি, হ্যামিলটন জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত চুপ করেই থাকল। আঙুলের ফাঁকে আঙুল জড়িয়ে রেখে, শিরদাঁড়া টান টান করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

তুমি এই গাড়ি চালাও? এই ফালতু পিন্টো?

হুঁ, সহজ গলায় জবাব দিল হ্যামিলটন। স্যালি এমন রেগে আছে কেন বুঝতে পারছে না। এটা ফোর হুইল ড্রাইভ, এবং একটা মেটর আছে। তোমার আর কী দরকার?

ইউ সান অব আ বীচ, বিড়বিড় করল স্যালি।

আমি ছোট একটা গাড়ি চালাই বলে সান অভ আ বীচ? তুমি তো জ্যাক লোগানের মতো কথা বলছ।

ইউ মিজারেল সান অভ আ বীচ। আবার বলল স্যালি।

ওখানে কী করছিলে? আমি এর শোধ নেব। ফাক ইউ পিটার হ্যামিলটন।

যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল হ্যামিলটন। সে ফুটপাতের ওপর গাড়ি থামাল। গম্ভীর মুখে বলল, তুমি এসব কী আবোলতাবোল বলছ, স্যালি জোনস? ওখানে কী করছিলাম বা কী ঘটছিল তাতে তোমার নাক গলানোর দরকার নেই।

রাগে জ্বলে উঠল স্যালির চোখ। তুমি ওই গাভীটাকে নিয়ে নিশ্চয় শুয়েছ। হাউ ডেয়ার ইউ।

লম্বা একটা শ্বাস টানল হ্যামিলটন। তোমার বাসা কোথায় বলো। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমি আসলে খুবই বদমেজাজি মেয়েমানুষ।

তোমাকে আসলে ওই বড় বড় দুধ জোড়ার নেশায় ধরেছে, বিদ্রূপের সুরে বলল স্যালি।

হ্যাঁ, ক্রুদ্ধ গলায় বলল হ্যামিলটন। ধরেছে। কারণ আমি বড় দুধ পছন্দ করি।

তাতো করবেই। তুমি তো বালকমাত্র। বালকরাই বড় দুধ পছন্দ করে, প্রাপ্তবয়স্করা না।

ভয়ানক বিরক্ত হলো হ্যামিলটন। তবে একই সঙ্গে রাগের চোটে তার হাসিও পাচ্ছিল।

তুমি ঠিকই বলেছ, স্যালি জোনস। আমি বালকমাত্র। এজন্য আমি তোমাকে চুষি না– কারণ তোমার জোড়া ছোট ছোট।

স্যালির বুক অবশ্য অত ছোট নয় যেভাবে হ্যামিলটন বলল। তবে ও থাপ্পড়ের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। স্যালি ডান হাত তুলে হ্যামিলটনের গালে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিল। সন অভ আ বীচ। চেঁচিয়ে উঠল ও।

ওর হাত চেপে ধরল হ্যামিলটন, তারপর বাম হাতের তালু দিয়ে হালকা একটা ঠোনা মারল। ইউ ইনসেন লিটল...

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ধস্তাধস্তি করতে লাগল স্যালি, কিন্তু ওকে ছাড়ল না হ্যামিলটন। রাগে এবং হতাশায় কেঁদে ফেলল স্যালি। হাসতে লাগল হ্যামিলটন। ওর পাশ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল স্যালি। তোমার ওল কিন্তু লাথি মেরে ফাটিয়ে দেব।

পারবে না। লাথালাথি করার জন্য গাড়িটা বড্ড ছোট্ট।

ওকে মাথা দিয়ে ঢুস মারতে গেল স্যালি। ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল হ্যামিলটন। স্যালি এবারে ওকে কামড়ে দিতে গেল। এবং হ্যামিলটন কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল তার মুখের সামনে স্যালির খোলা মুখ, সে কাঁদছে। স্যালি ওকে চুমু খেল।

গড ড্যাম ইট। চেঁচিয়ে উঠল হ্যামিলটন। স্টপ দ্যাট।

স্যালি ওর ঠোঁটে কামড় দিল, এত জোরে নয় যে রক্ত বেরুবে। তবে ব্যথা পেল হ্যামিলটন।

পিছলে গেল স্যালি। ভীরু ভঙ্গিতে হাসছে। পিটার হ্যামিলটন, তুমি আমার।

হ্যামিলটন ওর হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘোরাল।

শুনলাম, তুমি আসলে কী বলতে চাইছ।

ওটাই। তুমি শুধু আমার, হটস্টাফ।

ওর দিকে তাকাল হ্যামিলটন। মনে মনে যে ভয়টি পেয়েছিল সেটাই ঘটছে। ইউ আর টু ইয়ং টু ওউন ইয়োর প্রোপার্টি। বিড়বিড় করল সে। এবং আমি এখনও বুঝতে পারছি না তুমি কী বোঝাতে চাইছ। কোনো কিছুতে আমি দস্তখত করেছি বলে মনে পড়ছে না। ক্রাইস্ট, ভাবছে হ্যামিলটন। এসব কী হচ্ছে? এ মেয়েটি

দেখছি পাগল হয়ে গেছে। এ তো ভার্জিনিয়ার চেয়েও এককাঠি সরেস। এবং সে এসবের জন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

ইউ বাস্টার্ড, নরম গলায় বলল স্যালি·। আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ত্যাগ করেছি...

তো?

তোমার জন্য।

তো? পুনরাবৃত্তি করল হ্যামিলটন, অধিকতর বিরক্ত।

গড ড্যাম ইট, পিটার হ্যামিলটন। তুমি কি বুঝতে পারছ না? আমি তোমার প্রেমে পড়েছি!

পড়নি।

পড়েছি।

অসম্ভব, খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল হ্যামিলটন। আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারব না। আমি রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারব না। তোমাকে আমি খুব বেশি পছন্দও করি না। আমার কাছ থেকে দূরে থাকো, স্যালি জোনস,

তুমি আসলে একটা কাপুরুষ, অভিযোগের সুরে বলল স্যালি।

না, আমি কাপুরুষ নই, বলল হ্যামিলটন। তোমার বয়স খুব কম এবং তুমি একটা নির্বোধ মেয়ে। বেশিরভাগ তরুণী মেয়েই ...

স্টিসক অ্যান্ড স্টোনস, হাসিখুশি গলায় বাধা দিল ও। আমি জানি কী ঘটছে। আসলে তুমি ভয় পেয়েছ। হ্যামিলটনকে লক্ষ করছে স্যালি। তুমি ভয় পেয়েছ ... এবং লজ্জা পাচ্ছ কারণ আমার মায়ের সঙ্গে তুমি শুয়েছ।

মুখ ঘোরাল হ্যামিলটন। লাল হয়ে গেছে চেহারা। মহা বিব্রত। স্যালি, তুমি একটা ...

হারামি মেয়ে? হাসছে স্যালি।

এবং তোমার মুখটাও দুর্গন্ধযুক্ত। নোংরা, অশ্লীল শব্দ দিয়ে তুমি বরং একটা ওয়েবস্টার ডিকশনারি শিখে ফেল।

হয়তো শিখব, বিড়বিড় করল স্যালি। কিন্তু এখন তো আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

সানন্দে নিয়ে যাব। কিন্তু দয়া করে বলবে তো কোনো চুলোয় তুমি থাকো।

আহ। বলল স্যালি, তুমি অযথা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছ, পিটার হ্যামিলটন, নাহ, তুমি আসলে এখনও বুঝতে পারনি। আমি তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু আমি যেতে চাই না।

সেক্ষেত্রে এই পচা পিন্টো গাড়িতেই আমি খুঁটি গাড়ব। কারণ আমি তোমাকে বলব না আমি কোথায় থাকি।

যীশাস, অসহায়ভাবে গুঙিয়ে উঠল হ্যামিলটন। স্যালি, প্লিজ যুদ্ধ থামাও। আমার সঙ্গে তুমি এরকম করতে পার না।

হ্যাঁ, পারি। একগুঁয়ে স্বরে বলল স্যালি। আমি সাংঘাতিক সিরিয়াস।

স্যালি, আমি স্টাচুটরি রেপের জন্য গ্রেপ্তার হতে চাই না।

অ্যাস হোল, চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। আমার বয়স তেইশ।

হয়তো ক্যালেন্ডার অনুসারে– অন্য কোনোভাবে নয়।

বুকে হাত বাঁধল স্যালি। আমি সারারাত এখানে বসে থাকব।

নিউইয়র্ক থেকে আমার একটা ফোন আসবে, মিথ্যা বলল হ্যামিলটন।

বেশ তো তাহলে তোমার বাড়িতে চলো, পিটার।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যামিলটন, গুড গড...

উনি তোমাকে কোনো সাহায্য করবেন না। শান্ত গলায় বলল স্যালি। কারণ তিনি ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন। গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলো। আমি তোমাকে মোলেস্টি করব না... আমি শুধু দেখতে চাই তুমি কোথায় থাক।

ব্যস তাতেই হবে? প্রমিজ করছ?

ইয়েস, ডাকি, ঠাট্টার সুরে বলল স্যালি। বিগ ব্যাড গার্ল তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।

মনে মনে নিজেকে একটা গালি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করল হ্যামিলটন। সে নার্ভাস। বেভারলি হিলস হোটেল পার হয়ে বেভারলি ড্রাইভে চলে এলো ও। এ রাস্তা চলে গেছে কোল্ডওয়াটার ক্যানিয়ন বরাবর। ওর বাড়ি পাহাড়ের উপর।

অবশেষে মুখ খুলল হ্যামিলটন। স্যালি, তুমি একটা যন্ত্রণাবিশেষ।

এমন কথা বলতে পারলে তুমি আমাকে!

স্যালি, তুমি এসব কেন করছ?

স্যালি এমনভাবে হ্যামিলটনের দিকে তাকাল যেন সে একটা হাবা।

যীশাস, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি কি প্রেম-ভালোবাসার কথা শোনোনি, পিটার হ্যামিলটন?

শুনব না কেন? ইতস্তত গলায় বলল পিটার। প্রেম-ভালোবাসা মানেই ঝামেলা। সে ছাড়ো– কিন্তু আমার যদ্দূর মনে পড়ে তুমি বলেছিলে একটা লোকের প্রেমে পড়েছিলে। তাকেই ছেড়ে দিয়েছ?

না, অন্যমনস্ক সুরে বলল স্যালি। আমি তার প্রেমে পড়িনি। তবে আমরা একে অন্যকে ছেড়ে চলে যাব এরকম একটি কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তার অবশ্য কারণও ছিল। বলে চলল সে, দ্রুততর হয়ে উঠল ভঙ্গি। সে ছিল বিবাহিত, সে আমাকে বিয়ে করতে পারবে না বলেছিল। তাছাড়া তার সন্তান ছিল এবং ... এবং তার ওয়াইফ ছিল প্রেগন্যান্ট।

অ্যাকচুয়ালি, পিটার, আমি কি ওর প্রতি দয়ালু ছিলাম না?

মাথা দোলাল হ্যামিলটন। হ্যাঁ, তা তো দেখিয়েছই।

এবং ষাট মাইল গতিতে কথার তুবড়ি ছুটিয়েছে স্যালি। তাছাড়া, আমি নিজের সন্তান চাই– তুমি হবে তাদের বাপ। ছোট ছোট বাচ্চা। মাথা ভর্তি থাকবে কালো চুল।

আবার গাড়ি থামাবে নাকি ভাবছিল পিটার। স্যালি   স্যালি, তুমি যদি বকবক বন্ধ না কর আমি কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করব।

তোমার তো কোনো সন্তান নেই, অভিযোগের সুরে ওকে বলল স্যালি।

তো? এটা কি অপরাধ? আমি বাচ্চাকাচ্চা পছন্দ করি না। আমি সন্তান চাই না।

হেসে উঠল স্যালি। অবশ্যই চাও।

চাই না, গড ড্যাম ইট, এসবের কোনোই দরকার নেই। মাই গড, মাই গড, গুঙিয়ে উঠল সে। এসব কী? স্যালি   আমার ধারণা ছিল তোমাদের জেনারেশন সন্তান-টন্তান নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তুমি একটি স্বাধীনচেতা মেয়ে

কিন্তু আমি মাথা ঘামাচ্ছি, বলল স্যালি। স্বাধীনচেতা মেয়ে হলেই যে সন্তানের মা হওয়া যাবে না এমন কথা নেই। তোমার সন্তানের মা হতে না পারলে অন্য আরেকজনের দ্বারা মা হবো। আর মা হওয়ার এখনই সময়, কী বলো? সে হ্যামিলটনের হাতে হাত রেখে আদর করল।

স্বাধীনচেতা মানে তোমার বাচ্চাকাচ্চা থাকতে পারে তবে এ জন্য তোমার বিয়ে করার দরকার নেই।

বিয়ে? আঁতকে উঠল হ্যামিলটন। অবশ্য একদিক থেকে ভালো যে তুমি বিয়ে-টিয়ের পক্ষে নও। কারণ তোমাকে আমার বিয়ে করার ইচ্ছেই নেই। বিরতি দিল সে। কী বললাম আমি? আসলে তোমার সঙ্গে আমার কোনোকিছুই করার ইচ্ছে নেই।

তোমাকে করতে বলেছে কে?



হ্যামিলটনের বাড়িটি আহামরি কিছু নয়। বাড়ির সামনে দুটি দেবদারু গাছ ডালপাতা ছড়িয়ে খাড়া হয়ে আছে। বাঁকা একটি পাহাড়ি রাস্তায় বাড়িটি, সাদা রঙ করা ব্ল্যাকবোর্ড। জানালাগুলো বন্ধ।

ওই বোতামটা টেপো। স্যালিকে বলল হ্যামিলটন। তাহলে গ্যারেজের দরজা খুলে যাবে।

বোতাম টিপল স্যালি। হ্যালিমটন গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল। বন্ধ করল ইঞ্জিন। গ্যারেজ থেকে একটি দরজা চলে গেছে ছোট একটি কিচেন বরাবর। ইটের তৈরি রান্নাঘর। তারপর সুপরিসর লিভিং ডাইনিং এলাকা। ইটের কয়েকটি ধাপ লিভিং রুম থেকে নেমে গেছে চওড়া টেরাসে।

তুমি না বলেছিলে তোমার বাড়িতে সুইমিং পুল আছে, বলল স্যালি।

জাকুজ্জি আছে, বলল হ্যামিলটন। ওটাই তো এক ধরনের সুইমিং পুল, তাই না? সবার বাড়িতে তো আর অলিম্পিক পুল থাকে না। এতে কি আমার ব্যাপারে তোমার মতামত বদলে যাবে।

বাজে কথা বলো না, বলল স্যালি। চারপাশে চোখ বুলাল। এই ভাগাড়ে কী করে পঞ্চাশ জন লোকের স্থান সংকুলান হবে বুঝতে পারছি না।

ভাগাড়? আমি দরজাগুলো খুলে দিলেই আর জায়গার সমস্যা থাকবে না।

স্যালি ওর সুডৌল নিতম্বে হাত রেখে জানতে চাইল, এখানে কতদিন ধরে আছ তুমি?

বছরখানেক।

ওকে, বলল স্যালি। মোটামুটি আরামদায়কই মনে হচ্ছে। শুধু একটু এদিক-সেদিক চেঞ্জ করলেই হবে।

চেঞ্জ করবে? কী চেঞ্জ করবে? কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে না।

আমি বলিনি যে তোমার বাড়িটি আমার অপছন্দ হয়েছে। বলল স্যালি। এত বেশি সেনসিটিভ হয়ো না। ওপরতলায় কী আছে?

দুটো বেডরুম। স্যালির দিকে না তাকিয়েই বলল হ্যামিলটন।

ও।

স্যালি মিষ্টি মিষ্টি ব্যবহার করছে তবে তাতে চিড়ে ভিজল না। হ্যামিলটন টেরাসের দরজা খুলে পা রাখল বাইরে। এদিকটাতে আরও গাছপালা রয়েছে। টেরাস ছাড়িয়ে ঝোপঝাড়ের একটা স্তূপ রয়েছে। ওখান থেকে লস এঞ্জেলসের একদিকের স্কাইলাইন দেখা যায়। কেউ কেউ বলে দৃশ্যটি নাকি ভারি সুন্দর। অবশ্য স্ট্রিট লাইট ছাড়া তেমন কিছু দেখাও যায় না।

তোমার ম্যানসার্ভেন্ট কোথায়? ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করল স্যালি। তোমার কোনো ওয়াং নেই?

আমার কোনো ম্যানসার্ভেন্ট নেই। এক কাজের বুয়া আছে সে সপ্তাহে তিনদিন এসে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে যায়।

রান্না করে না?

না। আমার কোনো রাঁধুনীও নেই, নিষ্করুণ ইঙ্গিতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যামিলটন। দৃশ্যটি কেমন লাগছে?

স্যালি এসে ওর পাশে দাঁড়াল। সে প্রায় হ্যামিলটনের মতোই লম্বা। হ্যামিলটন বলল, তুমি হয়তো বলবে ওটি কোনো দৃশ্যের মধ্যেই পড়ে না।

আমি কি তেমন কিছু বলেছি? হাসল স্যালি। ইউ আর সেনসিটিভ।

ওহ, থ্যাংকস। আমি সেনসিটিভ নই। শুধু তুমি

কী? ওর হাতের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিল স্যালি।

পিটার হ্যামিলটন তুমি যদি বলো আমি একজন বল বাস্টার তাহলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব।

আমি কি তাই বললাম? স্যালির বড় বড়, স্বচ্ছ, অপূর্ব সুন্দর নীল চোখজোড়ার দিকে তাকাল হ্যামিলটন। কিন্তু এখন তুমি নিজেই স্বীকার করলে...

ইউ র‍্যাট। চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। আমি মোটেই তা নই। আমি মজা করতে ভালোবাসি। তুমি আসলে আমার মা'র কথা মনে করে কথাটা বলেছ।

আমি তোমার মা'র কথা মনে করিনি, দৃঢ় গলায় বলল হ্যামিলটন। আমার মনে হয় না ভার্জিনিয়া একজন বল বাস্টার। এবং আশা করি আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে এরকম কোনো চিন্তা তুমি করবে না।

আমি বইটি পড়েছি। বলেছিলাম তোমাকে খুঁজে বের কর।

তো, আমি এর মধ্যে নেই আছি কি? তোমাকে বলেছিলাম বইটির মধ্যে আমি নেই এবং সত্যি নেই।

মাথা ঝাঁকাল স্যালি। তা বটে। বইয়ের মধ্যে আমি তোমাকে খুঁজে পাইনি। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল সে। জানি না কেন তুমি আমাকে পছন্দ কর না।

স্যালি, আমি কখনো বলিনি যে আমি তোমাকে পছন্দ করি না। কখন বললাম তোমাকে আমি পছন্দ করি না?

গাড়িতে বসে, করুণ গলায় বলল স্যালি। তুমি আমাকে যন্ত্রণা বলেছ।

ধৈর্য ধরে হ্যামিলটন বলল, তুমি আসলে আমার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছিলে। তবে মন থেকে কিছু বলিনি। তোমাকে আমার মনে হয় কী বলব তোমাকে দেখে আমার বিস্ময়কর মনে হয়।

এবং আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিই।

হুঁ।

কেন? উদ্বেগ ফুটল স্যালির কণ্ঠে। আমি জানতে চাই।

এ ব্যাপারটি আমাকে জানতেই হবে। আমি তো আমার আশপাশের মানুষজনকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।

স্যালি, গভীর চিন্তার ভান করে হ্যামিলটন বলল, আমি আসলে ঠিক জানি না, হয়তো তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি।

কী? স্যালির চোয়াল ঝুলে পড়ার দশা। এটা একটা কথা হলো? ফাজলামি কর তুমি আমার সঙ্গে?

এটাই সত্যি, বলল হ্যামিলটন। তোমার বুদ্ধিমত্তা খুবই প্রখর। তুমি আমার হয়ে বিবাদ কর, কথা কাটাকাটি কর। আমি তোমাকে ডজ দিতে পারি না... এই যে মোনার ওখানে যেভাবে আমার ওপর হুকুমদারি করলে।

ওয়েল, ভুরু কোঁচকাল স্যালি। তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না তুমি কিসের মধ্যে ছিলে?

বলো শুনি।

সেক্ষেত্রে আমার উদারতার জন্য আমাকে তোমার পছন্দ করা উচিত, বলল স্যালি। আমার কোনো কিছু তোমার পছন্দ না হলেও।

মাথা দোলাল হ্যামিলটন। তোমার সবকিছুই আমার পছন্দ, স্যালি। তুমি টেরিফিক। তুমি সুন্দরী। তোমার ফিগার বেলি জঙ্গারদের মতো। মন আইনস্টাইনের মতো। তুমি সৎ এবং সরল।'তোমার সম্পর্কে আর কী বলব?

বলো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

সে কথা আমি বলতে পারব না।

একদমই পারবে না? কখনোই না? হ্যামিলটনের একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্যালি। দুজনের মাঝখানের দূরত্ব দু'ইঞ্চিও নয়। ওটা সত্যি হতে পারে না, পিটার হ্যামিলটন। চোখ গরম করে ওর দিকে তাকাল স্যালি। আমি জানি একটু হলেও তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমি তা জানি। আমি তা অনুভব করতে পারি। ইউ লাভ মি মার্জিনালি। ইয়েস, দ্যাটস ইট। তুমি আমাকে ভালোবাসতে চাও তবে তুমি দুর্বলচিত্ত, ভীরু। সে আমি বুঝতে পারি। যদিও নিজে ব্যাপারটা মোটেই স্বীকার করতে চাও না। সে ঠিক আছে। আমি খুব রিজনেবল মানুষ।

ওহ, মাই গড।

তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি? নিরীহ গলায় প্রশ্ন করল স্যালি। ভেতরে এসো। তোমার জন্য একটা ড্রিংক বানিয়ে দিই। এসো একসঙ্গে কাজ করি, বুড়ো মোরগ।

অল রাইট। আচ্ছা, আমার জন্য একটা ড্রিংক বানিয়ে দাও। আমার মনে হচ্ছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।

আমি তো তাই বললাম। মুখ টিপে হাসল স্যালি। ওর হাত ধরে টেরাস থেকে নিয়ে এলো, খোলা দরজার দিকে মুখ ফেরানো লম্বা কাউচে ওকে ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিল। আ, বলল ও, বলো কী খাবে?

ফ্রিজার থেকে রাশান ভদকা বের কর, বিড়বিড়িয়ে বলল হ্যামিলটন। এক গ্লাস দাও, বরফসহ। সঙ্গে একটুকরো লেবু।

ইয়েস, স্যার।

স্যালি, দুর্বল গলায় বলল হ্যামিলটন। আমার বাড়িতে নেশাজাতীয় কোনো বস্তু নেই।

সে ঠিক আছে, হাসিমুখে বলল স্যালি। আমিও ভদকা নেব।

হ্যামিলটনের মাথাটা সত্যি ঘুরছে, শরীরটা কেমন অসাড় লাগছে। যেন মাথায় মোহাম্মদ আলীর ঘুষি খেয়েছে। তার হাত-পাগুলোতেও কোনো সাড়া নেই। হাঁটুর ওপর হাত রেখেছে নিস্তেজ ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে এক গ্লাস ভদকা নিয়ে হাজির হলো স্যালি। ফ্রিজার থেকে নিয়ে এসেছে। হিম ঠাণ্ডা। ওর হাতে ভদকার গ্লাসটি দিল সে, তারপর বসল ওর পাশে।

চিয়াস উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে বলল স্যালি।

ওর দিকে তাকাল হ্যামিলটন। ফাঁকা চাউনি। বিড়বিড় করে বলল, তুমি সত্যি অবিশ্বাস্য।

বাট নাইস, নিজের গ্লাসে চুমুক দিল স্যালি। নরম গলায় যোগ করল, তুমি আমার সম্পর্কে যা ভাবছ আমি তার চেয়ে ভালো মেয়ে, পিটার হ্যামিলটন।

মাথা ঝাঁকাল হ্যামিলটন। মনে হলো এতে খুশিই হয়েছে স্যালি। সে ভদকার গ্লাসে চুমুক দিল, তাকাল বাইরে। এতে কাজ হচ্ছে মনে হচ্ছে।

স্যালি গ্লাসটি হাতে ধরে রেখে বলল, আমি চাই সবাই আমাকে ভালোবাসুক। সে হ্যামিলটনের গালে ঠোঁট ছোঁয়াল তবে চুম্বন খেল না। ওর গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে হ্যামিলটন। স্যালি পারফিউম মাখেনি তবে মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে শরীর থেকে।

সাড়া দিল হ্যামিলটন। স্যালির কাঁধে ডান হাতখানা রাখল। স্যালি ওর দিকে আরেকটু এগিয়ে এলো। ওর মুখ তখন হ্যামিলটনের কানের কাছে। জিভ বের করে সুড়সুড়ি দিল কানে। লাফিয়ে উঠল হ্যামিলটন। আর খিলখিল করে হেসে উঠল স্যালি। মুখ ঘোরাল হ্যামিলটন। ওদের দু'জোড়া ঠোঁট একত্রিত হলো। চুম্বন করল। স্যালির ঠোঁট নরম এবং দ্রুত। চোখ বুজল স্যালি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওরকম থাকল ওরা। তারপর চোখ খুলল স্যালি।

এখন আর আমি ভয় পাই না। ফিসফিস করল সে।

কিসের ভয়? আমি তো তোমাকে শুধু চুমু খেয়েছি।

মাথা নাড়ল স্যালি। তুমি যদি কিছু করতে না চাও তাহলে আমিও চাই না।

কিছুই ঘটবে না। বলল হ্যামিলটন। যদিও জানে কথাটি সত্য নয়। আমরা মদ্যপান শেষ করব এবং আমি তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব। ভালো কথা, তোমার গাড়ি কই?

টুয়েন্টিয়েথে রেখে এসেছি। বলল স্যালি। বাট লুক, আমি কিন্তু বলিনি যে আমি চলে যাব। আমি ওখানে যেতে পারব না। সে–

সে, কী?

উৎকণ্ঠিত গলায় স্যালি বলল, সে যদি আশপাশে ওঁৎ পেতে থাকে। সে বলল সে আমাকে ছাড়বে না।

ওহ, ফর গডস শেক। দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যামিলটন, ওর কামনা মিইয়ে যাচ্ছে। আমি জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে নেবস্থন। তারপর তুমি দরজায় তালা মেরে রাখবে। ওকে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

যদি দরজা ভেঙে ঢোকে?

তোমার কাছে বন্দুক-পিস্তল নেই? বিরক্ত গলায় বলল পিটার।

তার চেয়ে বরং একটা কামান কেন পুলিশে খবর দাও।

ওহ, পিটার, স্যালি চট করে প্রসঙ্গ বদলাল। তুলে ধরল মুখ। আমাকে আরেকবার চুমু খাও পিটার। জাস্ট আরেকবার।

স্যালি, এসব ছেলেমানুষী বাদ দাও তো। এখন তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। দিস ইজ ইয়োর লাস্ট চান্স। নো মোর টিজিং।

করুণ শোনাল স্যালির কণ্ঠ। হয়তো আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি। আমার তো আর মোনা প্রিসিয়ানের মতো বড় বড় বুক নেই।

সে পরে বিচার করবে। বলল হ্যামিলটন। এখন পর্যন্ত তোমারগুলো আমার কাছে ঠিকই মনে হয়েছে।

আই হোপ ইউ থিংক সো। দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যালি।

স্যালি, আমি কিন্তু বোকা নই।

স্যালি আবার চুমু খেল হ্যামিলটনকে। শক্ত করে বুজে রইল চোখ। ফিসফিসিয়ে বলল, আমি তোমাকে সিডিউস করব নাকি করব না?

আমার মনে হচ্ছিল আমিই বরং তোমাকে সিডিউস করছি, বলল হ্যামিলটন। যীশাস। সে স্যালিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমার জন্য আরেক গ্লাস ভদকা নিয়ে এসো। তুমি আমাকে খুব নার্ভাস করে ফেলছ।

নিজের গ্লাসটাই হ্যামিলটনকে দিল স্যালি। আমিও খুব নার্ভাস হয়ে আছি, বলে হাসল। হ্যামিলটনের মাথা জড়িয়ে ধরল। ওওও আমি এখন স্বর্গে আছি। বলে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল কাউচে।

হ্যামিলটন কিচেনে ঢুকল। ফ্রিজ থেকে বরফ ঠাণ্ডা স্টলিচানিয়া বের করল। সিরাপের মতো ঢেলে নিল ওদের দুটো গ্লাসে। লিভিংরুমে ফিরে এসে দেখে স্যালি টেরাসের দিকে একঠায় তাকিয়ে আছে।

কী হলো? জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটন।

ভাবছিলাম তোমার প্রেমে কেন পড়ব আমি। তোমার মধ্যে বিশেষ কী আছে, পিটার হ্যামিলটন?

কিছুই নেই, কাউচের এক ধারে বসল হ্যামিলটন। ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। ছিপছিপে উষ্ণ হাত। আর তোমার মধ্যে স্পেশাল কী আছে, স্যালি জোনস।

অনেক কিছু।

দ্যাটস রাইট, মৃদু গলায় বলল হ্যামিলটন। ইউ আর ভেরি স্পেশাল।

সে স্যালির পিঠে হাত বুলাতে লাগল। ধীরে ধীরে আদর করছে। শিউরে উঠল স্যালি। হ্যামিলটন টের পেল স্যালির আড়ষ্ট পেশিগুলোয় ঢিল পড়ল। হাসল ও। দ্যাটস ভেরি নাইস।

তুমি আড়ষ্ট হয়ে আছ।

আমি তো তোমার মতো অভিজ্ঞ নই।

আমি অতটা অভিজ্ঞ নই।

আই ডোন্ট   আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি, তুমি কি সত্যি আমাকে চাও? আমি তোমাকে হতাশ করতে চাই না, জানোই তো।

স্যালি এমন নয় যে আমরা কোনো সুইসাইড মিশনে যাচ্ছি। রিলাক্স।

ক্রাইস্ট, এ চিন্তাটা ওর মাথা থেকেই যাচ্ছে না যে সে যেভাবেই হোক স্যালির কাছ থেকে সুবিধে নিচ্ছে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল স্যালি, আই অ্যাম নট সাম কাইন্ড অভ আ গ্রুপ। ইউ নো। আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমাকে আমি ভালোবাসি।

তুমি বলেছিলে তোমার ধারণা তুমি আমাকে ভালোবাস।

আমি ও কথাটি এমনিই বলেছিলাম– কোনো কারণ ছাড়াই। এখন যদি তুমি দেখ যে আমি ভার্জিন নই, নিশ্চয় তোমার মন খারাপ হবে।

নিরুদ্বেগ চেহারায় স্যালির দিকে তাকাল হ্যামিলটন। স্যালি, আমি যদি ভাবতাম তুমি একটি ভার্জিন রাস্তায় নেমে সাহায্যের জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি করতাম।

তুমি কী করে জানো যে আমি তা নই? ধমকের সুরে বলল স্যালি।

জানি না। তুমি বড্ড বেশি হৈচৈ করছ।

তুমি হয়তো এরপরে আমার অন্যান্য লাভ অ্যাফেয়ারগুলোর কথা জানতে চাইবে– তোমার ধারণা আমি ভার্জিনিয়া।

স্যালি, বলল হ্যামিলটন আমার ক্লান্ত লাগছে। শোনো

স্যালি একটা হাত তুলে হ্যামিলটনের পেটের ওপর চেপে ধরল। আর নয় ...

একদম ঠিক সময়েই কথাটা বলেছ, স্যালি।

স্যালির হাতটা চলে গেল হ্যামিলটনের মাথার পেছনে। তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল সে। আবার ওকে চুম্বন করল। হ্যামিলটন ওর নরম ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে আদর করল, ধীরে ধীরে। স্যালির নিঃশ্বাস ক্রমে ঘন হয়ে এলো।

এখন, বলল হ্যামিলটন। তোমার শার্ট খুলে ফেলব আমি, লিটল মিস এবং মনে রেখো, তুমি এটাই চেয়েছিলে।

খুলে ফেল, মিনতি করল স্যালি।

স্যালির ফ্ল্যানেল শার্ট খুলে ফেলল হ্যামিলটন। নগ্ন হয়ে গেল স্যালি। ওর ডান দিকের গোলাপি স্তন মুখে পুরে নিল হ্যামিলটন।

গুঙিয়ে উঠল স্যালি। ওহ্ ওহ্, আমি কখনো ভাবিনি তুমি এটা করবে। করো। করো।

দ্বিতীয় খণ্ড



পাওয়ার হাউজ নিয়ে শিকাগো ট্রিবিউনের রিভিউকে ভার্জিনিয়া মন্তব্য করল দুর্গন্ধ হিসেবে। প্রেটিস বমগার্ডেন শোতে সে একই কথা বলল। তবে এ পত্রিকার রিভিউ বমগার্ডেনসহ কাউকেই খুব একটা প্রভাবিত করেনি। বমগার্ডেন বললেন, সবার বোঝা উচিত ভার্জিনিয়া আসলে সত্যিকারের ইভ। আর ইভ নিউইয়র্ক সিটি থেকে একটি সিন্ডিকেটেও কলাম লেখে যার নাম *কাইটস ফ্রম দা বিগ অ্যাপল*।

ফেলিক্স এবং আমি এ নিয়ে মোটেই চিন্তিত নই। শেষ রিভিউটাই ছিল আসল, ওরা কি তোমার বই কিনছে নাকি কিনছে না?

বমগার্ডেন ইঙ্গিত দিয়েছেন *পাওয়ার হাউজ* দিয়ে একটি বিগ বাজেটের ছবি হবে।

ঠিক, বলল ভার্জিনিয়া। ফেলিক্স এবং আমি এ বিষয়টি নিয়ে জ্যাক লোগানের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি। জ্যাক আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর তুমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলছি সে আমার এক্স হাজব্যান্ড।

তাই নাকি! বিস্মিত দেখাল বমগার্ডেনকে। অবশ্য এ তথ্যটি তাঁর হাতের বায়োগ্রাফিকাল ডাটা থেকেই জানা উচিত ছিল। গত এক সপ্তাহ ধরে তিনি এটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি অবশ্য বইটি পড়েননি তবে ব্যাকগ্রাউন্ডটুকু অন্তত পড়তে পারতেন।

আর পেপারব্যাকের বিক্রি কিরকম, ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্স।

লাখের কম নয়, বলল ভার্জিনিয়া।

পেপারব্যাক সংস্করণ সত্যি লাখখানেক বিক্রি হবে কিনা দুজনের কেউই জানে না। অবশ্য এতে তেমন কিছু এসে যায় না।

তাই নাকি। আবার তিনি চিৎকার দিলেন। অভিনন্দন। ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্স। বক্রোক্তি করলেন বমগার্ডেন। শোনা যায় *পাওয়ার হাউজের* গল্প নাকি

সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। তোমরা এখন সত্যি করে বলো তো ইভ দ্য ট্রুথ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

ভার্জিনিয়া কী বলবে ভেবে পেল না; কাজেই ফেলিক্সই জবাব দিল। মাঝে মাঝে প্রেন্টিস। ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলল সে।

তবে এক্ষেত্রে নয়। পাওয়ার হাউজ একটি ফিকশন এবং এটি আ লট স্ট্রেঞ্জার দ্যান দ্য ট্রুথ ইন ফ্যাক্ট সত্যি থেকে অনেক দূরেই বলা যায়। এটা উপন্যাস। এবং এটিকে লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে উপন্যাস হিসেবেই ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। জীবিত কিংবা মৃত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এ বইয়ের কোনো মিল নেই।

এবং, ধারালো গলায় বলল ভার্জিনিয়া, তারা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তা সর্বস্ব সত্য।

সমালোচনা যাই হোক না কেন মোটকথা সমালোচকরা পাওয়ার হাউজকে একটা পেজ টার্নার বই হিসেবে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হলেন এবং ভার্জিনিয়া ও ফেলিক্স যেখানে গেল সেখানেই সম্বর্ধিত হলো। অবশ্য ওরা এমনিতেই বেশি নামি-দামি। বড় বড় শহরের দৈনিক পত্রিকায় ভার্জিনিয়ার কলাম নিয়মিত ছাপা হয় আর ফেলিক্সকে সবাই-ই কম-বেশি চেনে।

যে দুটি দিন ওরা শিকাগোয় কাটাল, সন্ধ্যায় ককটেল পার্টি হলো, পরে ফরমাল ডিনার। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি *পাওয়ার হাউজ* বইটি কিনে অটোগ্রাফ নিলেন, তাঁরা বললেন এ বই কেন কেনা উচিত কিংবা পড়া উচিত। বইটির মধ্যে প্রচুর স্ক্যান্ডাল এবং সেক্স থাকলেও কেউ তা নিয়ে গা করছেন বলে মনে হলো না। তবে দু'একজন যে বিরূপ মন্তব্য করলেন না তাও নয়।

ফেলিক্সের এক পুরনো বান্ধবী এবং শিকাগোর অন্যতম জনপ্রিয় নাম আডেল ফ্লিসপেকার। ম্যাট্রিক্সে ডিনারে বসল সে ফেলিক্সের টেবিল পার্টনার হিসেবে। মুখরোচক সালাদ খেতে খেতে সে ফেলিক্সকে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে বলল, ফেলিক্স, আমি সত্যি বিস্ময়ে অভিভূত। আমার কোনো ধারণাই ছিল না তুমি এরকম বই লিখতে পার।

ফেলিক্স কাঁধ ঝাঁকিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে মুচকি হাসল। তারপর আডেল একটা কাণ্ড ঘটাল। সে মুখ টিপে হাসতে হাসতে টেবিলক্লথের নিচ দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে ফেলিক্সের ন্যাপকিনের নিচে তার পুরুষাঙ্গ চেপে ধরল জোরে। এমন চমকে উঠল ফেলিক্স আরেকটু হলে চেয়ার দিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তার টাই নষ্ট হয়ে গেল ঝোল ছিটকে উঠে। সে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখল এবং ন্যাপকিন তুলে টাই মোছার সময়ও আডেল তাকে ছাড়ল না। তার পুরুষাঙ্গ চেপে ধরেই থাকল।

সামনে ঝুঁকল ফেলিক্স। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, মাই ডিয়ার বইটা তোমার সিরিয়াসলি নেওয়ার দরকার নেই। এটাকে আমি আর ভার্জিনিয়া বলি– শিশুতোষ খেলা।

শিশুতোষ খেলাই বটে, ওল্ড ফ্রেন্ড, নিরাসক্ত গলায় বলল অ্যাডেল। ওদেরকে কেউ দেখলে তার মনে হবে অ্যাডেল বুঝি ফেলিক্সকে কড়া গলায় ভর্ৎসনা করতে যাচ্ছে। কারণ তার মুখখানা পাথুরে থমথমে। তুমি খুব লাজুক, ফেলিক্স। সে বিড়বিড় করল। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, তার মুখে হাসি ফুটল। হোরেস এবং আমার ব্যাপারে তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারবে।

পরে ভার্জিনিয়াকে ঘটনাটি বলল ফেলিক্স। সে হাসিমুখেই বলতে চাইল তবে তাকে গম্ভীর এবং গোমড়া দেখাল। ম্যাট্রিক্সে আসার আগে সে ওয়েড ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে ফোন পেয়েছিল– সেপারেশন পেপার তৈরি হয়ে গেছে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেলিক্সের কাছে ওগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফেলিক্স কি ওয়েডকে বলবে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু ফেলিক্স বলতে ইচ্ছুক নয় তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া ফ্রেঞ্চ ক্রমাগত নাথান সিনক্লেয়ারের বিষয়টি নিয়েও তাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে যাচ্ছে। সে বলেছে ফেলিক্স জেমস এবং ভার্জিনিয়া প্রেস্টনের জীবন ফুলে বিছানো বিছানার মতো হবে না। সে বোধহয় আরও কিছু বলতে চাইছিল তার আগেই লাইন কেটে দেয় ফেলিক্স।

তাহলে, হাসিমুখে বলল ভার্জিনিয়া, তুমি আডেলকে এখানে দাওয়াত দিয়েছিলে?

ভার্জিনিয়া– আডেল নিজেই এসেছে।

কষ্টার্জিত হাসি হাসল ভার্জিনিয়া। আয়াম সারপ্রাইজড অ্যান্ড আয়াম নট শিওর অ্যাপ্রুভ। তবে চিন্তা করো না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করব।

তার দরকার হবে না, ভার্জিনিয়া। আমি নিজেই নিজের দেখভাল করতে পারি।

ভার্জিনিয়া খালি মদের গ্লাসটি টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল।

ওয়েল, বলল সে, গুড নাইট, সহলেখক। তবে ও চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল জায়গায়। পকেটবুকের ক্যাচ খুলছে আর বন্ধ করছে। গুড লাক ইন দ্য মর্নিং। বিড়বিড় করে বলে নিজের ঘরে ঢুকল। দরজা পুরোপুরি বন্ধ করল না। তবে টোপ গিলল না ফেলিক্স। সে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর নিজের বেডরুমে ঢুকল। গোসল সেরে ঘুমিয়ে পড়ল।



রোববার ওরা চলে এলো ডালাসে। সন্ধ্যা ছ'টায় যোগ দেবে মাগদা হেন্ডারসনের কটটেল পার্টিতে। মাগদা ফেলিক্সের আরেক পুরনো বান্ধবী। ফেলিক্সই মাগদার মেয়ে সিনথিয়াকে বছর দশেক আগে নিউইয়র্কের সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মাগদার তারপর বিয়ে হয়েছে, দু'বার ডিভোর্সও হয়েছে। তখন সে হিউস্টনে এক বেসবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে শুচ্ছে। সিনথিয়া যে খুব সুখে আছে এ কথা কেউ বলবে না তবে এজন্য ফেলিক্সকে দায়ী করে না মাগদা।

সকালের পুরোটা সময় দুজনে বিশ্রাম নিল। তারপর ওরা সেক্স করল। ভার্জিনিয়াই এগিয়ে এলো নিজে। সে ফেলিক্সের হাত ধরে নিজের বেডরুমে নিয়ে গেল। বিছানার চাদর এলোমেলো হয়ে আছে। ভার্জিনিয়া বিছানায় উঠে গেল, ইশারায় ডাকল ফেলিক্সকে। ফেলিক্স সাবধানে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। ওকে চুমু খেল। ঠোঁটের ওপর থেকে মুখ নিয়ে গেল গলায়, সেখানে থেকে বুকে। ভার্জিনিয়ার বুকজোড়া ভারি সুন্দর। সুগোল এবং মখমলের মতো নরম। স্তনজোড়া ছোট ছোট। জিভের ডগা দিয়ে স্পর্শ করা মাত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বোঁটা। শিউরে উঠল ভার্জিনিয়া।

ফেলিক্স একটা হাত চালিয়ে দিল ভার্জিনিয়ার দুই উরুর ফাঁকে। ওর যোনির লোমগুলো সুন্দরভাবে ছাঁটা। ভগাঙ্কুরে আঙুলের স্পর্শ লাগতেই ঝাঁকি খেল ভার্জিনিয়া। না ফেলিক্স, শ্বাস টানল সে। হাত দিয়ে নয়।

ফেলিক্স ওখানে তার মুখ ডুবিয়ে দিল। নাক ঘষল। জিভের ডগা ছোঁয়াল।

ইয়েস, ফেলিক্স দেয়ার ইজ আ ভার্জিনিয়া। গুঙিয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। অ্যান্ড শী ইজ রাইট দেয়ার।

ভীষণ উত্তেজক শরীর ভার্জিনিয়ার। রহস্যময়, জটিল, লুকানো ধনসম্পদে পূর্ণ, এ যেন স্রেফ একটি নগ্নদেহের চেয়েও অনেক কিছু। সে ফেলিক্সকে স্পর্শ করল,

গলা দিয়ে আর্তসুর বেরিয়ে আসছে। ওকে নিতে বলছে। তার চোখ প্রবল প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করছে। ভার্জিনিয়া ফেলিক্সকে আবার গনগনে চুমু খেল। ফেলিক্স, ডিয়ার ফেলিক্স ...

ফেলিক্সকে নিজের শরীরের ওপর টেনে নিল ভার্জিনিয়া। দুই পা ফাঁক করল। ওর ভেতরে প্রবেশ করল ফেলিক্স। নিতম্ব দুহাতে চেপে ধরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফেলিক্সের শরীরের দখল নিয়ে নিল ভার্জিনিয়া। একটিও মুহূর্ত নষ্ট না করে দারুণভাবে প্রেম করল সে। এমনকি তার বাগমোচনও যেন সুবিন্যস্ত করা। মৃদু চিৎকার দিয়ে শরীর আলগা দিল সে, ওর জিভের ডগা ফেলিক্সের দাঁতে। ফেলিক্স সর্বশক্তি দিয়ে চালিয়ে যেতে লাগল। মুখ হাঁ করল ভার্জিনিয়া। হাঁপাচ্ছে। গরম মিষ্টি নিঃশ্বাস ফেলছে ফেলিক্সের মুখে। ফেলিক্স কর্কশ গলায় চিৎকার দিয়ে ডিসচার্জ করল। ভার্জিনিয়ার মুখে ফুটল শিশুর মিষ্টি হাসি। সে জোরে চেপে ধরে রাখল ফেলিক্সকে। নিচ থেকে কোমর তোলা দিচ্ছে। একবার, দু'বার, তিনবার। অবশেষে ধীর গতিতে, গিয়ার যেন দেওয়া হলো নিউট্রালে, ভার্জিনিয়ার অস্থির শরীর শান্ত হলো ফেলিক্সের দেহের নিচে। ফেলিক্স, দ্যাট ওয়াজ লাভলি।

ফেলিক্স ওকে চুমু খেল। ওটা ছিল একটা মহাতাণ্ডব, ভার্জিনিয়া।

রুম সার্ভিসের লোকটা ওদের সুইটে এসে দাঁড়িয়েছে এমনসময় ওহায়োর টলেডো থেকে ফোন করল অরভিল জোনস।

ঘুম ঘুম চোখে, মহা বিরক্ত ফেলিক্স গায়ে রোব চড়িয়ে দরজায় গেল। সাদা জ্যাকেট পরা ওয়েটার জানালার ধারের টেবিলে গরম কফি এবং ভার্জিনিয়ার জন্য আইসক্রিম রাখল। ফেলিক্স তাকে দেড় ডলার বকশিশ দিল।

বেডরুম থেকে শোনা গেল ভার্জিনিয়ার কণ্ঠ। অরভিল। এত বছর পরে!

ফেলিক্স ওকে কথা বলার সুযোগ করে দিল। সে বসে নিজের জন্য কফি ঢালল। তবে ভার্জিনিয়ার কথা শোনার লোভ সামলাতে পারল না। পায়ের ওপর পা তুলে দিল। বুঝতে পারছে না আনন্দবোধ করবে নাকি বেদনা।

অরভিল কী বলবে সম্ভবত কথা খুঁজে পাচ্ছে না ভার্জিনিয়া। অরভিল, বইটি অশ্লীল নয়। আর এর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্কও নেই। অরভিল, তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি কুড়ি বছর আগেরও একটি সময়ের কথা বলছ?

অরভিল, আর্তনাদ করে উঠল ভার্জিনিয়া। এটি তোমাকে হাস্যাস্পদ করে তুলবে না। কেউ জানে না তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। হ্যাঁ, শিকাগোর টিভিতে আমাদেরকে দেখিয়েছে। তাতে কী হলো।

ভার্জিনিয়া অপর প্রান্তের কথা শুনছে। সে উদ্বেগ নিয়ে বলল, হ্যাঁ, তার কণ্ঠে রাগ। হ্যাঁ, আমি জানি স্যালি ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে। হ্যাঁ আমরা লস এঞ্জেলেসেও যাচ্ছি। অরভিল, গডড্যাম ইট। নো।

ফেলিক্স, কল্পনায় যেন শুনতে পেল ওহায়ো থেকে অরভিল নামের লোকটি কী বলছে।

তুমি বাচ্চাদের মতো আচরণ করছ, অরভিল। ইউ নো, তোমার চেহারাটাই আমি প্রায় ভুলে গেছি আর তোমার হাড্ডিসার শরীরটার কথা তো মনেই নেই। অ্যান্ড আই ডোন্ট কেয়ার। তুমি ভেবো না যে তুমিই প্রথম ফার্মবয় যে গোলাঘরের খড়ের গাদায় একটি মেয়েকে নিয়ে শুয়েছিল। আর তোমার প্যান্ট আমার মতোই হট ছিল– সো দেয়ার!

ফেলিক্স শুনতে পেল দুড়ুম করে ফোন নামিয়ে রাখল ভার্জিনিয়া। তারপর ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল লিভিংরুমে, রাগে মুখ লাল। ফেলিক্স ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

তুমি হাসছ কেন, ফেলিক্স? ওটা অরভিল জোনস ছিল।

আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।

ও আমার মুখের উপর ফোন রেখে দিল।

তাতে অবাক হচ্ছি না।

ও ভাবছে ও বইটার মধ্যে আছে। গর্দভ কোথাকার।

ও আসলেই একটা গাধা। নয় কি?

ভার্জিনিয়া মাথা ঝাঁকাল। তারপর হেসে ফেলল। আমার আইসক্রিম কোথায়, ফেলিক্স?

বিছানার নগ্ন মূর্তির মতোই দুর্দান্ত লাগছে দাঁড়িয়ে থাকা ভার্জিনিয়াকে। সে কভার ফেলে দিয়ে আইসক্রিমের বাটিতে চামচ ঢোকাল। ফানি, বিড়বিড় করল ও। আইরোনিক অরভিলের সঙ্গে আমার যখন প্রথম দেখা হয় তখন চার্চের একটি অনুষ্ঠানে আমি আইসক্রিম খাচ্ছিলাম।

দ্যাট ইজ আইরোনিক, সায় দিল ফেলিক্স।

গড, হাসিমুখে বলল ভার্জিনিয়া। স্রেফ কল্পনা করো। কুড়ি বছর গেছে অথচ এখনও সে আমাকে বকাবকি করে। নগ্ন কাঁধজোড়া নাড়াল সে, ক্ষুধার্তের মতো খেতে লাগল আইসক্রিম। সেক্সের পরে সেরা জিনিস হলো আইসক্রিম।

আহা! সেজন্যই বোধকরি এটার অর্ডার দিয়েছিলে? তুমি কি জানতে আমরা বিছানায় যাব?

মাথা দোলাল ভার্জিনিয়া। একটা আইডিয়া ছিল বৈকি। জাস্ট থিংক, ফেলিক্স—একমাত্র একজন ভিক্টিম-এর কাছ থেকে আমরা এখনও কিছু শুনতে পাইনি। আর সে হলো পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার।

গড, গুঙিয়ে উঠল ফেলিক্স, কাপ্রির কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। পারফিডিয়া কখনো মামলা করবে না। করবে কি?

না করাই উচিত হবে, তীক্ষ্ণ গলায় বলল ভার্জিনিয়া। করলে সেটা হবে অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। তাকে বইতে গোলাপের মতো পবিত্র রাখা হয়েছে। সমস্ত উত্তাপ সইতে হচ্ছে নাথানকে। তাছাড়া, বিদ্বেষ নিয়ে যোগ করল সে, পারফিডিয়া যদি বেশি উঁকি-ঝুঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে ইভের কলামে সে আর কোনোদিন জায়গা পাবে না।

ভার্জিনিয়া আইসক্রিম শেষ করে সরিয়ে রাখল বাটি। ফেলিক্সের দিকে তাকিয়ে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে হাসল, জ্বলজ্বল করছে চোখ। ওর পাশে এসে দাঁড়াল। নিতম্ব ঘষে দিল গালে। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ফেলিক্স। ঘোরাল নিজের দিকে যাতে পেটে চুমু খেতে পারে। ফেলিক্স, চলো বিছানায় যাই।

হ্যাঁ, বলল ফেলিক্স। তাকাল ওর মুখের দিকে। ভার্জিনিয়ার ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, প্রত্যাশায়। ইউ নো, ভার্জিনিয়া, আবেগঘন কণ্ঠে বলল ও, সবকিছু এখন বদলে গেছে। আমাকে তোমার কথা দিতে হবে, ভার্জিনিয়া।

কী কথা দেব?

আমাদের ব্যাপারে। আমাদের এ সম্পর্ক কখনো বলাবে না। যত যাই কিছু ঘটুক। এমনকি...

এমনকি কী? জিজ্ঞেস করল ভার্জিনিয়া। এমনকি আমরা যদি আর কখনো বিছানাতেও না যাই?

ওরকমই কিছু আর কী, ইতস্তত গলায় বলল ফেলিক্স।

আমি আসলে যা চাই, যাই ঘটুক, আমরা সবসময়ই বেস্ট ফ্রেন্ড থাকব।

সে তো অবশ্যই, বলল ভার্জিনিয়া। এবং তোমাকে আমি বিপথগামী রকেটের মতো ছোটা থেকে বিরত রাখব।

সে আমি কখনোই করব না, বলল ফেলিক্স।

তাই না? ফেলিক্সের দিকে আমুদে ভঙ্গিতে তাকাল ভার্জিনিয়া। তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম বিপথগামী রকেটের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল অরভিল বলল সে ক্যালিফোর্নিয়া আসছে।



ভার্জিনিয়া যদি নিউইয়র্কে থাকত, সে 'স্কুপ' খবরটি পেয়ে যেত যে বিগ সিটিতে উপস্থিত হয়েছে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিল এবং তার প্রবল যৌনাবেদনময়ী কন্যা ব্যারোনেস মেরিনা ভন থার্নস্টিল, যে কিনা জার্মানির মিউনিখের ক্রমহ্রাসমান এস্টেট থার্নস্টিল বেই ইসার-এর উত্তরাধিকারী।

কলামিস্ট সুজি এবং লিজ স্মিথের ওপর দায়িত্ব পড়ল সাবেক বিউটি কুইন পারফিডিয়া, কসমেটিক্স কিং নাথান সিনক্লেয়ারের সাবেক স্ত্রীটি পনেরো বছর বাদে নিউইয়র্কে প্রথম দর্শন করছেন সে বিষয়ে সমস্ত তথ্য রেকর্ড করে রাখতে। সকলেরই নিশ্চয় মনে আছে, বলল কলামিস্টরা, সে বিধ্বস্ত ডিভোর্স অ্যাকশনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল পারফিডিয়া এবং তারপর স্বেচ্ছায় বিখ্যাত আইল সব ক্যাপ্রিতে নির্বাসনে চলে যায়। সেখানে ইউরোপের অন্যতম সুদর্শন ব্যক্তি ব্যারন পুটজির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক এবং পাম বীচে পুটজির সকল বন্ধুরা এ কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয় যে আগের বছর শরতের শেষে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেছে পুটজি।

ওয়েড ফ্রেঞ্চের একটা অভ্যাস আছে গসিপ কলামগুলো খুঁটিয়ে দেখা। কারণ এতে যে সব লোকজনের কথা উল্লেখ করা হয় তাদের অনেকেই তার বন্ধু।

কাজেই পারফিডিয়ার কাছ থেকে ফোন পেয়ে ফ্রেঞ্চ মোটেই অবাক হলো না। পারফিডিয়া জানাল সে প্লাজা হোটেলে আছে, ওয়েড ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা করতে চায়। অনেক কথা নাকি বলার আছে। ভার্জিনিয়ার লেখা বইটি সম্পর্কে কথা বলবে।

বিকেল পাঁচটায় চলে এসো, বলল পারফিডিয়া যেন তার ইচ্ছাই হুকুম। আমরা এক সঙ্গে বসে চা খাব। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় না, উফ-উফ।

হাসল ফ্রেঞ্চ। অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে বলল, ব্যারোনেস, ওয়েড ফ্রেঞ্চকে অন্য আর কেউ উফ-উফ বলে সম্বোধন করে না।

হেসে উঠল পারফিডিয়া। খনখনে শোনাল হাসির আওয়াজ। তার হাসিটি সুন্দর নয়।

বিদায় সম্বোধনের পরে নানা স্মৃতি মনে পড়ে গেল ফ্রেঞ্চের। সিনক্লেয়ার ডিভোর্সের সময় পারফিডিয়া ফ্রেঞ্চকে তার পাশে পাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। নাথান সিনক্লেয়ার যদি এখনও কথাটা জানতে পারেন অনর্থ হয়ে যাবে। ফ্রেঞ্চ অত্যন্ত কৌশলে এবং সাবধানে পারফিডিয়ার পক্ষ অবলম্বন করছিল। তার শরীর শিউরে উঠল ইভলিনের কথা মনে করে। নাথান বলেছিলেন ফেলিক্স শহরের বাইরে যাবার সময় তিনি তার স্ত্রী ইভলিনের সঙ্গে সেক্স করতেন।

বার্মাটিকের দামি টেবিলে বসে, চামড়া দিয়ে বাঁধানো আইনের বইগুলোর গন্ধ নিতে নিতে ফ্রেঞ্চ ওয়েড ভাবছিল সে ইভলিনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ইভলিন যদিও শীতল আচরণ করত। তবু তার মধ্যেই কেমন মাদকতা থাকত। মনে হতো পুরুষজাতিকে তার পছন্দ নয়। ইভলিন বলেছিল ফেলিক্স নাকি তাকে একটুও শারীরিক সুখ দিতে পারে না। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে সে কোনো যৌন সুখ পায়নি। ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার এটি ছিল অন্যতম কারণ।

ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে প্লাজা হোটেলে পৌঁছে গেল ফ্রেঞ্চ ওয়েড। পাম কোর্টে একটি টেবিল দখল করে বসেছিল পারফিডিয়া। ফ্রেঞ্চ বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ করল। পাঁচ বছর আগে রোমে পারফিডিয়ার সঙ্গে শেষ দেখা তার। একটুও বদলায়নি মহিলা। ওরা ভিলা বাঘ্সে বসে চা খেয়েছে। অতীত নিয়ে কোনো কথা হয়নি কারণ পুটজি তখনও বেঁচে আছে এবং পারফিডিয়া তখন জার্মান ব্যারনটিকে পাগলের মতো ভালোবাসে। অনেকের ধারণা পুটজি ছিল সমকামী তবে পারফিডিয়া ব্যাপারটি যদি জেনেও থাকে তেমন একটা পাত্তা দেয়নি। সে শুধু পুটজি আর তার প্রিয় মেয়ে মেরিনাকে নিয়ে কথা বলেছে।

পারফিডিয়ার পরণে কালো একটি ড্রেস। খুব সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে। তার চেহারা ভাবলেশশূন্য, কঠিন। চোখে উদ্ধত চাউনি। ঢেউ খেলানো চুলগুলো কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কানে এমারেল্ডের দুল। পারফিডিয়া হাতির দাঁতের তৈরি হোল্ডার থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝোলাল। তারপর তাকাল ঘড়ির দিকে। পাঁচটা বাজে। তার ভুরু কুঞ্চিত হলো। আঙুলের আংটিগুলো ঝিকিমিকি করছে।

পাম কোর্টে প্রবেশ করল ফ্রেঞ্চ। পারফিডিয়া দেখতে পেল তাকে। ফ্রেঞ্চ ওর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল।

ফিডো, পারফিডিয়ার নিক নেমে তাকে ডাকল ফ্রেঞ্চ।

উফ-উফ, ওর দিকে তাকিয়ে আলগা হাসি দিল পারফিডিয়া। তার কালো চোখজোড়া স্থির হলো ওর ওপর।

ওর পাশে এসে বসল ফ্রেঞ্চ, ঝুঁকে চুমু খেল গালে। নাকে পারফিউমের গন্ধ লাগল। সেই আগের সুগন্ধটিই এখনও ব্যবহার করছে পারফিডিয়া।

তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, সুন্দরী ব্যারোনেস।

আমিও, মি. ফ্রেঞ্চ।

ওয়েল, গত পাঁচ বছর আগের কথা মনে করে যোগ করল ফ্রেঞ্চ। ইউ লুক মার্ভেলাস।

আমি কখনো বদলাই না, হাসছে পারফিডিয়া। তবে এখন আমি সাধারণ একজন বিধবা মাত্র। সে লক্ষ করল ফ্রেঞ্চকে। তুমি মুটিয়ে গেছ, ওয়েড।

মুখ টিপে হাসল ফ্রেঞ্চ। সময় সব পুরুষ মানুষকেই চর্বিদার করে তোলে। তবে মহিলাদেরকে নয়– অন্তত তোমাকে তো নয়ই, পারফিডিয়া। তোমাকে আগের চেয়েও বেশি সুন্দরী লাগছে দেখতে।

হয়তো না, টেনে টেনে বলল পারফিডিয়া। শুনলাম তোমার নাকি ডিভোর্স হয়ে গেছে, উফ-উফ।

হ্যাঁ, আইরিন আমাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি একটু মেলামেশা করছিলাম ...

শোগার্ল?

ওয়েল, ইয়েস। তবে এটা সত্য নয়। আসলে মেয়েটা ছিল একটি লিগাল সেক্রেটারি এবং আইরিন অকস্মাৎ দুজনের গোপন বিহারের জায়গাটির কথা জেনে যায়।

মুচকি হাসল পারফিডিয়া। উফ-উফ, তুমি একটা লাজুক বুড়ো কুকুর।

ইউ আর নট সো ব্যাড ইয়োরসেলফ, ফিডো।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ফ্রেঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকল পারফিডিয়া। তারপর করুণ গলায় বলল, আমরা আমাদের এই নামগুলো কীভাবে পেয়েছিলাম তা নিশ্চয় ভুলে গেছ?

লাল হয়ে গেল ফ্রেঞ্চ। এক সেকেন্ডের জন্যও নয়। ফিডো এবং উফ-উফ নামের উৎপত্তি ফ্রেঞ্চের পরিচিত মহল জানতে পারলে তা বড় শরমের ব্যাপার হতো।

আমার অবাক লাগছে ভেবে, অন্যমনস্ক গলায় বলল পারফিডিয়া। ভার্জিনিয়া এ নামের ব্যাপারটি কিছুই জানে না। ওই বইতে সে সবকিছুই লিখেছে। সেক্সের ব্যাপারটা তো ফাটাফাটি।

কিন্তু সে এত কিছু জানল কী করে? প্রশ্ন করল ফ্রেঞ্চ।

তুমি এ কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, বলল পারফিডিয়া। ভার্জিনিয়া কীভাবে অঙ্গুলি হেলানে পুরুষদেরকে কাত করতে পারে সে আমি ভালোই জানি। সে কোনোকিছুই বাদ দেয়নি বইতে। এত কিছু সত্যি সে জানল কী করে?

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেঞ্চ। আমি জানি না। হয়তোবা ইনটুইশন। সত্যি কি খুব অন্তরঙ্গ ব্যাপার আছে?

পারফিডিয়া বলল, যথেষ্টই আছে, ওয়েড।

নাথানও তাই বললেন।

বিরক্ত গলায় পারফিডিয়া বলল, খুবই নির্লজ্জ ভঙ্গির বর্ণনা। এই বুড়োর সঙ্গে আমি যা যা করেছি সব লিখেছে। পায়ুকামের বিষয়টি বিস্তারিত দিয়েছে। নাথানের ওটা খুব প্রিয় জিনিস ছিল। ফ্রেঞ্চের মুখ বিকৃত হতে দেখেও পাত্তা দিল না সে। তবে আমার কাছে অবাক লেগেছে ও তোমার আমার কুকুর-স্টাইলের কথাটি লেখেনি। বোধহয় জানত বা বলেই।

যীশাস, পারফিডিয়া, এত জোরে এসব কথা বলতে নেই।

ওয়েল, ঘাউ করে উঠল পারফিডিয়া তারপর নরম গলায় বলল, ভাগ্যিস ওই বইটা পড়ার জন্য পুটজি বেঁচে নেই।

আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কখনো কোনো কথা ওঠেনি।

ভুরু কোঁচকাল পারফিডিয়া, তার কালো চোখে অশুভ দৃষ্টি। কিছু জিনিস অলঙ্ঘ্যে জেনে খুশি হলাম।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ফ্রেঞ্চ। আমি চায়ের বদলে স্কচ নিতে চাই। সে হাত তুলে ওয়েটার ডাকল, বরফসহ ব্ল্যাক লেবেলের অর্ডার দিল।

অতীতের কথায় তুমি দেখছি আপসেট হয়ে যাও, উফ-উফ। বিষাক্ত হাসল পারফিডিয়া।

না, না তা নয়। আমি সবসময়ই ওই সব দিনের কথা ভেবে আনন্দ পাই। ওরকম অ্যাডভেঞ্চার আর কখনো হয়নি, ফিডো।

পারফিডিয়া তার কাপে চা ঢালল। ওয়েট্রেস ড্রিংক দিয়ে গেল। পারফিডিয়া জিজ্ঞেস করল, বোকা বুড়োটা কেমন আছে? তুমি তো এখনও ওর সঙ্গে কাজ করছ শুনলাম।

উনি আজকাল কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

তোমার সঙ্গে তো করে।

মাঝে মধ্যে, মিথ্যা বলল ফ্রেঞ্চ। পারফিডিয়ার সঙ্গে রোমে দেখা হওয়ার পরে নাথানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আজতক দেখা হয়নি তার।

গুড, হঠাৎ খুশি খুশি গলায় বলল ভার্জিনিয়া। কারণ আমি নাথানের জন্য খুব ভালো একটি প্রেজেন্ট নিয়ে এসেছি।



হাসল ফ্রেঞ্চ। সংক্ষিপ্ত এবং বিস্ময় মাখানো হাসি।

তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ, পারফিডিয়া। বুড়ো মানুষটা তোমার নাম শুনলেই রাগে ফেটে পড়ে।

পারফিডিয়া লম্বা নখ রাখল তার নাকের ঠিক মাঝখানটায়। চুকচুক। ও কথা বলো না, উফ-উফ। এতদিন পরেও কি কারও অত রাগ থাকে? সবার শেষে সবাই সবকিছু ভুলে যায়। থাকে কথা। সে তো শীঘ্র মারা যাবে, তাই না?

মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ। আমার তাতে সন্দেহ আছে।

আমি জানি ওর বয়স এখন আটাশি। নিশ্চয় কদিন আগে জন্মদিনও পালন করেছে। ও বেশিদিন টিকবে না।

পারফিডিয়ার কণ্ঠে কেমন শয়তানী সুর। যদিও সে নাথানের কাছ থেকে টাকা-পয়সা যা পাবার সব ইতোমধ্যে পেয়ে গেছে।

কিছু মানুষ কখনো মরে না, হাসতে হাসতে বল ফ্রেঞ্চ।

আচ্ছা প্রজেক্টটা কী?

কাপ্রিকে রক্ষা করার প্রজেক্ট।

আচ্ছা। কাপ্রিকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে জানতাম না তো।

ওয়েল, বলল পারফিডিয়া। দ্বীপটা ডুবে যাচ্ছে। সে সঙ্গে আমার প্রিয় বাড়িটিরও সলিল সমাধি ঘটছে।

এ নিয়ে কাগজে কিছু পড়িনি, ডার্লিং।

তবু এটাই সত্যি, উফ-উফ। জ্বলজ্বলে চোখে বলল পারফিডিয়া। আমি ঘটনাক্রমে জানতে পেরেছি ডুবে যাচ্ছে কাপ্রি।

কিন্তু, পারফিডিয়া, আপত্তির সুরে বলল ফ্রেঞ্চ। আমি তো এখানে গিয়েছি। দ্বীপটি নিরেট পাথরে তৈরি। তাহলে এটা ডুবে যায় কী করে?

ধৈর্য ধরে ওকে বলল পারফিডিয়া। পাথর ক্ষয় হয়। তুমি কি জানো গত বছর ভূমধ্যসাগরে এক সেন্টিমিটার ডুবে গিয়েছিল কাপ্রি।

মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না তার। অবশ্য তার বিশ্বাস করার দরকারও নেই, পারফিডিয়ার উদ্দেশ্যের কারণে। আমি জানি তুমি সিরিয়াসভাবে কিছু বলছ না, পারফিডিয়া।

কিন্তু আমি সিরিয়াস এবং আমার প্রজেক্টও সিরিয়াস। আমি নাথান সিনক্লেয়ারের কাছ থেকে এক মিলিয়ন ডলার চাই। এবং আমি কোনো মানা শুনতে রাজি নই।

পারফিডিয়ার কথা শুনে ফ্রেঞ্চের কপালে ঘাম ছুটে গেল। পারফিডিয়া, বলল সে, ভেনিস শহর ডুবছে, কাপ্রি নয়। এটা একটা খেলা। তবে এতে কেউ অংশ নেবে না।

এটা কোনো খেলা নয়। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল পারফিডিয়া। ডেভনিস যদি ডুবতে পারে, ক্যাপ্রিও পারে। নাথান ক্যাপ্রিকে সবসময়ই ভালোবাসত। সে তার Moisturisos II কাপ্রিত উপকূলে নোঙর করত। মনে নেই তোমার?

মনে আছে, বেজার মুখে বলল ফ্রেঞ্চ। তবে তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই তিনি শেষবার যখন কাপ্রিতে যান তখন আমি সেখানে ছিলাম না।

না, তুমি সেবার ওখানে ছিলে না, বলল পারফিডিয়া। তবে অন্য সবাই ছিল। ভালো কথা, তারা সবাই আছে কেমন? ভার্জিনিয়া কি এখনও হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই নিয়ে শুয়ে পড়ে?

হয়তো বা, কাপ্রি প্রসঙ্গ থেকে সরে আসতে পারায় খুশি হলো ফ্রেঞ্চ। ভার্জিনিয়া কখনো বদলাবে না। ফেলিক্সও তাই। ইভলিন তাকে ডিভোর্স দিচ্ছে। সে বইটার কারণে খুব রেগে আছে।

ইভলিন! ইভলিন কেন রাগ করবে? ওর কথা তো বইতে লেখা নেই, উফ-উফ।

তা বটে, অস্বস্তি নিয়ে বলল ফ্রেঞ্চ। তবে তার ধারণা সে ওই বইতে আছে। এবং এজন্যই যত রাগ। তবে সত্যিকার অর্থে রেগে আছেন নাথান। উনি ওদের বিরুদ্ধে মিলিয়ন ডলারের মামলা করতে চান এবং বইটি বাজেয়াপ্ত করতে চাইছেন। যীশাস! চেঁচিয়ে উঠল সে। আমি তা করতে পারব না। এখনও ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের একটা ব্যাপার আছে। আমি মানহানির মামলা করতে গেলে ওই ফালতু জিনিসটার ওপর সবার দৃষ্টি পড়বে। পারফিডিয়া তার একটা বিকট সন্দেহ জাগছে। পারফিডিয়া, তুমি নিশ্চয় মামলা করবে না।

মাথা দুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠল পারফিডিয়া। এত চিন্তার মধ্যেও ফ্রেঞ্চ লক্ষ করল পারফিডিয়ার ঘাড়টি ভারি মসৃণ। যদিও মুখে দু'একটা বলিরেখা দেখা যাচ্ছে, চোখের কোণাতেও পড়েছে ভাঁজ।

মামলা করব। চেঁচিয়ে উঠল পারফিডিয়া। না, আমি বলব বইতে যা লেখা হয়েছে তা সব সত্যি।

ফ্রেঞ্চ বুঝতে পারল পারফিডিয়া কিসের ইঙ্গিত করছে।

সহজ ব্যাপার, এক মিলিয়ন ডলার। গড, মনে মনে বলল সে, পারফিডিয়া দেখছি একটুও বদলায়নি। তবে সমস্যা হলো ওয়েড ফ্রেঞ্চকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাথান সিনক্লেয়ারের কাছ থেকে এক লাখ ডলার আদায় করার জন্য।

তোমার মেয়ে কোথায়? নিষ্প্রভ গলায় জানতে চাইল সে।

ওপরে, বিশ্রাম নিচ্ছে। বাবার মৃত্যু শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওকে খুব ভালোবাসত কিনা।

ওয়েল, সংক্ষেপে বলল ফ্রেঞ্চ। ভালো তো বাসবেই, তাই না। সে তার বাবা ছিল।

হুঁ, বলল পারফিডিয়া, মনমরা দেখাচ্ছে। মেরিনা ওকে একটু বেশিই ভালোবাসত।

ফ্রেঞ্চ গ্লাস হাতে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল। এ কথার মানে কী?

একটু তেতো গলায় বলে চলল পারফিডিয়া, মেরিনা একটু বাপকাতুরে মেয়ে।

এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না।

কটমট করে তার দিকে তাকাল পারফিডিয়া। আমি কী বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছ না?

না, অস্বস্তি নিয়ে জবাব দিল ফ্রেঞ্চ।

বলতে চাইছি সম্পর্কটা ছিল অজাচার।

ইয়েস, দ্যাটস হোয়াট আই মিন। তো, ক্রুদ্ধ গলায় বলল সে, আমি আমার দুটি মেয়েকেই হারিয়েছি। প্রথমে নাওমিকে কেড়ে নিয়েছে ওই হ্যামিলটন লোকটা। ও-ই ওকে খুন করেছে।

মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ। বিষয়টি নিশ্চয় সুখকর নয়, তাই না? তুমি কেন–

আমি কী করতে পারতাম? চেঁচিয়ে উঠল পারফিডিয়া। হয়তো এ আমার কর্মফল। আমি ভান করতাম কিছুই ঘটছে না। আমি অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে রাখতাম, পার্টি দিতাম। কিন্তু ঘটনা ঘটেই চলছিল। ইউ সি, বিষণ্ন গলায় বলল সে,

পুটজি যখন মারা যায়, হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎ মৃত্যু ঘটে তার। আমরা তখন বিছানায় ছিলাম– মেরিনা আমাদের সঙ্গে ছিল।

ওই বয়সেও। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফ্রেঞ্চের।

হ্যাঁ, পারফিডিয়া কালো চোখের কোণায় চিকচিক করে উঠল জল।

সে ফ্রেঞ্চের হাত চেপে ধরল।

কিন্তু ও তো বাচ্চা মাত্র, বিড়বিড় করল ফ্রেঞ্চ।

ওর এখন সতেরো চলছে, বলল পারফিডিয়া। সুন্দরী একটা মেয়ে। কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে। ও আমাকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। ও আমাকে আসলে ধ্বংস করেই ফেলেছে। আমি ওকে অনেক অনেক ভালোবাসি। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। আমার কোনো ক্ষমতাই নেই।

যীশাস ক্রাইস্ট, ফিসফিসিয়ে বলল ফ্রেঞ্চ। দ্যাটস ডিপ্রেসিং।

ঠিক তাই, নয় কি? ভয়ার্ত হাসি পারফিডিয়ার মুখে। তারপর সে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাতের আঙুল মটকাল। ব্যাপারটা একমাত্র তুমিই জানলে। ভাবলাম তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। তুমি একজন লইয়ার। আর লইয়াররা নিশ্চয় হরহামেশা এরকম ঘটনার মুখোমুখি হয়।

ফ্রেঞ্চ ওর হাতে হাত রাখল। চাপড়ে দিয়ে বলল, আমি দুঃখিত। আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি?

হাত সরিয়ে নিল পারফিডিয়া। না। পুটজি মারা গেছে। আশা করি এখন আর কোনো সমস্যা থাকবে না। ও ওর বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠবে। আমি জানি পারবে।

নিশ্চয় পারবে। শী ইজ ওনলি আ কিড, ফিডো। নরম গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। ও তো শীঘ্রি কলেজে ভর্তি হচ্ছে, না?

রোমে, হ্যাঁ।

মুচকি হাসল ফ্রেঞ্চ। ওর সঙ্গে হয়তো কোনো সুদর্শন ইটালিয়ান তরুণের পরিচয় হয়ে যাবে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল পারফিডিয়া। ইতোমধ্যে ওর সঙ্গে অনেক ইটালিয়ান সুদর্শনের পরিচয় হয়েছে। ওদের সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুটজির কথা ভুলতে পারেনি।

ধীর গলায় জানতে চাইল ফ্রেঞ্চ। পুটজির বৈশিষ্ট্যটি কী?

ওয়েল   ইতস্তত করছে পারফিডিয়া। শুনে শকড হয়ো না। পুটজি ছিল ভয়ানক কামুক। সহজে তৃপ্তি হতো না তার। আমরা ... ইয়ে   সারা সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে কাটাতাম আমরা তিনজন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ব্যাপারটা সবাই উপভোগই করতাম।

পারফিডিয়ার ওপর থেকে সহানুভূতি চলে যাচ্ছে ফ্রেঞ্চের। সে জানে এ এক ধরনের অসুস্থতা। সে প্রসঙ্গ বদলাল। নিউইয়র্ক থেকে কোথায় যাবে তোমরা? ইটালি ফিরবে?

না, ক্যালিফোর্নিয়া যাব। মেরিনা কোনোদিন ওখানে যায়নি। আমিও ভুলে গেছি শেষ কবে লস এঞ্জেলেস গিয়েছিলাম। ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সও নিশ্চয় ওখানে যাচ্ছে। আমি পিটার হ্যামিলটনের চেহারাটা দেখতে চাই। আমি ওর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করব ও সত্যি নাওমিকে হত্যা করেছিল কিনা।

মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ। আমি ঘটনাক্রমে জানতে পেরেছি পিটারকে হত্যা সন্দেহের অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

কারো, আপন মনে বিড়বিড় করল পারফিডিয়া, ওভাবে বলো না। আমাকে ব্যাপারটা জানতে হবে। তাছাড়া, মেরিনার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেব।

ফিদো, ফিদো, যন্ত্রণাকাতর গলায় বলল ফ্রেঞ্চ, তুমি কি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে টর্চার করছ?

হয়তো বা।

পারফিডিয়া তার নিচের ঠোঁটের ওপর জিভ বুলাল। নিচের মাড়ির হলুদ দাঁতগুলো দেখাল। বুকের ওপর হাত তার কালো চোখে বেদনার ছায়া। তবে মুখে সেই বিখ্যাত কামার্ত হাসি। ফ্রেঞ্চ সেই পরিচিত কামনার টান অনুভব করল পেটে।

উফ-উফ, আকুতি করল পারফিডিয়া। তুমি কাপ্রিকে রক্ষা করতে নাথানের কাছে যাবে তো?

ধীরে মাথা দোলাল ফ্রেঞ্চ। অবশ্যই যাব। ফিডো। আমি চেষ্টা করব তবে জানি না কতদূর কী করতে পারব। যদি কাজ না হয় তুমি নিশ্চয় ব্যাপারটি বুঝতে পারবে, তাই না? কাজ উদ্ধার করা খুব কঠিন হবে। তিনি এবং তাঁর লোকজন টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব হিসেবী।

ডার্লিং, উফ-উফ, আমি শুধু তোমাকে অনুরোধ করব তুমি তোমার সেরাটা দেবে। তুমি ওকে বলবে বইটির ব্যাপারে আমার অনুভূতি কী, আমাদের লাভ অ্যাফেয়ারের বিষয়টি আমি কতটা উপভোগ করছি। উফ-উফ, তাকে বলবে আমি এখনও তাকে কতটা ভালোবাসি। যদিও সে আমার সঙ্গে খুব নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। উফ-উফ, আমাকে ভুল বুঝো না, আমি চাই নাথান একটা অবদান রাখুক।

ইউ আর মার্ভেলাস, ফিডো, বলল ফ্রেঞ্চ। আমি তোমার কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমার ধারণা আমি তোমাকে সবসময় ভালোবাসতাম।

না, উফ-উফ, তুমি বাস্তবতাকে ভালোবাস কারণ তুমি একজন আইনজীবী।

তুমি চাইলে খুব ভালো আইনজীবী হতে পারতে, বলল সে।

হ্যাঁ, সায় দিল পারফিডিয়া। আমি খুব শয়তান একটা আইনজীবী হতে পারতাম। তোমার মতো সরল এবং সৎ নয়।

পারফিডিয়া তার বাম হাতখানা ফ্রেঞ্চের কাঁধে রাখল, মৃদু চাপ দিল, তারপর লম্বা নখের ডগা কাঁধের ওপর থেকে টেনে নিয়ে চিবুকে ছোঁয়াল। তার স্পর্শে শিউরে উঠল ফ্রেঞ্চ। তোমার ড্রিংক শেষ হলে, বলল পারফিডিয়া। চলো ওপরে যাই। মেরিনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

আমিও ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই, বলল ফ্রেঞ্চ। তোমার মেয়ে বলে কথা।

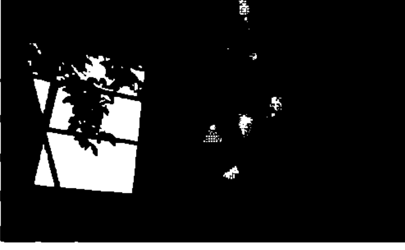
তবে ও এখন আর ছোট্টটি নেই, হাসাল পারফিডিয়া। লম্বায় আমাকে ধরে ফেলেছে।

আর তুমিও তো কম লম্বা নও, দ্রুত বলল ফ্রেঞ্চ। আমার একটা ফোন করতে হবে।

ওপরে বসেই করতে পারবে।

না, বাণিজ্যিক ফোন, লবিতে গিয়ে করব।

ফ্রেঞ্চ ইভলিনকে বলবে ও একটা কাজে আটকে গেছে এবং মাঝ রাতের আগে ছাড়া পাচ্ছে না।



অরভিল জোনস বেশ লম্বা এবং হাড্ডিসার কাঠামো। বয়স পঞ্চান্ন। চল্লিশের পরে বেশিরভাগ পুরুষের ওজন বেড়ে যায়। কিন্তু অরভিলের বাড়েনি। তবে সে ঘোড়ার মতো খায়। বাড়িতে তাকে সবাই 'গারবেজ ক্যান', বলে ডাকে কারণ সে খাবারের উচ্ছিষ্টও খেয়ে ফেলে। অথচ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার পর থেকে তার ওজন এক আউন্সও বৃদ্ধি পায়নি।

আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছে অরভিল। চোখ দুটো ইদানীং পেঁচার মতো গুরুগম্ভীর লাগছে, গালজোড়া চিমসানো। তার স্ত্রী এমিলি প্রায়ই বলে তাকে নাকি দেখতে লাগে কাকতাড়ুয়ার মতো। তার দুই বাচ্চা বার্টি এবং বেটসও তাই বলে। অবশ্য ওরা এখন স্টেট কলেজে পড়ছে। টাকার প্রয়োজন না হলে বাবাকে তেমন বিরক্ত করে না।

অরভিলের গা দিয়ে ভুরভুর করে পিয়েরে কার্ডিনের গন্ধ বেরুচ্ছে। দাড়ি কামানোর পরে অকৃপণ হাতে এই আফটার শেভটি মুখে ঢেলেছে সে। এমিলি তার জন্য কফি বানিয়ে রেখেছে। কফির কাপটি তুলে নিল সে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমিলি। উঠোনে কী যেন দেখছে।

মর্নিং। বলল অরভিল।

হাই।

কফির কাপে চুমুক দিল অরভিল। কী দেখছ?

কিছু না, না ঘুরেই বলল এমিলি। পড়শীর বাড়ির সামনে একটা কুকুর আরেকটার ওপর চড়ে বসেছে।

বেশ। বেশ। এখন তো বসন্তকাল। ওরা এসব করবেই। স্ত্রীর বিশাল নিতম্বের দিকে তাকিয়ে আছে অরভিল। ডিম কই?

আসছে।

ঘুরল এমিলি। এক অদ্ভুত রূপান্তর, ভাবল অরভিল।

এয়ার স্টুয়ার্ডেসরা পাকাপোক্তভাবে মাটিতে পা রাখার পরে কি তাদের অবস্থা এরকম হয়ে যায়? ডাক্তার বলেছে এমিলি হাইপোগ্লিসিমিয়ায় ভুগছে অথবা অন্য কোনো রহস্যময় অসুখে। তবে এমিলি এসবে পাত্তাই দেয় না। অরভিল যত যা-ই খাক না কেন মিষ্টির প্রতি তার কোনো লোভ নেই। আর এমিলি সারাদিন কুকিজ এবং ক্যান্ডি খেয়েই চলেছে। এখনও তার হাতে ক্যান্ডি।

যীশাস. বলল অরভিল। তুমি সকালের নাশতাতেও ক্যান্ডি খাও?

কেন খাব না? প্রতিবাদ করল এমিলি। তোমার খেতে মন চাইলে খেয়ে দেখতে পার।

সে ঠাস করে চুল্লিতে ফ্রাই প্যান বসাল। গালের চর্বিদার ভাঁজের মধ্যে তার ছোট ছোট চোখ দুটো হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে। ডাক্তার বলেন আমি নাকি কিছু একটার খেসারত দিচ্ছি, বিড়বিড় করল সে। হয়তো তোমার জন্য।

রাইট, রান্নাঘরের চেয়ারে বসল অরভিল। দেখছে এমিলি দুটো ডিম ভেঙে দিল প্যানে। ওয়েল, এমিলি, আগামী সপ্তাহে তুমি অন্যকিছুর জন্য খেসারত দিতে পারবে।

মানে। নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল এমিলি।

আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিচ্ছি। লস এঞ্জেলেস যাব আমার এক পুরনো আর্মি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। গতকাল ও ফোন করেছিল। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আবার মিলিত হচ্ছি।

লস এঞ্জেলস, অন্যমনস্ক গলায় বলল এমিলি। আমি কখনো ওখানে যাইনি। প্লেনে চাকরি করার সময়ও না। আমাকেও যেতে হবে।

না। এটা একটা স্ট্যাগ পার্টি। শুধু পুরুষদের জন্য পার্টি।

তোমরা তো এখানেও অনেক স্ট্যাগ পার্টি কর। অর্থপূর্ণ গলায় বলল এমিলি।

তবে এটা ভিন্ন জিনিস। আমরা সবাই বিগ রেড ওয়ানে ছিলাম।

অরভিল বহুবার এমিলিকে বলেছে বিগ রেড ওয়ান ছিল ইউরোপে তার আর্মি ডিভিশন।

ওখানে কী করবে তোমরা?

শ্রাগ করল অরভিল। বিয়ার পান করব। পর্নো ছবি দেখব। চৌদ্দ-পনেরোবার হয়তো মেয়ে মানুষ নিয়ে শুয়েও পড়ব।

বয়! বিরক্ত চেহারা নিয়ে দুটুকরা ব্রেড টোস্টারে ঢোকাল এমিলি। শুতে চাইলে বাড়িতেও শোয়া যায়।

পারি কিন্তু শোবো না।

আচ্ছা, কে বলেছে এ কথা? তেড়ে এসে বলল এমিলি।

আমি বলছি।

ওহ ইয়াহ?

অরভিলের গালে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিল এমিলি। বেশি জোরে নয় আবার খুব একটা আস্তেও নয়। এমিলি অবশ্য এর আগেও ওর গায়ে হাত তুলেছে। অরভিল কিছু বলেনি।

শান্ত হয়ে বসে থাকো, মি. স্মার্ট-অ্যাস, হুকুম দিল এমিলি।

সে গ্যাসের চুলা নিভিয়ে দিল। তারপর ওর দিকে ফিরল। হাত বাড়িয়ে একটানে খুলে ফেলল অরভিলের বাথরোব । তারপর নিজের গাউনটা তুলে নিয়ে অরভিলের হাঁটুর ওপর বসল। ওর ওজন এক টন তো হবেই। অরভিলের কাঁধ চেপে ধরে নিজের বিশাল স্তন ঠেসে ধরল স্বামীর মুখে।

চোষো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল এমিলি। তারপর দেখছি কী করা যায়।

অরভিল দুই হাতে এমিলির বুক ধরল, চাপতে লাগল। সে চিৎকার দিল, গোঙাতে লাগল। এসব শুনতে এমিলি খুব পছন্দ করে। এমিলিও গুঙিয়ে উঠল। শরীরটা সামনে টেনে নিয়ে এলো সে। তারপর অরভিলের পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে দিল তার ভেতরে। তারপর কোলের ওপর বসে লাফাতে লাগল। তার পুরো ওজন অরভিলের গায়ের ওপর। ধাক্কার চোটে সে চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার দশা। হঠাৎ বিকট শব্দে চেয়ারের একটা পায়া ভেঙে গেল আর ওরা হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। অরভিলের যন্ত্র সকেট থেকে বেরিয়ে এলো। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল এমিলি। ধীরে-সুস্থে এমিলির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল অরভিল। এমিলি জায়গাতেই বসে রইল। গোড়ালি চেপে ধরে আছে, রাগের চোটে কাঁদতে লাগল সে।

সান অব আ বীচ, হাউমাউ করে উঠল এমিলি, দ্যাখো আমার কী করেছ। আমার গোড়ালি ভেঙে গেছে।

বোধহয় মচকে গেছে। করুণ গলায় বলল অরভিল। এত করে বলি ওজন কমাও। কে শোনে কার কথা। চেয়ারটার অবস্থা দ্যাখো।

সে আছে তার চেয়ার নিয়ে, চেঁচিয়ে উঠল এমিলি, আমার গোড়ালি দেখো।

দেখল অরভিল। মোটা গোড়ালিটা ফুলতে শুরু করেছে।

যাচ্চলে, বিরক্ত গলায় বলল অরভিল। এখন তোমাকে আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তোমাকে পোশাক পরাব কী করে? গাড়িতেই বা তুলব কীভাবে? যীশাস, তোমাকে আমি কোলে করে নিয়ে যেতে পারব না। মনে আছে বিয়ের সময় তোমাকে কীভাবে কোলে করে দোরগোড়া পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম। তখন তোমার

ওজন ছিল আটানব্বই। আর এখন একশো আটানব্বই। পুরো বাড়িটার মতোই বিরাট দেহ তোমার, এমিলি।

বিলাপ করে উঠল এমিলি। তুমি আমাকে আর ভালোবাস না।

অরভিলের মেজাজ এখন সপ্তমে। মোটা মহিলাদেরকে ভালোবাসলে আমি সার্কাসে যাব। নিষ্ঠুর গলায় বলল সে। চাইলেই এমিলি এখন তার গায়ে হাত তুলতে পারবে না।

ওহ্, ইউ সান অব আ বীচ, এমিলির মুখ দিয়ে থুতু ছিটল। তুমি আমাকে ওভাবে ফেলে রেখে ওয়েস্টে যাবে?

হ্যাঁ। তোমার পায়ে প্লাস্টার করে দেব। আশা করি ওরা তোমার পা-টা কেটে ফেলবে না।

হো হো করে উন্মাদের মতো হাসতে লাগল অরভিল। এখন তার সময়, পালিয়ে যাওয়ার সময়। এমিলি এখন তাকে ধরতে পারবে না, মারতেও পারবে না। সে এমিলির ক্রাচ লুকিয়ে রাখবে কিংবা হুইলচেয়ারের স্পোকগুলো বের করে রাখবে। ও কেটে পড়বে। এ হলো স্বাধীনতার মুহূর্ত। সে হাসি থামিয়ে এমিলির দিকে তাকাল।

তারচেয়ে বরং অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে দিই, একটু ভেবে বলল অরভিল। বলি কয়েকজন শক্ত সমর্থ লোক পাঠিয়ে দিতে। আমার পক্ষে তোমাকে গাড়িতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তুমি আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবে কি যাবে না, চিৎকার দিল এমিলি।

আমার কাজ আছে, এমিলি।

গড ড্যাম ইট, গলা ফাটাল সে। আমি খাড়া হতে পারলে ঠিক তোমাকে শায়েস্তা করতাম।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে লিভিংরুমে চলে এলো অরভিল। এখানেই ফোনটা আছে। ও শান্তভাবে বসল। শুনল ফুঁপিয়ে কাঁদছে এমিলি। হাত বুলাল পুরুষাঙ্গে। অল্প অল্প ব্যথা করছে। হলিউডে যেতে যেতে ব্যথা বেদনা চলে যাবে। ভার্জিনিয়ার কথা মনে পড়ছে ওর। ভার্জিনিয়াকে খুব মিস করে সে। এ নিয়ে লক্ষবার ভাবল ভার্জিনিয়া কেন ওকে ছেড়ে চলে গেল। ওদের মধ্যে তো প্রেম-ভালোবাসা ছিল। অন্তত অরভিলের তাই ধারণা। তবে ও এ-ও জানে ভার্জিনিয়া পৃথিবী চেয়েছিল, ওহায়োর টেলডো নয়। এবং এখন সে তা পেয়েছে।

তবে এখন অরভিলেরও সময়। ক্যালিফোর্নিয়ার ভার্জিনিয়াকে দেখতে যাওয়ার জন্য সে একটা যুক্তি খাড়া করবে। এ জন্যই সে যাচ্ছে।



হ্যামিলটন ঘুম থেকে উঠে ঘড়ি দেখল। সকাল আটটা বাজে। বিছানায় একটা গড়ান দিল সে। ও চলে গেছে। তবে বেডসাইড চেয়ারের পিঠে তার জিনসের প্যান্টটা এখনও ঝুলছে।

ঘুম ঘুম চোখে বিছানা ছাড়ল হ্যামিলটন, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। তার বাড়ি এবং নগরীর মাঝখানের উপত্যকায় কুয়াশার ভারী একটি পর্দা ঝুলে আছে। এমন সময় ওকে দেখতে পেল সে। টেরাসে দাঁড়িয়ে আছে স্যালি। ম্লান আলোয় অশরীরীর মতো লাগছে। স্যালি নগ্ন, হ্যামিলটনের দিকে পেছন ফেরানো। হাতে কফির মগ। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সটান, কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গি, মাথাটা খাড়া, সুগোল নিতম্ব ভোরের শীতল হাওয়ায় যেন তিরতির করে কাঁপছে।

ওকে এ অবস্থায় বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। এবং হ্যাঁ, হ্যামিলটন স্যালির প্রেমে পড়ে গেছে। যদিও কথাটা ওকে বলা হয়নি।

স্যালি টেরাসের কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। হ্যামিলটনের ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওকে সাবধান করে দেয়। অবশ্য ওকে এ অবস্থায় অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না শুধু পক্ষীকুল ছাড়া। তারা গাছে গাছে কিচিরমিচির করছে। গোটা পৃথিবী লক্ষ করলেও বোধকরি স্যালির কিছু আসবে যাবে না। নিজের শরীর নিয়ে সে সচেতন নয়, কোনোকিছু নিয়েই নয়। তবে ভার্জিনিয়া সফিসটিকেটেড হলেও মেয়ের সঙ্গে তার খুব বেশি পার্থক্য নেই। অবশ্য ভার্জিনিয়া এখন অতীত।

স্যালি উবু হয়ে কী যেন তুলে নিল। একটি পাতা। ওর বাম বুকের মৃদু দুলুনি দেখতে পেল হ্যামিলটন।

মুখ তুলে না তাকিয়েই স্যালি বলল, আমি জানি তুমি আমাকে লক্ষ করছ, হ্যামিলটন।

আমি তোমাকে দেখছি, জোনস, খোলা জানালা দিয়ে বলল হ্যামিলটন। তুমি কখন ঘুম থেকে উঠেছে টের পাইনি।

তুমি মরার মতো ঘুমাচ্ছিলে, বলল স্যালি।

কফি বানিয়েছ? জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটন।

হ্যাঁ, খাবে? ঘুরে দাঁড়াল স্যালি। ওর ডিম্বাকৃতির মুখখানা সিরিয়াস। আমি তোমার জন্য কফি নিয়ে আসছি। তবে তোমার একটা কফি গ্রিন্ডার কেনা দরকার। আর একটা কুকুর।

কী? লোগানের মতো দানব কুকুর নিশ্চয় নয়।

না, একটা কুকুর ছানা।

আচ্ছা, কুকুর ছানা। কিন্তু ওটা বড় হলে কী হবে?

ল্যাব্রাডর। খাঁটি, কালো ল্যাব্রাডর।

ওর দেখভাল করবে কে?

আমি।

কিন্তু তুমি যখন কাজে যাবে?

হ্যামিলটনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল স্যালি। আমি কাজে যাচ্ছি না। আমি জ্যাকের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তোমার জন্য কাজ করব। তুমি তো বাড়িতে বসে কাজ কর। আমিও এখানে থাকব।

স্যালি গড ড্যাম ইট। আমি এখনও তোমাকে কোনো চাকরির অফার দিইনি।

ডোন্ট বি চার্লিস। ওয়ান হাং। আমি কেন চীনা ভাষা শিখছি বলে তোমার ধারণা? আমি টাইপ করতে পারি। আমি হবো তোমার গার্ল ফ্রাইডে।

আমার ধারণা ছিল স্বাধীনচেতা মেয়েরা গার্ল ফ্রাইডে হতে চায় না।

হি হি করে হাসল স্যালি। তার হাসির শব্দ কুয়াশার মাঝে মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনির মতো শোনাল। আমি মানডে, টুয়েসডে, ওয়েয়েনসডে এবং থার্সডে গার্লও হবো।

আর সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে? স্যালির হাসিখুশি মুখ দেখে নিজেকে আর গুরুগম্ভীর রাখতে পারল না হ্যামিলটন।

ছুটির দিনগুলোতে, ঝলমল করে উঠল স্যালি, আমি ডাবল ডিউটি করব। ওভারটাইম। আমি তোমার জন্য জাকুজ্জির পানি গরম করে দেব চলবে তো, স্যার?

অবশ্যই চলবে, বলল হ্যামিলটন। আমার জাকুজ্জি মানে তো তোমারই জাকুজ্জি।

স্যালি টেরাসের অন্যপ্রান্তে চলে গেল। ছোট সুইমিং পুলটির কন্ট্রোল টেনে হিট চালিয়ে দিল। ভারী বাষ্প উঠতে লাগল। স্যালি পানিতে পায়ের বুড়ো আঙুল চোবাল। অল্পক্ষণের মধ্যে এটা রেডি হয়ে যাবে। আসবে?

হ্যাঁ, জোনস, বলল হ্যামিলটন, আসছি আমি। সে ক্লজিট থেকে তোয়ালে বের করে সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে নামতে লাগল। স্যালিকে দেখতে পেল কিচেনে, কফি মেকারের সামনে।

হ্যামিলটন, তুমি দেখছি পুরো ন্যাংটা, চেঁচিয়ে উঠল স্যালি।

তুমিও তো তাই। নিজেকে লক্ষ করোনি বুঝি?

দেখলে, বলল স্যালি, গ্রিন্ডার করলে আরও ভালো কফি বানানো যেত। একটি মগে কফি ঢালল। এসো।

তুমি তো ভালোই কফি বানাও, কফির মগে চুমুক দিল হ্যামিলটন।

হুঁ, কফি দিয়ে রতিক্রিয়া পরবর্তী গন্ধ আসে, বিড়বিড় করল স্যালি।

আবার?

কিছু না বলে হাসল স্যালি। ওরা দুজনে মিলে জাকুজ্জিতে নেমে পড়ল। স্যালি কফির মগটা ডান হাতে উঁচু করে ধরে বাম হাতখানা হ্যামিলটনের ঊরুতে রাখল। তারপর চলে গেল পেটে।

আমি ওটার কথা ভুলতেই পারছি না, বিড়বিড় করল স্যালি।

ওটা আবার শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

স্যালি, আমার মনে হয় তোমার সতেরো বছর বয়সী কোনো বালক দরকার। আমি তো বুড়িয়ে গেছি।

দেখে তো মনে হয় না, চট করে হ্যামিলটনকে চুমু খেল স্যালি। তারপর ওর কানের মধ্যে জিভ ঢুকিয়ে বলল, হ্যামিলটন, ইউ র‍্যাট। ভুলে যেয়ো না তুমি এখন আমার।

কফির মগটা নামিয়ে রাখল হ্যামিলটন। ওর বুকের ঠিক নিচে হাত রাখল। স্যালি, তুমি এখানে কতক্ষণ হলো এসেছ?

সোমবার রাত থেকে আছি। খুব বেশিদিন নয়।

গতকাল তুমি অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিয়েছ, ওকে মনে করিয়ে দিল হ্যামিলটন। আজ বুধবার। আজ কী করবে?

শান্ত গলায় জবাব দিল স্যালি। আজ আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

শোনো, বলল হ্যামিলটন। কাজটা কি ঠিক হবে? মানে ...?

ওর পেটে আঙুল দিয়ে গুঁতো মারল স্যালি। কী? তুমি আমাকে চাইছ না? তুমি ভাবছ আমি কাজ করতে পারব না এবং আর চাকরিও পাব না? হ্যামিলটন, আমি অস্থির প্রকৃতির মেয়ে। দরকার হলে ঝুঁকি নেব। তার চেহারা বদলে গেল। হাসি মুছে গিয়ে উৎকণ্ঠার ছাপ জাগছে।

সিরিয়াসলি অন্তত একবারের জন্য বলো– তুমি কি আমাকে এখানে চাইছ? যদি বলো চাও না, আমি চলে যাব। আমি ঠাট্টা করছি না।

হ্যামিলটন ওর খাড়া খাড়া বুকে হাত বুলাল। তারপর ওর গলার কাছে হাত নিয়ে এলো। ইউ বিস্ট। তুমি আমার কী করেছ?

কিছুই করিনি। আমি তোমাকে আমার সেমি ভার্জিনিটি উপহার দিচ্ছি।

তুমি আমাকে পাগল করে দেবে, বলল হ্যামিলটন। কিন্তু আমি পাগল হতে চাই না। ধরো তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে? তখন আমার কী হবে?

গম্ভীর গলায় স্যালি বলল, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। প্রমিজ। আমি চীনে যেতে চাই।

স্যালি সকাল দশটায় তার অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিল সে আর চাকরি করবে না। দশ মিনিট বাদে জ্যাক লোগান হ্যামিলটনকে ফোন করে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিল। কারণ সে বুঝতে পেরেছে হ্যামিলটনের জন্যই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে স্যালি।

ইউ সন অব আ বীচ, ফোনে খেঁকিয়ে উঠল লোগান।

আমি তোমাকে আর আমার টেনিস কোর্ট ব্যবহার করতে দেব না।

তোমার টেনিস কোর্ট তোমার পাছার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখো, জ্যাক, বলল হ্যামিলটন। এর মানে কি এই যে তুমি আর পার্টিতে আসছ না?

আসব না মানে? খ্যাঁক খ্যাঁক করল জ্যাক। ওই ছোট্ট অ্যাশহোলটা তোমার সঙ্গে কাজ করবে বলে আমার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। তুমি আমার সবচেয়ে মূল্যবান অ্যাসিস্ট্যান্টকে কেড়ে নিয়েছ। এসব কারণে আমি পার্টিতে যাব না? একশোবার যাব।

বিছানায় শুয়ে স্যালির সঙ্গে প্রেম করছে হ্যামিলটন এমন সময় নিউইয়র্ক থেকে একটা ফোন এলো তার কাছে। ফোনের কণ্ঠ শুনে সে চমকে গেল। পারফিডিয়া ফোন করেছে। সে জানাল সে এখন নিউইয়র্কে আছে। সোমবার ক্যালিফোর্নিয়া যাবে। বেভারলি হিলস হোটেলে তার এবং মেরিনার জন্য একটা সুইট রিজার্ভ করার জন্য অনুরোধ করল পারফিডিয়া।

পারফিডিয়া, ধীর গলায় বলল হ্যামিলটন। অনেকদিন হয়ে গেল। আমরা কথা বলিনি

হ্যাঁ, দ্রুত বলে উঠল পারফিডিয়া। গত বছর থেকে।

নাওমির ফিউনারেলে পারফিডিয়া আসেনি। সে তখন ক্যাপ্রিতেই ছিল। ওখানে বসেই গ্রহণ করেছে জবাই হওয়া তার বড় মেয়ের লাশ।

বহুদিন পরে আমি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছি, শীতল গলায় বলল পারফিডিয়া। আশা করি খুব বেশি বদলে যায়নি এ শহর।

তেমন না, শুকনো গলায় বলল হ্যামিলটন। ওরা কী বলে জানো তো কৃত্রিম টিনসেল টাউনের নিচে শুয়ে আছে আসল টিনসেল।

সুচতুর জবাব। অবশ্য তুমি সবসময়ই সুচতুর ছিলে পিটার, এ জন্যই নাওমি তোমার প্রেমে পড়েছিল।

তুমি বোধহয় জানো পুটজি মারা গেছে, বলল পারফিডিয়া।

আমি তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, পারফিডিয়া। ওকে মনে করিয়ে দিল হ্যামিলটন।

ও হ্যাঁ, লিখেছিলে। ধন্যবাদ। তবে পারফিডিয়া হ্যামিলটনকে নাওমির বিষয়ে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেনি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, পিটার। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল পারফিডিয়া। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কথা বলা যাবে, শান্ত গলায় বলল হ্যামিলটন। আমি তোমাদের জন্য সুইট রিজার্ভ করে রাখব। এখন তুমি কোথায়, পারফিডিয়া?

কেন, প্লাজা হোটেলে। বলিনি বুঝি তোমাকে? ওয়েড ফ্রেঞ্চের সঙ্গে চা খাচ্ছিলাম। ওকে তোমার নিশ্চয় মনে আছে।

ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের দৌলতে বছর কয়েক আগে ফ্রেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় হ্যামিলটনে। ওই সময় নাওমির সঙ্গেও তার পরিচয়। নাওমি এমন ক্রেজি মেয়ে জীবনে দেখেনি সে। ভীষণ যৌনাবেদনময়ী। ওর কথা মনে পড়তেই স্যালির দিকে ফিরে চোখ টিপল হ্যামিলটন। ওদের দুজনের মধ্যে কি কোনো তুলনা করা যায়? নাওমি ছিল এক সেক্স মেশিন। প্রেম করার সময় ফোনটোন এলে সে বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠত। অথচ স্যালি মাথার নিচে হাত রেখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। শুনছে হ্যামিলনের কথা। স্যালিও বেশ বুনো তবে কামুকী নয়। স্যালিকে সে বিশ্বাস করে নাওমির মতো তাকে নিঃস্ব করে ছেড়ে চলে যাবে না। না, দুজনে এরকম নয়। স্যালি একজন হিউম্যান বিয়িং।

এরপরে রিসিভারে একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল হ্যামিলটন। হ্যালো, পিটার।

ওয়েড, তোমার সঙ্গে আবার কথা বলে ভালো লাগছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কথাগুলো বেরিয়ে এলো হ্যামিলটনের মুখ থেকে।

পারফিডিয়া যখন ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছাবে আমিও একই সময় পৌঁছে যাব, বলল ফ্রেঞ্চ। ফেলিক্সের সঙ্গে দেখা করা দরকার। বেভারলি হিলসে কি আমার জন্যও একটি ঘর ঠিক করে দেওয়া যাবে?

যাবে।

তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

আরে এটা কোনো ব্যাপার না।

আমরা নিজেদের মতো করে পৌঁছে যাব হোটেলে। গাড়ি পাঠাতে হবে না।

ঠিক আছে।

দেখা হবে, স্লোর্ট, বলল ফ্রেঞ্চ।

ফোন রেখে দিল হ্যামিলটন। স্যালির দিকে ফিরল।

পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিল ফোন করেছিল। দ্যা ব্ল্যাক কুইন অভ কাপ্রি। লস এঞ্জেলসে আসছে সে।

গড, গুঙিয়ে উঠল স্যালি। কত লোকজনই যে আমরা পাব এখানে। ভার্জিনিয়া, ফেলিক্স... ওরা।

এবং ওয়েড ফ্রেঞ্চ। তুমি বোধহয় ওরা কথা শোননি। সে পেশায় আইনজীবী। হারামি লোক।

স্যালি বলল, ফাক দেম অল। এসো আমাদের অ্যানাটমি লেসনে ফিরে যাই।



ওয়েড ফ্রেঞ্চ একবার প্যারিসে দুই পতিতা ভাড়া করেছিল। তবে তাদের সঙ্গে পারফিডিয়া এবং তার মেয়ের তুলনাই হতে পারে না। এখন সে বুঝতে পারছে ব্যারল পুটজি ভন থার্নস্টিল কীভাবে মারা গিয়েছিল। হুইস্কি পান করে এবং খানিকটা বিশ্রাম নেওয়ার পরে এখনও ধুকধুক করছে ফ্রেঞ্চের কলজে। তার প্রায় হার্ট অ্যাটাকের দশা হয়েছিল। সে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে ইভলিনের কক্ষ অভিমুখে চলল।

ওয়েড, দরজা খুলে দিল ইভলিন, ভেতরে এসো, ডিয়ার। তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। তোমার জন্য স্ন্যাক বানিয়ে দিই?

না, না, ইভলিন। লাগবে না। তুমি বরং আমাকে এক গ্লাস স্কচ দিতে পার।

লিভিংরুমে বসল ফ্রেঞ্চ। ইভলিন মিউজিক চালিয়ে দিয়ে ওর জন্য বরফ মিশিয়ে হুইস্কি নিয়ে এলো। ওর বিপরীত দিকের চেয়ারে বসল। তাকাল ফ্রেঞ্চের দিকে।

ওয়েল, ইভলিন, সাবধানে বলল ফ্রেঞ্চ। আমাকে বোধহয় ক্যালিফোর্নিয়া যেতে হবে ফেলিক্সকে কিছু কাগজপত্র দিতে। তবে ও খুব একটা সহযোগিতা করছে না। ও কোথায় উঠবে বলছে না।

হোটেলগুলো চেক করো, বিরক্ত গলায় বলল ইভলিন।

ইভলিন, থুতনি চুলকাল ফ্রেঞ্চ। কামায়নি বলে মুখ ভর্তি গিজগিজে দাড়ি। আমি একটা পুনর্মিলন আশা করছি। দুই পুরনো বন্ধু, তোমরা দুজনেই। আই উড হেট টু সি

ওয়েড ফেলিক্সের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে, খিটখিটে গলায় বলল ইভলিন। কোনো পুনর্মিলনী হবার সম্ভাবনা নেই।

ইভলিনের মুখখানা লম্বা। প্লাক করা ভুরু। পাতলা ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ। ইভলিন দেখতে মন্দ নয়। ওকে পারফিডিয়ার কথা বলতে হবে ফ্রেঞ্চকে। সে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। তুমি কি জানো পারফিডিয়া এসেছে শহরে?

হ্যাঁ, আজ বিকেলে ফোন করেছিল। অল্পক্ষণ কথা হয়েছে। ইভলিনের চেহারায় শয়তানী ফুটল। ওর মেয়েও ওর সঙ্গে নাকি?

মেরিনা ভন থার্নস্টিল। হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।

মেরিনা এবং তার মার সঙ্গে সঙ্গম দৃশ্যের কথা মনে পড়তে বিব্রতবোধ করে ফ্রেঞ্চ। মেরিনার সঙ্গে ও যখন মিলিত হচ্ছিল, পারফিডিয়া বসে বসে দেখছিল। মাঝে মাঝে হাত নাড়িয়ে ফ্রেঞ্চের অন্ডকোষ টিপে দিচ্ছিল আর কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে হাসছিল। যেন ফ্রেঞ্চ তার মেয়েকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছে। এরপর ফ্রেঞ্চ পারফিডিয়ার সঙ্গে প্রেম করে।

ইভলিন একটি আঙুল ঠোঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে সামনের দাঁতে আলতভাবে ঘষতে ঘষতে বলল, জানো, মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় মেরিনা মোটেই পুটজির মেয়ে নয়।

তাহলে কার মেয়ে?

সিনক্লেয়ারের।

মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ। যদি তাই হবে তাহলে কিসের এত স্ক্যান্ডাল? সে যদি সিনক্লেয়ারের মেয়ে হতো তাহলে বুড়ো এত লাফালাফি করত না।

কাঁধ ঝাঁকাল ইভলিন। হয়তো পারফিডিয়া তাকে ধারণা দিয়েছে মেরিনা পুটজির মেয়ে। হয়তো ও স্রেফ স্বাধীনতা চেয়েছিল। ইট ওয়াজ আ পারফেক্ট এক্সকিউজ। কোনো ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে?

বলেছিলাম আমি, স্মরণ করল ফ্রেঞ্চ। কিন্তু নাথান রাজি হননি। পারফিডিয়া গোটা দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করেছিল পুটজি ভন থার্নস্টিলের সঙ্গে বৈকালিক অভিসারের ফসল মেরিনা।

কাপ্রি দ্বীপে বসে এ ঘটনা ঘটেছিল, হিসিয়ে উঠল ইভলিন। নাথান খুব আঘাত পেয়েছিলেন। মনে আছে উনি খুব অপমান বোধ করছিলেন।

নাথানের বয়স তখন সত্তর, বলল ফ্রেঞ্চ। ওই বয়সে বাবা হওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না।

মাথা নাড়ল ইভলিন। বহু বাহাত্তুরে বুড়ো বাবা হয়। আমি শিওর তার বাবা হওয়ার ক্ষমতা ছিল।

শিওর? বাঁকা গলায় প্রশ্ন করল ফ্রেঞ্চ। তুমি কী করে শিওর হও?

আমি জানি বলেই শিওর হচ্ছি, রহস্যময় হাসল ইভলিন। নাথানের সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার ছিল। এজন্যই আমি এতটা শিওর হতে পারছি। তার পচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের অ্যাফেয়ার চলেছে। তুমি বোধহয় ব্যাপারটা জানতে না, তাই না? এখন তোমাকে কথাটা বলছি কারণ তুমি আমার লইয়ার।

দুর্বল গলায় ফ্রেঞ্চ বলল, আমি কী করে এসব কথা জানব?

হেসে উঠল ইভলিন। শুনে খুব শেকড হলে মনে হচ্ছে।

ইভলিন, মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ। আমি এখন আর কিছুতে শকড হই না। তোমার কি মনে হয় ফেলিক্সের প্রমোশন পাবার ব্যাপারে নাথান সিনক্লেয়ারের কাছে নিজেকে তুলে দেয়াটা ভূমিকা রেখেছিল।

আমার তাই মনে হয়, একমত হলো ইভলিন। আমি প্রায়ই নাথানের কর্পোরেট অফিসগুলোতে যেতাম। নাথান কনফারেন্স টেবিলের ওপর প্রেম করতে সবচেয়ে পছন্দ করত। তবে সে অনেক আগের কথা। ফেলিক্স কোনোদিন জানতে পারবে না আমি তার বিজনেস ক্যারিয়ারে কতটা সাহায্য করেছি। অথচ সে আমাকে সবসময় অভিযোগ করেছে আমি তাকে কোনোরকম সহযোগিতা করছি না। কিন্তু ওয়েড ও যদি জানত আমি ওর জন্য কী করেছি তাহলে গোটা কোম্পানি আমার হাতে তুলে দিত।

শান্ত থাকার চেষ্টা করেও পারল না ফ্রেঞ্চ। প্রায় ধমকের সুরে জানতে চাইল, কতবার, ইভলিন?

অসংখ্যবার, নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল ইভলিন। হিসাব রাখিনি। হাত বাড়াল সে, দেখি, তোমার গ্লাসটা ভরে দিই।

মদের গ্লাসটা ভরে দিয়ে ইভলিন বলল, জানি এসব কথা শুনে তোমার খুব অবাক লাগছে, ওয়েড। তবে এখন তো সবই জানলে। তুমি সবসময় ভাবতে আমি দূরগ্রহের কোনো মানুষ। আউটার স্পেসের শীতল নারী। আমার আউটার স্পেস, মেইন শহরে।

আমি সত্যি বিস্মিত হয়েছি, স্বীকার করল ফ্রেঞ্চ। পায়ের ওপর পা তুলে দিল। তবে তোমাকে কখনো শীতল ভাবিনি, ভেবেছি তুমি অগম্য— তোমার ধারেকাছেও ঘেঁষা যায় না।

হাসল ইভলিন। তাই নাকি? সে ফ্রেঞ্চের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। ওয়েড তুমি কখনো আমাকে তোমার সঙ্গে বিছানায় যেতে বলনি কেন? বাক্যহারা হয়ে গেল ফ্রেঞ্চ। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। ওয়েড, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

ইভলিন, আমি আ... তোমাকে কখনো প্রস্তাব দেওয়ার কথা মাথাতেই আসে নি।

প্রস্তাব দাও।

ইভলিন, প্লিজ। বিড়বিড় করল সে। আমার মাথায় কেমন গোলমাল লেগে গেছে। আসলে সে এখন আর সঙ্গম করতে পারবে না। পারফিডিয়া এবং তার মেয়ে তাকে এমন চুষে ছিবড়ে ফেলেছে যে আগামী এক সপ্তাহ লাগবে সুস্থির হতে। ইভলিন, ফেলিক্স আমার একজন ভালো বন্ধু।

শাট আপ। ধমক দিল ইভলিন। বললাম না ওর সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই। আমি এখন বাঁধনহারা। আমি সবসময়ই বাঁধনহারা ছিলাম বিশেষ করে এখন যখন আমি ভাবছি সে ভার্জিনিয়া প্রেসটনের সঙ্গে শুচ্ছে।

শুচ্ছে কিনা তা তো জানি না।

স্টপ ইট, ওয়েড। বোকা সাজার চেষ্টা করো না। অবশ্যই ও শুচ্ছে। তোমার কি ধারণা ভার্জিনিয়ার মতো মেয়ে তার জালে ধরা পড়া ছোট মাছটিকে পালিয়ে যেতে দেবে?

তুমি হয়তো ঠিকই বলছ তবে মিনমিন করল ফ্রেঞ্চ।

সিধে হলো ইভলিন। তুমি কি আমার সঙ্গে বিছানায় যেতে চাইছ না?

ইভলিন, এ মুহূর্তে আমি পারব না। আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে না।

সে গ্লাসটা টেবিলে রেখে চেয়ার ছাড়ল। আমি দুঃখিত ইভলিন, তবে আমাকে কিছু এথিক মেনে চলতে হয়।

এথিক! আমাকে হাসিও না।

হ্যাঁ, কিছু নৈতিকতা আমি মেনে চলি, বলল ফ্রেঞ্চ। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না তবে তোমার অ্যাটর্নি হিসেবে যেহেতু কাজ করছি কাজেই আমার উচিত হবে না...

উচিত-অনুচিত আমাকে শেখাতে এসো না, ওয়েড। থুতনির নিচে আঙুলের গাঁট ঠেকাল ইভলিন। আসল কথা হলো আমাকে তোমার আকর্ষণীয় মনে হয় না– কিংবা আবেদনময়ী।

ইভলিন, দৃঢ় গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। তোমার কথা সত্য নয়। তবে তোমাকে বুঝতে হবে সবকিছুর জন্য একটা সময় থাকে। আর এখন সে সময় নয়। পরে, যখন সব ঝামেলা মিটে যাবে, তখন তুমি যদি আমাকে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে বলো নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করব আমি। পরে যদি তুমি আমাকে একটু ভালোবাসতে পার তাহলে হয়তো আমরা

আহেম, আহেম, ঠাট্টার সুরে বলল ইভলিন। তুমি বোধকরি বিয়ের কথা বলছ? কদম পিছাল সে। ওটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো সেক্স।

প্লেইন সেক্স। মনে হয় না আর কোনোদিন বিয়ে করব। আর এটার প্রয়োজনও তো **নেই, তাই** না, আমার সপ্তাহে দুই-তিন দিন সেক্সের দরকার হয়। ওসব 'আই লাভ **ইউ** টাভ ইউ'তে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি পিওর সেক্স।

ইভলিন, ফিসফিসিয়ে বলল ফ্রেঞ্চ। ইভলিন, তুমি আমাকে হতাশ করছ। তুমি আমাকে হতভম্ব করে দিচ্ছ।

তোমাকে হতভম্ব করে দিচ্ছি? শিস দিল ইভলিন। তোমাকে এখন আমি হতভম্ব করে দেব, ওয়েড।

বলেই স্কার্ট খুলে ফেলল ইভলিন। নিচে কিছু পরেনি সে। তার দুই উরুর মাঝখানে গভীর জঙ্গল। জ্বলজ্বলে চোখে ওয়েডের দিকে তাকাল সে।

ইভলিন, ককিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ, প্লিজ

পালাবার চেষ্টা করল ফ্রেঞ্চ। কিন্তু পালাতে পারল না। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইভলিন। ওকে জাপটে ধরে টানতে টানতে চলল বেডরুমে। কামুকী এই নারীর কাছে উপায় না দেখে আত্মসমর্পণ করল ওয়েড ফ্রেঞ্চ।



নাথান সিনক্লেয়ারকে মিডিয়ার হাত থেকে আড়াল করে রাখার দায়িত্বটা সুচারুভাবে পালন করে তাঁর অতি বিশ্বস্ত শিষ্য পল। সে জানে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছে পারফিডিয়া তার কন্যাসহ, এবং ওয়েড ফ্রেঞ্চও।

সে তার বসম্যানের সঙ্গে আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নিল প্লাজা হোটেল এক্সপ্লোরেটরি মিশনে পাঠাবে সাস্টার এবং বেবিলনকে। পরে করণীয় নিয়ে সদর দপ্তরে বসে পরিকল্পনা করা হবে। পল জানে তার বসম্যান যদি জানতে পারেন পারফিডিয়া এবং মেরিনা ভন থার্নস্টিল এ শহরে এসেছে তাহলে তিনি রেগে উন্মাদ হয়ে যাবেন।

পল হুকুম জারি করল। সে তার ছেলে দুটিকে এই বলে সতর্ক করে দিল সন্দেহভাজনদের ওপর শুধু নজর রাখতে হবে, এর বেশি কিছু করা যাবে না। খুঁজে বের করতে হবে পারফিডিয়া কোনো রুমে উঠেছে এবং লক্ষ রাখতে হবে তার ঘরে কে আসছে-যাচ্ছে। হোটেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাপটি মেরে থাকবে তারা। সময় কাটাতে জুতোয় কালি করাবে, পত্রিকা কিনে পড়বে।

ওদেরকে কাজটা করতে হবে ছদ্মবেশে। একদম লো-প্রোফাইলে থাকবে তারা। বেবিলনকে পরানো হলো কোঁকড়া চুলের সোনালি পরচুলা। আর সাস্টার বাদামি চুলের উইগ। তারপর তারা অভিযানে নেমে পড়ল।

ছেলে দুটি পার্ক এভিন্যু থেকে হেঁটে যথাসময়ে হোটেলে পৌঁছাল টার্গেট ওয়ান পারফিডিয়ার ওপর লক্ষ রাখতে। দেখল সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটি ট্যাক্সি ক্যাবে উঠে পড়ল। পারফিডিয়াকে দেখামাত্র তারা চিনে ফেলল। পল ওদেরকে এই মহিলার ছবি দেখিয়েছে। পারফিডিয়ার মুখ লাশের মতো গম্ভীর এবং মনমরা। যেন সাগর থেকে ঝড় আসছে। মনে মনে বলল বেবিলন। বসম্যান কেন এই মহিলাকে অপছন্দ করেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

পারফিডিয়া চলে যাওয়ার পরে ওরা লবিতে উদাস মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল, চক্কর দিল পাম কোর্ট, মেনুতে চোখ বুলাল। ঘন্টাখানেক এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করে সাস্টার বেবিলনের পাঁজরে কনুইয়ে খোঁচা মেরে এলিভেটরের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল।

বেবি জায়গায় যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মেরিনা ভন থার্নস্টিলকে দেখছে সে। মেয়ে তো নয় হুরপরী। লবির আলোয় তার কোমল, মসৃণ কালো কেশরাজি চকচক করছে। ছোট করে ছাঁটা চুল। এমন সুন্দরী জীবনে দেখেনি বেবি। মেয়েটির গালজোড়া গোলাপি, চোখ ঝিকমিক করছে উত্তেজনা। চারপাশে চোখ বুলাল সে। তার মায়ের খোঁজে? নাকি মা আশেপাশে নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে? তার ঠোঁটজোড়া ভেজা ভেজা, লাল টকটকে লিপস্টিকে রাঙানো, কিউপিড আকৃতির। ডিনামাইট। ভাবল বেবি। সে নড়াচড়া করতে ভুলে গেছে। স্রেফ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে। মেরিনা ওদেরকে লক্ষ করল না– করবেই বা কেন। ঘুরল সে, লম্বা পা ফেলে এন্ট্রান্সের দিকে চলল। সাস্টার বেবিলনকে আবার গুঁতো মারল।

জেগে ওঠো।

মায়াবতী, বলল বেবি।

ওকে অনুসরণ করে ওরা চলে এলো বাইরে। ক্যানোপির নিচ দিয়ে বামে মোড় নিল মেরিনা, চলেছে সেন্ট্রাল পার্কের দিকে। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি-ঘোড়া, কিন্তু ওদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে সে ছুটে গেল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারিজগুলোর দিকে। ফুটপাতে উঠে ঘুরল মেরিনা। হাত তুলল। বেবি এক মুহূর্তের জন্য ভাবল মেয়েটি বোধহয় তাকে ডাকছে। ওর দিকে চোখ রেখে সামনে কদম বাড়াল বেবি।

আর ঠিক তখন একটা ট্যাক্সিক্যাব ওর বাম পায়ের আঙুলগুলো মাড়িয়ে চলে গেল।

আউউউউ, ব্যথায় ত্রাহি চিৎকার দিল বেবি।

ক্যাব ড্রাইভার এক সেকেন্ডের জন্য মন্থর করল গতি। ওকে একটা গালি দিয়ে চলে গেল।

মেরিনা বেবির আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে। শব্দ লক্ষ করে তাকাল এবং এই প্রথম ওকে দেখতে পেল। তার পরীর মতো মুখে চমকিত একটুকরো হাসি ফুটল। সাদা দাঁত বের করে হাসল সে। তার হাসি দেখে পায়ের বেদনার কথা ভুলে গেল বেবি। মেরিনা এবারে হাত তুলে ওকে লক্ষ করে নাড়ল।

শিট। গর্জে উঠল সাস্টার। তুমি আমাদের কভার নষ্ট করে ফেললে, স্টুপিড অ্যাসহোল।

গালিগালাজ করো না, বলল বেবি। ওই ব্যাটাই তো আমার পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেল।

সাট আপ, ক্রিপ, বলল সাস্টার। লোকটা তোমার সবগুলো হাড্ডি ভেঙে দিলেই ভালো হতো।

ওভাবে বলছ কেন? আমাকে একটা হ্যামবার্গার কিনে দাও।

যীশাস, বিড়বিড় করল সাস্টার। হাদা কোথাকার।

মেয়েটি চলে গেছে। সুন্দর একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে চলে গেছে সে। বেবির চোখে জল এসে গেল।

এসো, রুক্ষ গলায় বলল সাস্টার। আমি তোমাকে হ্যামবার্গার কিনে দিচ্ছি, ইউ স্টুপিড ইডিয়ট।

বেবিলন মোটেই স্টুপিড নয়। আসলে সে সুন্দরভাবে কথা বলতেই ভুলে গেছে। বসম্যানের সামনে ওরা কখনো কথা বলে না। গত তিন-চার বছরে বেবিলন খুব কমই কথা বলার সুযোগ পেয়েছে।

বেবিলন এসেছে নিউইয়র্কের স্কারসডেল থেকে। সে গ্রেড স্কুলে পড়াশোনা করত। তারপর বাড়ি থেকে পালায়। কিছুদিন বাদে পল, সাস্টার এবং সিমনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সোহোর একটি দরিদ্র পল্লিতে, নোংরা পরিবেশের মাঝে ওরা তাকে খুঁজে পায়। ওখানে পর্নো মডেল হিসেবে কাজ করত বেবিলন, মাদক নিত। বেবিলনের মাথায় একটু গোলমাল আছে। আর তার আসল নাম বেবিলনও নয়। তার আসল নাম জর্জ। এটুকু তার মনে আছে।

বেবিলন একবার ভাবল ঘোড়ার গাড়ির পেছনে দৌড় দেবে কিনা। কিন্তু সাস্টার তাকে ধরে রাস্তার মোড় থেকে নিয়ে এলো। হাঁটতে হাঁটতে ঢুকল ফিফটি-সেভেনস স্ট্রিটের একটি খাবারের দোকানে। লাইনে দাঁড়িয়ে ওরা দুটো হ্যামবার্গার এবং কেকের অর্ডার দিল। ছোট একটি টেবিলে দুজনে বসার পরে সাস্টার বলল, তুমি তখন ওরকম বেল্লিকের মতো চিৎকার করে উঠেছিলে কেন?

বেল্লিকের মতো চিৎকার করিনি। লোকটা আমার পা মাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। মেয়েটি ভারি মায়াবতী। সাস্টারকে হ্যামবার্গারে কামড় দিতে দেখে চুপ করে গেল বেবিলন। সে শুধু মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল। সুন্দর সুন্দর দৃশ্য ভেসে উঠল চোখে নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলা, মেয়েটির চোখের উজ্জ্বলতা। বেবি অরণ্য এবং স্রোতস্বিনী দেখতে পেল। সাগর তীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, সোনালি বালুকাবেলা। দেখল মেয়েটির লাল টুকটুকে ঠোঁট।

বেবি, শান্ত গলায় বলল সাস্টার। তোমার টাইতে কেচাপ লেগে যাচ্ছে।

টাই। ও হ্যাঁ, সে তো টাই পরে আছে। মেয়েটি তার বন্ধুদের থেকে একদম আলাদা। বন্ধু, সে যদি ওই সোনালি বালুকাবেলা, নীল সমুদ্র এবং মেয়েটির লাল ঠোঁট ওর নরম শরীরের ছোঁয়া পায় তাহলে আর তার বন্ধুদের দরকার নেই।

খাওয়ায় মনোযোগ দাও, হিসহিস করল সাস্টার, কল্পনার জগৎ থেকে ফিরে এসো, নির্বোধ।

আমাকে নির্বোধ বলো না। বিরক্ত গলায় বলল বেবি। হ্যামবার্গারটি নামিয়ে রেখে সে কটমট করে তাকাল সাস্টারের দিকে। খারাপ!

সাস্টার হাত বাড়িয়ে ওর কব্জি চেপে ধরে মুচড়ে দিল। এর আগেও সে এ কাজ করেছে। প্রায়ই করে। খুব সাবধানে বেবি তার ডান হাত রাখল সাস্টারের হাতের ওপর। তারপর ওর আঙুলের গাঁটে জোরে চিমটি কাটল। ব্যথায় কাতরে উঠল সাস্টার। হাসল বেবিলন।

স্টপ ইট। ইডিয়ট। স্টপ ইট।

বেবি ওর হাত ছেড়ে দিল। সাস্টার হাতটা টেনে নিল। তার কপালে ঘাম জমেছে। বাম হাত দিয়ে বেবির হাত চেপে ধরল সে।

ফাকিং ইডিয়ট, কী করছ তুমি?

খারাপ! পুনরাবৃত্তি করল বেবি। তোমরা খারাপ লোক। সাস্টারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কী বলছ তুমি?

তোমরা যা করছ তা খারাপ, আত্মতৃপ্তির সুরে বলল বেবিলন।

আমরা কী করছি?

তুমি মেয়েটাকে ব্যথা দিয়েছ।

কোন মেয়ে? সাস্টারের চোখে উদ্বেগ।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল বেবি। বার্থডে গার্ল।

সাস্টার দাঁত-মুখ খিঁচাল। কিসের বার্থডে গার্ল?

ওর বুকে ঘুষি মারল বেবি। আমি জানি, সে মৃদু গলায় বলল। তার এখন আর হ্যামবার্গারের দরকার নেই। সে সিধে হলো। বিদায়।

লাফ মেরে খাড়া হলো সাস্টার। বিদায় মানে? জবাব দিল না বেবি। ঘুরল সে, পা বাড়াল দরজায়।

বাইরে তাজা হাওয়ায় চলে গেল। দ্রুত পা চালাল রাস্তায়। ফিরে চলল হোটেলে। শুনতে পেল পেছনে হাঁপাচ্ছে সাস্টার।

তুমি যাচ্ছ কোথায়? চেঁচাল সে। বেবি, চলে এসো। আমরা স্রেফ খেলা করছিলাম।

ঘুরল বেবি, রাগে জ্বলছে চোখ। সাস্টারের নাকের নিচে মুঠো পাকাল। চলে যাও। চলে যাও, খারাপ মানুষ। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? চলেছ কোথায়? মেয়েটির খোঁজে। জবাব দিল বেবি। কালো চুলের মেয়েটাকে তার খুঁজে পেতে হবে। পরীর মতো মেয়েটিকে সে ভালোবেসে ফেলেছে।

সাস্টার ওকে টেনে ধরার চেষ্টা করল, ঝাঁকি মেরে নিজেকে মুক্ত করল বেবিলন। চলে যাও।

সে প্লাজার সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে পার্কে ঢুকল। জ্যাকেট খুলে কাঁধে রাখল। তারপর ছুটতে শুরু করল। সাদা ঘোড়াটার নাগাল পেতে হবে। যেভাবেই হোক। একশো গজ দৌড়ানোর পরে দাঁড়িয়ে পড়ল বেবি। তাকাল পেছন ফিরে। সাস্টার ক্যারিজগুলোর পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে রাগ এবং হতাশা।



সাস্টার জানে সে সব ভণ্ডুল করে ফেলেছে। কিন্তু জানে না পলকে কী কৈফিয়ত দেবে। মেজাজ হারানো তার মোটেই উচিত হয়নি। পার্ক এভিন্যুতে ফেরার সময় গল্পটি মনে মনে সাজিয়ে নিল সে। পলকে বলবে পালিয়ে গেছে বেবিলন। তবে ছোকরা যে টার্গেট ওয়ানের মেয়ের খোঁজে গেছে তা কিছুতেই বলা যাবে না। বলবে হঠাৎ করেই সে দেখে লাপাত্তা বেবি।

এলিভেটর থেকে চিন্তিত চেহারা নিয়ে সাস্টার বেরিয়ে দেখে পল ব্যস্ত। এন্টাররুমে বসে আছে দাম্ভিক আইনজীবী। অপেক্ষা করছে কখন জ্যান্ত হয়ে উঠবে ইন্টারকম। ওয়েড ফ্রেঞ্চকেও উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে।

পল বলছিল, আপনাকে তো বললামই মি. ফ্রেঞ্চ, মি. সিনক্লেয়ার ঘুমাচ্ছেন।

তাহলে ওনাকে ঘুম থেকে তোল, ফর ক্রাইস্টস লেক, রাগের চোটে চেঁচিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।

বসম্যানকে ঘুম থেকে তুলবে কিনা চিন্তা করছে পল। এমন সময় সাস্টারকে চোখে পড়ল তার। সাস্টার একা। ভোঁতা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সে ডেস্ক ঘুরে এলো।

কোথায়

ফিসফিস করল সাস্টার। হারামজাদা পালিয়েছে।

শক্ত হয়ে গেল পলের ভুরু। পালিয়েছে? ফ্রেঞ্চের উপস্থিতি ভুলে সে চেঁচিয়ে উঠল।

মাথা ঝাঁকাল সাস্টার।

পল বলল, এ নিয়ে পরে কথা বলব। ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ফিরল ফ্রেঞ্চের দিকে। বসে থাকুন। দেখি উনি কথা বলবেন কিনা।

সাস্টার ঘরের আরেক কোণে একটি আরাম কেদারায় গিয়ে বসল। ফ্রেঞ্চ সাস্টারকে শুধু আরেকজন মক্কেল হিসেবে জানে। সে বুকে হাত বেঁধে সাস্টারের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর চোখ ফেরাল নগ্ন দেয়ালে। ওরা দেয়ালে কোনো ছবি-টবিও ঝোলায়নি।

অনেকক্ষণ পরে ফ্রেঞ্চের তাই মনে হলো, ফিরে এলো পল। সে সাস্টারের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শীতল চোখ রাখল ফ্রেঞ্চের ওপর। ফোন তুলুন। উনি কথা বলবেন। তবে জলদি সারবেন।

সাস্টারের দিকে কুটিল চোখে আরেকবার তাকাল ফ্রেঞ্চ।

এর কী হবে?

ইটস অলরাইট, বলল পল। সাস্টার তার ব্রুমস ব্রাদার্স শার্টের নিচে হাত ঢুকিয়ে বগল চুলকাতে লাগল। সে জানে ওরা কী বলবে। বেবিকে খুঁজে বের করতে হবে এবং ওকে সরিয়ে দিতে হবে।

বসম্যানের কণ্ঠ যেন বিস্ফারিত হলো ঘরের মধ্যে। হ্যাঁ, বলো, ফ্রেঞ্চ।

গুড আফটারনুন, মি. সিনক্লেয়ার।

গুড আফটারনুনের গুষ্টি কিলাই, ফ্রেঞ্চ।

বাহ্, দারুণ শুরু, ভাবল সাস্টার। মি. সিনক্লেয়ার, একটা সমস্যা হয়েছে, বলল ফ্রেঞ্চ।

সমস্যা! নতুন সমস্যাটা আবার কী, ফ্রেঞ্চ?

হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরল ফ্রেঞ্চ। আমার কাছে খবর আছে ...

বলে ফেল, ফর ক্রাইস্টস শেক।

সামনে ঝুঁকল ফ্রেঞ্চ। ব্যারোনেস ভন থার্নস্টিল নিউইয়র্কে এসেছেন।

কী! বসম্যানের কণ্ঠ ক্যাঁক ক্যাঁক করে উঠল। কী বললে?

পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার নিউইয়র্কে, স্যার।

সাস্টার দেখল পলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার মানে বসম্যানকে সে খবরটা এখনও দেয়নি।

যীশাস ক্রাইস্ট! আমাকে এ কথা আগে বলা হয়নি কেন?

তাতো জানি না, কুটিল গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। পলের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি এখন আপনাকে বললাম।

তারপর ভীতিকর নীরবতা নেমে এলো ঘরে। বসম্যানের ক্রোধান্বিত গোঙানি শোনা যেতে লাগল। এমনকি সাস্টার, যে নিজের দুর্দশা নিয়ে মহাচিন্তিত, সেও নাথানের রাগ দেখে উত্তেজিত হলো।

মাগি! তার কত বড় সাহস সে নিউইয়র্কে আসে। সে নিশ্চয় জানে সবাই তাকে ঘৃণা করে। সে কি জানে না প্রতিশোধ হচ্ছে এদের পেশা, কাজের অংশ। তার ইনটেস্টাইন যেন লম্বা একটি সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাল।

ঠিক আছে, ফ্রেঞ্চ। বলো ওই মাগি কেন নিউইয়র্কে এসেছে? কী কারণে?

মন্থর গলায় পারফিডিয়ার নিউইয়র্কে আসার কারণ ব্যাখ্যা দিল ফ্রেঞ্চ। মি. সিনক্লেয়ার, উনি টাকা চাইছেন।

আবার উন্মত্ত চিৎকার। কী?

জী, ধীর কণ্ঠে বলল ফ্রেঞ্চ, যেন মুহূর্তটি উপভোগ করছে।

টাকা।

বসম্যান বললেন, কীভাবে? কেন?

মি. সিনক্লেয়ার, বলে চলল ফ্রেঞ্চ। উনি এক মিলিয়ন ডলার চাইছেন।

বসম্যান রাগের চোটে হাঁপাতে লাগলেন। আগে আমি ওর লাশ দেখব।

পল তাকাল সাস্টারের দিকে। সাস্টার অনুভব করল তার ইনটেস্টাইন সাপটি বিষ ঢালছে।

বিড়বিড় করে বলল ফ্রেঞ্চ। বিষয়টি বই নিয়ে, স্যার।

কী? জোরে বলো।

বললাম বিষয়টি বই নিয়ে, স্যার, চেঁচাল ফ্রেঞ্চ। *পাওয়ার হাউজ*। উনি নিজেকে বইটির মধ্যে দেখতে পেয়েছেন।

খ্যাড়খেড়ে শোনাল বসম্যানের কণ্ঠ। তাতো পাবেই। সে তো ওটার মধ্যে আছেই। তো এ নিয়ে তার মতলব কী?

স্যার, জোর গলায় বলল ফ্রেঞ্চ, স্যার উনি বলছেন উনি শপথ করে বলবেন সব কথা সত্যি। আরও অনেক কথা নাকি তিনি ফাঁস করে দেবেন। বাকিটুকু নাকি নিজেই লিখবেন।

চিৎকার দিয়ে উঠলেন বসম্যান। তারপর চট করে থেমে গেলেন। গোঙানির সুরে বলল, ওহ, অসভ্য মাগি! ফ্রেঞ্চ, ফ্রেঞ্চ, তুমি যাচ্ছ ওখানে?

জী, স্যার।

গড ড্যাম ইট, ফ্রেঞ্চ, এ স্রেফ ব্ল্যাকমেইল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

জী, স্যার। একমত হলো ফ্রেঞ্চ। এ নির্জলা ব্ল্যাকমেইল।

ফ্রেঞ্চ! ফ্রেঞ্চ! তুমি কী করবে বলো? আমাকে বলো এ নিয়ে তুমি কী অ্যাকশন নেবে?

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেঞ্চ। আমি এ ব্যাপারে তেমন কিছুই করতে পারব না, স্যার। তিনি নিজের অবস্থানে শক্তভাবেই আছেন। তিনি টাকা চাইছেন– তাঁর চ্যারিটির জন্য।

তার কিসের জন্য? বিস্মিত বসম্যান।

তার চ্যারিটি, চেঁচাল ফ্রেঞ্চ। কাপ্রিকে রক্ষার জন্য।

কাপ্রিকে রক্ষার জন্য? তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো, ফ্রেঞ্চ। ও কেন কাপ্রিকে রক্ষা করতে যাবে?

এটি তার বাড়ি, মি. সিনক্লেয়ার, বলল ফ্রেঞ্চ।

হুঙ্কার ছাড়লেন বসম্যান। তার ফাকিং বাড়ি ফাকিং সাগরের মধ্যে ডুবে গেলে যাক। আই ফাকিং কেয়ার।

ধৈর্য ধরে মাথা দোলাল ফ্রেঞ্চ। আমিও ওনাকে একই কথা বলেছিলাম, স্যার। কিন্তু উনি কোনো কথাই শুনতে রাজি নন।

আরে এই মহিলা মরে না কেন?

পল সাস্টারের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। পরক্ষণে তার কপাল কুঞ্চিত হলো। মনে পড়ল বেবি নিখোঁজ।

ওনার শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালোই দেখলাম, মি. সিনক্লেয়ার।

হুঁ, হুঁ। জানি তো ওর শরীর স্বাস্থ্য ভালোই আছে। এটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমি ওর ধ্বংস চাই, ফ্রেঞ্চ। ও যদি মুখ খোলে ওর বিরুদ্ধে মামলা করবে। ও আমার কাছ থেকে যত টাকা চুরি করেছে সব আমি ফেরত চাই। আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি?

জী, স্যার। বলল ফ্রেঞ্চ। তার মুখে এখন আনন্দের হাসি।

স্যার, উনি ডিভোর্স সেটলমেন্ট আবার ওপেন করার হুমকিও দিয়েছেন। আবার বুক নিংড়ানো গোঙানি শোনা গেল। বলছেন তিনি প্রমাণ করে দেবেন ওই মেরিনা ভন থার্নস্টিল আপনারই সন্তান। কারণ পুটজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনেক আগেই নাকি আপনি তাকে গর্ভবতী করেন

ওহ, ওহ, ওহ, ওহ, থুতু ছিটানোর মতো শব্দ করলেন বসম্যান। না, প্লিজ। তুমি কেন আমার ওপর নির্যাতন করছ? তার কণ্ঠ ফিকে হয়ে এলো, তারপর আবার শোনা গেল। অসম্ভব ফ্রেঞ্চ। আমি ওই জাহাজে বসে ওকে স্পর্শই করিনি। ও আমাকে তার কেবিনেই ঢুকতে দেয়নি। ফ্রেঞ্চ, একজন সাক্ষী। নিশ্চয় কোনো সাক্ষী আছে যে দেখেছে ও পুটজি থার্নস্টিলের সঙ্গে সঙ্গম করেছে।

একজন সাক্ষী আছে, স্যার।

হে, হে, হে, কঁকিয়ে উঠলেন বসম্যান।

ইভলিন জেমস, স্যার।

ইভলিন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইভলিন। আশান্বিত শোনাল বসম্যানের কণ্ঠ। ও ওখানে ছিল, ফ্রেঞ্চ।

জী, স্যার ও ওখানে ছিল।

ও কি শপথ করে বলতে পারবে? ও কি ওই ঘরে ছিল? ছিল কি? ও কি শপথ করে বলতে পারবে, ফ্রেঞ্চ।

জী, স্যার, ক্লান্ত গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। ও শপথ করে বলতে পারবে। ও ওদের সঙ্গে বিছানায় ছিল।

সাস্টার এমন আঁতকে উঠল যে ফ্রেঞ্চ মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখল।

ওহ, ওহ, ওহ, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন সিনক্লেয়ার। এসব কী কুৎসিত কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ, ফ্রেঞ্চ।

জীবন, দার্শনিক গলায় বলল ফ্রেঞ্চ, সর্বদাই কুৎসিত স্যার।

ফ্রেঞ্চ, ফালতু কথা বলো না। ইভলিন কি সাক্ষী দেবে?

আমি নিশ্চিত।

কথাটি হজম করলেন বসম্যান, তারপর উচ্চৈঃস্বরে জানতে চাইলেন। এজন্য ওকে কত দিতে হবে, ফ্রেঞ্চ?

ইভলিন আপনার বন্ধু, স্যার। প্রশান্ত গলায় বলল ফ্রেঞ্চ।

বসম্যান হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ পৃথিবীতে আমার অন্তত একজন বন্ধু আছে।

মাত্র একজন? সাস্টার ভাবল। ওরা তো সবাই বসম্যানের বন্ধু। শুধু বেবিলন বাদে। সে দলছুট হয়ে গেছে। তবে সাস্টার এখনও তার বসম্যানের প্রতি বিশ্বস্ত। বেবিলন ফিরে আসবে। ওদেরকে ছাড়া সে বাঁচতেই পারবে না।

ফ্রেঞ্চ, করুণ গলায় বললেন বসম্যান। এ কথা মানতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে যে ইভলিন জেমস এরকম দুটো বেশ্যার সঙ্গে এক বিছানায় গেল।

ফ্রেঞ্চ শান্ত গলায় বলল, ইভলিন অভিযান প্রিয় নারী, স্যার, এখন আপনি হুকুম দিন, স্যার– পারফিডিয়ার ব্যাপারে কী করব?

বসম্যান চিন্তাভাবনা করতে দীর্ঘ সময় নিলেন। তবে তিনি শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে যীশাস, যীশাস, যীশাস ...? বলে চুপ মেরে গেলেন। তার কথা আর শোনা গেল না। পল এবং সাস্টার দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল।

সিধে হলো ফ্রেঞ্চ। তোমরা তো শুনলেই তিনি আমাকে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিলকে এক মিলিয়ন ডলার দেওয়ার অনুমতি জ্ঞাপন করেছেন। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো আপত্তি নেই তো? পল দ্রুত মাথা ঝাঁকাল। কোনো আপত্তি নেই। তার চেহারায় কেমন অসুখী এবং ভীত একটা ভাব লক্ষ করল ফ্রেঞ্চ।

বেশ, বলল সে, আমি ব্যাপারটি দেখছি। আমি ওনাকে সাইন করার জন্য কাগজপত্র পাঠিয়ে দেব?

সেন্ট্রাল পার্ক ধরে ছুটে চলেছে বেবি। এক হাতে জ্যাকেট, অন্য হাতে মাথার সোনালি পরচুলা ঠেসে ধরে রেখেছে যাতে খুলে পড়ে না যায়। সে দৌড়াতেই থাকল। কুড়ি মিনিট কমপক্ষে পাঁচ মাইল রাস্তা দৌড়াল। একটা ক্যারিজের পাশ কাটানোর সময় উঁকি দিল ভেতরে। তারপর আরেকটিতে। অবশেষে ঘণ্টাখানেক হতোদ্যম হয়ে ছোটাছুটি শেষে হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বেবি। ঘামে ভিজে গেছে গা, ফুসফুস ফেটে যেতে চাইছে।

এমন সময় হঠাৎ সে ওকে দেখতে পেল। ওর মখমল কেশ দেখামাত্র ঝড়ের গতিতে সামনে বাড়ল বেবি। ক্যারিজের পেছন পেছন ছুটছে। মেয়েটি ক্যারিজ দিয়ে মুখ বের করে ওকে দেখে হাসল। তারপর জিভ বের করে ভেংচাল। বেবি এক লাফে উঠে পড়ল ঘোড়ার গাড়িতে। লোক উঠেছে বুঝতে পেরে পেছন ফিরে তাকাল গাড়োয়ান। একটা গালি দিয়ে চাবুক মারতে গেল।

না। চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। মেরো না।

বেবি মেয়েটির পাশে কুশনের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে বেদম, কথা বলতে পারছে না।

মেরিনা তার দিকে ফিরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার চোখে বিস্ময় এবং মজা।

কী নাম তোমার? অবশেষে ধীর গলায় জানতে চাইল সে।

জর্জ, বলল সে। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

চোখ মিটমিট করল মেরিনা। তুমি আমাকে ভালোবাস কেন?

তুমি খুব সুন্দর।

হ্যাঁ, মেরিনা বেবির হাত ধরে নিজের বুকে চেপে ধরল। আঙুলে নরম বক্ষের ছোঁয়া পেল বেবি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আবার বলল সে।

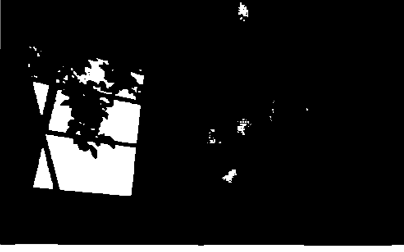
আচ্ছা, হেসে উঠল মেরিনা। আমার সঙ্গে যাবে?

যাবো, চেঁচিয়ে উঠল বেবি। যাবো।

মেরিনার চোখে যেন আগুনের শিখা নাচছে। সে বেবির গালে ঠোঁট ছোঁয়াল, তারপর মুখে। ওর লিপস্টিক মাদকের মতো।

আমার মা-ও তোমাকে খুব পছন্দ করবে, বলল ও।

তুমি আমাদের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া যাবে, কেমন?



ওয়েড ফ্রেঞ্চ প্লাজা হোটেলে পৌঁছে প্রথমেই ইভলিনকে ফোন করল। বলল পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে নাথান সিনক্লেয়ারের তাকে অদূর ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে। কাপ্রিতে ব্যারন পুটজির সঙ্গে পারফিডিয়ার মিলনের বিষয়টি তুলে ধরল সে। ইভলিন তো ওই ঘটনার সাক্ষী ছিল।

ছিলাম ওয়েড, কর্কশ গলায় বলল ইভলিন। আমিই বরং পুটজিকে কাজটা করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। এবং আমি জানি পারফিডিয়ার মধ্যে সে বীজ রোপণ করে দিয়েছিল।

ফ্রেঞ্চ বিব্রত বোধ করল। ইভলিন, তুমি জানো না বিষয়টি আমার জন্য কতটা যন্ত্রণাদায়ক।

এবং কুৎসিতও বটে, না, ওয়েড? ভর্ৎসনার সুরে বলল ইভলিন। কিন্তু একজন আইনজীবীকে এসব নিয়েই কাজ করতে হয়। আর আমি যদি সাক্ষী দেই তাহলে?

তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে, জানাল ফ্রেঞ্চ।

বেশ, বলল ইভলিন। তুমি কখন আসবে ওয়েড? তোমাকে দেখার জন্য আমার আর তর সইছে না। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল দেখা নেই, না?

হ্যাঁ, ইভলিন। আমার এখানে কিছু কাজ আছে। ওগুলো সেরে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাব তোমার ওখানে। একসঙ্গে ডিনার করব কেমন?

আই উড লাভ ইট, ওয়েড, হাসছে ইভলিন।

তাহলে পরে দেখা হবে, ডার্লিং।

ফোন বুথ থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো ফ্রেঞ্চ। নিজের চালাকিতে নিজেই মুগ্ধ। সে দুপক্ষকেই সমান সামাল দিয়েছে। পারফিডিয়ার সুইটে ফোন করল। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল পারফিডিয়া।

হ্যালো, বলল ফ্রেঞ্চ। আমি নিচে আছি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমি আসব?

আসতে পারলে আস। বলল পারফিডিয়া। সবাই এখানে আছে।

এভাবে জর্জের সঙ্গে পরিচয় হলো ওয়েড ফ্রেঞ্চের। সে সুইটে ঢুকে দেখে পারফিডিয়া রাগে গর্জাচ্ছে। তার মুখচোখ লাল। সে একটিও কথা বলল না। ফ্রেঞ্চের হাত ধরে ঘরে টেনে নিয়ে এলো, ঠাস করে খুলল বেডরুমের দরজা, আঙুল তুলে বলল, Regardez.

পারফিডিয়া ভেবেছিল ভেতরের দৃশ্যটি দেখে কুঁকড়ে যাবে ফ্রেঞ্চ। কিন্তু সেকরম কিছুই হলো না। সে বিস্মিত হলো না মোটেই। বিছানায় দুটি মানুষ গড়াগড়ি করে আছে। এদের একজন মেরিনা। অপরজন কামানো মাথার এক তরুণ, নীল চোখে বন্য দৃষ্টি। ওরা যৌনসঙ্গমে ব্যক্ত।

Griss Gott. খুশি খুশি গলায় চেঁচাল মেরিনা। এটা জর্জ, আমার বন্ধু।

ফ্রেঞ্চ তাকাল পারফিডিয়ার দিকে। সে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বন্ধ করে দিল দরজা।

ফর গডস শেক, ঘাউ করে উঠল সে। লেটস হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক। আমি এখানে এসে কী দেখতে পেলাম? আমার মেয়ে ওই হারামজাদাকে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে তুলে এনেছে। আমি একে নিয়ে এখন কী করি, ওয়েড? ওর শরীরে যদি অসুখবিসুখ থাকে?

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেঞ্চ। সেই বা কী করবে? আমি একটা স্কচ নিচ্ছি। বলল সে।

পারফিডিয়া ধপ করে বসে পড়ল কাউচে। আমার জন্য ডাবল বানাও যীশাস ক্রাইস্ট।

ফ্রেঞ্চ হুইস্কি বানিয়ে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল পারফিডিয়ার হাতে। নিজেরটা নিয়ে বসে পড়ল ওর পাশে। পারফিডিয়ার গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাসটা ঠোকাঠুকি করল, তারপর ওর গালে ঠোঁট ছোঁয়াতে চেষ্টা করল। মুখ সরিয়ে নিল পারফিডিয়া।

বাদ দাও, গরগর করে উঠল পারফিডিয়া। তুমি কি জানো এই খুদে হারামজাদাটা আমাদের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে?

তাই নাকি? কে বলল?

ও বলল, বেডরুমের দিকে ইঙ্গিত করল পারফিডিয়া। ওর ওপর আমার একেবারেই নিয়ন্ত্রণ নেই। রাস্তায় যে কোনো আবর্জনা পেলেই ধরে নিয়ে আসে। আর এখন ওটা, ও আমাদের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে।

তো। ক্রুদ্ধ গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। হয়তো সে ছদ্মবেশী প্রিন্স চার্মিং। তুমি তোমার মেয়েকে সুখী দেখতে চাও না?

কারো, বিরক্ত গলায় বলল পারফিডিয়া। এসব বাদ দাও তো। অন্য খবর থাকলে বলো।

খবর আছে, বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল ফ্রেঞ্চ। কাজ হয়ে গেছে প্রায়। উনি তোমাকে এক মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়েছেন যখন তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

পারফিডিয়া রুক্ষ মুখে শয়তানী হাসি ফুটল। তার মানে ও ভয় পেয়েছে।

তুমি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।

গুড, বলল পারফিডিয়া। তাহলে ওকে বলে দাও আমি দুই মিলিয়ন ডলার চাই।

ডার্লিং, দ্রুত বলল ফ্রেঞ্চ। এত লোভ করা ভালো নয়। তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করলে নাথানও ফুঁসে উঠবেন। তিনি এক মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়েছেন যাতে তুমি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকো।

না, সিদ্ধান্ত নেওয়া ভঙ্গিতে বলল পারফিডিয়া। ও ভয় পেয়েছে। ও যদি এক মিলিয়ন দিতে রাজি হয় তাহলে দুই মিলিয়নও দেবে।

স্কচের গ্লাসে চুমুক দিল ফ্রেঞ্চ। না, দৃঢ় গলায় বলল সে। আমি তোমাকে বলছি, পারফিডিয়া, তিনি তা দেবেন না। তিনি খুবই রেগে আছেন। তাছাড়া তিনি আবার ইভলিনকে দলে টানছেন।

কেন? পারফিডিয়া সুন্দর মুখে আঁধার ঘনাল।

ইভলিন সাক্ষী দেবে তুমি সেদিন বিকেলে কাপ্রিতে সত্যি সত্যি পুটজির সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিলে।

কথাটার মাজেজা ধরতে পারল না পারফিডিয়া। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো। এ জন্য তো নাথানের সাক্ষীর দরকার নেই।

ব্যাখ্যা দিল ফ্রেঞ্চ। আমি ওনাকে বলেছিলাম তুমি ডিভোর্স সেটলমেন্টের কেস আবার শুরু করতে পার। তুমি বলতে পার ওই বাচ্চাটা– মেরিনা তাঁর নিজের সন্তান।

চোখ বুজল পারফিডিয়া। তুমি বলেছ ওকে ওই কথা? আমি তো জানি বাচ্চাটা ওরই।

কিন্তু ইভলিন মামলা ঘুরিয়ে দিতে পারে। সে বলবে সে ওই ঘরে ছিল এবং ওখানেই তোমাকে গর্ভবতী করে দেয় পুটজি।

ও ছিল তো ওখানে। হাসছে পারফিডিয়া। আমরা একটা গ্রুপ করেছিলাম। তবে খুব বেশি মজা হয়নি।

ফ্রেঞ্চ ওর দিকে ঘেঁষে এলো। গম্ভীর গলায় বলল, এখন মজা করার সময় নয়, পারফিডিয়া। এখন খুব জটিল সময়। কোনো ভুল-ক্রুটি করা যাবে না। কাল আমি কাগজপত্র রেডি করব। আমরা ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রার সময় উনি কাগজে সই করবেন।

কাল! কালকের কথা কাল দেখা যাবে, ওয়েড ডার্লিং। তুমি খুব ভালো কাজ দেখিয়েছ। এসো, আমাকে একটা চুমু দাও।

পারফিডিয়া নিজেই এগিয়ে এসে ফ্রেঞ্চের শুকনো ওষ্ঠে চুম্বন করল।

পারফিডিয়া   ফিডো, বিড়বিড় করল ফ্রেঞ্চ। তুমি জানো আমি তোমার জন্য সব করতে পারি।

হ্যাঁ, উফ-উফ, আমি জানি।

ওহ, ফিডো, ফিডো, আবেগে কাঁপছে ফ্রেঞ্চের কণ্ঠ। তুমি যখন চলে গেলে

উফ-উফ। চেঁচিয়ে বলল পারফিডিয়া। তুমি আমার সঙ্গে কাপ্রি চলো। যতদিন ইচ্ছা ওখানে থাকবে। বন্ধু হিসেবে যত ইচ্ছা সেক্স করবে।

কিন্তু মেরিনা ...

ওর কথা শেষ করতে দিল না পারফিডিয়া। ওর কথা ভেবো না। ও ততদিনে সুস্থ হয়ে যাবে। এই তরুণ ছেলেটাই হয়তো ওকে পুটজির কথা ভুলিয়ে দেবে। একটু ভেবে সে যোগ করল, যদি তাই হয় তাহলে টাকমাথা বোকাটাকে ক্যালিফোর্নিয়া নিয়ে যাওয়া যায়।

হ্যাঁ, নিয়ে গেলে ভালোই হবে, মন্তব্য করল ফ্রেঞ্চ।

আহ... শ্বাস ফেলে কাউচে হেলান দিল পারফিডিয়া। ওহ, ডার্লিং উফ-উফ। উফ-উফ সবসময় তার পুরনো বন্ধু ফিডোর ওপর খেয়াল রাখে, তাই না?

উফ-উফ, আদুরে একটা ধ্বনি করল ফ্রেঞ্চ।



পিটার হ্যামিলটনের লিমুজিনে চড়ে লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যাচ্ছে স্যালি। হ্যামিলটন চোখ বুজে ভাবছিল কাজটা বোকামো হয়ে গেল কিনা। কারণ ওখানে ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের সঙ্গে দেখা হবে। তারা ওদেরকে রিসিভ করতেই যাচ্ছে। স্যালিকে তার সঙ্গে দেখলে ভার্জিনিয়া কী বলবে? তার মেয়ে হ্যামিলটনের সঙ্গে প্রেম করছে ব্যাপারটা নিশ্চয় তাকে বিব্রত করে তুলবে। স্যালির অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না। সে জানে হ্যামিলটন একসময় তার মায়ের প্রেমিক ছিল।

স্যালি বলল, আমরা ওদেরকে আমাদের বাসায় থাকতে বলতে পারি।

না। আপত্তি জানাল হ্যামিলটন। আমাদের বাড়িতে পর্যাপ্ত ঘর নেই। ওরা আসলে ওদের সঙ্গে অনেকেই দেখা করতে আসবে, ইন্টারভ্যু নেবে। তারচেয়ে ওরা বেভারলি উইলশায়ার হোটেলে উঠবে সে-ই ভালো।

স্যালিও যে একটু আড়ষ্ট বোধ করছে না তা নয়। সে জানে না তার মা যখন জানতে পারবে তার সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে তার মেয়ে প্রেম করছে তখন ব্যাপারটা কীভাবে নেবে। সে তো জানতেই পারবে স্যালি এবং হ্যামিলটন লিভ টুগেদার করছে। স্যালি ইতোমধ্যে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে হ্যামিলটনের বাসায়।

আচ্ছা তুমি বেভারলি হিলস হোটেলেই তো ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সকে পারফিডিয়ার দলবলের সঙ্গে রাখতে পারতে, বলল স্যালি। তা কেন করলে না?

কারণ জবাব দিল হ্যামিলটন, আমার মনে হয় না ওদের একে অপরের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। স্যালি হ্যামিলটনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, শোনো, আমি কিন্তু প্রেগনেন্ট হয়ে পড়েছি।

অসম্ভব! বলল হ্যামিলটন। দ্যাখো, স্যালি, ড্রাইভার কিন্তু আমাদেরকে আয়না দিয়ে দেখছে। লোকটা ভাবছে আমরা পাগল।

নেভার মাইন্ড, ওল্ড কক, প্রফুল্ল গলায় বলল স্যালি। ও যা খুশি ভাবে ভাবুক। ও এখনও কিছু দেখেনি। তবে আমি কিন্তু সত্যি কথাই বলছি। আমি পিল খাওয়া বাদ দিয়েছি।

ড্যাম ইট, স্যালি, আবার পিল খেতে শুরু করো। তুমি আর ডজনখানেক বাচ্চাকে ভরণ-পোষণ করানোর মতো সামর্থ্য আমার নেই।

একপাশে সরে বসল স্যালি। অভিমানে ঠোঁট ফোলাল। কে বলে আমি এক ডজন বাচ্চার মা হবো? আমার একেবারে একটা হলেই চলবে।

একটা কথা মনে রেখো, তীক্ষ্ণ গলায় বলল হ্যামিলটন।

আমি, হ্যাঁ, বলার আগ পর্যন্ত কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেওয়া যাবে না। আর আমি এখন এসব নিয়ে ভাবছিও না। একটু বিরতি দিল সে। আরেকটা কথা মনে রেখো– তুমি যদি গর্ভবতী হয়ে পড় তাহলে কিন্তু তোমাকে চীনে নিয়ে যাব না।

মৃদু গলায় বলল স্যালি, তুমি খুব খারাপ, হ্যামিলটন। তারপর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাহলে আমরা চীনে যাচ্ছি?

হ্যাঁ, বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যামিলটন।

এয়ারপোর্টের গেটে এসে থামল গাড়ি। স্যালি দরজা খুলে লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। ওর পেছন পেছন ব্যাগেজ ক্লেম এরিয়ায় ঢুকল হ্যামিলটন। স্যালি এখানেই দেখতে পেল ভার্জিনিয়াকে। সে তার মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে। সে ছুটে গিয়ে ভার্জিনিয়াকে জড়িয়ে ধরল।

স্যালি, বলল ভার্জিনিয়া। তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। সে আস্তে করে স্যালির আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করল নিজেকে।

ফেলিক্সকে ক্লান্ত লাগছে। তবে হ্যামিলটনকে দেখে উজ্জ্বল হলো চেহারা। স্বস্তিও পেল যেন। পিটার।

হ্যালো, ফেলিক্স। কেমন আছ?

ওরা হ্যান্ডশেক করল। তারপর ফেলিক্স আলিঙ্গন করল হ্যামিলটনকে। এ কাজটা সে খুব কমই করে। হ্যামিলটনের মনে হলো ফেলিক্স বোধহয় ওর গালে চুমু খাবে।

ভার্জিনিয়াও জড়িয়ে ধরল হ্যামিলটনকে। মুখ তুলল চুমু খেতে। হ্যামিলটন দেখল ওদেরকে লক্ষ করছে স্যালি। কিন্তু ওর কিছু করার নেই। সে মুখ নামাল ভার্জিনিয়ার গালে চুম্বন করতে কিন্তু ভার্জিনিয়া ওর ঠোঁটে চুমু খেয়ে বসল।

হাই ভার্জিনিয়া, বলল হ্যামিলটন। তোমাকে দারুণ লাগছে। প্লেন জার্নির সঙ্গে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছ মনে হচ্ছে।

না, বলল ভার্জিনিয়া। আমি তোমার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি। অনেকদিন পরে দেখা।

ভার্জিনিয়ার কথা শুনে স্যালির মুখটি কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তার কপালে ভাঁজ পড়ল। হ্যামিলটনকে হয়তো এর জবাবদিহিতা করতে হবে। সে চট করে ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে কদম হঠল। ওদের আলিঙ্গন ফেলিক্সেরও চোখ এড়ায়নি।

ব্যাগ এসেছে? জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটন।

একটা বাদে সবগুলো, জবাব দিল ফেলিক্স।

তাহলে পোর্টার ডাকো, খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

হ্যাঁ, বলল হ্যামিলটন।

ওরা গাড়িতে বসার পরে ভার্জিনিয়া কথা শুরু করল এই বলে, এই ছাতার শহরটাকে আমি ঘেন্না করি।

মুখ টিপে হাসল হ্যামিলটন। দ্য বিগ অরেঞ্জ। তুমি কী করে এমন কথা বলতে পারলে?

ভার্জিনিয়া একটুও বদলায়নি। কতদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা। সেই আগের মতোই আছে। দেখতে অবিকল স্যালির মতো। নাক, চোখ, ভুরু, চুল সব একরকম। মা মেয়ে দুজনের মুখই ডিম্বাকৃতির, ছোট্ট চিবুক, হালকা নীল চোখ।

গড ড্যাম, হৈহৈ করে বলল হ্যামিলটন। তোমাদেরকে একত্রে আগে কখনো দেখিনি। ওদেরকে দেখতে দুই বোনের মতো লাগছে না, ফেলিক্স?

আমার উচ্চতা বেশি, দূরাগত কণ্ঠে বলল স্যালি।

ঠিকই বলেছ স্যালি, বলল ভার্জিনিয়া। তুমি আমার চেয়ে সামান্য বেশি লম্বা।

হ্যাঁ, ওদেরকে দেখতে দুই বোনের মতো লাগে, রায় ঘোষণার সুরে বলল ফেলিক্স।

ভার্জিনিয়া তার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল। তোমার কি তাই মনে হয়, ফেলিক্স? হাসছে সে, ফেলিক্স এখন মেয়েদের ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এই লোকটির মধ্যে যে পার্থক্য এসেছে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

অতিরঞ্জন করো না ভার্জিনিয়া, মৃদু গলায় বলল ফেলিক্স। ভার্জিনিয়া বলে চলল, সানফ্রাসিসকোতে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ফেলিক্সের। তার নাম ভেরোনিকা, তাই না ফেলিক্স?

ভেরোনিকা স্টিকেল, অস্বস্তি নিয়ে ফিসফিস করল ফেলিক্স।

ভেরোনিকা টুথপেস্টের মডেল, বলল ভার্জিনিয়া। ফেলিক্স গতকাল তার সঙ্গে লাঞ্চ করেছে। ফেলিক্স আজকাল মডার্ন আর্টের ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

তাই নাকি? বলল স্যালি। বাহ্ বেশ তো!

হুঁ, ভার্জিনিয়া ফিরল স্যালির দিকে। তোমরা দুই ব্যস্ত মানুষ যে আমাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিতে এসেছ এটি আরও ভালো।

ভার্জিনিয়ার কথায় বোঝা যায় সে ফেলিক্সের ওপর খুবই বিরক্ত। লিমুজিনের পেছনে বরফ শীতল নীরবতা নামল। হ্যামিলটন নীরবতা ভাঙল। হেই, শ্যাম্পেন চলবে তো? কার্টেসি অব দ্য হাউজ, ফেলিক্স?

হ্যাঁ, প্লিজ, বলল ফেলিক্স।

ভার্জিনিয়া।

অবশ্যই, পিটার জিপার।

স্যালি অসন্তুষ্ট গলায় বলল, আমিও শ্যাম্পেন খাব, মি. হ্যামিলটন।

কুঞ্চিত হলো ভার্জিনিয়ার ভুরু।

শ্যাম্পেনের বোতল খুলল হ্যামিলটন। স্যালি, তুমি একটু গ্লাসটা ধরো। আমি শ্যাম্পেন ঢালছি।

গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালতে ঢালতে হ্যামিলটন মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, ফেলিক্স, ইভলিন কেমন আছে?

জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল ফেলিক্স। প্রশ্নটা কানে যেতে চোখ ফেরাল ইভলিন? ও সে অল্প হাসল। মনে হয় ভালোই আছে। আমাদের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। তুমি বোধহয় জানো না।

তোমরা কি জানো পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের সঙ্গে শহরে আসছে ওয়েড ফ্রেঞ্চ?

মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া। শুনেছিলাম ও নিউইয়র্কে। জানতাম না ক্যালিফোর্নিয়া আসছে। কেন?

হ্যামিলটন বলল, সে নাকি এখানে অনেকদিন আসে না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কুত্তি! দাঁতে দাঁত ঘষল ফেলিক্স, ও এখানে আসা মানে ঝামেলা পাকানো। ফ্রেঞ্চ আসছে আমাকে ডিভোর্সের কাগজপত্র দিতে। গম্ভীর দেখাল তাকে। ও কি জানে আমরা কোথায় উঠছি?

না। তবে ঠিকানা জোগাড় করা ওর জন্য কঠিন কিছু নয়।

ফেলিক্স তো ওয়েড ফ্রেঞ্চকে দেখতেই পারে না, ঘৃণাভরে বলল ভার্জিনিয়া। ফেলিক্স, ডোন্ট বী স্টুপিড। ইভলিন হয়তো ভেরোনিক স্টিকেলের ব্যাপারটি জেনে ফেলবে।

গোমরামুখে ফেলিক্স বলল, ভার্জিনিয়া, ডোন্ট বী সিলি। গুঙিয়ে উঠল সে তারপর জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। শ্যাম্পেনের গ্লাস উঁচু করে পরিহাসের ভঙ্গিতে ভার্জিনিয়ার উদ্দেশ্যে টোস্ট করল।

বিষাক্ত হাসল ভার্জিনিয়া। তোমরা বোধহয় জানো না ভেরোনিকা ফেলিক্সকে অভিযোগ করেছে সে নাকি নারীদের রেতপাত সম্পর্কে কিছু জানে না।

ভার্জিনিয়া ফেলিক্সের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ফিসফিসিয়ে হেসে উঠল স্যালি। নারীদের রেতপাত হলো সেক্সুয়াল রেভুলেশনের প্রথম শট।

স্যালি।

স্যালি তার গ্লাস ভার্জিনিয়ার গ্লাসের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করল। রেতপাতের উদ্দেশ্যে। বলল সে। তবে শোনো, ফেলিক্স, তুমি যদি ওয়েড ফ্রেঞ্চের কবল থেকে লুকাতে চাও তাহলে তোমরা দুজনে আমাদের সঙ্গে থাকতে পার।

আমাদের শব্দটি যেন গাড়ির পেছনে দিড়িম করে বোমা ফেলল।

ঠোঁটে শ্যাম্পেনের গ্লাস ঠেকাল ভার্জিনিয়া। এক চুমুক গিলে নিয়ে নামিয়ে রাখল। *আমাদের* জিজ্ঞেস করল সে।

সোৎসাহে মাথা দোলাল স্যালি। পিটার এবং আমি পাহাড়ের ওপর একটি চমৎকার ছোট্ট বাড়িতে থাকি। বাড়িতে জাকুজ্জি আছে, আছে বড়সড় ডেক, কিচেন, লিভিং রুম ... সে একের পর এক ঘরের বর্ণনা দিয়ে চলল।

আই সি, ধীরগতিতে বলল ভার্জিনিয়া। তোমরা দুজনে তাহলে পাহাড়ের ওপরের চমৎকার ছোট্ট বাড়িটিতে লিভ টুগেদার করছ। ওয়েল সে দাঁতের ওপর জিভ বুলাল, তারপর বলল, ওয়েল, এটা আমার জন্য একটা সারপ্রাইজই বটে। সে আবার মদের গ্লাস তুলে নিল হাতে।

আমার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, বলল স্যালি।

কিন্তু চিন্তা তো হবেই, সুইটি। তোমার বয়স মাত্র ষোলো, বলল ভার্জিনিয়া।

না, আমার বয়স তেইশ, বলল স্যালি।

তেইশ, চেঁচিয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। অবশ্যই না, ডিয়ার গার্ল, তোমার বয়স ষোলোর এক পা বেশি নয়। তোমার বয়স যদি তেইশ হয় তাহলে আমার কত হবে? মাই গড। কমপক্ষে একচল্লিশ।

একচল্লিশ এমন কোনো বয়স নয়, মন্তব্য করল ফেলিক্স। ভার্জিনিয়া তার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল। ভেরোনিকার বয়স কত, ফেলিক্স?

দেখলে তো, শীতল গলায় বলল ভার্জিনিয়া। একজন একচল্লিশ বছরের মহিলা ত্রিশ বছরের এক নারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পারে না, সে হ্যামিলটনের দিকে তাকাল। তুমি পিটার লোক দেখছি ভালো নও। আমার ছোট্ট মেয়েটাকে পটিয়ে তার কাছ থেকে সুযোগ নিচ্ছ।

যা জানো না তা নিয়ে কথা বলবে না, ক্ষেপে গেল স্যালি। পিটারের কোনো দোষ নেই। আমিই বরং ওকে সিডিউস করেছি।

এখনই না মা-মেয়ের প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। আশঙ্কিত হয়ে ভাবল পিটার। তবে প্রসঙ্গটি চট করে পরিবর্তন করল ফেলিক্স। বলল, ভাবছি পারফিডিয়া কেন ইটালি থেকে এখানে চলে এলো।

ভার্জিনিয়া আর মেয়ের সঙ্গে ঝগড়ার দিকে এগোল না। পারফিডিয়ার প্রসঙ্গ সর্বদা তাকে আগ্রহী করে তোলে। নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে নয়। খেঁকিয়ে উঠল সে। ওর ভয়ঙ্কর মেয়েটাও সঙ্গে আছে নাকি? তোমার সাবেক শাশুড়ির চেয়ে তো এককাঠি বাড়া বলেই শুনেছি। শেষ কথাটি বলা হলো হ্যামিলটনের উদ্দেশ্যে।

আমি ওর ব্যাপারে কিছু জানি না, অদ্ভুত গলায় বলল সে। তবে মনে হয় সে পারফিডিয়ার সঙ্গেই আছে।

ওয়েল, নির্দয় গলায় বলল ভার্জিনিয়া। নাওমি ছিল একটা ক্রেজি মেয়ে তাই না, পিটার? একটা নিম্ফোম্যানিয়াক।

ফেলিক্স মাথা নেড়ে বলল, ভার্জিনিয়া, এখন ওসব কথা না তুললেই কি নয়। যা গেছে গেছে। অতীত নিয়ে আর কথা না বলি। বর্তমান নিয়ে বলি। আজ রাতের কী শেডুল বলো, পিটার।

ওরা বাকি সময়টা ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের লস এঞ্জেলসের শেডুল নিয়ে আলোচনা করে কাটাল। রাতে বার্টন মিল্ডবিটারসের বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত। এরা লস এঞ্জেলসের প্রাচীনতম পরিবারের একটি। পরের রাতটা ফেলিক্সের পুরনো বন্ধু দম্পতির বাড়িতে নিমন্ত্রণ। এই স্যাকস দম্পতি, হারবার্ট এবং নোরার সঙ্গে ফেলিক্সের ঘনিষ্ঠতা ওয়াশিংটনের দিনগুলো থেকে। তখন হারবার্ট আন্ডার সেক্রেটারির কাজ করত। নোরার সঙ্গে ভার্জিনিয়ারও খুব খাতির।

তুমি ওদেরকে চেন? স্যালিকে জিজ্ঞেস করল ভার্জিনিয়া।

কেন চিনতে যাব? দরকারটা কী?

ডার্লিং। নরম গলায় বলল ভার্জিনিয়া। বেশি বেশি লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকা উচিত। স্যালি ডানে বামে মাথা নাড়াল। যাক বাদ দাও বলল ভার্জিনিয়া। আজ রাতে ডিনারে কী পরে যাবে? এই জিন্সের প্যান্ট তো পার্টিতে চলবে না। তোমার লং ড্রেস আছে?

লং ড্রেস দিয়ে কী করব আমি?

থাকলে ভালো হতো, বলল ভার্জিনিয়া। নেই যখন দোকান থেকে একটা কিনে নিয়ে এসো।

ও আমাকে কিনে দেবে, হ্যামিলটনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল স্যালি।

আচ্ছা শুনলাম রেডিওম্যান মরিস স্কারনাত্তিব নাকি আমন্ত্রণ করা হয়েছে? জিজ্ঞেস করল ভার্জিনিয়া। এবং জ্যাক লোগান।

আমার সাবেক বস। বলল স্যালি।

সাবেক মানে? তুমি না ওখানে ভালোই ছিলে?

চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছি, বলল স্যালি। এখন হ্যামিলটনের চাকরি করছি। আমরা চায়না যাচ্ছি।

ভার্জিনিয়া অতিথিদের তালিকায় চোখ বুলাতে লাগল।

রিটা মিল্ডবিটারস বলল, জ্যাক নাকি সেই অভিনেত্রীকে নিয়ে আসবে যে আমাদের বইতে পারফিডিয়ার চরিত্রে অভিনয় করবে।

মোনা প্রিসিয়ান, বলল হ্যামিলটন।

দেখতে কেমন? জানতে চাইল ভার্জিনিয়া।

বম্বশেল।

গাভী, নাক সিঁটকাল স্যালি, বড় বড় বুকের গাভী।

স্যালি! অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মেয়েকে ভর্ৎসনা করল ভার্জিনিয়া। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, রিটা কি পারফিডিয়াকে দাওয়াত দিয়েছে? এবং ওয়েডকে?

তাহলেই গেছি। আঁতকে উঠল ফেলিক্স।

রিটা নিশ্চয় সবার আগে পারফিডিয়াকেই ফোন করছে, বলল ভার্জিনিয়া। মাই দ্যাট উইল বি ফেসিনেটিং।

বেভারলি উইলশায়ার হোটেলে এসে থামল গাড়ি। ওরা সবাই লুকুজিন থেকে নেমে পড়ল। ফেলিক্স ব্যাগেজ তুলে দিল পোর্টারের কাঁধে, হ্যামিলটন ড্রাইভারের ভাড়া মিটাল। স্যালি এবং ফেলিক্স মিলে প্রবেশ করল হোটেল লবিতে। ভার্জিনিয়া ইচ্ছে করেই পিছিয়ে থাকল। ওরা একটু দূরে যাওয়ার পরে সে হ্যামিলটনকে বলল, ওয়েল, পিটার তোমাকে আবার দেখতে খুব মন চাইছিল আমার। তবে আমি এ ব্যাপারটি কল্পনাও করিনি।

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যামিলটন। ভার্জিনিয়া, তোমাকে আর কী বলব? ও একদম তোমার মতো হয়েছে।

ভার্জিনিয়া জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আমার মেয়ের প্রেমে পড়েছ?

তা বলতে পারো।

পিটার, করুণ এবং ধীর গলায় বলল ভার্জিনিয়া। তুমি একটা হাড়ে হারামজাদা। অবশ্য আমি কীইবা বলব? হয়তো । তুমি আমার জন্য বুড়িয়ে যাচ্ছিলে। তুমি জানো আমি তরুণদেরকে বেশি পছন্দ করি।

জানি, ভার্জিনিয়া।

পিটার হ্যামিলটন জানে স্যালির সঙ্গে তার রোমান্টিক সম্পর্ক ব্যথিত করেছে ভার্জিনিয়াকে। তাকে তার বয়সের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। সে আমতা আমতা করে বলল, ভার্জিনিয়া, তুমি সবসময়ই ছিলে

সবসময় কী ছিলাম? ভার্জিনিয়ার চোখে বেদনার ছাপ, তারপর ফুটে উঠল উদ্ধত চাউনি। শতাব্দীর সেরা শয্যাসঙ্গিনী। আমি এখনও তা আছি, পিটার। এবং সারাজীবন তাই থাকব।

না, ভার্জিনিয়া, শুধু তা নয়।

ডার্লিং, দৃঢ় গলায় বলল ভার্জিনিয়া। এছাড়া অন্যকিছু আছে কি?



একা বসে আছে ভার্জিনিয়া। স্যালি এবং পিটার গেছে রোডিও ড্রাইভে ড্রেস কিনতে– বাচ্চাদের মতো ফেলিক্স পাশের রুমে শুয়ে ঘুমাচ্ছে।

ভার্জিনিয়া একের পর এক পার্টিতে হাজিরা আর ইন্টারভ্যু দিয়ে ফেলিক্সের মতোই বেজায় ক্লান্ত। ওয়াশিংটন, আটলান্টা, ডালাস, হিউস্টন, শিকাগো আর কোথায় গিয়েছে ওরা? স্যান ফ্রান্সিসকো। হ্যাঁ, স্যান ফ্রান্সিসকো। ফেলিক্স এবং ওই গডড্যাম মহিলা। ভার্জিনিয়া জানে ফেলিক্স ওই মহিলার সঙ্গে শুয়েছে। ভেরোনিকার সঙ্গে পার্কম্যানদের পার্টিতে ওর পরিচয়।

ভার্জিনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে ফেলিক্সের ঘরের দরজা খুলল। মুখ সামান্য হাঁ করে অঘোরে ঘুমাচ্ছে ফেলিক্স। কালো চুলগুলো আশ্চর্যরকম সুবিন্যস্ত। মরা মানুষের মতো ঘুমাচ্ছে সে।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ভার্জিনিয়া, একঠায় তাকিয়ে রইল ঘুমন্ত লোকটার দিকে। সে বিছানায় বসল তারপর সাবধানে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। ফেলিক্সের গায়ের উতপ্ত তাপ লাগছে তবে ও ওকে বিরক্ত করল না। এভাবে আধঘণ্টা শুয়ে রইল চুপচাপ।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ফেলিক্সের। পাশে ভার্জিনিয়াকে দেখে চমকে গেল।

ভার্জিনিয়া, বলল সে।

ডোন্ট মুভ। ডোন্ট টাচ মি। ভার্জিনিয়া পেটের ওপর হাত ভাঁজ করে রেখে শুয়ে আছে।

ভার্জিনিয়া, মৃদু গলায় বলল ফেলিক্স, আমি জানি, তুমি আমার ওপর রেগে আছ।

না, না, মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া। ফেলিক্স নিশ্চল শুয়ে আছে। ও কি ভার্জিনিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে?

ফেলিক্স, বিড়বিড় করে বলল, ভার্জিনিয়া। তুমি জানো আমি তোমাকে দোষ দিই না। মেয়েটা নিজেই তোমার কাছে এগিয়ে এসেছিল।

আমরা শিল্পকলা নিয়ে কথা বলছিলাম; বিড়বিড় করল ফেলিক্স। সে হাত বাড়াল, যেন জড়িয়ে ধরবে ভার্জিনিয়াকে।

ভার্জিনিয়া

ডোন্ট টাচ মি, ফেলিক্স।

তুমি আমার ওপর রেগে আছ।

না, আমি রেগে নেই। আমি তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি না, মি. ওয়ান্ডারিং মিনাস্ট্রেল। ভার্জিনিয়া বিছানা থেকে উঠে পড়ল। পা রাখল মেঝেতে। আমি গোসল করব।

ভার্জিনিয়া, নিচু গলায় বলল ফেলিক্স, আমরা কিছুক্ষণ বস্ত্রহীন থাকলেও কিছু আসবে যাবে না। বসো এখানে।

না।

ফেলিক্সের দিকে না তাকিয়ে নিজের সুইটে ফিরে এলো ভার্জিনিয়া। বাথটাবে পানি ভরল তারপর খুলল পোশাক। বাথটাবে হাত পা ছাড়িয়ে শুয়ে পড়েছে এমন সময় ফোন বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পেল। তারপর ফেলিক্সের আবছা কণ্ঠ।

এক মুহূর্ত বাদে বাথরুমের দরজায় নক করার শব্দ।

ইয়েস, কাম ইন।

দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল ফেলিক্স। সাবানের ফেনায় ঢাকা ভার্জিনিয়ার নগ্ন দেহ। হাসল সে, বলো।

ফেলিক্স কি ভেতরে ঢুকবে? না, ওর মুখটা কেমন শক্ত হয়ে আছে। পিটার ফোন করেছিল। ওরা আমাদেরকে সাড়ে সাতটার সময় নিতে আসবে। স্থির দৃষ্টিতে ভার্জিয়িার দিকে তাকিয়ে আছে সে। নিচে তাকাল ভার্জিনিয়া। সাবানের ফেনা ভেদ করে ওর একটি স্তন ফুটে আছে পানির ওপর।

ঠিক আছে, ফেলিক্স বলল ও। আমি রেডি হয়ে থাকব।

নিজেদের বাড়ি সেভেন ডোয়ার্ফসে ফিরছে স্যালি এবং হ্যামিলটন। গাড়িতে, হ্যামিলটনের পাশে চুপচাপ বসে আছে স্যালি। জড়িয়ে ধরে রেখেছে গিওর্নি থেকে কেনা ড্রেসের বক্সটি। হ্যামিলটন শেষ ক্যানিয়নটি ঘোরার পরে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল স্যালি হ্যামিলটন, কোনো পুরুষের কাছ থেকে কখনো এরকম আচরণ পাইনি আমি। আমার মনে হচ্ছে আমি শেষ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে আমি একটা রক্ষিতা।

আশ্চর্য তো! এসব আজগুবি চিন্তা তোমার মাথায় আসে কী করে?

তোমার জীবন আমি অতিষ্ঠ করে তুলেছি। তুমি বাধ্য হয়ে আমাকে ড্রেস কিনে দিয়েছ।

আরে ধূর কী যে বলো। আমার মনে হলো ড্রেসটি তোমাকে কিনে দেওয়া উচিত তাই দিয়েছি।

ওরা স্নান ঘরে ঢুকল এখনও বিড়বিড় করছে আর গোঙাচ্ছে স্যালি। হ্যামিলটন। তুমি খুব ভালো। আমি আসলে এত ভালো ব্যবহার পাবার উপযুক্ত নই।

অবশ্যই উপযুক্ত, বলল হ্যামিলটন। ভার্জিনিয়ার বলা কথাটা মনে পড়ে গেল। উপযুক্ত কারণ তুমি খুব ভালো শয্যাসঙ্গিনী।

ওহ্, ইউ ব্যাট।

লিভিংরুমের কাউচে বক্সটি রেখে ঘুরল স্যালি। ইতস্তত গলায় বলল, তোমার নিজের মা তোমাকে অপমান করলে কেমন লাগবে। সে আমার সঙ্গে তা-ই করেছে, তুমি জানো। আমাকে অপমান করেছে।

না, সে তোমাকে অপমান করেনি। অবাক হয়েছে মাত্র। তুমি আমার সঙ্গে লিভ টুগেদার করছ শুনে সে নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। ব্যথিত হয়েছে।

হোকগে, খুশি খুশি দেখাল স্যালিকে। তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছ বলে আমার কিছুই আসে যায় না। ও হ্যামিলটনকে জড়িয়ে ধরল। আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আমি তোমাকে সুন্দর সুন্দর বাচ্চা উপহার দেব।

ওহ্ মাই গড, স্যালি। তোমাকে না বললাম এখন আমি বাচ্চাকাচ্চার কথা ভাবছি না।

রাগে মেঝেয় পা ঠুকল স্যালি। ক্রাইস্ট, আমি বুঝতে পারি না তোমার সমস্যাটা কী, হ্যামিলটন। তুমি আসলে কিছুই বোঝো না।

আমি কী বুঝতে পারি না, সুইটি?

ইডিয়ট, বলল স্যালি। তুমি কি জানো না যখন তুমি কাউকে খুব ভালোবাসবে তখন খুব কম কথা বলতে হয় এবং শুধু রিপ্রডিউস করতে হয়। বারবার চেষ্টা করলে হয়। তোমার মোটা মাথায় এটা ঢোকে না। আমি তোমাকে আরও চাই।

হাসল হ্যামিলটন। একবারে তৃপ্তি মেটেনি। আমি তো ভাবলাম একবারই যথেষ্ট।

ব্লাস্ট ইউ, হ্যামিলটন, তুমি আমাকে এমন পাগল করে দিয়েছ যে তোমার কথা ভাবলেই আমার হিসু পায়।

ইউ আর ইমপসিবল। সে চিৎকার দিল।

আয়াম নট। আয়াম ভেরী পসিবল।

হতাশায় গুঙিয়ে উঠল স্যালি। তারপর হাসতে শুরু করল।

তুমি আমাকে ভালোবাস, হ্যামিলটন, ওল্ড কন। বলো না যে ভালোবাস না।

আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না, স্যালি, বলল সে।

আই লাভ ইউ। সিলি- আই মিন স্যালি।



হোয়াট ইজ দিস শিট, ঘাউ ঘাউ করে উঠল জ্যাক লোগান। ভার্জিনিয়া আর ফেলিক্সের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে শুনলাম?

শ্রাগ করল হ্যামিলটন। বুড়ো সিনক্লেয়ার বইটা নিয়ে ক্ষেপে বোম হয়ে আছে।

ক্রাইস্ট। কাঁধ ঝুলে পড়ল লোগানের। আমি কতগুলো টাকা ইতোমধ্যে খরচ করেছি সব জলে যাবে। আর ওর কী হবে? মোনা প্রিসিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করল। এখন যদি ছবির কাজ বন্ধ ঘোষণা করি তাহলে তো ও আমাকে চিবিয়ে খাবে।

ওয়েল মিল্ডাবিটারসদের আট্রিয়াম রুমের বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোনা। কথা বলছে ফেলিক্স এবং ভার্জিনিয়ার সঙ্গে। মোনার পরনে শরীর কামড়ে থাকা লাল স্যাটেনের ড্রেস। শরীরের প্রতিটি সম্পদ তাতে প্রস্ফুটিত। স্যালিও এসেছে। সে বুড়ো বার্টড মিল্ডবিটারসের সঙ্গে কথা বলছে। বুড়ো একটা ছড়িতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। লোগান স্যালির দিকে তাকিয়ে হ্যামিলটনকে বলল, ওকে দ্যাখো, ওই ড্রেসটাতে ওতে অপূর্ব লাগছে। এরকম পোশাকে ওকে আগে কখনো দেখিনি।

ডিনার-পূর্ব ককটেলে লোকজন এখনও আসছে। বার্টন মিল্ডবিটারস চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক। হলিউড তারকাদের সঙ্গে তাঁর খুব খাতির। তার স্ত্রী রিটা বারের অন্য পাশে ছোট একটি দলের সঙ্গে আলোচনায় মত্ত। তার হাতে স্বচ হুইস্কির গ্লাস, চোখে দুষ্টুমি। ও তাকে দেখতে দেখতে হ্যামিলটন ভাবল যৌবনে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। এখনও অবশ্য তিনি দেখতে যথেষ্ট আকর্ষণীয়া।

আমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল ডিনার পরিবেশন করা হবে সাড়ে আটটায়। রাত প্রায় পৌনে ন'টা বাজে।

হ্যামিলটন বইয়ের প্রসঙ্গে ফিরে এলো। জ্যাক, মামলার গুজব শুনেই নিশ্চয় তুমি *পাওয়ার হাউজ* এর প্রজেক্ট বাদ দেবে না।

ক্রাইস্ট, দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোগান। আমি এ মুহূর্তে আরও সমস্যা সামাল দিতে পারব না, পিট। সিনক্লেয়ার যদি বইটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যবস্থা করে তখন? লিগাল পজিশন তখন কী দাঁড়াবে?

তোমার লইয়াররা কী বলছে?

শিট, ওরা কিছুই জানে না। ওরা বলছে চুপচাপ বসে থাকতে। তার চোখের দৃষ্টি কঠোর হলো। ধরো, মোনা যদি ফেলিক্সকে তার জাদুতে ফেলে দেয় আমি যদি মোনাকে ওর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারি তাহলে ভার্জিনিয়ার সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ হবে।

গশ জ্যাক, ইউ আর জাস্ট অ্যান ওল্ড রোমান্টিক তাই না?

আমি তাই। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলব আমি।

ও তোমার সঙ্গে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলবে না, বলল হ্যামিলটন। নিউইয়র্কে ওদের এজেন্ট আছে।

জানি আমি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোগান। আমি আসলে অতীতের কিছু কথা বলতে চাই, বই নিয়ে নয়।

তাহলে এ জন্য ফেলিক্সকে ব্যবহার করে দেখতে পার। পরামর্শ দিল হ্যামিলটন। শুনেছ নাকি ওকে ইভলিন ডিভোর্স দিচ্ছে?

শুনেছি। বুড়িটার কবল থেকে ও তাহলে মুক্তি পাচ্ছে? আমরা আসলে ফেলিক্সকে ভুল ভেবেছিলাম, পিটার, মস্ত ভুল ধারণা করেছিলাম ওর সম্পর্কে।

সন্ধ্যার আসল এন্ট্রাসটি ঘটল এখন। পার্টিতে বৃহদাকারের একটি কালো পাখির মতো প্রবেশ করল পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিল। তার পরনে কালো শিফনের ড্রেস। তার পেছন পেছন গট গট করে এলো ওয়েড ফ্রেঞ্চ। ফরমাল পার্টি না হলেও সে টুসেক্সডো এবং কালো টাই পরে এসেছে।

পারফিডিয়া ছুটে গেল রিটা মিল্ডবিটারসের কাছে। হোস্টেসের দুই গালে আদর করে চুমু খেল। মাই ডিয়ার মাই ডার্লিং সুর করে বলে উঠল সে।

হ্যামিলটন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। পারফিডিয়ার উপস্থিতি সর্বদাই তাকে মুগ্ধ করে। যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায় সময়। পারফিডিয়ার কোনো কিছুর কি কোনোরকম পরিবর্তন হয়েছে। দেখে তো মনে হচ্ছে না। তার মসৃণ মুখের চামড়ায় শোক সামান্য একটু ভাঁজ ফেলেছে মাত্র, কুচকুচে কালো চুলগুলো যেন কালো পাখির পালক। প্রাণচঞ্চল ভঙ্গিতে কথা বলছে রিটা মিল্ডবিটারসের সঙ্গে তবে চোখজোড়া নিরীক্ষা করছে সারা ঘর। সে সকলকেই দেখল তবে কোনোরকম ইমপ্রেসড হলো না। অবশেষে তার চোখ পড়ল হ্যামিলটনের দিকে এবং হাসল।

বার্টন মিল্ডবিটারসের সঙ্গে হ্যান্ডশেক সেরে সোজা ফেলিক্সের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল ওয়েড ফ্রেঞ্চ। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর ফ্রেঞ্চ পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করল। ফেলিক্সকে দিল। ফেলিক্স জেমসের চেহারা শক্ত হয়ে গেল। সে ওটার দিকে প্রায় তাকালই না। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করে সুটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। কাজ শেষ। হ্যামিলটন বুঝতে পারল ফ্রেঞ্চ ফেলিক্সকে ডিভোর্সের কাগজপত্র দিয়েছে। ওর কোনো দস্তখতের প্রয়োজন নেই। হ্যামিলটন দেখল ফেলিক্স কী যেন বলল ফ্রেঞ্চকে। নিশ্চয় জাহান্নামে যেতে বলেছে। কারণ ফ্রেঞ্চের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে ওখান থেকে সরে পড়ল। চলে এলো হ্যামিলটনের কাছে। হ্যালো, পিটার। আড়ষ্ট গলায় বলল সে। লং টাইম নো সি।

ওয়েড, বলল হ্যামিলটন, তুমি তো জ্যাককে চেনোই।

জ্যাক লোগান অবশ্যই। হাউ আর ইউ, স্যার।

ভালো, বলল লোগান। তুমি পারফিডিয়ার সঙ্গে এখানে এসেছ?

অবশ্যই, দ্রুত বলল ফ্রেঞ্চ। তুমি জানো আমরা কখনোই ব্যক্তিগত শত্রু ছিলাম না যদিও নাথানের পক্ষে আমাকে কাজ করতে হয়েছে।

হ্যামিলটন জিজ্ঞেস করল, পারফিডিয়ার মেয়ে কোথায়?

হোটেলে, পিটার। ওকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। সে পার্টির চেয়ে আমেরিকান টিভি দেখতেই বেশি পছন্দ করে। হাসল সে। ও আছে ... ওর ভাইয়ের সঙ্গে।

পারফিডিয়ার ছেলে আছে জানতাম না তো।

না, না। এ ছেলেটিকে সে দত্তক নিয়েছে। ব্যাখ্যা দিল ফ্রেঞ্চ। এক ইটালিয়ান নোবলম্যানের পুত্র। পারফিডিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছেলেটির বাবা-মা প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। খবরের কাগজে হয়তো পড়েছ।

মাথা নাড়ল লোগান। আজকাল তো প্রায় প্রতিদিনই প্লেন ক্রাশ হচ্ছে।

ছেলেটার নাম জর্জ মিনেলি, জানাল ফ্রেঞ্চ। সোনালি চুলের খুব সুন্দর ছেলে। একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল।

পারফিডিয়া তার চ্যারিটির জন্য চাঁদা তুলতে এসেছে।

নো ফ্যাসিং, বলল লোগান।

সত্যি বলছি, বলল ফ্রেঞ্চ। প্রজেক্টের নাম সেভ কাপ্রি।

লোগানের ভুরু কুঁচকে গেল। কাপ্রিকে রক্ষা করতে হবে? কিসের থেকে? ট্যুরিস্ট?

না, না। দ্বীপটা সাগরে ডুবে যাচ্ছে। ভেনিসের মতো।

আচ্ছা, হেসে উঠল লোগান। দ্বীপ ডুবে গেলে ওরা ওটাকে রক্ষা করবে কীভাবে? বরং দ্বীপটিকে কেটে টেনে এনে লং বীচের সঙ্গে জোড়া দিলেই তো হয়। কুইন মেরীর পাশে পার্ক করতে পারবে।

জ্যাক, দিস ইজ সিরিয়াস, বলল ফ্রেঞ্চ। পারফিডিয়ার কানে যেন এরকম কথাবার্তা না যায়।

আজাইরা প্যাঁচাল শুনতে ভালো লাগছিল না হ্যামিটনের। সে, এক্সকিউজ মি। আমি বরং পারফিডিয়াকে একটু হ্যালো বলে আসি। বলে ওখান থেকে কেটে পড়ল।

পারফিডিয়া এবং মিসেস মিল্ডবিটারসের দিকে পা বাড়াল হ্যামিলটন। পারফিডিয়া ওকে চোখের কোনো দিয়ে লক্ষ করল। ঘুরল। হ্যামিলটন বলল, হ্যালো পারফিডিয়া, ইটস গুড টু সি ইউ এগেইন।

হাসল পারফিডিয়া। রিটা, প্লিজ এক্সকিউজ আস। পিটারের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। ও আমার প্রাক্তন জামাতা।

ভিড় থেকে একটু দূরে এসে পারফিডিয়া বলল, আমি নাওমিকে কী সাংঘাতিক মিস করছি বলে বোঝাতে পারব না।

আমিও।

তুমি? সত্যি, পিটার। এমন কটমট করে তাকাল পারফিডিয়া, হ্যামিলটনের শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল। কে কাজটা করেছিল জানা গেছে?

মাথা নাড়াল হ্যামিলটন। কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি। প্রচুর আঙুলের ছাপ মিলেছে। তবে কোনো কিছুর সঙ্গে ওগুলো ম্যাচ করেনি।

পিটার   হ্যামিলটনের চোখে চোখ রাখল পারফিডিয়া। আমাকে জানতে হবে। তুমি হত্যা করেছ নাওমিকে?

পারফিডিয়া কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না যে কোনো কারণ ছাড়াই খুন হয়েছে নাওমি। হ্যামিলটনও তার ঝকঝকে কালো চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল, না, পারফিডিয়া। আমি ওকে হত্যা করিনি। তুমি খুব ভালো করেই জানো ও কাজ আমি করিনি।

কিন্তু *কারো*, ফিসফিস করল পারফিডিয়া, ওটা নিশ্চয় ক্রাইম অভ প্যাশন ছিল।

কেন? কেন তুমি এরকম ভাবছ? এরকম ভাবতে তোমার মনে শান্তি লাগে?

মাথা দোলাল পারফিডিয়া। হ্যাঁ, এটা *ক্রাইম প্যাসেনেল* না হলে আমার কাছে মনে হয় খুনটা ছিল নিয়তি।

আই সি, শক্ত গলায় বলল হ্যামিলটন। তুমি তো সেরকমই ভাববে, তাই না? ভুলে যেয়ো না ও পালিয়ে গিয়েছিল। সাগর তীরে ওই হারামজাদা স্ক্যানলনের সঙ্গে ও মৌজ করছিল। সেখানে ওরা, জানি না ওরা কারা ছিল, নাওমি এবং স্ক্যানলনকে আপত্তিকর অবস্থায় ধরে ফেলে। ওরা   থেমে গেল হ্যামিলটন।

চোখ বুজল পারফিডিয়া। আর বলতে হবে না। আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ।

বেশ তো ... আসল ঘটনা শুনলে। ঘটনা ছিল এটাই।

মাথা ঝাঁকাল পারফিডিয়া। অল্প খুলল চোখ। আমি আসলে মন থেকে কোনোদিনই বিশ্বাস করিনি তুমি এসব করতে পার।

কিন্তু করতে পারতাম।

কিন্তু তুমি করনি।

না, আমি করিনি।

হ্যামিলটন জানে না তার কথা শোনার পরে পারফিডিয়া সন্তুষ্ট হয়েছে নাকি আরও হতাশ হয়েছে। পারফিডিয়া নরম চামড়ার ইভনিং ব্যাগ খুলে সিগারেট বের করল।

হ্যামিলটন বলল, পারফিডিয়া, এসো এসব ভুলে যাই ... তোমার মেয়ে কেমন আছে?

মেরিনা। পারফিডিয়ার চোখ চকচক করে উঠল। ও চমৎকার আছে।

শুনলাম তুমি নাকি একটি দত্তক পুত্র নিয়েছ। অভিনন্দন।

মুখ টিপে হাসল পারফিডিয়া। তোমার কী খবর, পিটার তুমি তো আবার বিয়ে করনি, তাই না?

আ আ, পারফিডিয়াকে কিছু বলতে চায় না হ্যামিলটন। সে নিজেই জেনে নিক।

মনের মতো কাউকে খুঁজতে পাওনি। মেরিনার সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া উচিত।

হাসল হ্যামিলটন। আমি ওর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। শুনেছি ও খুব সুন্দরী।

অপূর্ব সুন্দরী। হিসিয়ে উঠল পারফিডিয়া। এমনকি   নাওমির চেয়েও সুন্দরী।

তাহলে তো বলতেই হবে ও দারুণ রূপবতী। হয়তো ওর কাছে ডেট চেয়ে বসব।

না, না। ও তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সও এখানে এসেছে দেখলাম। ভার্জিনিয়া বোধহয় ভয়ে আমার কাছ ঘেঁষতে চাইছে না। তাই দূরে দূরে থাকছে। তবে বইটা নিয়ে আমি কিন্তু ওদের ওপর একটুও রাগ করিনি। একদমই না। আমার ভালোই লেগেছে বইটা।

এমন সময় ওখানে এসে হাজির হলো স্যালি।

এই যে তোমরা কী কথা বলছ?

পারফিডিয়া বলল হ্যামিলটন, মিট স্যালি। ভার্জিনিয়ার মেয়ে।

স্যালির দিকে তাকিয়ে হাসল পারফিডিয়া। তোমাকে আমি সেই ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম, ডার্লিং। সে স্যালির আপাদমস্তকে চোখ বুলাল। বিউটিফুল। তুমি দেখতে অবিকল তোমার মায়ের মতো হয়েছ। কিন্তু স্যালি হাসল না। আমাকে একথা অনেকেই বলেছে। ওই যে মা আসছে।

পারফিডিয়া, একটু ভীরু গলায় শুরু করল ভার্জিনিয়া। তোমাকে দুর্দান্ত লাগছে।

তোমার বইয়ের পলিন পাওয়ারের মতো না? ভার্জিনিয়া সে লম্বা নখঅলা একটা আঙুল তুলল ভার্জিনিয়ার মুখ বরাবর। ইউ ক্যাপচারড মি, ভার্জিনিয়া।

লাল হয়ে গেল ভার্জিনিয়ার মুখ। না, না, পারফিডিয়া। ওটা তুমি নও।

এবং নাথান মার্সেল পাওয়ার নয় বলতে চাইছ? ভার্জিনিয়া, আমার কাছে তুমি স্বীকার করতে পার। কোনো ভয় নেই। আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করব না। নাথানের তো নৈতিক চরিত্র বলে কিছু নেই। ওর তো খুশি হওয়ার কথা ছিল। কারণ তুমি ওকে বইতে খুব প্যাসোনেট এক চরিত্র বানিয়েছ আদতে যা সে নয়। বরং নোংরা। ও বাস্তবে যেমন তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো দেখিয়েছ তুমি বইতে।

ভার্জিনিয়া দুশ্চিন্তার ভান করে বলল, ওহ, ডিয়ার, সবাই ভাবছে বইয়ের ওই চরিত্র দুটি তোমরা দুজনে। কিন্তু বই লেখার সময় আমার কিংবা ফেলিক্সের মাথায় তোমাদের কথা ছিলই না। পাওয়ার দম্পতি পুরোটাই কল্পনাশ্রয়ী।

সে তুমি বলতেই পার, ডার্লিং উচ্চৈঃস্বরে বলল পারফিডিয়া। তবে আমার এতে কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি। পলিন পাওয়ারকে বরং আমার খুব চিত্তাকর্ষক একটা চরিত্র বলে মনে হয়েছে।

স্যালি দৃঢ় গলায় বলল, ঠিক তাই। চরিত্রটি দারুণ। ইয়েস, ডিয়ার, বলল পারফিডিয়া। কিন্তু এটা তো হতেই হবে তাই না?

সে যাইহোক, পারফিডিয়া, ডার্লিং, মিষ্টি করে বলল ভার্জিনিয়া। বইয়ের সমস্ত সেক্স দৃশ্যের জন্য ফেলিক্সকে ক্রেডিট দিতে হবে। এসব কী করে লিখতে হয় তা তো জানতামই না।

অবকোর্স, ডিয়ার, বলল পারফিডিয়া।

ওই তো ফেলিক্স, বলল ভার্জিনিয়া। সে সারাক্ষণ ফেলিক্সের ওপর নজর রেখে চলেছে। এখনও মোনা প্রিসিয়ানের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ফেলিক্স। মোনা বিমোহিত শ্রোতার মতো হাঁ করে তার কথা শুনছে।

বেচারি ফেলিক্স, বলল পারফিডিয়া। শুনলাম ওয়েড নাকি ওর জন্য কী সব লিগাল পেপার্স নিয়ে আসছে।

নিয়ে এসেছে, বলল হ্যামিলটন।

ভার্জিনিয়া পিটার এবং স্যালির দিকে একবার চোরা চোখে তাকিয়ে পারফিডিয়াকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কি ওরা বলেছে ওরা লিভ টুগেদার করছে?

তাই নাকি? পারফিডিয়ার চোখে বেদনা ফুটল। এ কথাটা তুমি আমাকে জানালে না কেন, পিটার? আমি তো প্রায় তোমার মায়ের মতোই। যদিও বয়সের দিক থেকে নই অবশ্যই।

ভার্জিনিয়া, আমি এসব কথা জনসমক্ষে বলে বেড়াতে চাই না, বলল হ্যামিলটন।

ডার্লিং, স্যালিকে বলল পারফিডিয়া, সাবধান পিটার কিন্তু খুব মেজাজি।

জানি। জানোয়ার একটা।

পারফিডিয়া মিথ্যা বলল, ও তো প্রায়ই আমার মেয়েকে মারধর করত। এজন্যই ও ওর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

প্রতিবাদ করল হ্যামিলটন। তোমার মেয়ে তার নাগর স্কেলিয়নের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, পারফিডিয়া। ওর তো কোনো কিছুতেই তৃপ্তি হতো না। পারলে দরজার হাতলের সঙ্গেও ঘষাঘষি করত।

পিটার, চিৎকার করতে গেলেও গলায় জোর আনতে পারল না পারফিডিয়া। তুমি এমন কথা বলতে পারলে। গুড গড। তার গলা এবারে চড়ল। বেশ কয়েকটি মাথা ঘুরে গেল এদিকে। পারফিডিয়া এমনভাবে মুখে হাত চাপা দিল যেন এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। ইউ আর আ শিট। আমি সবসময়ই জানতাম।

যুধ্যমান পরিস্থিতি শান্ত করতে এগিয়ে এলো জ্যাক লোগান। সে ভার্জিনিয়ার কোমরে হাত রাখল। সে পিটারের দিকে এখনও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চিলড্রেন, চিলড্রেন, হোয়াটস গোয়িং অন?

আমি মি. হ্যামিলটনকে বলছিলাম সে একটা যাচ্ছেতাই লোক। শীতল গলা পারফিডিয়ার।

ওয়েল, বলল লোগান। এ কথা তো আমি অনেক আগে থেকেই জানি। এর মধ্যে আর নতুনত্ব কী আছে?

সুদিং, সুদিং, জ্যাক, মুখ ভেংচাল ভার্জিনিয়া। তোমাকে দেখে খুশি হলাম।

ভার্জিনিয়া, গলায় মাখন লাগিয়ে বলল জ্যাক। তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে। একত্রিত হওয়া যাবে?

নিশ্চয়ই।

কাল তোমাকে আমি লাঞ্চে নিয়ে যেতে পারি।

শুধু একা আমি?

হ্যাঁ, শুধু একা তুমি।

জ্যাক, আগ্রহ নিয়ে বলল ভার্জিনিয়া। স্টুডিওতে আসব। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স কমিসারিতে আমার লাঞ্চ করার খুব শখ।

বেশ তো, বলল লোগান।

এবং ফেলিক্সকে সঙ্গে আনব না? আরেকবার ঘাড় ঘুরিয়ে ফেলিক্স এবং মোনা প্রিসিয়ানকে দেখল ও।

নো, ফরগডস শেক। ফেলিক্সকে সঙ্গে আনবে না।

মাই, বলল পারফিডিয়া, নাউ দ্যাটস আ ট্রিট। তুমি কি আমাকেও নেমন্তন্ন দেবে? আমি কি মেরিনা এবং আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে পারব?

নিশ্চয়, বলল লোগান, পরশু এসো তোমরা। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তোমরা তো বেভারলি হিলস হোটেলে উঠেছ।

আমার জন্য গাড়ি পাঠাতে হবে না, বলল ভার্জিনিয়া। আমি ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে চলে আসব। আমি কাল সকাল এগারোটায় আসব, জ্যাক।



এমিলিকে বাড়িতে রেখে হলিউড চলে এসেছে অরভিল জোনস। এমিলির পায়ে প্লাস্টার, ক্রাচ ছাড়া সে হাঁটাচলাও করতে পারবে না বেশ কিছুদিন। অরভিলকে যেতে দিতে চায়নি এমিলি। গালাগাল দিয়েছে, হুমকি দিয়েছে। কিন্তু ওসব গায়ে মাখেনি অরভিল। সে চলে এসেছে বাড়িতে মুটকি এবং অসুস্থ বউকে একা রেখে।

এখন সে ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে। এয়ারপোর্টের বাসে চড়ে সানসেট বুলেভার্ডে এসে ছোট একটি মোটেলে উঠেছে অরভিল জোনস। মোটেলের নাম সালি লুক মোটেল। মোটেলে একদিন বিশ্রাম নিয়ে সে শহর ঘুরতে বেরুল। প্রথমে গেল চাইনিজ থিয়েটারে। এটি একটি দেখার মতো জিনিস। ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল সাইজের জাতীয় মনুমেন্ট আছে এখানে। সিনেমা-টিনেমা তেমন দেখে না অরভিল। এমিলি আবার সিনেমা দেখতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু ভয়ানক মুটিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রেক্ষাগৃহে যাওয়া বাদ দিয়েছে। কারণ পাহাড়ের মতো শরীর সিনেমা হলের সিটে আঁটে না। এখন তার টিভিই ভরসা।

অরভিল হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করল ফুটপাতে অনেক হলিউড তারকার নাম খোদাই করা। এদের বেশিরভাগ মারা গেছেন তবে কিছু এখনও বেঁচে আছেন।

অরভিলের সবচেয়ে পছন্দের দুই তারকা হলেন ক্লার্ক গেবল এবং জন ওয়েন। এবং অবশ্যই মেরিলিন মনেরো। এমিলির সঙ্গে মেরিলির সামান্য মিল আছে চেহারায়। মানে ছিল। একারণেই সে এমিলির প্রেমে পড়েছিল। আর এখন মুটিয়ে গিয়ে যা-তা অবস্থা।

এসবই এখন পাস্ট টেন্স। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বলল অরভিল। প্যান্টের ভেতরে টাকার স্পর্শ নিচ্ছে সে। সে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের ছোঁয়াও পাচ্ছে আঙুলে। দুটোই ঠিকঠাক রাখতে হবে।

হান্টিংটন হার্টফোর্ড নামে একটি সিনেমা হলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ঘটনাটা ঘটল। পেছন থেকে কে যেন সজোরে ধাক্কা মারল ওকে। সে সঙ্গে মাথার

খুলিতে একটা বাড়ি খেল অরভিল। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে ফুটপাতে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে নাক বেয়ে। কে যেন ওর শরীর হাতড়াচ্ছিল। হাত ঢুকে গেল ট্রাউজার্সের পকেটে। ঘটনার আকস্মিকতায় এমনই হতভম্ব অরভিল বাধা দেওয়ার সময়ও পেল না।

কেউ ওকে বিড়বিড় করে গাল দিল, ফাকিং টার্বি...

ওরা ওর টাকা নিয়ে গেল। গড়িয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল অরভিল, একজন লাথি কষাল সজোরে। তারপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। যখন জ্ঞান ফিরে পেল দেখল ফুটপাতে ওর সামনে পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে ধস্তাধস্তি করে উঠে বসল। এক পুলিশ গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মারল, কোনো সমস্যা?

কয়েকটা কুত্তার বাচ্চা আমাকে মেরেছে।

আপনি মদ খেয়েছেন?

মাথা নাড়ল অরভিল। না আমি মদ খাইনি। আমি ওহায়ো থেকে এখানে বেড়াতে এসেছি। আমাকে মেরে ওরা টাকা-পয়সা লুটে নিয়েছে।

ওরা দেখতে কেমন? জিজ্ঞেস করল অফিসার।

আমি দেখতে পাইনি। ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে ওরা আমার ওপর হামলা করে বসে।

এদিকটাতে রাতের বেলায় এরকম ঘটনা দুশোবার ঘটে, সহানুভূতি নিয়ে বলল অফিসার। কেউ কি আপনাকে সাবধান করে দেয়নি এটা একটা জঙ্গল? একা একা এখানে হাঁটাহাঁটি করা নিরাপদ নয়।

এই তো আপনি এখন বললেন।

আপনি যাবেন কোথায়?

সানসেট বুলেভার্ডের একটি মোটেলে উঠেছি, বলল অরভিল।

গাড়িতে উঠুন, বলল অফিসার। আমরা আপনাকে পৌঁছে দেব। আপনার অবস্থা তো বেশি সুবিধের মনে হচ্ছে না।

অরভিল বহু কষ্টে খাড়া হলো। অফিসার গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল অরভিল।

আপনার গা থেকে মদের গন্ধ আসছে, বলল অফিসার।

আমি ডিনারের সময় একটা বিয়ার খেয়েছিলাম।

আপনি শিওর আপনি মাতাল ছিলেন না? অফিসার তার পার্টনারের দিকে আড়চোখে তাকাল। সে গাড়ি চালাচ্ছে। আপনার কাছে কোনো টাকা-পয়সা ছিল?

বললাম না ওরা আমার টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিয়েছে। ব্যাক পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল অরভিল। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

ভবঘুরে, গাড়ি চালাচ্ছে যে অফিসার সে বলল, ওরা গোল্লায় যাক। একে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাই চলো। এ আধমাতাল, পকেটে পয়সা নেই। ভবঘুরে একটা।

আমি ভবঘুরে নই, চিৎকার দিল অরভিল। আমার নাম অরভিল জোনস।

সঙ্গে পরিচয়পত্র আছে?

আরে, ওরা আমার ওয়ালেটটা নিয়ে গেছে। দেখুন, আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিন। আমি হেঁটেই মোটেলে ফিরতে পারব। আমার এক বন্ধুর দেখা করার কথা।

তোমার বন্ধু তোমাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিতে পারবে, সামনে, প্যাসেঞ্জার সিটে বসা অফিসারটি বলল।

অরভিল একেবারে থ মেরে গেল। আগে কোনোদিন গ্রেপ্তার হয়নি সে। এখন, এ জঞ্জালের শহরে সে শুধু ছিল ছিনতাইকারীর কবলেই পড়েনি, ছিনতাই হওয়ার অপরাধে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছে!

তোমার যে ছিনতাই হয়েছে তার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে? খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল অফিসার, ড্রাইভার।

না, বলল অরভিল। এই ছাতার জায়গায় ডজন ডজন লোক হেঁটে বেড়ায় কিন্তু কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায় না। আসুন, আমাকে নামিয়ে দিন।

ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। অরভিল দরজার হাতল খুঁজল। নেই।

শিট, বলল ড্রাইভার। এ দেখছি পালিয়ে যাওয়ার মতলব করছে। ওকে গুলি করো। করছ না কেন।

না, বলল তার পার্টনার। ও আহত হতে পারে।

মাথায় গুলি করো। আমরা বলব ও গ্রেপ্তারি এড়াতে চাইছিল।

অরভিল বুঝতে পারছিল লোক দুটো ওকে নিয়ে খেলা করছে। তোমার খুব ফানি, বিড়বিড় করল সে।

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল ড্রাইভার। ও কী বলল? ও আইনের রক্ষকদের অপমান করছে। কী যেন নাম এর

অরভিল জোনস, ওহায়োর টলেডোতে আমার বাড়ি, চেঁচাল অরভিল।

ও আমাদেরকে অপমান করেছে, বলল ড্রাইভার। আমাদেরকে ফানি বলেছে। শুধু তাই নয় আমাদের সুন্দর শহরটি নিয়ে বাজে মন্তব্যও করেছে। দাঁড়াও, মেয়রের কানে একবার যাক কথাগুলো।

তার পার্টনার বলল, হ্যাঁ, সাহস কত! এর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া উচিত। ভাবতে পার এর বিরুদ্ধে কত অভিযোগ? গ্রেপ্তারি এড়ানোর চেষ্টা, ল

অফিসারদেরকে অপমান, মেয়রকে হুমকি, শহরকে গালিগালাজ, মাতলামি, রাস্তায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো।

যা শুনছে বিশ্বাস হচ্ছে না অরভিলের। অ্যাই, তোমরা এসব কী বলছ? আমি ওসব কিছুই করিনি। শোনো আমি পেশায় একজন অ্যাকাউনটেন্ট এবং আমার শহরে সবাই আমাকে সম্মান করে চলে।

তাতে কী? মুখ বাঁকাল ড্রাইভার। ওহায়োতে তোমাকে সবাই সম্মান করে আর তুমি আমাদের সুন্দর শহরটিতে এসে গলিতে গলিতে পেচ্ছাপ কর, মাতাল হও, আমাদের বেশ্যাগুলোর সঙ্গে শোও, পুলিশকে অপমান করো। তুমি কি বিয়ে করেছ?

চুপ করে রইল অরভিল। এদেরকে কি এমিলির কথা বলা উচিত হবে?

লুকোচুরি করো না, বলল ড্রাইভারের পার্টনার।

না। তবে লস এঞ্জেলসে আমার একটি মেয়ে থাকে।

তাই নাকি, কে?

তার নাম স্যালি জোনস।

এরকম গল্প আমরা অনেক শুনেছি। কোনো বেশ্যার নাম স্যালি জোনস কে কবে শুনেছে? ওর নম্বর আছে তোমার কাছে, অরভিল।

ও বেশ্যা নয়, ক্রুদ্ধ গলায় বলল অরভিল। আর ওর বাড়ির ফোন নম্বর আমার কাছে নেই। তবে কাল সকালে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারব।

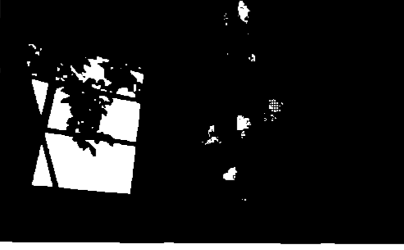
বেশ তো, বলল ড্রাইভার। আজ রাতটা তাহলে তোমাকে হাজতেই থাকতে হচ্ছে। কাল সকালে ওকে ফোন করো। সে এসে তোমাকে জামিনে মুক্ত করে নিয়ে যাবে।

অরভিল গলা নামিয়ে বলল, আমি ওকে ফোন করতে পারব না। আমার লজ্জা লাগছে। আমি তো কিছু করিনি– শুধু ছিনতাই হয়েছে।

তাহলে লজ্জা পাবার কী আছে?

অসহায় ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল অরভিল, তোমরা কখনো ফ্রাঞ্জ কাফকার নাম শুনেছ?

প্যাসেঞ্জার সিটে বসা লোকটা কৌতূহল নিয়ে ঘাড় ঘোরাল। সে কোনো শাখায় কাজ করে?



পরদিন খুব বাজে লাগছিল ভার্জিনিয়ার, এমনকি গত দুপুরের চেয়েও বেশি। নিজের মেয়ের সঙ্গে সাবেক প্রেমিক হ্যামিলটনকে দেখে তার মেজাজটাই গেছে বিগড়ে।

এমনকি জ্যাকও তার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। জ্যাক তার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। যদিও তাকে দেখায় অনেক তরুণ। তাকে দেখে ভার্জিনিয়ার নিজেকে খুবই খেলো মনে হয়েছে। সে কেন জ্যাকের লাঞ্চের দাওয়াত গ্রহণ করতে গেল?

এবং ফেলিক্স। ফেলিক্স যেন তার কক্ষপথ থেকে উড়ে আসা কেউ। ফেলিক্স তার অতীত থেকে বর্তমানে ফেরার সেতু।

ভার্জিনিয়া তার বাথরুমে, নিজের সুইটে, টুয়েন্টিয়থ সেঞ্চুরিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে নিজের মুখের বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। একটু ক্লান্ত লাগছে নিজেকে, তবে মুখখানা আগের মতোই আছে, শরীরও। সে ভার্জিনিয়া প্রেস্টন, এক এবং অদ্বিতীয় ইভ। নিজেকে ওর সংবরণ করতে হবে।

হ্যামিলটন ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফেলিক্সও তাই। আর জ্যাক? পার্টিতে অন্তত লক্ষ করেছে তার প্রতি জ্যাকের এখনও ভালোবাসা রয়ে গেছে। তাতে কী? ভার্জিনিয়া তো আর ফিরে যেতে পারবে না, অন্তত জ্যাকের সঙ্গে নয়। হ্যামিলটনের ক্ষেত্রে হয়তো সে একটু ব্যতিক্রম করতে পারে। যদিও হ্যামিলটনের সঙ্গে তার কখনোই হেভি অ্যাফেয়ার হয়নি। বরং বিভিন্ন সময় তর্কাতর্কি হয়েছে। তারপর নাওমির সঙ্গে ওর পরিচয় হয় এবং সেখানেই ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের সমাপ্তি।

নাওমি ছিল পারফিডিয়ার ক্রীতদাসী। নাওমির জীবনে পারফিডিয়ার সাংঘাতিক প্রভাব ছিল।

পারফিডিয়া খুব ক্ষমতাশালী একজন নারী। তার বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত প্রখর। সে মিল্ডাবিটারদের পার্টির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সবার নজর ছিল তার ওপর। পারফিডিয়ার কী বুদ্ধি সে কাপ্রিকে রক্ষার ক্যাম্পেইন তুলে চাঁদা আদায়ের পাঁয়তারা করছে। কেউ বিশ্বাস করেনি যে এটা অসাধারণ কোনো আইডিয়া। তবে পারফিডিয়া ঠোঁট মুড়ে হেসে সবাইকে বিশ্বাস করে ছাড়িয়েছে কাপ্রি ডুবে যাচ্ছে এবং আরব নর্থ আফ্রিকার দিকে সরে যাচ্ছে। এমনকি ফেলিক্স, এসব বিষয়ে যার সবসময়ই ঠোঁট ওল্টানো একটা ভাব থাকে সে পর্যন্ত এ ক্যাম্পেইনে মজেছে। তবে সে পারফিডিয়ার বক্তৃতা অর্ধেক শুনেছে বাকি অর্ধেক মূর্ছার মধ্যে ছিল। সেও ডুবে যাচ্ছিল তবে মোনা প্রিসিয়ানের খাঁজ-ভাঁজের মধ্যে।

রিটা মিল্ডাবিটারস একটি কমিটি গঠন করছেন। সেভ কাপ্রি। ক্যালিফোর্নিয়ার মহিলারা কমিটি তৈরি করতে খুব ভালোবাসে। কোনো ভালো কাজের কথা বলো, কোনো কারণ, ব্যস রাতারাতি গড়িয়ে গেল কমিটি। কোনো সন্দেহই নেই বছরের শেষ দিকে সেভ কাপ্রি বল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সে জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করা হবে। যে কমিটি প্রতিষ্ঠিত হবে কাপ্রিতে। দ্বীপটির ভৌগোলিক ভিত্ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হবে। ভার্জিনিয়া জানে এ ক্যাম্পেইন থেকে অর্জিত অর্থের বড় একটি অংশ পারফিডিয়ার পকেটে যাবে।

শিট। বিরক্ত মুখে লিপস্টিক দেওয়া শেষ করল ভার্জিনিয়া। ওরা সবাই গোল্লায় যাক। তার নিজেকে তো পারফেক্ট লাগছে। সন্তুষ্ট বোধ করল ও।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। স্যালি ফোন করেছে।

মা, কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলল সে, তোমার জন্য খবর আছে।

আশা করি ভালো খবর, বলল ভার্জিনিয়া। তুমি আজ ঠিক আছ তো, স্যালি!

আমি ঠিক আছি, বলল স্যালি। খবর হলো তুমি বসে নাও।

আমি বসেই আছি, অধৈর্য গলায় বলল ভার্জিনিয়া। খবরটা কী হলো?

তোমার আমার মি. অরভিল জোনস এখন নিউইয়র্কে।

হালকা একটা চিৎকার দিল ভার্জিনিয়া। এর কি কোনো শেষ নেই? অতীতের সমস্ত আবর্জনাই কি ওর ঘাড়ে এসে পড়তে হবে? ওহ মাই গড, আর্তনাদ করে উঠল সে। দ্যাটস দ্য লাস্ট স্ট্র। ভেরি লাস্ট স্ট্র। আমি এখন স্রেফ আত্মহত্যা করব।

না, না, মা। হাসতে লাগল স্যালি। সে এখানে পিটার এবং আমার সঙ্গে আছে। টেরাসে বসে কফি খাচ্ছে। এক ধরনের শকের মধ্যে আছে। ওকে আমরা কিছুক্ষণ আগে থানা থেকে নিয়ে এসেছি। গত রাতে সে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

ওহ্, যীশাস, ওহ্ ক্রাইস্ট, গুঙিয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। আরেকটা ভূত। আমি এই ভূতগুলোকে নিয়ে আর পারি না। স্যালি তুমি এসব কথা আমাকে কেন বলছ? সে আমার বাবা নয়, স্যালি। অরভিল জোনসের ওপর আমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। ওই হারামজাদা লোকটা গ্রেপ্তার হলো কীভাবে?

সে কিছুই করেনি, বলল স্যালি। বরং উল্টোটা। ভাইন স্ট্রিটে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছিল। পুলিশ তাকে ভ্যাগাবন্ডের মতো রাস্তায় ঘুরতে দেখে গ্রেপ্তার করে হাজতে ঢুকিয়ে দেয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভার্জিনিয়া। অতি চমৎকার। খবরের কাগজওয়ালাদের জন্য একটি রসালো খবর হবে এটি।

ধুরো মা, বলল স্যালি, ওয়ায়ো টলেডো থেকে আসা অচেনা-অজানা একজন অরভিল জোনসকে নিয়ে খবরের কাগজওয়ালারা কেন লিখতে যাবে?

কাগজওয়ালারা কি করতে পারে তা নিয়ে তোমার কোনো ধারণাই নেই, বলল ভার্জিনিয়া। তারা ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলবে আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল এবং এ খবর কাগজেও যাবে।

তাহলে তো খুব খারাপ কথা, আড়ষ্ট গলায় বলল স্যালি। এখন কথা হলো একে নিয়ে কী করি?

কী করবে বলে দিচ্ছি। এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে সোজা ওহায়োগামী প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে এসো।

না, ধীর গলায় বলল স্যালি। সে বলছে সে আর ওহায়ো ফিরবে না, মা। সে তোমাকে দেখতে চায়।

নো। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাল ভার্জিনিয়া। নেভার। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব না।

আমিও ভেবেছি তুমি একথাই বলবে, শান্ত গলায় বলল স্যালি। কিন্তু আমরা আমাকে কিছু করতে হবে। সে তার টাকাপয়সা, পরিচয়পত্র সব খুইয়েছে। স্যালির কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটল। তার একটা চাকরি দরকার হবে। তুমি তাকে পছন্দ কর বা নাই কর সে অ্যাকাউনটেন্ট হিসেবে খুবই ভালো। আমি ভাবছিলাম জ্যাকের ওখানে তাকে নিয়ে গেলে কেমন হয়। জ্যাকের ব্যবসার ধরণ আমি বুঝি। তার একজন ভালো অ্যাকাউনটেন্ট দরকার।

স্যালি, বলল ভার্জিনিয়া জ্যাক আমার প্রথম স্বামীকে চাকরি দেবে না।

মা। গলায় জোর দিল স্যালি। তুমি একটু ওকে বলে দেখবে। আমি জানি তুমি আজ জ্যাকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ।

না, চেঁচিয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। কখনো না। আমি কেন একাজ করতে যাব? জ্যাকের কাছে কারও চাকরির জন্য ধর্না দেওয়ার অধিকার আমার নেই।

স্যালি চুপ করে রইল। ভার্জিনিয়া জানে ও দ্রুত চিন্তা করছে। ঠিক তাই। স্যালি বলল, জ্যাক তোমার জন্য এটা করে দেবে। তুমি যদি ওকে না বলো তাহলে অরভিল তোমাকে দেখতে যাবে এবং ফেলিক্স তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা করবে ভাবছে– এমিলিকে ছাড়াই।

এমিলি? চেঁচিয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। ও হ্যাঁ, এমিলি ওর বউ।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল স্যালি। বাবা কাল রাতে একটু কান্নাকাটি করছিল। বলল আমাকে দেখামাত্র তোমার কথা নাকি তার খুব মনে পড়ে যাচ্ছে। সে তোমাকে খুবই ভালোবাসে, মা।

ভার্জিনিয়ার হাত থেকে ফোনটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। রাগ এবং হতাশার হল্কা বয়ে যাচ্ছে দেহে। গুড়গুড় করছে পেট। মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়বে। স্যালি, দিস ইজ রিভোল্টিং। তুমি আমার সঙ্গে এরকম করছ কেন?

শ্বাস ফেলল স্যালি সশব্দে। মনে হচ্ছে না তোমাদের দুজনের আবার একত্রিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা হয়েছে।

স্যালি। একটু বাস্তববাদী হও। ভার্জিনিয়া তার মেয়েকে চেনে, জানে স্যালি ইচ্ছে করে তাকে মানসিক নির্যাতন করছে।

মা, ছোট বাচ্চারা সবসময় তাদের বাবা-মাকে একত্রে দেখতে চায় তুমি তো জানোই।

ভার্জিনিয়া কোনোমতে বলল, স্যালি, ইউ আর ডিসগাস্টিং। গড, তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল?

সে আমার বাবা, মা।

আই নো দ্যাট, ড্যাম ইট। কোনো মেরুভল্লুক কিংবা বেজির সঙ্গে অর্ধেক সম্পর্কের জেরেও যদি তুমি জন্ম নিতে ভালো হতো অন্তত অরভিল জোনসের ঔরসে নয়।

তুমি আমাকে এমন কথা বলতে পারলে, মা?

আমি দুঃখিত, বিড়বিড় করল ভার্জিনিয়া। আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি। আমি বলছি না তুমি বেজি কিংবা অন্যকিছু। হয়তো হাঁস হলে সে স্থূল ভঙ্গিতে হেসে উঠল। আচ্ছা, ঠিক আছে তোমার কথাই মেনে নিলাম। আমি কাজটা করব। আমি জ্যাকের কাছে বলব ওর কথা। যদিও বলতে ইচ্ছা করছে না তবু বলব। আমি চাই না সে আমার কিংবা তোমার ঘাড়ের ওপর ঝুলে থাকুক। ও ওর ওয়াইফকে ঘৃণা করে, না?

হ্যাঁ।

স্যালি, কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল ভার্জিনিয়া। মহিলার সঙ্গে কখনো তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

একবার গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। ওদের দুটো বদের হাড্ডি বাচ্চা আছে। আর কোনোদিন যাইনি। তবে বুড়ো মানুষটা খুব একটা খারাপ নয়।

বুড়ো। দাবড়ে উঠল ভার্জিনিয়া। সে কেন বুড়ো হতে যাবে? ত্রিশ পার হলেই সবাই বুড়ো হয়ে যায় বুঝি।

হ্যামিলটন অন্তত নয়, শীতল গলায় বলল স্যালি।

তবে অরভিল জোনস একটা বোরিং চাষা বলল ভার্জিনিয়া।

না, না, মা। প্রতিবাদ করল স্যালি। সে একজন অ্যাকাউনটেন্ট এবং ভালো লোক। জ্যাককে কিন্তু বলবে ওর কথা। সে প্রাইসের জন্য কাজ করেছে।

ইয়েস, ডিয়ার, মন্থর গলায় বলল ভার্জিনিয়া। বলব আমি জ্যাককে। এখন ছাড়ি। ড্রেস পরতে হবে। ওকে আমার কোনো শুভেচ্ছা দিতে হবে না, স্যালি। কেমন?



গড, কাপড় পরতে পরতে ভাবছিল ভার্জিনিয়া। আগের চেয়েও এখন বেশি মেজাজ খারাপ লাগছে। হ্যামিলটন লোগান অরভিল জোনস ফেলিক্স। হ্যাঁ, ফেলিক্স। কোনো চুলোয় সে গিয়েছে? স্যালির সঙ্গে কথা বলার সময় চলে গেছে ফেলিক্স তাকে বিদায় সম্ভাষণটুকু পর্যন্ত জানায়নি। ভার্জিনিয়াকে জানতে দিতে চায়নি সে কোথায় যাচ্ছে। ফেলিক্স তাকে বলেছে পলিন পাওয়ারের চরিত্রটির ডাইমেনশন নিয়ে নাকি খুবই উদগ্রীব হয়ে আছে মোনা প্রিসিয়ান। তাকে ফেলিক্স নিশ্চয় দু'একটি টিপস দিয়েছে নইলে চরিত্রের গভীরতা বোঝা সহজ হয়। অবশ্য শুধু পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারকে খুব ভালোভাবে লক্ষ করলেই এ চরিত্রের গভীরে বোঝা যাবে।

বেশ তো তবে তাই হোক। ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবল ভার্জিনিয়া। সবকিছুই এখন তার হাতের নাগালে চলে যাচ্ছে এবং এ নিয়ে সে আর গ্রাহ্যও করছে না। এদেরকে নিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ক্লান্ত বোধ করছে। স্রেফ ফেড আপ। এরা সবাই কাপ্রির মতো ডুবে গেলেই খুশি হবে ভার্জিনিয়া। গড, ভার্জিনিয়ার এখন নিউইয়র্কে ফিরতে ইচ্ছে করছে, তার কলামগুলোর কাছে যেখানে সবকিছু রয়েছে তার নিয়ন্ত্রণে।

মনে পড়ল লেনি থরোকে ফোন করার কথা। লেনি থরো একজন ক্রিটিক। এর সঙ্গে একবার প্রেম করেছিল ভার্জিনিয়া। অ্যাড্রেস বুকে লেনির ফোন নম্বর ফোন পেল সে। ফোন করল। সঙ্গে সঙ্গে ধরল লেনি এবং প্রথমেই জিজ্ঞেস করল ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তার কখন দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, ভার্জিনিয়ার ব্যথা-বেদনাগুলো সে দূর করে দিতে পারবে। ভার্জিনিয়া বলল সে এ মুহূর্তে ক্যালিফোর্নিয়ায়, ভেনিসে ফেরার জন্য মুখিয়ে আছে। আশা করি এ ভেনিস ডুবে যাবে না। হাসতে হাসতে বলল সে। নো চান্স, হাসল লেনি। বড়সড় কোনো ভূমিকম্প না হওয়া পর্যন্ত নয়। সাড়ে তিনটার সময় লেনির সঙ্গে দেখা করবে মনস্থ করল ভার্জিনিয়া।

ফোনটা করার পরে ভার্জিনিয়ার মন ভালো হয়ে গেল। সে আবার আগের মুডে ফিরে এলো। কাপড় পরতে পরতে এমনকি মৃদু শিসও দিল। সে নীল রঙের সিল্কের একটি ড্রেস পরল, কোমরে সরু কালো বেল্ট, পায়ে কালো চামড়ার জুতো, হাতে হালকা নীল উলের ব্লেজার নিয়ে সে সুইটের দরজা খুলে প্রবেশ করল বর্তমানে।

টেক্সি ক্যাবটি ভার্জিনিয়াকে নিয়ে পিকো বুলেভার্ডের টুয়েটিয়েথ সেঞ্চুরিতে চলে এলো। গেট দিয়ে ঢুকে সোজা চলে এলো লোগানের বাংলোর দরজায়। বাইরে একটি সাইনবোর্ড লেখা **জ্যাক লোগান প্রডাকশনস**।

সেক্রেটারি তাকে এসকর্ট করে সোজা লোগানের অফিসে নিয়ে গেল। ডেস্কের ওপর পা তুলে বসে আছে লোগান, চোখ বুলাচ্ছে *হলিউড রিপোর্টার* এর পাতায়, এটি একটি সিনে পত্রিকা। ভার্জিনিয়াকে দেখে সে ডেস্ক থেকে পা নামাল, সিধে হলো তড়াক করে।

ভার্জিনিয়া। একদম নাকের ডগায়! সে তার সেক্রেটারির দিকে ফিরল। দরজাটা বন্ধ করে দাও, বেভারলি আর আমার কুকুর ডিউককে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

এসো, ডিউক, বলল বেভারলি। কিন্তু ভার্জিনিয়া কোনো কুকুর দেখতে পেল না।

ডিউক, ঘাউ করে উঠল জ্যাক। যা ব্যাটা কুত্তার বাচ্চা।

লোগানের টেবিলের নিচ থেকে অনুগতের মতো লেজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলো সাদা চামড়ার একটা কুকুর। তাকে 'কুত্তার বাচ্চা' গালি দেওয়া হয়েছে এ দুঃখেই বোধহয় লোগানের দিকে একবার আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এগোল বেভারলির দিকে। বেভারলি কুকুরটাকে পা দিয়ে গুঁতো মারল তারপর বন্ধ করে দিল দরজা।

ওই কুকুরটা, বিড়বিড় করল ভার্জিনিয়া। এক পাশে ক্ষীত হয়ে লেংচাতে লেংচাতে হাঁটে।

হতে পারে, বলল লোগান। তবে ও আমাকে খুব ভক্তি করে। ওর ভেতরেই একমাত্র মানবতা আছে।

জ্যাক, কুকুর মানুষ নয়।

নয়? চেঁচিয়ে উঠল লোগান। তুমি কখনো কুকুরের মধ্যে মানুষের আত্মা দেখনি? চীনে ওগুলো আকারে খুব বড় হয়।

ঠিক আছে, জ্যাক, ধৈর্য নিয়ে বলল ভার্জিনিয়া। তুমি যা বলো।

হাসিতে উদ্ভাসিত হলো লোগান। ভার্জিনিয়া, তোমাকে দারুণ লাগছে। প্লিজ বসো।

জ্যাক লোগান লাল সুতির শার্ট এবং সাদা স্লাকস পরেছে। রোদে পোড়া চামড়া।

জ্যাকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিল ভার্জিনিয়া। ভার্জিনিয়ার প্রতি জ্যাকের প্রেম এখনও যায়নি। বলল সে নাকি এখনও ভার্জিনিয়ার পূজা করে। বলতে বলতে সে একসময় প্রায় কেঁদেই ফেলল। ভার্জিনিয়ার সাথে সেক্স করতে চাইল। ভার্জিনিয়া ওকে মাস্টারবেট করে দিল। ভার্জিনিয়া নিজেও ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। টের পাচ্ছিল ভিজে উঠছে তার প্যান্টি। তবে যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা সে কথা বলার এখনই উপযুক্ত সময় ভেবে ভার্জিনিয়া বলল, জ্যাক, আমার একটা কাজ করে দেবে?

তুমি অরভিল জোনসকে অ্যাকাউনটেন্ট হিসেবে একটা কাজ দিতে পারবে? সে এ কাজটা খুব ভালো পারে।

যীশাস। মাথা তুলে চাইল জ্যাক। অরভিল জোনস ও না

হ্যাঁ। ও মাত্রই আসছে ওহায়ো থেকে। গতরাতে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিল।

ওর কপালে যা লেখা ছিল তাই ঘটেছে। নিষ্ঠুর গলায় বলল লোগান। ওকে দিয়ে আমি কী করব?

ওর একটা চাকরি দরকার, সাশ্রুনয়নে বলল ভার্জিনিয়া। আমি স্যালির কথা ভাবছি। ওর ওপর অরভিলের বোঝা চাপানো ঠিক হবে না।

ওর এটাই পাওনা ছিল। থমথমে গলায় বলল লোগান, হ্যামিলটনেরও।

ভার্জিনিয়া তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে জ্যাকের জিনিসটা ঘষে দিতে লাগল। কথাটা তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না জ্যাক, লোগানের চোখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল ও। তবে আমি আমার সাবেক স্বামীদের প্রতি সদয় থাকতে চাই। তোমার প্রতি কি আমি সদয় ছিলাম না। এখন কি নই?

কোটরে চোখের মণি ঘোরাল লোগান। হ্যাঁ, হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল। তুমি বলছ ... ও ভালো অ্যাকাউনটেন্ট।

সবার সেরা। খুব উদ্যমী। সে ওয়াটারহাউজের প্রাইসে কাজ করে।

ঢুলুঢুলু হয়ে গেল লোগানের চোখ, নিঃশ্বাসের গতি নেমে এলো। এসো, বলল ভার্জিনিয়া চলো কাউচে গিয়ে বসি।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল লোগান। ভার্জিনিয়াকে সিধে হতে সাহায্য করল। কাউচটা লম্বা চামড়ার তৈরি। ভার্জিনিয়া ওখানে গিয়ে বসল। লোগান আবার ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল, দুই হাঁটুর মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল হাত।

না, না, জ্যাক। কাউচের গায়ে চাপড় মারল ভার্জিনিয়া। এখানে এসে বসো। আমার পাশে। সে জ্যাকের জকি শর্টস খুলে ওর যন্ত্রটা বের করল। অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে আছে জিনিসটা, লাল টকটকে। মোটা তবে ছোট। জ্যাক, ইটস কিউট, বলল ভার্জিনিয়া। সে ওটার মাথায় জিভ ছোঁয়াল।

ওহওহ!

মজা পাচ্ছ? মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল ভার্জিনিয়া। আমরা কী বিষয় নিয়ে যেন কথা বলছিলাম?

জানি না, মিথ্যা বলল লোগান, মনে পড়ছে না।

আমি জানি, বলল ভার্জিনিয়া। আমরা অরভিলকে নিয়ে কথা বলছিলাম।

লোগানের মাথাটা কাউচের ওপর এলিয়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল সে। ওই ব্যাটাকে বলবে কাল সকালে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে, ভার্জিনিয়া। হারামজাদাকে আমি চাকরি দেব তবে শুধু তোমার খাতিরে। তবে কোনো বেগড়বাই করলে কিন্তু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

নিশ্চয়। মসৃণ গলায় বলল ভার্জিনিয়া। তুমি নিশ্চয় তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাও না।

না, না। মাথা তুলল লোগান, মোটা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল ভার্জিনিয়ার মুখ। ভেতরে ঢুকিয়ে দিল জিভ। ভার্জিনিয়া, প্লিজ আমাকে

না, জ্যাক, আমার মতো করে।

এমন সময় দুম করে খুলে গেল দরজা। আঁতকে ওঠার শব্দ শুনতে পেল ভার্জিনিয়া।

ঘাউ করে উঠল লোগান। বেভারলি, দরজায় কড়া নেড়ে ঢুকতে পার না?

সরি, মি. লোগান।

যীশাস, ভাবল ভার্জিনিয়া, একজন প্রত্যক্ষদর্শী! অবশ্য এতে ও গ্রাহ্য না করলেই হলো। মেয়েটা ভার্জিনিয়ার ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে তার বসকেও এর মধ্যে জড়াতে হবে।

ভার্জিনিয়া বলল, বাদ দাও, জ্যাক। এতে কীইবা এসে যায়।

ভার্জিনিয়া নিজের কাজ চালিয়ে গেল। বেভারলি নিশ্চয়ই এ কাউচে বসে বা শুয়ে এসব করেছে। তবে সে নিশ্চয় আশা করেনি বিখ্যাত ভার্জিনিয়া প্রেস্টনকে এরকম একটি অবস্থায় আবিষ্কার করবে। লোগানের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ভেনিসে যেতে হবে ভার্জিনিয়াকে। লাঞ্চ গোল্লায় যাক। লেনির কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চায় ও।

কয়েক সেকেন্ড পরে বীর্যপাত হলো লোগানের। ভার্জিনিয়ার মুখে সব ঢালল সে।

তোমার এক্সিকিউটিভ বাথরুমটা কই? জিজ্ঞেস করল ও।

নিস্তেজ একটি আঙুল তুলল জ্যাক, ওই দিকে।

রুম পার হলো ভার্জিনিয়া। লোগানের ব্যক্তিগত বাথরুমটি কাঠের প্যানেল দিয়ে তৈরি। সিঙ্কের ওপর অসংখ্য নুড ছবি। ভার্জিনিয়া সাবধানে নতুন করে মেকআপ চড়াল মুখে। আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর আগের সেই শক্তি এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

লোগানকে এসে দেখল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত স্টুডিওর রাস্তা লক্ষ করছে। ভার্জিনিয়ার আগমন টের পেয়ে ঘুরল। মুচকি হাসল, আমি যা করতে চেয়েছিলাম তুমি কিন্তু এখনও তা করে দাওনি।

অন্য কোনো সময়ে হবে, জ্যাক, নির্লিপ্ত গলায় বলল ভার্জিনিয়া। লোগান ওকে আবার বসতে বললেও বসল না।

অন্য সময়টা কবে আসবে, ভার্জিনিয়া?

কী জানি কবে আসবে। তবে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাওনি তো?

খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল লোগান। ভার্জিনিয়া, এ জন্যই তুমি আমার জন্য এটা করেছ।

মুখ বিকৃত করল ভার্জিনিয়া। জ্যাক, তোমার বলার ঢংটা খুব বিশ্রি।

মুখ টিপে হাসল সে। স্বাদটা কেমন লাগল?

ওর প্রশ্নটি এড়িয়ে গেল ভার্জিনিয়া। তুমি ভুলবে না তো?

না, না। বোগাস লোকটাকে বলো কাল সকালে যেন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করে, কিন্তু তুমি এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? তোমাকে আমি সেট ঘুরিয়ে দেখাব ভাবলাম।

অন্য সময়ে হবে। হাসল ভার্জিনিয়া। তারপর বেরিয়ে এলো লোগানের ঘর থেকে। দেখল বাইরে, নিজের ডেস্কে বসে টাইপরাইটারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেভারলি।

সো লং, বেভারলি, বলল ভার্জিনিয়া।

ডিড ইউ থিংক সো? দ্রুত বলল বেভারলি। আই নেভার ডিড।



ভেনিস নামক জায়গাটিতে কীভাবে পৌঁছাল মনে নেই ভার্জিনিয়ার। ড্রাইভার ঘোষণা করল তারা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। ভেনিসে এখনও মরা খালে আছে। পয়োনালি দিয়ে বইছে পানি। রাস্তায় টিনের ক্যান, পুরনো টায়ার, পচা কার্ডবোর্ড। লেনি এমন একটি রাস্তার ধারের বাড়িতে থাকে যেখানে পুরনো ক্ল্যাপবোর্ডের কুটিরের পাশে নতুন কনডোনিয়াম বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। লেনির ভবনটি অবশ্য বেশ অলঙ্কারবহুল, পাথরের তৈরি একটি বাড়ি।

তবে এখানে নিজেকে তেমন নিরাপদ মনে হচ্ছিল না ভার্জিনিয়া। সে ক্যাব ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে পকেট বুকটি শক্ত হাতে চেপে ধরে এন্ট্রাসের ফুটপাত পার হলো। লেনি থরোর নাম দেখতে পেয়ে কলিংবেল বাজাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন শব্দ তুলে ভারী ফ্রন্টডোরটা খুলে গেল। একটি অন্ধকার হলওয়েতে প্রবেশ করল ভার্জিনিয়া।

ওপরতলা থেকে হাসির শব্দের সঙ্গে তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ ভেসে এলো। ভার্জিনিয়া। ভার্জিনিয়া। আমি লেনি। দোতলায় চলে এসো।

দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বাইতে লাগল ভার্জিনিয়া, দুই পায়ের ফাঁকে কামনার একটা চাপ অনুভব করছে। ওর এখন প্রেম করতে খুব মন চাইছে।

দাড়িওয়ালা লেনি দরজায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

ভার্জিনিয়া, চিৎকার দিল সে।

ওহ্ লেনি, চোখে প্রায় জল এসে গেছে ভার্জিনিয়ার, লাফ মেরে জড়িয়ে ধরল লেনিকে। দাড়িওয়ালা মুখে চুমু খেল।

এসো, ভেতরে এসো, ভার্জিনিয়া।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি এন্ট্রিতে প্রবেশ করল ভার্জিনিয়া এটি সোজা চলে গেছে কিচেনে। রান্নাঘরটা বক্সায় ছালে পট, প্যান, ফল ও সবজি ভর্তি

হাজার হাজার ছোট ছোট ক্যান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কাউন্টার এবং চেয়ারের ওপর। এক কোণায় রাখা পুরনো একটি রেফ্রিজারেটর। চালু করতেই থরথর করে কাঁপতে লাগল। চুল্লিটা নোংরা, বার্নারে লাল দাগ।

পুরো বাসাটাই বোহেমিয়ান টাইপের। অবশ্য লেনির বাসা এরকমই হবে বলে ভেবেছিল ভার্জিনিয়া। লিভিংরুমটি আকারে কিচেনের দ্বিগুণ এবং এটিও যথারীতি অগোছাল। সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে আছে বইপত্র, দেয়াল ঘেঁষে পত্রিকার স্তূপ। অ্যাসট্রেগুলো পোড়া সিগারেট ভর্তি।

লঘু পদক্ষেপে এগোল ভার্জিনিয়া। তার বামে সুপ্রশস্ত একটি আর্কওয়ে, চলে গেছে বেডরুমে। বিরাট একটি খাট ঘরটি প্রায় ভরে ফেলেছে। ফোমের বিছানা।

বিছানার ওপর শুয়ে আছে কোঁকড়ানো চুলের, চোখে চশমা পরা মোটাসোটা একটি মেয়ে। তার পরনে কালো ব্রা এবং প্যান্টি। তার বক্ষজোড়া বেশ বড়সড়। একটি বই পড়ছিল মেয়েটা। মুখ তুলে চাইল।

হেই! আনন্দিত গলায় বলল লেনি। ভার্জিনিয়া, এ হলো স্টাডস। স্টাডস, এ হলো ভার্জিনিয়া।

হাই, ভার্জিনিয়া, বলল মেয়েটা। আসলে আমার নাম বেটি।

শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল ভার্জিনিয়া, তোমাকে স্টাডস বলব নাকি বেটি?

তীক্ষ্ণ সুরে হেসে উঠল লেনি। ওকে স্টাডস বলেই ডেকো। বেটি নামে ওকে কেউ চেনে না।

হ্যাঁ, কোঁকড়ানো চুলের কৃষ্ণকেশী বলল, আমাকে স্টাডস বলবেন প্লিজ।

ওয়েল, অলরাইট, স্টাডস।

হেই বলল লেনি। তোমার জ্যাকেটটা খুলে বসো তো দেখি।

ধন্যবাদ, বলল ভার্জিনিয়া। নিজেকে ওর এমন হতাশ লাগছে, ইচ্ছে করছে চিৎকার করে। সে খাড়াপিঠের একটি চেয়ারে বসল দুই সারি বইয়ের স্তূপের মাঝখানে।

হেই। আবার চেঁচাল লেনি। ঝুঁকে আবার চুম্বন করল ভার্জিনিয়াকে। এবারে মুখজুড়ে। ভার্জিনিয়াও প্রগাঢ় চুমু খেল। স্টাডস দেখছে দেখুক। মেয়েটা হয়তো এখনি চলে যাবে।

ওয়েলকাম টু মাই প্যাড, বলল লেনি। ওয়াইন চলবে তো, ভার্জিনিয়া? আইসবক্সে প্রচুর ক্যালিফোর্নিয়ান ভালো মাল রেখেছি।

চলবে, বলল ভার্জিনিয়া।

লেনি কিচেনে ঢুকল। ভার্জিনিয়া তাকাল স্টাডসের দিকে, স্টাডসও ওর দিকে একঠাঁয় চেয়ে রইল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে স্টাডস বলল, লেনি বলেছে আপনার মতো দারুণ নারী জীবনে দেখিনি, মিসেস

না, আমাকে ভার্জিনিয়া বলে ডেকো। ওটাই আমার নাম।

বলেছিল তুমি খুব সুন্দরী এবং সত্যি তুমি তাই।

তাই কি? আমার মনে হয় ও অতিরঞ্জন করেছে।

মাথা নাড়ল স্টাডস। আরে না। তোমাকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

হেই। কিচেন থেকে হাঁক ছাড়ল লেনি। তোমরা দুজনেই সুন্দরী।

ভার্জিনিয়ার একটু একটু বিরক্ত লাগছিল। কারণ লেনিকে সে আসলে একা পাবে বলে আশা করেছিল।

লেনি তিনটে মদের গ্লাস আর একটি বোতল নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল। সে গ্লাস এবং বোতলগুলো একটি প্যাকিং কেসের ওপর রাখল যেটি নাইট টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপর এক লাফে উঠে পড়ল বিছানায়। হাত বাড়াল ভার্জিনিয়ার দিকে। জুতো খুলে ভার্জিনিয়াও খাটে উঠে পড়ল।

এখন, খুশি খুশি গলায় বলল লেনি, একটা জয়েন্ট পেলে কেমন হয়?

লেনি আসলে অভিনয় করছে, মনে মনে বলল ভার্জিনিয়া। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সারাদিন গাঁজা নিয়ে পড়ে থাকে। আগে ওয়াইন পান করা যাক, বলল ও।

ঠিক হ্যায়। সায় দিল স্টাডস। সে ভার্জিনিয়ার হাতে মদের একটি গ্লাস তুলে দিল। দ্বিতীয়টি দিল লেনিকে, নিজে নিল তৃতীয় গ্লাস।

হেই চিয়ার্স, বলল লেনি। আই লাভ ইট।

মিউজিক, বলল স্টাডস। সে প্যাকিং কেসের পেছনে হাত বাড়িয়ে একটি রেডিও বের করল। স্লো মিউজিকে ভরে উঠল ঘর।

এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল ভার্জিনিয়া। মনের মধ্যে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে যে ও কোথায় আছে এখানে কী করছে। মধ্যাহ্ন কাটানোর জন্য এটা খুব একটা মনোরম পরিবেশ নয়। ওয়াইনের গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াল সে। গুড।

শার্ডোন্যানি, বলল লেনি। ভালো তো লাগছেই। একটু রিলাক্স করো, ভার্জিনিয়া। তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। আমাকে দ্যাখো দুই দারুণ রূপবতী নারীর মাঝখানে একা। ওয়াও।

ভাগ্যবান পুরুষ, বলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল ভার্জিনিয়া। তার বুকজোড়া দুলে উঠল। লেনি হাত বাড়িয়ে স্টাডসের স্তনে চিমটি কাটল।

ভার্জিনিয়া বলল, লেনি। স্টাডসকে ওর ব্রা খুলে ফেলতে বলি?

ও কি খুলতে রাজি হবে? দ্রুত জানতে চাইল ভার্জিনিয়া।

রাজি হবে না কেন? ব্রা খুলে ফেল, স্টাডস। তাতে আরও আরাম লাগবে। তুমি তো গায়ে কোনো কাপড়ই রাখতে চাও না।

ঠিক কথা, বলল স্টাডস। নাও, হুক খুলে দাও। গড়ান দিয়ে উপুড় হলো সে।

লেনির গ্লাসটা হাতে ধরে রইল ভার্জিনিয়া আর সে স্টাডের ব্রার হুক খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার চিত হলো স্টাডস। ওর বুক দুটো বেশ ভারী এবং বড় বড় বাদামি স্তনের চারপাশে হালকা জেগে আছে শিরা। লেডি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

ওর বুক দুটো দারুণ, না, ভার্জিনিয়া? ছোট বাচ্চার মতো করছে লেনি। ইউ নো, আই লাভ ইট। আমি স্টাডসের মতো বড় বড় বুকের মহিলাদেরকে খুব পছন্দ করি।

সিলি বাস্টার্ড, বলল স্টাডস, আমি তোমারটা দেখতে চাই। ভার্জিনিয়াকে বলল সে।

কিন্তু কেন? জিজ্ঞেস করল ভার্জিনিয়া।

কেন আবার? চেঁচিয়ে উঠল লেনি। গো অন, ভার্জিনিয়া। তুমি ড্রেসটা খুলে ফেলছ না কেন? ভাঁজ-টাজ পড়ে যাবে।

ঠিক আছে। নির্বিকার কণ্ঠে বলল ভার্জিনিয়া। তুমি যদি বুক দেখাতে কিছু মনে না করতে পার আমারও তবে সমস্যা নেই।

সিধে হলো ভার্জিনিয়া। কোমরের বেল্ট খুলল, তারপর ড্রেসের বোতাম খুলে গলিয়ে আনল পোশাক। শেষে খুলে ফেলল ব্রা। ওর পরনে এখন শুধু বিকিনি প্যান্ট।

হেই। গ্রেট। আই লাভ ইট। বলে লাফ মেরে বিছানায় পড়ল লেনি। আমিও আমার প্যান্ট খুলে ফেলছি। ঘোষণা করল সে। প্যান্ট খুলে শুধু জেব্রা স্ট্রাইপড বিকিনি শর্টস পরে আবার বিছানায় উঠে এলো লেনি। তিনজনে মিলে শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। টুকটাক কথা বলতে লাগল। পিটার হ্যামিল্টনের পার্টিতে লেনিকেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। লেনি বলল সে স্টাডসকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

লেনি আগেই তার শর্ট খুলে ফেলেছিল। তার দণ্ডটি পুরো দাঁড়িয়ে গেছে। সে ভার্জিনিয়ার নিটোল এবং সুদৃঢ় স্তনে চট করে চুমু খেল। ভার্জিনিয়ার খুব ইচ্ছে করছে লেনির যন্ত্রটা দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। কিন্তু স্টাডসের সামনে সে লজ্জা পাচ্ছিল। লেনি স্টাডসকে বলল, ভার্জিনিয়া খুব ভালো একজন রাইটার।

স্টাডস চশমার আড়ালে বড়সড় করল চক্ষু। তুমি উভকামী নও তো?

আরে না। তুমি?

জানি না। তবে মাঝে মাঝেই ভাবি আমি উভকামী কিনা।

আমিও জানি না, অন্যমনস্ক গলায় বলল ভার্জিনিয়া।

কারণ আমি কখনো ...

চেষ্টা করে দেখেনি। কুঁইকুঁই করল লেনি। এখন নিজেদেরকে আবিষ্কার করার সময় গার্লস। সে এক চুমুকে তার গ্লাসের মদটুকু সব গিলে নিল। গ্লাসটা ছুড়ে ফেলল পাশের রুমে। তারপর এক হাতে স্টাডসের বুক চেপে ধরে অন্য হাত রাখল ভার্জিনিয়ার বুকে। বইতে এরকম কোনো দৃশ্যের কথা লেখা নেই।

তা নেই। বলল ভার্জিনিয়া।

তাহলে পুরোটাই তোমার কল্পনা? জিজ্ঞেস করল স্টাডস।

হ্যাঁ।

ভার্জিনিয়া হাত বাড়িয়ে লেনির জিনিসটা চেপে ধরল। তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ভার্জিনিয়া মুখ নিয়ে আনল ওটার ওপর। তবে মুখে নিল না। ওটার ওপর শ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর হাত বাড়িয়ে স্টাডসের একটি স্তন মুঠোয় পুরে নিয়ে চটকাতে লাগল। আবেশে চোখ বুজল স্টাডস। নিজের এহেন আচরণে ভার্জিনিয়া নিজেই অবাক। টের পেল তার শরীর হাতড়াচ্ছে স্টাডসের আঙুল। তারপর তিনজনে মিলে মেতে উঠল বুনো, উদ্দাম সেক্সে।

ভার্জিনিয়া মেঝেতে পা রাখল। নিচে ট্যাক্সি ক্যাব পাব?

রাস্তার মোড়ে পাবে, বলল স্টাডস।

দ্রুত পোশাক পরে নিল ভার্জিনিয়া। যাওয়ার আগে স্টাডসের কাছে এলো। হ্যান্ডশেক করার জন্য বাড়িয়ে দিল হাত। সো লং বলল ও। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগল। ও ঠিকই বলেছিল, লেনির দিকে ইঙ্গিত করল ভার্জিনিয়া। তোমার বুকজোড়া সুন্দর।

মাথা নাড়ল স্টাডস। না, তোমার জোড়া অনেক বেশি সুন্দর।

লেনি ভার্জিনিয়াকে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিল। ও সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে, ওপর থেকে ডাক দিল লেনি। ভার্জিনিয়া, তোমার বইটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আই লাভ ইট, ভার্জিনিয়া। আই লাভ ইউ টু!

বুলশিট। মনে মনে বলল ভার্জিনিয়া। সে এতক্ষণ বেশ বিরক্ত বোধ করছিল। এবারে এক ধরনের প্রশান্তি যেন ওকে ঘিরে ধরল। গোল্লায় যাক সব, আপন মনে বলল ভার্জিনিয়া প্রেস্টন।



মোনা প্রিসিয়ানকে ফেলিক্সের মনে হচ্ছে শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকে মুগ্ধ হওয়ার মতো একটি নারী। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শো বিজ জয় করার পরে সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হবে। তবে একটা জিনিস মোনা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল জ্যাক লোগানকে গাইড এবং গুরু হিসেবে মেনে নিয়ে সে বেশিদূর এগোতে পারবে না।

মোনার সঙ্গে হালকা লাঞ্চ করেছে ফেলিক্স টুনা মাছ, লেটুস আর টমেটো দিয়ে। এ মুহূর্তে সে মোনার স্টাডিরুমে বসে আছে। ঘরটিতে বই ভর্তি আলমারি। আলমারিতে চার্লস ডিকেন্স, আলেকজান্ডার দুমার মতো বিখ্যাত লেখকদের বই আছে। তবে মোনা জীবনেও এসব বইয়ের একটা পাতা খুলে দেখেছে কিনা সন্দেহ। এসব বই আসলে মোনার মতো মানুষরা স্রেফ ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কেনে।

মোনা বই তেমন পড়ে না তবে বই নিয়ে আলোচনা করতে ওস্তাদ। ওরা *পাওয়ার হাউজ* নিয়ে আলোচনা করছিল।

বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, বলল মোনা। তুমি খুব রুচিশীল একজন মানুষ। বিশুদ্ধতা এবং পরিমার্জনের ওস্তাদ। হাসল সে।

মোনার দাঁতগুলো ভারি সুন্দর। সাদা, ঝকঝকে। হাসিতে আমন্ত্রণ।

ফেলিক্স, উৎসুক গলায় বলল মোনা। তোমার পরামর্শ কী? মানে কোত্থেকে আমার শুরু করা উচিত?

ফেলিক্স কফির কাপে একটি চুমুক দিয়ে ওটা কাচের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। শুরু হিসেবে, কোলে দুই হাত জড়ো করল। তোমার জায়গায় আমি হলে আমি খুব নামি-দামি লস এঞ্জেলস ভিত্তিক কোনো নারী দলে যোগ দিতাম। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো ব্লুরিবন, এ গ্রুপের মেয়েরা মিউজিক সেন্টারে কাজ

করে। একটু বিরতি দিল ফেলিক্স। ওরা তোমাকে একজন নারী ভাবতে শুরু করবে যে নারী সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি নিবেদিত প্রাণ।

ঠিক বলেছ, বলল মোনা, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। আই সি। এখন গতরাতের চ্যারিটির কথা একটু বলো। সেভ কাপ্রি।

হাসল ফেলিক্স। তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু ব্লু রিবনেই যোগ দিতাম। কাপ্রির কাজ কাপ্রি নিজেই করতে পারবে।

ইঙ্গিতটি ধরতে পারল মোনা। ব্যারোনেস পারফিডিয়া– পিটার হ্যামিলটনের মতে সে বইয়ের পলিন পাওয়ার। সাবধানে হাসল ফেলিক্স, কিছু কিছু মিল থাকতেই পারে।

জ্যাক বলল ওই মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আমার সঙ্গে কি পারফিডিয়া মানে পলিনের মিল আছে?

না, না। দ্রুত বলে উঠল ফেলিক্স। আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা সে শারীরিক দিকটার কথা বুঝিয়েছে। আ বিগ গার্ল। তাই বলে অভিনেত্রীরা নিশ্চয় অসতী কোনো নারী মানে যে চরিত্রে তারা অভিনয় করছে তার কার্বন কপি হতে পারে না। হয় কি।

না, না। তা কোনোমতেই হতে পারে না। তবে আমি ভাবছি জ্যাক এসব কথা বলল কেন?

আমি শিওর জ্যাক তোমাকে এক অসাধারণ অভিনেত্রীই ভাবছে যে, যে কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে পারে।

হুঁ, বলল মোনা। দ্যাটস ট্রু। আমি যে কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে পারি। তবে এরকম একটা শয়তান মহিলার চরিত্রে কি আমি অভিনয় করতে পারব, ফেলিক্স?

অবশ্যই পারবে, এ চরিত্রের জন্য তুমিই উপযুক্ত। এই রে, মুখ ফসকে কী বলে ফেলল! মানে ওই চরিত্রটি তুমি যথার্থ ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

এক টুকরো হাসি ফুটল মোনার ঠোঁটে। ইউ আর রিফাইন্ড। মৃদু গলায় বলল সে, পায়ের ওপর পা তুলে বসল ও, এক ঝলক দেখা গেল লাল প্যান্টি। সুগঠিত উরু। বাড়তি মেদের বালাই নেই। এখন বলো, লস এঞ্জেলেস সমাজ বধ করার পরে আমি কী করছি?

পরবর্তী পদক্ষেপ হবে নিউইয়র্ক, বলল ফেলিক্স। পাম স্প্রিংস এবং পাম বীচ হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে সুবিধেজনক রাস্তা। এ দুটো পাম-এ প্রচুর পার্টি হয়। তারপর নিউইয়র্ক। এবং মাইডিয়ার, তুমি কিন্তু পেশাদারভাবে একজন ব্যস্ত নারী সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

মোনার মুখ রক্তিম হলো। তুমি যেভাবে 'মাই ডিয়ার' কথাটি বললে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

ওর কথা শুনে বিভ্রান্ত বোধ করল ফেলিক্স। এ তো একটা কথা। সবাই এভাবেই বলে।

তোমার মতো করে কেউ বলে না, বিড়বিড় করল মোনা। সে নিচে ঝুঁকল। তোমার হাতটি আমাকে দাও, ফেলিক্স। ডান হাত।

হাত বাড়িয়ে দিল ফেলিক্স। ওর হাতের রেখার ওপর তর্জনী ঠেকাল মোনা। উমম, বলল সে। আমি সত্যি বলছি ফেলিক্স, তুমি আসলে একজন গুণবান মানুষ। এবং সে চেঁচিয়ে উঠল। এখনও সেরাটা আসতে বাকি। ফেলিক্সের হাত মুঠো করে বন্ধ করল সে তারপর মুঠো খুলে আরও তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকা, ক্ষমতা প্রতাপ-প্রতিপত্তি সব তুমি পাবে, ফেলিক্স তোমার রাশি কী?

মিথুন, বলল ফেলিক্স। এসব হাত দেখাটেখায় ওর একদম বিশ্বাস নেই।

আমিও তো তাই। মোনা ঝুঁকে ফেলিক্সের বুড়ো আঙুলে চুমু খেল। তারপর লাইফ লাইনে জিভ বুলাল। লাফিয়ে উঠল ফেলিক্স। জেমিনি, টুইনস। দ্বৈত ব্যক্তিত্ব, মুড এবং আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রেমময় তবে কখনো কখনো নিষ্ঠুর। ঠিক বলেছি, ফেলিক্স?

আমি এসবে বিশ্বাস করি না, মোনা।

ওঃ তবে বিশ্বাস করা উচিত। সন্দেহবাদী হওয়া ভালো না। হাত দেখায় আমরা বিশ্বাস করব না কেন? এর চেয়ে বিশ্বাস করার মতো ভালো কী আছে?

বিজ্ঞান, বলল ফেলিক্স।

বিজ্ঞান? আমি বিজ্ঞান বুঝি না, বলল মোনা। ফেলিক্স আমাকে সত্যি করে বলো তো আমি ব্যক্তি হিসেবে সমাজে কোনো অবদান রাখতে পারব? তুমি জানো অনেকেই বলে অভিনেত্রীরা খুব সস্তা হয়। আমাকে দেখে কি সেরকম মনে হয়?

একদমই না। আমি লক্ষ করেছি তুমি মেকআপ নাও না।

তা নিই না। সন্তুষ্ট গলায় বলল মোনা। মেকআপ আমার বিশ্রী লাগে। আর ত্বকের জন্যও এটা খুব খারাপ। তবে অভিনয়ের সময় ছাড়া মেকআপ নিতে হয়। বাড়িতে বসে অবশ্য এসবের ধারেকাছেও আমি নেই। আর বাড়িতে থাকাকালীন বেশিরভাগ সময় আমি গায়ে কোনো কাপড়ও রাখি না যদি না লাজুক ভঙ্গিতে হাসল সে, যদি না তোমার মতো সজ্জন কোনো অতিথি আসে।

কিন্তু ওয়াং নামে মোনার চাইনিজ ভৃত্যটা? মোনা কি তার সামনেও ন্যাংটা হয়ে থাকে?

মোনা বলল, ফেলিক্স, বলো তো আমার জন্য তুমি কী লিখবে? কী ধরনের অ্যাডভেঞ্চার।

ফেলিক্স খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকল। তারপর বলল, আমি তোমাকে রোড আইল্যান্ডে একটি জাহাজে দেখতে পাচ্ছি। প্রবল বাতাস বইছে। বাতাসে তোমার চুল উড়ছে। চোখ মেলল ফেলিক্স। দেখল ওর দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে মোনা। জানি না তুমি একা কিনা। না, একজন মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি। জাহাজের ক্যাপ্টেন। সে তোমাকে বলছে, নিচে নেমে এসো, প্রিয়তমা।

মুখ টিপে হাসল মোনা। আমি নিচে নেমে গেলে জাহাজ চালাবে কে?

সম্ভবত ফার্স্ট-মেট, হেসে বলল ফেলিক্স। সে যাকগে, তুমি নিচে নেমে এসেছ। ক্যাপ্টেন তোমার সামনে এসে দাঁড়াল। বিশালদেহী এক লোক। ধরো তার নাম ডিন। তোমার পরনে টাইট সোয়েটার।

ওয়েল, অবকোর্স, খিলখিলিয়ে হাসল মোনা।

ক্যাপ্টেন তোমাকে জড়িয়ে ধরল। সম্ভবত চুমু খেল ঘাড়ে। জাস্ট অ্যাজ আই লাইক ইট। মাথা ঝাঁকাল মোনা। ঠোঁট চাটল জিভ দিয়ে। তারপর কী হলো, ফেলিক্স!

ওহ, এড়িয়ে যেতে চাইল ফেলিক্স, তারপর আমি আর যেতে চাইছি না।

ফেলিক্স, আমি কিন্তু বঁড়শিতে আটকে গেছি।

ঠিক আছে, বলল ফেলিক্স। ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে।

সে কী করল তোমার সোয়েটারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। ওয়েল, মোনা, এরকম পরিস্থিতিতে এমনটাই ঘটে। সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মোনা। আমি বলছি তবে তুমি যেন আবার শকড হয়ো না। এই দানবসদৃশ লোকটি, ডিন, তোমাকে একটি বাংকের ওপর শুইয়ে দিল ...

ইয়েস, মৃদু গলায় বলল মোনা। তোমার কল্পনায় আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, ফেলিক্স। তোমার আসলে সিনেমার জন্য গল্প লেখা উচিত। তারপর কী হলো? জলদি বলো।

তুমি বাংকের ওপরে, কেমন, বলল ফেলিক্স। শিহরণে কাঁপছে তোমার দেহ। লোকটার চোখ জ্বলজ্বল করছে কামনায়। সে বলছে, মোনা, তুমি যদি বডিস পরে থাকো তাহলে এক্ষুণি আমি ওটা একটানে ছিঁড়ে ফেলব।

কিন্তু, আপত্তি জানাল মোনা। আমি তো বডিস পরি না। আমি সোয়েটারের নিচে কিছুই পরি না।

সে তো বটেই, অধৈর্য গলায় বলল ফেলিক্স। আমি সে প্রসঙ্গে এখন যাচ্ছি। ডিন তোমার সোয়েটার খুলে ফেলল এবং দেখতে পেল তুমি নিচে কিছুই পরনি।

সে তার মুখ নিয়ে গেল তোমার   আ তোমার মিষ্টি বুক দুটোর ওপর। এবং স্বাভাবিকভাবেই তুমি ততক্ষণে কামনায় অস্থির হয়ে উঠেছ।

তারপর কী হলো, ফেলিক্স। বলো বলো!

ডিন এরপর ধীরে ধীরে তোমার প্যান্টের জীপার খুলে ফেলল। দেখা গেল নিচেও তুমি কিছু পরনি।

হ্যাঁ, ঠিক আছে বর্ণনা, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে মোনা।

হঠাৎ সে তার মুখ নামিয়ে আনল তোমার ওখানটায়। তুমি তার শক্ত দাড়ির ঘষা খেলে দুই উরুর সঙ্গমস্থলে। তুমি গুঙিয়ে উঠলে।

ইস, ইস, মোনা সত্যি গুঙিয়ে উঠল।

তুমি তার ঠোঁট এবং জিভের পরশ পাচ্ছিলে। এবং সেই সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠছিলে তার

ওর তরবারিটির বিষয়ে।

ঠিক তাই?

আ আহ, চেঁচিয়ে উঠল মোনা। আমি কি ওটা মুখে নিচ্ছি?

নিতে চাও?

অবশ্যই নিতে চাই, ফেলিক্স, ভর্ৎসনার সুরে বলল মোনা। আমাকে তুমি কীরকম মেয়ে ভাবো? ও-ই কি একা সব মজা লুটে নিচ্ছে?

তুমি দেখছি আগেই সব বুঝে ফেলছ, বলল ফেলিক্স।

আমি জানি কী ঘটছে, ফেলিক্স। এর শেষটা কীভাবে হবে? বোটটি বোধহয় আমাদেরকে নিয়ে ডুবে যাবে?

তাহলে তো বিয়োগান্তক সমাপ্তি ঘটবে, বলল ফেলিক্স।

তো? আমার পরিণতি বিয়োগান্তকই হবে, বলল মোনা। আমার হোরোস্কোপে তাই লেখা আছে। লাফিয়ে উঠল সে। ফেলিক্স, ডিন নামে যে লোকটির কথা তুমি বলছিলে সে আসলে তুমি, না?

আমি?

নিশ্চয়, মোনা ওর পাশে উঠে দাঁড়াল, এর পোশাকের ঘষা লাগল মুখে। তুমি এটা চাইছ, তাই না? ফেলিক্স হ্যাঁ, না কিছুই বলল না তবে মোনা জানে নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। আমার সঙ্গে এসো, ফেলিক্স। আমি এখন তোমার সঙ্গে প্রেম করব।

মুখ লাল করে সিধে হলো ফেলিক্স। মোনা

জাস্ট ফলো মি, ফেলিক্স।

বেডরুমে ঢুকল মোনা ফেলিক্সকে নিয়ে। বন্ধ করে দিল দরজা। সে পোশাক খুলে চোখের পলকে নগ্ন হয়ে গেল। ফেলিক্স ওর খাড়া খাড়া স্তনে হাত বুলাল। সেখান থেকে সারা শরীরে।

মাই রিফাইন্ড ম্যান, বলল মোনা। গতরাত থেকে আমি তোমাকে কল্পনা করছি তুমি আমাকে আদর করছ।

সে ফেলিক্সের টাই এবং শার্টের বোতাম খুলল, ব্রেজার থেকে নিজেকে মুক্ত করল ফেলিক্স। টান মেরে প্যান্ট খুলে ফেলল মোনা। তারপর দুজনে মিলে গোলাপি চাদর বিছানো বিছানায় উঠে পড়ল।

যা ভেবেছিলাম, গনগনে গলায় বলল মোনা। দুর্দান্ত একটা শরীর তোমার। তোমার কোমর আমার মতোই সরু। তোমার ত্বক দাগহীন এবং মসৃণ।

মোনা ওর ঘাড়, বুক এবং পেটে চুমু খেল। পা এবং হাঁটুর মালাইচাকিতে কামড় দিল। সেই সঙ্গে গুঙিয়ে চলেছে এবং হাঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে তার পুরুষ্ট বুক গুঁজে দিল ফেলিক্সের মুখে। ফেলিক্সের অণ্ডকোষ ধরে জোরে চাপ দিল। ফেলিক্স মজা পাচ্ছে নাকি ব্যথা পাচ্ছে সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। অবশেষে সে ফেলিক্সের পুরুষাঙ্গ মুখে পুরে নিয়ে সশব্দে চুষতে লাগল। মোনা একটা জন্তু। মনে মনে বলল ফেলিক্স। তবে এরকম জন্তুর সঙ্গে তার আগে কখনো পরিচয় হয়নি।

আররর গররর, উমমম, আআআ।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘেমে নেয়ে গেল ফেলিক্স। মোনা তার গায়ের ওপর বুক ঘষতে লাগল। দুই বুকের মধ্যে বন্দী করে নিল ফেলিক্সের পৌরুষ। সেই সঙ্গে মুখ দিয়ে বিচিত্র সব কামার্ত ভঙ্গি করে চলল। এবং ফেলিক্স যখন তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করল রীতিমতো উন্মাদিনী হয়ে গেল মোনা। ফেলিক্সকে আঁচড়ে কামড়ে খামচে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

বিছানা জুড়ে এমন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল যা কহতব্য নয়। এমন কামুকী নারী জীবনে দেখেনি ফেলিক্স। এর সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠল সে। যখন রেতপাত হলো মোনার, এমন জোরে চিৎকার দিল, ফেলিক্সের ভয় হলো ওয়াং না শুনতে পেয়ে ছুটে আসে মনিবনীর কিছু হলো কিনা ভেবে।

অবশেষে যখন মোনার কামনার তৃষ্ণা মিটল সে গোঙানোর গলায় ফেলিক্সকে জিজ্ঞেস করল, তোমার হয়েছে?

হ্যাঁ, ফেলিক্সেরও বীর্যস্খলন ঘটেছে। তবে প্রচণ্ড মাতামাতির মধ্যে কখন ঘটনা ঘটেছে জানে না সে।

উউউউহ, ফোঁস করে খুশির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মোনা।

উপুড় হলো ফেলিক্স। একেবারে বিধ্বস্ত দশা তার। পা এবং কাঁধ ব্যথা করছে।

একটা প্রশ্ন করি?

করো, সোনা।

তুমি কি সবসময়ই এরকম কামুকী হয়ে ওঠো?

মোনা ওর দিকে মাথা ঘুরিয়ে হাসল। না, সবসময় না। যখন এটা করতে খুব মন চায় শুধু তখন।

তৃতীয় খণ্ড



স্যালি তার চোখের দিকে তাকাল। ডু ইউ লাইক মাই ওল্ড ম্যান? পছন্দ না করলেও সমস্যা নেই।

ওকে আমার পছন্দ হয়েছে, বলল হ্যামিলটন। বেশ ভদ্রলোক বলেই মনে হলো। তবে তোমার সঙ্গে তাকে মেশানো একটু কঠিন।

তোমার ধারণা আমি তার মতো নই?

খুব কমই মিল আছে দুজনার, বলল সে।

মুখ গোমড়া করে বিছানার ধারে বসল স্যালি। হাতের ওপর ঠেসে দিল চিবুক।

আমি হয়তো ওর মেয়েই নই।

তুমি এ কথা বলছ কেন, স্যালি? আপত্তি জানাল হ্যামিলটন। তুমি অবশ্যই তার মেয়ে।

ওর বোধহয় মুডটা ভালো নেই, বলল স্যালি। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। হলিউড ডিভিশন পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার ঝক্কি সামলাতে হয়েছে হ্যামিলটনকে। আর অরভিল হ্যামিলটনের পরিচিতও কেউ নয়। স্যালির অনুরোধে সে কাজটা না করলেও পারত।

আমি কেন এ কথা বললাম? বলল স্যালি। খুব সহজেই কথাটা বলতে পেরেছি কারণ ভার্জিনিয়া তো গোটা ওহায়েতে যার-তার সঙ্গে শুয়েছে। নিউইয়র্কেও সে এসব কাণ্ডকীর্তি কম করেনি তুমি সবই জানো।

জানালার ধারে হেঁটে গেল হ্যামিলটন। আমি ওই মহিলাকে নিয়ে আর কথা বলতে চাই না।

ঠিক আছে, বলো না। বলল স্যালি। আই ডোন্ট কেয়ার। ক্রাইস্ট, গোটা দুনিয়া আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ।

ঠিকই বলেছ, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল হ্যামিলটন। তোমার ওল্ড ম্যান বোধকরি গ্রেট করুসো বা এইরকম কোনো একজন। অবশ্য তাতে কীইবা এসে যায়? আমি তোম তোমাকে স্যালি জোনস হিসেবেই চিনি। তুমি শুলুমবাগেলের যে কোটি কোটি টাকার উত্তরাধিকারী স্যালি শুলুমবাগেল হলেও তারপরও তুমি স্যালি জোনস হয়েই থাকবে।

গডড্যাম ইউ।

ডোন্ট গডড্যাম মি। আমি মদ খেয়ে মাতাল হইনি কিংবা উত্তেজিতও হইনি।

তুমি আসলে আমাকে কখনোই সিরিয়াসলি নাও না। অনুযোগ করল স্যালি। আমাকে বাচ্চা মেয়ে ভাবো।

তুমি তো বাচ্চা মেয়েই।

তুমি ভাবো আমি একটা পাগলি, চোখে জল এসে গেল স্যালির। নিজেকে তার হঠাৎ খুব ক্লান্ত এবং হতাশ লাগল। হয়তো অরভিল জোনসের আকস্মিক আগমনই এজন্য দায়ী। তুমি আমাকে পাগল করে দিয়েছ, হ্যামিলটন। মৃদু গলায় যোগ করল সে। তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি। তুমি সবকিছু জানো, তাই না?

তোমার চেয়ে বেশি জানি সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

বুলশিট! আমি তোমার মতোই চালাকচতুর, চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। তোমার সঙ্গে আমার কাজ না করলেও চলবে। আমি হয়তো চীনে যাবও না।

আচ্ছা? স্যালির দিকে ফিরল হ্যামিলটন। তুমি এত চেঁচামেচি করছ কেন, স্যালি?

জানি না। আয়াম জাস্ট ম্যাড।

কিসের জন্য? আমি কী করেছি?

কিছু করনি। আমি জানি না আমি কেন চিৎকার-চেঁচামেচি করছি, কেন কান্নাকাটি করছি। আসলে গোটা পৃথিবীর প্রতিই আমার রাগ।

গোটা পৃথিবী? হো হো করে হেসে উঠল হ্যামিলটন।

ওর হাসি দেখে আরও খেপে গেল স্যালি। পৃথিবী আবার তোমার কী করল?

মাথা নামাল স্যালি। ও জানে না। ও ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। সিধে হলো স্যালি, হ্যামিলটনের পাশে এসে দাঁড়াল। হতাশ ভঙ্গিতে হাতজোড়া ঝুলছে শরীরের দুই পাশে।

ও টেরাসে বসে আছে।

বললেন সারা বিকেল জুড়ে বিয়ার খাবেন। খেতে দাও। স্যালি আশা করি তুমি ওকে বলনি তুমি আমার কীপার।

হ্যামিলটনের দিকে তাকিয়ে হাসল স্যালি। কেন বলব না? এ বাড়িতে আমার উপস্থিতির কী ব্যাখ্যা দেব তাহলে?

বলবে তুমি আমার সেক্রেটারি।

অরভিল থানা ভীতি থেকে মুক্ত হওয়ার পরে স্যালিকে জিজ্ঞেস করেছিল সে পিটার হ্যামিলটন এন্টারপ্রাইজে কী কাজ করে? নিষ্পাপ মুখে স্যালি ব্যাখ্যা দিয়েছে সে এক ধরনের গার্ল ফ্রাইডে। তবে হ্যামিলটনের ওপর নজর রাখার জন্য তাকে ভাড়া করা হয়েছে। হ্যামিলটন ডিপ্রেশনে ভোগে এবং যখন-তখন ফিট হয়ে যাওয়ার ব্যামো আছে তার। ডাক্তার বলেছে হ্যামিলটনের সঙ্গে সবসময় যেন কেউ থাকে। এ কথা শুনে হ্যামিলটনকে উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ করেছিল অরভিল কারণ তার মনে হচ্ছিল তার মেয়ে একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছে। তবে বাড়িটি দেখে সে মুগ্ধ। তাকে নিচতলার স্টাডিতে থাকতে দেওয়া হয়েছে। অরভিল স্যালিকে বলেছে সে তার করে দিলেই টাকা চলে আসবে। নিজের দেখভাল সে নিজেই করতে পারবে।

ওয়েল, বলল স্যালি। বাবা বেশিদিন এখানে থাকবে না। ভার্জিনিয়া জ্যাকের সঙ্গে কথা বলে বাবার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে।

জ্যাক লোগানের সঙ্গে উনি কাজ করবেন? বলল হ্যামিলটন। জানতাম না? তো!

জ্যাক টাকা দেয়, বলল স্যালি। তাহলে কাজ করলে সমস্যা কী?

তোমার বাবার জ্যাক লোগানের চাকরি করা ঠিক হবে না। লোগানের আর্থিক অবস্থা ভালো না।

না, না, বলল স্যালি। বাবার কাজ করতে কোনো সমস্যা হবে না। সে খুব সৎ। জ্যাকের হয়তো তাকে পছন্দই হবে।

আবার হেসে উঠল হ্যামিলটন, স্যালির দুই কোমরে হাত রাখল। চুমু খেল কপালে। দেখলে তো তুমি অরভিল তোমার বাবার মতো সৎ, সরল, স্ট্রেইটফরোয়ার্ড।

হুঁ, হ্যামিলটনের শরীরের সঙ্গে গা ঘষল স্যালি। এনিওয়ে থ্যাংকস ফর বিয়িং সো নাইস অ্যাণ্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

আমি অন্য কেউ হলে এসব করতাম না।

শোনো, বলল স্যালি। হাবিজাবি কথা অনেক হয়েছে। তুমি যেভাবে বলেছ সেভাবে কি আমাকে ভালোবাস নাকি স্রেফ খেপাচ্ছ?

ক'টা বাজে?

সাড়ে চারটে।

আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।

তো?

আজ রাতে ফেলিক্সের ডিনারে যাওয়ার কথা দ্য স্যাকসেক–এ।

আমি যাব না।

কেন? তোমার মাকে আবার দেখতে ইচ্ছে করছে না? সে তোমার মা। যদিও তুমি তোমার বাবা কে সে বিষয়ে নিশ্চিত নও।

যীশাস, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যালি। তুমি সত্যি আমার পেছনে লেগে আছ।

তাই বটে।

ওর কী হবে?

উনি নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন, তাই না? তুমি অরভিলকে গিয়ে বলো আমাকে সন্ন্যাস রোগে ধরেছে। ও কথাটা অবশ্য একদিক থেকে সত্যি। কামনার সন্ন্যাস রোগ।

হাসল স্যালি। ও-ও জানে এটা স্রেফ কামনা, অন্য কিছু নয়। হ্যামিলটনের একটি বদভ্যাস আছে ওর সঙ্গে সবসময় ফাজলামি করে, প্রগলভতা করে। এসব কথাবার্তা এবং খেলা সত্ত্বেও স্যালি এখনও জানে না ও কেন হ্যামিলটনের সঙ্গে আছে।



নিচতলা থেকে ভেসে আসছে গানের সুর। Roll me over in the clover... অরভিলের কণ্ঠ কর্কশ। Roll me over lay me down and do it again ...

হ্যামিলটন মুখ টিপে হাসল তবে স্যালি ঈষৎ আতঙ্কের সুরে বলল, ও জানে তুমি কী করছ।

অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড়িয়ে কী যেন বলল হ্যামিলটন। কসাই যেমন কাটার জন্য মাংস ধরে হাতে, ওভাবে থাবা মেরে ধরল সে স্যালিকে। হ্যামিলটনের কাছে স্যালি একটি সেক্স অবজেক্ট। তবে স্যালি হ্যামিলটনকে কামনা করে, পার্থক্যটা এখানেই ও খুব একটা রাফ নয়, মনে মনে স্বীকার করে স্যালি। সে স্যালির বুকে সেভাবে আস্তে আস্তে হাত বুলায়, আদর করে যেন আবিষ্কার করছে স্যালির দেহ। ওকে সে চুমু খায়। হ্যামিলটনের শরীর ওর পায়ের সঙ্গে লেগে আছে, হাত চলে এলো ওর কুচকিতে। হ্যামিলটন উত্তপ্ত।

আবার উচ্চকিত হয়ে উঠল অরভিলের কণ্ঠ। স্যালি এবারে হাসল। অরভিলকে সে তেমন ভালো চেনে না, জানে না, তবে লোকটি খারাপ নয়। এর ওপরটা দেখে ভেতরটা যাচাই করা যায় না।

হ্যামিলটনকে জড়িয়ে ধরল স্যালি। ওর শরীরে প্রবেশ করল হ্যামিলটন। হ্যামিলটন খুব উদ্ভট, প্রাণচাঞ্চল্যে ভারপুর। চোখ বুজল স্যালি। তারপর হ্যামিলটনের আদর খেতে লাগল। ওর শরীরের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল হ্যামিলটন। একের পর এক সুখের ঢেউ জাগল স্যালির দেহে। তারপর একসঙ্গে দুজনের রাগ মোচন হলো। হাঁপাতে লাগল স্যালি। তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হলো।

হ্যামিলটন গড়ান দিয়ে ওর শরীরের ওপর থেকে সরে গেল। তবে ওর হৃদস্পন্দন যেন এখনও শুনতে পাচ্ছিল স্যালি। আমার হয়ে গেছে। বলল সে।

জানি, মৃদু গলায় বলল স্যালি। তুমি মাত্রই এক বোতল রস ঢেলেছ এবং তোমার শরীর এজন্য ক্ষুব্ধ।

না, বলল হ্যামিলটন। শরীর ক্ষুব্ধ নয়। শরীর খুব সন্তুষ্ট।

বেশ, বেশ। হ্যামিলটনের মুখে হাত বুলাল স্যালি।

স্যালি, বলল হ্যামিলটন। তোমার ভেতরে এক ধরনের অস্বাভাবিক আসক্তি কাজ করে। তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাও কি চাও না বলো? তুমি যে কী চাইছ তাই আমি বুঝতে পারি না।

হ্যাঁ, আমি সত্যি চাই, বিড়বিড় করল স্যালি। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, হ্যামিলটন? আমি তোমাকে ব্লাস্ট করতে চাই না। তুমি আসলে কী চাইছ?

আমি শুধু চীনে যেতে চাই, মিনমিন করে বলল হ্যামিলটন।

স্যালি ওর দিকে ফিরে শুলো। বলো আমাকে।

সব যদি ঠিকঠাক থাকে আমরা শরতের শুরুতেই চলে যাব। তখন তেমন বেশি গরমও থাকবে না। আমরা ক্যামেরা এবং ক্রু নিয়ে ইয়াংজি নদী হয়ে নদীর উৎস মুখে চলে যাব। ওদিকে বহু বছর কেউ যায়নি।

সেই কিউট চেহারার পাণ্ডা ভল্লুকগুলোর খোঁজে।

হ্যাঁ, কিউট। ওরা ওখান থেকেই আসে স্যালি। এটা একটা দারুণ প্রজেক্ট হবে। জাস্ট গ্রেট।

আমি আসছি।

হ্যাঁ, তুমি তো যাবেই, গম্ভীর মুখে বলল হ্যামিলটন। তোমার নাম আছে ওয়াশিংটনের ভিসার তালিকায়।

তুমি আমাকে বলোনি তো!

এই যে এখন বললাম।

ওহ, পিটার, উন্মত্তের মতো হ্যামিলটনকে চুমু খেল স্যালি। আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। আমি ফিল্ম কাটতে পারি। লিখতে পারি।

হাসল হ্যামিলটন, তুমি হবে গ্রিপ।

কী? যন্ত্রপাতি বইতে হবে আমাকে? বলল স্যালি। তারপর একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, ঠিক আছে। তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব। আমি শুধু তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, হ্যামিলটন।

তুমি আমার হুকুম অনুসারে কাজ করবে? কঠিন গলায় জানতে চাইল হ্যামিলটন। আমি পুরোপুরি আনুগত্য চাই বিশেষ করে আমার গ্রিপের কাছ থেকে।

বললাম তো তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। বলল স্যালি।

কিন্তু স্যালি, ওখানকার ক্যাম্পের রাত্রিগুলো হতে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর।

মুচকি হাসল স্যালি। ডোন্ট ওরি। সবাইকে ঠাণ্ডা করে রাখার জন্য আমি মাঝে মাঝে কিছু প্রবচন শুনিয়ে দেব।

হ্যাঁ, সে ভয়টাই তো পাচ্ছি। তোমার প্রবচন শুনলে কনফুসিয়াস না তার কবরের মধ্যে ডিগবাজি খান।

খুশির চোটে চিৎকার দিল স্যালি। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ঢুকল বাথরুমে। বন্ধ করে দিল দরজা। গোসল সেরে হ্যামিলটনের আফটার সেভ লোশন মাখল গায়ে। তারপর বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। লাফিয়ে উঠে পড়ল বিছানায়। হাঁটু জুড়ে বসল হ্যামিলটনের পাশে।

হ্যামিটনের পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে উরুর পাশে কুকুরের মতো নিদ্রামগ্ন। দ্যাখো অবস্থা, বলল স্যালি। অতি ভোজন করে এখন মরার মতো পড়ে আছে।

তুমি কি চাইছ ওটা উঠে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য নাচ শুরু করে দেবে? হাই তুলল হ্যামিলটন।

স্যালি নিস্তেজ পুরুষাঙ্গটা মুখে পুরে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওটার ঘুম ভেঙে গেল। শক্ত এবং খাড়া হয়ে উঠল। স্যালি ওটা মুখ থেকে বের করে নিল। তারপর ওটার ওপর চড়ে বসল। হ্যামিলটন হালকা হাসি মুখে ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল স্যালির দিকে।

আই লাভ ইট, ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল স্যালি। বন্ধ করল চোখ।

এ জিনিসটার আকর্ষণ তুমি কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পার না। বলল হ্যামিলটন।

নিজের সম্পর্কে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করো না, দাঁতে দাঁত ঘষল স্যালি।

গড, সে হ্যামিলটনের কথা ভাবা মাত্র কেমন গরম হয়ে উঠেছে, একটু পরেই ওর রেতপাত হলো। হ্যামিলটনের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল স্যালি। কাঁদতে লাগল নির্লজ্জের মতো। তার চোখের জল ভিজিয়ে দিল হ্যামিলটনের বুক। কী হাস্যকর! স্যালি কাঁদছে কেন? হ্যামিলটন কিছু বলল না। শুধু আদর করে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

গড ড্যাম ইট, হ্যমিলটন। তুমি এত গোপনীয়তা প্রিয় কেন? তুমি এটা বলছ না কেন?

বললামই তো। তুমি চীনে যাচ্ছ।

না। হাউমাউ করে উঠল স্যালি। বলো যে তুমি আমাকে ভালোবাস। যে আমাকে ভালোবাসে না আমি তাকে শরীর দিয়ে বেড়াতে পারব না। এ স্রেফ সময়ের অপচয়।

তুমি তো আমার সঙ্গে চীনে যাচ্ছ– তোমাকে ভালো না বাসলে কি চীনে নিয়ে যেতাম?

বলো কথাটা!

আই লাভ ইউ, স্যালি, সিরিয়াস গলায় বলল হ্যামিলটন।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। কেন?

ওহ, শিট। বলল হ্যামিলটন। এক মিনিট, সে নাইট টেবিলের টেলিফোনের পাশে রাখা একটি নোট প্যাড এবং পেনসিল টেনে নিল। কনুইতে ভর দিয়ে দ্রুত কী যেন লিখল। তারপর কাগজের টুকরোটা দিল স্যালিকে। এই নাও।

ওতে লেখা স্যালি জোনস, আমি তোমাকে ভালোবাসি। একান্তই তোমার পিটার হ্যামিলটন।

হ্যাঁ, চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। কী ভালো লাগছে লেখাটা পড়তে। আমাকে পেনসিলটা দাও।

স্যালি হ্যামিলটনের লেখার নিচে লিখল পিটার হ্যামিলটন আমিও তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে উন্মত্তের মতো ভালোবাসি এবং তুমি আমাকে শান্ত করে দিয়েছ। একান্তই তোমার স্যালি জোনস।

হ্যামিলটন লেখাটি পড়ল। ঠিক আছে। আমি এ লেখাটি বাঁধিয়ে বিছানার ওপর রেখে দেব। তাপর যখনই তোমার মনে সন্দেহ জাগবে এটির দিকে তাকাবে।

মাথা ঝাঁকাল স্যালি। ঠিক আছে। বুদ্ধিটা খারাপ না। তবে এটা তুমি বরং হাতে ঝুলিয়ে রাখ কারণ আমি বেশিরভাগ সময় চিত হয়েই থাকব।

স্যালি, চেঁচিয়ে উঠল হ্যামিলটন, হাসছে। ওকে আবার জড়িয়ে ধরল সে। একটা কথা– কখনো বদলে যেয়ো না– কোনোদিন না।



বিকেলবেলা নিউইয়র্কে ইভলিন জেমসের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা বলল ওয়েড ফ্রেঞ্চ। হ্যাঁ, সে ফেলিক্সকে কাগজপত্র পৌঁছে দিয়েছে।

ও কী বলল?

খুবই বিরক্ত হয়েছে। জানাল ফ্রেঞ্চ। ইভলিন, আমি তোমাকে খুব মিস করছি, ডিয়ার।

আমিও তোমাকে মিস করছি, ওয়েড, বলল ইভলিন। আমি   আমি আসলে ওই রাতটার কথা ভুলতে পারি না, একসঙ্গে কাটানো কয়েকটি রাত। অতি স্বর্গীয় সময় ছিল ওটা, ওয়েড। একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইল। তুমি কবে ফিরছ?

ফ্রেঞ্চ ভেবে অবাক হলো মহিলাকে কিসে পীড়িত করছে। ইভলিন তাকে বলেছে সে জামাকাপড় পাল্টানোর মতো পুরুষ মানুষ বদল করে। তবে ইভলিনকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে না ফ্রেঞ্চ। সে বলল, ডার্লিং ...এবার কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরব আমি। এখানে আরও কিছু কাজ আছে আমার।

ডার্লিং, বলল ইভলিন। আমি অপেক্ষা করব। কিস-কিস।

মুখ বিকৃত করল ফ্রেঞ্চ। ইয়েস, কিস-কিস।

ফোন রেখে হলরুমে পা বাড়ল ওয়েড ফ্রেঞ্চ। পারফিডিয়ার সুইটের দরজায় নক করল।

ওয়েড তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল পারফিডিয়া। এসো, এসো। আমরা সবাই এখানে আছি।

সে জর্জ এবং মেরিনাকে ইঙ্গিত দেখাল। পারফিডিয়ার পরনে মখমলের জাপানি কিমোনো। হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস।

ফ্রেঞ্চ আড়চোখে তাকাল ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে। ওরা একই রঙের টি-শার্ট এবং জিনস পরেছে, কাউচে পাশাপাশি বসে টিভিতে রেস শো দেখছে।

যীশাস, পারফিডিয়া, ওদের কি টিভি দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই? ওরা নিচে গিয়ে একটু সাঁতার কিংবা হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারে। হোটেলে খুব সুন্দর সুইমিং পুল আছে।

নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পারফিডিয়া। নিউইয়র্ক থেকে কোনো খবর পেয়েছ, ওয়েড?

না, শ্রাগ করল ফ্রেঞ্চ। তবে চিন্তা করো না– চাঁদার টাকাটা তুমি ঠিকই পেয়ে যাবে।

ডিয়ার ম্যান, বলল পারফিডিয়া। ফ্রেঞ্চের হাত ধরে সে ঘরে এগোল।

টিভি সেটের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় জর্জ অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, ইশারা করছে সামনে থেকে সরে যেতে।

পারফিডিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে উঠল। ও খুব রুড, তাই না? তবে ছেলে ভালো। হালকা ঢেকুর তুলল। ওয়েল, ওয়েল, বাচ্চাগুলো এখানেই থাকুক। চলো আমরা অন্য ঘরে যাই। ওখানে বসে কথা বলা যাবে।

ওদের পেছনে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল পারফিডিয়া। জানালার ধারের দুটি আর্মচেয়ারের একটিতে বসতে বলল ফ্রেঞ্চকে। কালো ভুরুর ইশারায় শ্যাম্পনের বোতল দেখাল। বিছানার সামনে একটা লম্বা ব্যুরোর ওপর আইস বাকেটে রাখা বোতলটি। চেয়ার ছাড়ল ফ্রেঞ্চ, খুঁজে নিল একটি পরিষ্কার গ্লাস। নিজের জন্য শ্যাম্পেন ঢেলে নিয়ে আবার বসল চেয়ারে। পারফিডিয়া ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে বসল বিছানায়। তার কিমানো সরে গিয়ে মসৃণ উরু জোড়া উদ্ভাসিত হয়ে পড়ল।

ওয়েড, শ্যাম্পেন দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে ধীর গলায় বলল পারফিডিয়া। পিটার হ্যামিলটনকে নিয়ে কী করি বলো তো?

ওর কথার অর্থ বুঝতে পারল না ফ্রেঞ্চ। পিটার হ্যামিলটনকে নিয়ে পারফিডিয়ার কী করার আছে। সে বিড়বিড় করে বলল পিটার হ্যামিলটনকে নিয়ে পারফিডিয়া কী করতে চাইছে তা তার বোধগম্য নয়।

গত রাতে আমার সঙ্গে ও বাজে ব্যবহার করেছে, বলল পারফিডিয়া। আমাকে অপমান করেছে। নাওমির মৃত্যুতে ওর ভূমিকা ছিল কিনা এ বিষয়টি নিয়ে আমি এখনও কনভিন্সড নই। এমনকি হতে পারে না যে ও কাউকে টাকা দিয়ে খুন করিয়েছিল নাওমিকে?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফ্রেঞ্চ স্বীকার করল যে হ্যাঁ, এটি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু পারফিডিয়া, আমার মনে হয় না এ নিয়ে তোমার কিছু করার আছে। পুলিশ আগাগোড়া তদন্ত করেছে।

তবু ... হাসল সে। আমি একজন গোয়েন্দা ভাড়া করতে পারতাম, পারতাম না কি?

অবশ্যই তুমি পারতে, পারফিডিয়া। তবে মনে হয় না কোনো লাভ হতো। আর তোমার সময়, শক্তি এবং টাকার অপচয় হতে দেখতে আমার ভালো লাগত না।

আবার গভীর গলায় হেসে উঠল পারফিডিয়া। টাকা তোমার কাছে খুব মূল্যবান, না ওয়েড? সে যেন চোখ দিয়ে ফ্রেঞ্চের আত্মা দেখতে পাচ্ছে।

ওয়েল, ইয়েস, স্বীকার গেল ফ্রেঞ্চ, মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকাল। তোমার কাছে মূল্যবান নয়?

প্রাইমারিলি, ইয়েস, বেসিক্যালি অ্যান্ড প্রাইমারিলি। তবে পিটার হ্যামিলটনের মুখোশটা খুলে দিতে পারলে আমি অনেক বেশি খুশি হতাম। ও আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিল।

ওয়েল, আমি থেমে গেল ফ্রেঞ্চ। মুখ তুলে চাইল পারফিডিয়ার দিকে। ওর পরামর্শ কি মেনে নেবে পারফিডিয়া? আমি অবশ্য বিষয়গুলো ভিন্নভাবে দেখছি।

ও তাই নাকি? প্লাক করা ভুরুজোড়া কপালে উঠল। শ্যাম্পেনের গ্লাস খালি করে আবার ভরে নেওয়ার জন্য সামনে ঝুঁকল। কিমোনোর ফাঁক দিয়ে তার ভরাট বুক দুটি দেখা যাচ্ছে। বিখ্যাত পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের বুক দেখার সৌভাগ্য খুব কম মানুষের হয়েছে। ওয়েড ফ্রেঞ্চ তাদের একজন। পারফিডিয়ার বক্ষজোড়া বড়সড়, নিটোল, লাল টুকটুকে স্তন। সে অবশ্য বুঝতে পারছিল তার দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েড। পারফিডিয়া হেসে উঠল। কাঁপা হাতে তার শ্যাম্পেনের গ্লাস ভরে দিল ফ্রেঞ্চ। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ডান দিকের স্তনটি স্পর্শ করল পারফিডিয়া। ওয়েড, মদ ফেলে দিয়ো না। বলো, তুমি কীভাবে দেখছ।

ওয়েল, তুমি যদি আমাকে বলার অনুমতি দাও। গড, পারফিডিয়া, দ্যাট ইজ সো বিউটিফুল।

ঠিক তাই, না? কামুক ভঙ্গিতে হাসল পারফিডিয়া। মানে, শ্যাম্পেনের কথা বলছ? ক্রাইস্ট, সে কি বুঝতে পারছে না পারফিডিয়া তাকে ব্যবহার করছে। পারফিডিয়া এর আগেও তার শরীর ব্যবহার করেছে এবং ফ্রেঞ্চ স্বেচ্ছায় পারফিডিয়ার শিকার হয়েছিল। ফ্রেঞ্চ আসলে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। পারফিডিয়া আধা পাগল। খানিকটা মানসিক ভারসাম্যহীন। ওর সঙ্গে সন্ধির কথা বলে লাভ কী?

পারফিডিয়া, নরম গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো তুমি এ দেশে থাকাটা উপভোগ করছ। অতীতে যা হয়েছে তা হয়েছে, তাই না? তারপর তুমি ইটালি ফিরে যাবে ততদিনে সেভ কাপ্রির জন্য সিনক্লেয়ারের চাঁদা

নকল হাসিতে ফেটে পড়ল পারফিডিয়া। ফ্রেঞ্চ বুঝতে পারল মহিলা একটু বেশিই মাতাল হয়ে গেছে। আহা! আর আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি ভিলা পুটজিতে ডিনার করতে এসেছ এবং আর কখনো ফিরে যাওনি।

বাকেটে শ্যাম্পেনের বোতলটা রেখে দিল ফ্রেঞ্চ। ওটার পাশে এক বাটি স্ট্রবেরী। একটা স্ট্রবেরী তুলে নিল সে। খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। তোমার টাকা-পয়সার হিসাবে রাখার জন্য কাউকে দরকার হবে তোমার ডার্লিং যেহেতু পুটজি সাহেব বেঁচে নেই।

অহংকারী গলায় পারফিডিয়া বলল, টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে আমার কখনো সমস্যা হয়নি। পুটজি এত বোকা ছিল কখনো টাকা গুনেও দেখত না। তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল সে। তুমি আমার এবং পুটজির কথা ভাবছ? হ্যাঁ, কথা সত্য পুটজি ছিল একটা মহা নির্বোধ। আর মেরিনাও একটা মস্ত হাঁদা।

পারফিডিয়া! এসব কী বলছ তুমি?

গড ড্যাম ইট, ইটস ট্রু ওয়েড। জিজ্ঞেস করছ কেন? কেন আমি এসব করলাম? আমি তোমাকে বলব। ওর প্লাটিনাম চুল দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ও ছিল একটা ফ্যাগ। আমি একটা ফ্যাগই চেয়েছিলাম। তবে আমি ওকে উত্তেজিত করে তুলি। এটা খুব বিরল ব্যাপার হলেও আমি এটা করেছিলাম। এটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ, সম্মানের ব্যাপার। নাথান সিনক্লেয়ারের ওপর আক্রোশ থেকে আমি পুটজিকে ইচ্ছেমতো পাকাই। কিন্তু ওয়েড! মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল সে। আমি কাপ্রিকে ভালোবাসি। আমি এত ভালো আর কখনো কিছুকে বাসিনি।

পারফিডিয়া, কথা বলতে গিয়ে তোতলাল ওয়েড ফ্রেঞ্চ। আমি জানি। আমি বুঝতে পারছি। আমি সবসময়ই ভেবেছি ...

যে আমার সঙ্গে কাপ্রিতে যাবে? হেসে উঠল পারফিডিয়া, ময়ূরের চিৎকারের মতো শোনাল। কেন নয়? সত্য কেন নয়? কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালোবাস, ওয়েড? শীতল গলায় জানতে চাইল সে।

অবশ্যই ভালোবাসি, হড়বড় করে বলল ফ্রেঞ্চ। সবসময়ই ভালোবেসে আসছি।

তুমি আসলে আমার রূপযৌবনের প্রেমে পড়েছ, দুষ্টু গলায় বলল পারফিডিয়া। ওটা ভালোবাসা নয়। পুটজি আমাকে ভালোবাসত, হ্যাঁ, সে আমার ভক্ত অনুসারী ছিল।

আমি তোমাকে পূজা করি।

তাই নাকি? ব্যঙ্গ করল পারফিডিয়া। তুমি ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবে, ওয়েড?

তুমি যেভাবে প্রমাণ চাও দেব, পারফিডিয়া। তবে আমার মনে হয় আমি ইতোমধ্যে প্রমাণ দিয়েও দিয়েছি। দেখো, তোমার জন্য আমি কতটা ঝুঁকি নিয়েছি... আগে। আমি আবার এটা প্রমাণ করছি। এক মিলিয়ন ডলার ছেলেখেলা নয়, পারফিডিয়া। এবং আমি এই টাকাটা ম্যানেজ করেছি। তুমি ক্যাপ্রি ফিরে যাওয়ার পরে টাকাটাও পেয়ে যাবে।

কঠোর দেখাল পারফিডিয়ার চেহারা। সবাই দেখছি আমাকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ওয়েড, তুমি আমাকে চেন না। আমি খুব সহজ-সরল মহিলা নই। আমার রুচি এবং মেজাজ খুব কম মানুষের সঙ্গেই মেলে।

পারফিডিয়া

পারফিডিয়া মুখে হাসি ফোটাল। ওয়েড, ডার্লিং, এখানে এসো।

অনুগতের মতো তার কাছে গেল ফ্রেঞ্চ পারফিডিয়া তার পায়ের ওপর একটি হাত রাখল। আমাকে চুমু খাও, ওয়েড। ফ্রেঞ্চ ঝুঁকে চুম্বন করল পারফিডিয়াকে। শ্যাম্পেনের টকটক স্বাদ লাগল জিভে।

পারফিডিয়া বলল, ওয়েড, আমি ওই স্ট্রবেরী এবং ক্রিম বিশেষ উদ্দেশ্যে আনিয়েছি। বসন্তকালে আমরা সবসময় স্ট্রবেরী এবং ক্রিম খাই।

ফ্রেঞ্চ হেসে বলল, সবাই স্ট্রবেরী এবং ক্রিম পছন্দ করে, পারফিডিয়া।

হ্যাঁ, করে, তাই না? বাটির দিকে ইঙ্গিত করল পারফিডিয়া। ওগুলো এখানে নিয়ে এসো, ওয়েড। স্ট্রবেরীর বাটি নিয়ে এলো ফ্রেঞ্চ। বাটির পাশে রাখা চামচ তুলে নিয়ে স্ট্রবেরীর মধ্যে ডুবিয়ে দিল পারফিডিয়া। ভেরী গুড, মুখ ভর্তি ফল তার। তোমার এগুলো পছন্দ হবে, ওয়েড। মিষ্টি।

হ্যাঁ, আমি একটা খেয়েছি। খুব মিষ্টি। নিজের চেয়ারে ফিরে গেল ওয়েড।

এক মিনিট, বলল পারফিডিয়া তার চোখ চকচক করছে, আরেক ঢোক শ্যাম্পেন গিলল, তারপর স্ট্রবেরীর বাটি হাতে নিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে। গা থেকে খুলে ফেলল কিমোনো। বিকেলবেলার রোদ যেন তার ধবধবে শরীরে চমকাতে লাগল। গা কাঁপছে ফ্রেঞ্চের। দেবীর মতো শরীর পারফিডিয়ার। দেবরাজ জিউসের ভোগ্য। পারফিডিয়া মেঝেতে নির্বিকার চিত্তে শুয়ে পড়ল। ফ্রেঞ্চের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। তারপর ফ্রেঞ্চকে যারপরনাই অবাক করে দিয়ে বাটি থেকে একটি স্ট্রবেরী তুলে নিয়ে সে তার যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর আরেকটি তারপর আরও একটি   এরপরে উরুতে সে ক্রিম মাখল।

এনজয়, ওয়েড। বলল সে। এনজয়

পারফিডিয়া   দরদর করে ঘামছে ফ্রেঞ্চি।

ওয়েড, মৃদু গলায় বলল পারফিডিয়া। কেউ কাপ্রিতে বসবাস করতে চাইলে স্থানীয় রীতিনীতির সঙ্গে তাকে মিশে যেতে হবে।

তা তো বটেই, পারফিডিয়া। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফ্রেঞ্চ। ঐতিহ্য খুব মূল্যবান জিনিস।

সুট-কোট খুলে ফেলল ফ্রেঞ্চ, আলগা করলে ভেস্ট। তারপর পারফিডিয়ার ফাঁক করে দুই পায়ের মাঝখানে বসল। পারফিডিয়ার চোখেমুখে প্রত্যাশা। হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চকে কাজটি করতে হবে। সে মাথা নামিয়ে জিভ ঢুকিয়ে প্রথম স্ট্রবেরীটি বের করে আনল পারফিডিয়া শরীরের ভেতর থেকে। হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল পারফিডিয়া। ভালো, ওয়েড।

দারুণ স্বাদের স্ট্রবেরী। বিড়বিড় করল ফ্রেঞ্চ। সে এবারে পারফিডিয়ার ঊরুতে মাখানো ক্রিম চাটতে লাগল। নিজের কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে শুনতেই পেল না বেডরুমের দরজা খুলে গেছে। টের পেল পেছনে থেকে কেউ একজন টেনে খুলে ফেলল তার প্যান্টের বেল্ট, ট্রাউজার্স এবং জাঙ্গিয়া। শীতল একজোড়া হাত তার অণ্ডকোষ চেপে ধরল। বিস্ময়ে গুঙিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ। চোখ মেলে তাকাল পারফিডিয়া।

ও মেরিনা। বলল সে।

ওহ্, হাঁটু মুড়ে বসল ফ্রেঞ্চ, মেঝেতে কনুই গেঁথে স্ট্রবেরী উদ্ধার অভিযান চালিয়ে গেল। পারফিডিয়া নিতম্ব উঁচু করে ধরল যাতে ফ্রেঞ্চের পক্ষে কাজটি সহজ হয়ে ওঠে। পেছনে যে খিলখিল হাসি হচ্ছে সে ব্যাপারে সচেতনই ছিল না ফ্রেঞ্চ। হঠাৎ জর্জের হাসি শুনতে পেয়ে ও একটা ঝাঁকি খেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। কিন্তু পারল না। মেরিনা পেছন থেকে ওর অণ্ডকোষ চেপে ধরে রেখেছে। ওকে নড়াচড়া করতে দিচ্ছে না। আরেকটা ওজন পেছন থেকে চেপে বসল ওর কাঁধে। শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো ফ্রেঞ্চের। আর্তনাদ করে উঠল। পারফিডিয়ার দিকে যন্ত্রণা এবং আকুতি নিয়ে তাকাতে সে মুচকি হেসে ওর মাথা চাপড়ে দিল। হা ঈশ্বর, ওকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, তিনজনে মিলে। হ্যাঁ, ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। গুঙিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ, হাঁপিয়ে উঠল, এবারে কাঁদতে শুরু করল। এমন সময় জর্জ ওর গায়ের ওপর থেকে উঠে গেল একটা ধাক্কা মেরে। কাত হয়ে পড়ে গেল ফ্রেঞ্চ। কিন্তু মেরিনা ওকে ছাড়ল না। সে হি হি করে বোকার মতো হাসছে। ফ্রেঞ্চ গোঁ গোঁ শব্দ করে ওর হাত সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

জর্জ! জর্জ! চিৎকার দিল মেরিনা, ওয়ান্ডারবার।

জর্জ ওদের সামনে দাঁড়িয়ে হে হে করে হাসছে। ইয়াহু মেরিনা, হানি! সে সস্নেহে তাকিয়ে আছে ফ্রেঞ্চের দিকে।

ও চেয়েছে আমি যেন এতে অংশ নিই। সরল গলায় বলল সে।

গুঙিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ। ইউ ডার্টি লিটল ককসাকার। তুমি আমাকে শেষ করেছ।

কপাল কোঁচকাল ফ্রেঞ্চ। ককসাকার বলো না।

ওয়েল, তুমি যা-ই হও, তুমি একটা কুত্তার বাচ্চা।

ডোন্ট বি সিলি, ওয়েড, অবশেষে কথা বলল পারফিডিয়া। শেষ হয়ে গেছ? তুমি কী করে শেষ হয়ে গেলে? এরকম কাণ্ডকারখানা বহুদিন ধরে চলে আসছে।

হ্যাঁ, রাগত গলায় বলল মেরিনা। সিলি ম্যান। সে মুখ নামিয়ে জোরে কামড়ে দিল ফ্রেঞ্চের পুরুষাঙ্গ।

হাউমাউ করে উঠল ফ্রেঞ্চ। যীশাস। পারফিডিয়া।

মেরিনা! থামো!

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রেঞ্চ, মেঝে থেকে তুলে নিল শর্ট এবং ট্রাউজার্স। পারফিডিয়া, এসবের কী দরকার ছিল? আমার সঙ্গে এসব করার প্রয়োজন ছিল? চিৎকার দিল সে। জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। সে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

হি হি করে হাসল পারফিডিয়া। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, ওয়েড, এমন ভাব করো না যেন কেয়ামতের দিন এসে গেছে।

আমার জন্য তাই, বিড়বিড় করল ফ্রেঞ্চ। তার ভীষণ লজ্জা লাগছে। তুমি ওদেরকে এ কাজ কেন করতে দিলে? আমি অপমানিত হয়েছি, নিজেকে আমার নোংরা লাগছে। এটা একজন পুরুষকে ধ্বংস করে দিতে পারে, ফর ক্রাইস্টস শেক, পারফিডিয়া! চেঁচিয়ে উঠল সে।

ক্ষেপে গেল পারফিডিয়া। ওহ ব্রাদার, ওয়েড! স্বীকার করো। তুমি ব্যাপারটা উপভোগ করেছ। তুমি অবাক হয়েছিলে তবে ব্যাপারটি তোমার খারাপ লাগেনি। পরের বারে আরও বেশি উপভোগ্য মনে হবে তোমার কাছে।

কী? পরের বার মানে কী?

ওহ, তুমি একদম পুটজির মতো।

আমি পারভর্ট নই। খেঁকিয়ে উঠল ফেঞ্চ।

মুত্তি   মেরিনা হামাগুড়ি দিয়ে তার মায়ের কাছে এগিয়ে গেল, সেঁধিয়ে গেল কোলে। তারপর পারফিডিয়ার বুক মুখে পুরে চুষতে লাগল। পারফিডিয়ার চোখের পাতা বুজে এলো।

মারি– কেন? ফিসফিস করল সে। মাই লিটল গার্ল। পারফিডিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিব্রত। সে মেরিনার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নিস্প্রাণ দৃষ্টিতে দৃশ্যটি দেখছে ফ্রেঞ্চ।

উফ-উফ, বিড়বিড় করল পারফিডিয়া। ওহ, উফ-উফ। আমি এখন কী করি?

ফিডো? নিরুত্তাপ গলায় সাড়া দিল ফ্রেঞ্চ।

পারফিডিয়া করুণ মুখে বলল, তুমি দেখতে পাচ্ছ, উফ-উফ?

জানি না, বিড়বিড় করে বলল ফ্রেঞ্চ। জানি না আমি কী দেখছি। আমার কী দেখার কথা?

আমরা ক্যাপ্রিতে এটাই করি।

কথাটা শুনে ফ্রেঞ্চের খুব রাগ হলো। তার সঙ্গে একটু আগে যা করা হয়েছে সেজন্য তখন থেকে অপমানে ও ঘেন্নায় চিড়বিড় করছিল শরীর। এবারে যেন আগুনে ঘি পড়ল। সে কর্কশ গলায় বলল, আমি এসবের কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না, পারফিডিয়া। এসব কি তোমাকে তৃপ্তি দেয়?

মেরিনার কালো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে পারফিডিয়া জবাব দিল, নো, যে লোকটি ইডিপাস লিখেছিল সে কখনো এসব কথা ভাবেনি, ওয়েড।

বিধ্বস্ত লাগছে ফ্রেঞ্চের। বমি বমি বোধ হচ্ছে। পেট ঠেলে বমি আসছে। সে মুখে হাত চাপা দিয়ে বাথরুমে ছুটল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হড়হড় করে বমি করে দিল।

ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে ওরা তিনজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

পারফিডিয়া তখন বিছানায় শুয়ে আছে। মেরিনা তার হাত ধরে পাশে বসে আছে আর জর্জ দাঁড়িয়ে রয়েছে মেরিনার কাছে।

তো, উফ-উফ?

ফ্রেঞ্চ বলল, তুমি জানতে চাচ্ছ আমি এটা সহ্য করতে পারব কিনা? তাই তো? হ্যাঁ, পারব। আমি যে কোনো কিছু সহ্য করতে পারব।

আরেকবার মনের চোখে সে দেখতে পেল পারফিডিয়ার শরীর ঢেকে আছে বহুমূল্য হিরে এবং চুনি পাথরে। দেখতে পেল বাহারি লেবু আর জলপাই গাছে ঘেরা কাপ্রির দামি ভিলা। এসবই তার হবে যদি পারফিডিয়ার মন রক্ষা করে চলতে পারে।

ফ্রেঞ্চ উঠে পড়ল বিছানায়। পারফিডিয়ার গালে হাতের উল্টো পিঠ রেখে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল জর্জকে।

মুত্তি ...

পারফিডিয়ার মুখ গম্ভীর হলো। ইয়েস, ডার্লিং, এ সম্ভবত তোমার নয়া পিতা হতে চলেছে। পারফিডিয়ার নগ্ন কাঁধ ঝাঁকি খেল, দুলে উঠল বুক। সে কি হাসছে নাকি কাঁদছে। সে হাসছে।

ওর কী হবে? জিজ্ঞেস করল ফ্রেঞ্চ।

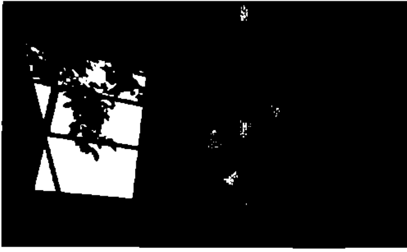
আমার নতুন পুত্র? প্রশ্ন করল পারফিডিয়া। দ্য ডিয়ার বয়? ও-ও আমাদের সঙ্গে থাকবে, উফ-উফ। ওকে নিয়ে চিন্তা করো না।

মেরিনা আনন্দে মিটমিট করল চোখ। উফ-উফ। খিলখিল করে হাসল।

জর্জ হঠাৎ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল বিছানার সামনে। ন্যাড়া মাথা উঁচু করে কুকুরের মতো ডেকে উঠল, উফ-উফ। উফ-উফ।

হাসিতে ফেটে পড়ল পারফিডিয়া। ওহ, ইয়েস, ডিয়ার।

ফ্রেঞ্চের মুখ যেন জ্বলে যাচ্ছে। তবু সে হাসি ফোটাল মুখে। ওরা যেমন শয়তান তাকেও তেমনটিই হতে হবে। ও একটা খুব মজার কুত্তার বাচ্চা, তাই না?



ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সকে বেভারলি উইলশায়ার থেকে তুলে নিতে গিয়ে ওরা লক্ষ করেছিল পরিকল্পনায় কিছু রদবদল ঘটেছে। পারফিডিয়া কয়েক মিনিট আগে ওদেরকে ফোন করে ড্রিংক করার আমন্ত্রণ জানায়। তারপর স্যাকসেস-এ যাবে।

আমাদেরকে কি ড্রিংক করতেই হবে? গুঙিয়ে ওঠে হ্যামিলটন।

বেচারা পিটার, বলল ভার্জিনিয়া। আমি জানি, সে ওর হাতে চাপ দিল। গতরাতে ও কি তোমাকে একদম নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে?

স্যালিকে কী বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করল হ্যামিলটন। পারফিডিয়ার এখনও ধারণা সে তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

পিটার, অধৈর্য ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ফেলিক্স। ওই মহিলার আসলে মাথার ঠিক নেই, ডিয়ার বয়। ফরগেট ইট।

ভার্জিনিয়া আক্রোশের হাসি হাসল। তোমার কি মনে হয় ওকে আমরা বইতে একদম ঠিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছি, ফেলিক্স, ডিয়ার?

অর্ধেকটাও নয়, বলল ফেলিক্স। আমরা ওকে দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ভুল করেছি।

ওয়েল, বলল হ্যামিলটন, স্ক্রু হার এনিওয়ে।

তোমার জায়গায় হলে আমি তা করতাম না, শীতল গলায় বলল ভার্জিনিয়া। ওটা এমন এক অভিজ্ঞতা হতো যার কথা মনে করে করে তুমি পস্তাতে।

স্যালি ওদেরকে বাধা দিল। গড, প্লিজ, দয়া করে এভাবে কথা বলা বন্ধ করো। আমি অসুস্থবোধ করছি।

বিস্মিত হলো ভার্জিনিয়া। এতে কি তোমার সংবেদনশীলতায় আঘাত লাগছে, লিটল ডিয়ার?

ভার্জিনিয়া মৃদু গলায় বলল, ফেলিক্স, আমার মনে হয় স্যালি ঠিকই বলেছে। তোমার উচিত হবে না

ভার্জিনিয়া ওর দিকে ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ফিরল, ইউ ইউ আর আ ফাইন ওয়ান টু টুক, মি ফেলিক্স জেমস।

ফেলিক্সের জন্য বিব্রতবোধ করল হ্যামিলটন। ফেলিক্স হয়তো বুঝতে পেরেছে কেন রেগে গেছে ভার্জিনিয়া। কিন্তু হ্যামিলটন বুঝতে পারল না। এসো, গাড়িতে ওঠো, বলল সে।

না, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ভার্জিনিয়া। আমি ওর সঙ্গে এক গাড়িতে যাব না, পিটার। ট্যাক্সি নাও।

ধমকে উঠল স্যালি। তোমরা ব্যাপাটার সমাপ্তি টানছ না কেন?

শাট আপ, স্যালি, বলল ভার্জিনিয়া। শোনো, আমি পারফিডিয়ার চেহারা আর দেখতেও চাই না। আমরা ওখানে যাচ্ছি কারণ

কী কারণ? গর্জে উঠল ফেলিক্স।

এক সেকেন্ডের জন্য হতবুদ্ধি দেখাল ভার্জিনিয়াকে। তারপর সে দাঁত মুখ খিঁচাল। কারণ আমি দেখতে চাই সে ওয়েড ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কী শলা-পরামর্শ করছে। এবং তোমার সঙ্গেও।

পোলো লাউঞ্জের কিনারে এটা বড় ব্যাংকোয়েট রিজার্ভ করেছে পারফিডিয়া এবং বিরক্ত হয়ে হ্যামিলটন আবিষ্কার করল তাকে মেরিনা ভন থার্নস্টিলের পাশে বসতে দেওয়া হয়েছে। জ্যাক লোগান বসেছে মেরিনার অপর পাশে। পারফিডিয়া টেবিলের মধ্যমণি সেজেছে, তার বামে ন্যাড়া মাথা সেই তরুণ ইটালিয়ান। লাল মুখ এবং ক্লান্ত চোখের ওয়েড ফ্রেঞ্চের জায়গা হয়েছে জর্জের পাশে।

ওয়েল নাউ, সবাই যে যার আসনে বসার পরে বলল পারফিডিয়া। পুঁতির মতো চোখ বুলাল সকলের ওপর। একটু ড্রিংক হয়ে যাক, কী বলো সবাই? তোমাদেরকে এখানে আসতে বলেছি কারণ তোমাদেরকে খুব মিস করছিলাম।

গতরাত থেকে। খোঁচা মারল স্যালি।

ইয়েস, ডিয়ার। স্যালির দিকে কটমট করে তাকাল পারফিডিয়া।

আজ রাতে যেহেতু স্যাকসেস-এ আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, সেক্ষেত্রে কীইবা করার ছিল আমার? এবং তোমরা জানো, ওদেরকে সে মনে করিয়ে দিল, আমরা এখানে বেশিদিন থাকব না। তোমরা হাওয়াই চলে যাবে, আমিও চলে যাব।

প্লিজ পারফিডিয়া কনুইয়ের ধারে দাঁড়ানো ওয়েটারকে ইশারা করল সে।

হ্যামিলটন ডাবল ভোদবার অর্ডার দিল, দুটো টুইস্ট সহ। সে সবাইকে লক্ষ করছিল। দেখল তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে স্যালি। কেন?

পারফিডিয়া হ্যামিলটনের কানে ফিসফিস করে বলল, পিটার, ইউ আর আ টেরিবল সোয়াইন।

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বলল সে।

ভার্জিনিয়া টেবিলের নিচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে চিমটি দিল হ্যামিলটনের হাতের পেছনে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ওয়েড ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তবে ওয়েডকে দেখে মনে হলো না সে পারফিডিয়ার ভ্যাজর ভ্যাজর শুনতে খুব একটা আগ্রহী। হ্যামিলটন মেরিনার দিকে তাকিয়ে হাসল। তো, বলল সে। ক্যালিফোর্নিয়া কেমন লাগছে, মেরিনা?

হুঁ, ক্যালিফোর্নিয়া, অল্প হাসল মেরিনা। সে একটা হাত তুলে হ্যামিলটনের চোয়ালে রাখল, আঙুল চলে গেল কানের লতিতে। ছোট্ট একটা চিমটি কাটল। তারপর ঠোঁট ফাঁক করে জিভের ডগা বের করল। পুরো দৃশ্যটি চোখ বড় বড় করে দেখল স্যালি। তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে গেছে। হ্যামিলটন ওদিকে মনোযোগ দিল না। সে ভাবছিল নাওমির সঙ্গে মেরিনার চেহারার কোনো মিল আছে কিনা। মেরিনার চেহারা নাওমির চেয়ে সুন্দর, গায়ের রঙ পেয়েছে পারফিডিয়ার মতো। আর সেক্সুয়ালিটি বিষয়টি পারফিডিয়ার দুই মেয়ের মধ্যেই একটি সাধারণ ব্যাপার।

মেরিনা নিজের চেয়ারে অস্থির হয়ে যেন বসতেই পারছে না। মোচড়ামুচড়ি করছে। সে টেবিলক্লথের নিচে ঢুকিয়ে দিল হাত। চমকে গেল হ্যামিলটন, হাঁটুতে হাতের স্পর্শ পেয়ে সেখান থেকে উরুতে এবং এক সেকেন্ড পরে টের পেল হাতটি তার প্যান্টের চেইন ধরে টানাটানি করছে। যীশাস ক্রাইস্ট, ভাবছে হ্যামিলটন, এ মেয়ে দেখি কামরোগে আসক্ত। এর কাছ থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী? সে কটমট করে তাকাল মেরিনার দিকে। কিন্তু মেরিনা তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসছে। স্যালি হ্যামিলটনকে লক্ষ করছে, আতঙ্কিত চোখ-মুখ। স্যালির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল হ্যামিলটন।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে পারফিডিয়ার চোখে ধরা পড়ে গেল ওরা। ওয়েল, পিটার, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল সে, এখানে এসে কি খুব খারাপ লাগছে?

না। সময়টা খুব উপভোগ করছি, পারফিডিয়া।

তাহলে চেহারা অমন করে রেখেছ কেন? নাক সিঁটকাল পারফিডিয়া।

পারফিডিয়া...

হাত সরিয়ে নিল মেরিনা, জিভ বের করে ভেংচাল হ্যামিলটনকে। ব্যাড ম্যান। বলল সে।

নেভার মাইন্ড, মেরিনা। চিন্তিত গলায় বলল পারফিডিয়া। ইট ডাজ নট ম্যাটার।

পারফিডিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাপ্রির গল্প শোনাতে সে বলতে শুরু করেছে, ওয়েটার হাজির হলো ড্রিংকস এবং সীফুড প্ল্যাটার নিয়ে। এটি সে টেবিলের মাঝখানে রাখল।

ভাবলাম, প্রশয়ের হাসি হাসছে পারফিডিয়া। সবাই মিলে একটু মজা করি।

গুডি, চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা। গোলগাল আঙুলে একটা চিংড়ি তুলে নিয়ে ছোট ছোট দাঁতে ওটা দ্বিখণ্ডিত করল। ইয়াম্মি।

ইয়েস ডার্লিং, বলল পারফিডিয়া, হেভেনস। সে বলে চলল এ মুহূর্তে যদি সবাই মিলে ভিলা পুটজিতে থাকতে পারতাম বেশ হতো।

সত্যি খুব মজা হতো। একটু ভেবে সায় দিল ফ্রেঞ্চ।

ওহ ইয়েস, ফ্রেঞ্চের দিকে তাকিয়ে হাসল পারফিডিয়া। গোপনে চোখে চোখে কথা হলো কি?

আমরা সবাই মিলে কেন তোমার ওখানে একবার বেড়াতে যাই না, পারফিডিয়া, ডার্লিং?

এসো, ভার্জিনিয়া, অবশ্যই এসো।

আমি তখন চীনে থাকব বলল হ্যামিলটন, মানে আমরা, যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে।

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল স্যালি।

পিটার! তোমাকে কিন্তু দাওয়াত দেওয়া হয়নি, বলল পারফিডিয়া। সে মোটেই হাসিঠাট্টা করছে না।

তুমি আমাকে দাওয়াত দিলেও যেতাম না।

ইজি, স্প্রোর্ট, কপালে ভাঁজ ফেলে বলল ফ্রেঞ্চ। আমরা সবাই বন্ধু, ভুলে যেয়ো না কথাটা।

তাই কি? বিরসবদনে প্রশ্ন করল হ্যামিলটন।

আঃ অন্য কিছু নিয়ে কথা বলো তো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল পারফিডিয়া। তোমার প্রতিহিংসা

আমার কোনো প্রতিহিংসা নেই। ওকে কথা শেষ করতে দিল না হ্যামিলটন।

অবশ্যই আছে। আমার বিরুদ্ধে। আমি বলতে পারি...

ওর কথা আর বাড়তে দিল না ফেলিক্স। তোমার সঙ্গে কাল দেখা হচ্ছে, পারফিডিয়া, না?

হ্যাঁ, ওর পার্টিতে।

আমাদের পার্টি, ওকে শুধরে দিল ভার্জিনিয়া। দ্যাট উইল বি নাইস, পারফিডিয়া।

হ্যামিলটনের আর এক দণ্ড এখানে বসতে মন চাইছে না। গোল্লায় যাক ওরা, মনে মনে বলল সে। লোগান তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময় এবং ভয়। লোগান দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মেরিনার ওপর। প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে সে লোগানের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। লোগান চেহারায় নিষ্পাপ একটি ভাব ফুটিয়ে রেখেছে।

এসব যখন চলছে, পারফিডিয়া, ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি নিশ্চিতভাবেই ভাবতে পারি যে তোমরা দুই কসমোপলিট সেভ কাপ্রির জন্য কিছু অবদান রাখার কথা সিরিয়াসলি ভাবছ।

ফেলিক্স সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল চোখে পলকটি না ফেলে। পারফিডিয়া, আমি ভেনিস রক্ষায় ইতোমধ্যে গভীরভাবে কমিটেড হয়ে পড়েছি ...

দুটা জায়গাতেই যে কন্ট্রিবিউশন রাখা যাবে না এমনটি নয়, বলল পারফিডিয়া। আর ভার্জিনিয়া?

ভার্জিনিয়াও চটজলদি উত্তর দিল। ওহ্, পারফিডিয়া, তুমি তো জানোই আমি একটি আমেরিকান চ্যারিটিতে নিয়মিত দান করে যাচ্ছি। আমি দেশের বাইরে টাকা-পয়সা পাঠাতে চাই না। নিউইয়র্কে আমরা কজনে মিলে ভ্যালি ফর্জ পুনঃসংস্কারের জন্য খুব খাটাখাটনি করছি যাতে আগের পরিবেশটা ফিরে পাওয়া যায়। ওয়াশিংটনের সেনাবাহিনী ওখানে শীতকালটা কাটিয়েছিল। আমরা সেইরকম একটা রূপ দেবার চেষ্টা করছি।

সরু হয়ে এলো পারফিডিয়ার চোখ। ভ্যালি ফোর্জ? ওটা কোনো বিষয় হলো? আমি ওর নামই তো শুনিনি।

ওয়েল, হাসিমুখে ঘোষণা করল ভার্জিনিয়া। আমিও সেভিং কাপ্রির কথা এই প্রথম শুনলাম।

আমরা মাত্রই শুরু করেছি, ভার্জিনিয়া। হাসল পারফিডিয়া, তার কালো চোখ জোড়া ঝিকিয়ে উঠল। তোমরা তো আমার কথা বইতে লিখে রীতিমতো বড়লোক হতে চলেছ।

ফেলিক্স দৃঢ় গলায় বলল, পারফিডিয়া, বইটি তোমাকে নিয়ে নয়। এটা এক কাল্পনিক কসমেটিক্স টাইকুনকে নিয়ে।

ঘাউ করে উঠল ফ্রেঞ্চ। নাথান সিনক্লেয়ার, বুড়ো চান্দু! ফেলিক্স এবং ভার্জিনিয়ার দিকে পালাক্রমে তাকাল সে। আমার মনে হয় কাপ্রির বিষয়ে তোমাদের দুজনেরই কিছু করা উচিত।

হ্যাঁ, বলল পারফিডিয়া। শত হলেও আমি বইটির ফেস ভ্যালু মেনে নিচ্ছি। তাহলে তোমরা আমার বিষয়টিকে মূল্য দিচ্ছ না কেন?

বিষণ্ন হেসে ভার্জিনিয়া জানতে চাইল, তুমি কী ধরনের কন্ট্রিবিউশন চাইছ, ডিয়ার।

মাথার চুলে হাত বুলাল ভার্জিনিয়া। খুব বেশি নয়। পঞ্চাশ কিংবা একশো হাজার ডলার দান করলেই যথেষ্ট হবে।

রক্তশূন্য হয়ে গেল ভার্জিনিয়ার চেহারা। তার মতো হ্যামিলটন এবং ফেলিক্সও বুঝতে পারছিল কী বলছে পারফিডিয়া। হয় টাকা দাও নতুবা অন্য কিছু। আমরা বিষয়টি নিশ্চয় ভেবে দেখব, পারফিডিয়া, বলল ফেলিক্স। তার কণ্ঠে পরিষ্কার বিরক্তি।

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পারফিডিয়া।

নিশ্চয় ভাববে। নিশ্চয় ভাববে।

লোগান স্থূল ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলল, কাপ্রি কীভাবে ডুবে যাবে, পারফিডিয়া? আমি তো জানতাম ওটা অগ্নিগিরি দ্বীপের মতো, পুরোটাই পাথর দিয়ে তৈরি।

ঠিক তাই, শান্ত গলায় উত্তর দিল পারফিডিয়া। এক বা দুই সহস্রাব্দ বাদে আগ্নেয় পদার্থগুলো ক্ষয়ে যেতে শুরু করে।

লোগান বিচলিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। সবকিছু কবে নাগাদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে?

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই এ ঘটনা ঘটতে পারে, জ্যাক।

যীশাস! ইউ ডোন্ট সে! ইন মাই লাইফটাইম। সে আঙুল দিয়ে টেবিলে তবলা বাজাতে বাজাতে ঝুঁকে এলো সামনে। তার কপালে ঘামের রেখা দেখতে পাচ্ছে হ্যামিলটন, চোখে মুখে কেমন হতবিহ্বল ভাব। ইউ নো, এ ঘটনা টুসকি মারার মতো যখন-তখন ঘটতে পারে। দ্য লাস্ট ডেজ অভ্ কাপ্রি। দ্য লাস্ট ডেজ অভ্ পম্পেইর মতো?

ঠিক তাই, আবেগঘন গলায় বলল পারফিডিয়া। তুমি যদি চাও, জ্যাক। আমি গল্পের রাইট তোমার কাছে বিক্রি করতে পারি। শুধু তোমারই থাকবে গল্পটা।

লোগানের চোখ নেচে উঠল। কত দিতে হবে?

হেলাফেলার সুরে পারফিডিয়া বলল, ওই একশো হাজার ডলারই দিও।

টাকার অঙ্কটা লোগানের মস্তিষ্কে কোনো প্রতিক্রিয়াই তৈরি করল না। গড, আমি এ মুহূর্তেই সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। বিস্ফারিত হলো সে, চূড়ান্ত সুরা

উৎসবসহ ভিলা পুটজি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে সঙ্গে যৌন উন্মাদনায় মেতে ওঠে অনেক ছেলেমেয়ে। বেহালা বাজছে এবং তারপর গব গব গব গব।

গব গব? বলল স্যালি। যীশাস

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পারফিডিয়া ... না, না, ডিয়ার। ওই সময় তো আমরা বোটে থাকব। হ্যাঁ, কী আশ্চর্য? আমি কাপ্রিতে বোট নিয়ে হাজির হব এবং শেষ বোটটি নিয়ে কাপ্রি থেকে বেরিয়ে আসব। গব গব। সে হি হি করে হাসতেই থাকল যেন এমন মজার কথা জীবনে শোনেনি। তারপর দুম করে ঘুষি বসিয়ে দিল টেবিলে। কিন্তু এটি আমরা ঘটতে দেব না। দেব কি? কটমট দৃষ্টিতে তাকাল লোগানের দিকে। তোমার কাছ থেকে আমি একটি চেক আশা করছি।

শিওর, শিওর। লোগান খুশি খুশি ভাব ফোটাল গলায়। হ্যামিলটন জানে এ মুহূর্তে লোগানের রাজি না হয়েও কোনো উপায় ছিল না।

এমন উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যেও কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিল ওয়েড ফ্রেঞ্চ। ব্যাপারটা প্রথমে লক্ষ করল হ্যামিলটন, তারপর পারফিডিয়া। সে খেলাচ্ছলে কাঁকড়ার একটা ঠ্যাং ছুড়ে মারল ওয়েডের দিকে। ওয়েড! চেঁচিয়ে উঠল সে। টেবিলে বসে ঘুমাচ্ছ কেন তুমি? হেভেনস। আমরা কি এতই বিরক্তিকর?

ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল ফ্রেঞ্চ। কী! ও সরি, পারফিডিয়া, সো সরি। মুখ ঘঁষল সে। এ নিশ্চয় জেট ল্যাগের ফল।

আরেকটা ড্রিংক নেবে সবাই? হাসিমুখে বলল পারফিডিয়া। আমি একজন ভালো হোস্টেস।

ঘড়ি দেখল ফেলিক্স। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হতে হবে, পারফিডিয়া।

লম্বা ঢোকে হুইস্কি গিলল ফ্রেঞ্চ। সঙ্গে সঙ্গে বিষম খেয়ে খকর খক কাশতে শুরু করল। ওর পিঠে চাপড় মারতে লাগল জর্জ। কাশির দমক সামলে নিয়ে ফ্রেঞ্চ বলল, আমি বরং ওপরে যাই। শরীরটা ভাল্লাগছে না।

বেচারি ওয়েড। বলল পারফিডিয়া, শরীর ভাল্লাগছে না। নিশ্চয় দুপুরে ওই স্ট্রবেরী আর ক্রিম খাওয়ার ফল, তোমার হজম হয়নি বোধহয়।

এক্সকিউজ মি, করুণ গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। আমি এখন যাব।

তাকে যেতে দিতে সরে দাঁড়াল জর্জ।

জর্জ কি তোমার সঙ্গে যাবে, ওয়েড, ডিয়ার? জিজ্ঞেস করল পারফিডিয়া।

না, সংক্ষেপে বলল ফ্রেঞ্চ। আমি ঠিক থাকব । কাল তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

ফ্রেঞ্চ চলে যাওয়ায় ভার্জিনিয়ার পাশে জায়গা হলো জর্জের। সে ন্যাড়া মাথা ছেলেটির গালে হাত বুলাল। এই কিউট জিনিসটা সত্যি ইটালি থেকে এসেছে?

হুঁ, বলল পারফিডিয়া।

জর্জ, ইটালিয়ান ভাষায় আমাদেরকে কিছু বলো, বলল ভার্জিনিয়া।

জর্জ বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকাল। সে ঠিক বন্ধুভাবাপন্ন নয়।

স্পাগেটি! রাগত মুখে বলল জর্জ।

হাসল ভার্জিনিয়া। মনে হয় না এ সত্যি ইটালিয়ান।

অপমানবোধ করল পারফিডিয়া। আমি বলছি ও ইটালিয়ান। তবে ও ভাষাটায় তেমন সরগর নয়। একটা ব্যাপারে ও খুব শকড হয়েছিল।

ওহ, আয়াম সরি, ক্ষমা প্রার্থনা করল ভার্জিনিয়া।

মেরিনা মুখ দিয়ে বিচিত্র কুঁইকুঁই আওয়াজ করে লোগানের থুতনির নিচে চুমু খেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সে টেবিল ক্লথের নিচে লোগানের সঙ্গে খেলা করছে। লোগান চোখেমুখে নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করেও পারছিল না। তার কপালে এবং গালে জমেছে মোটা ঘামের রেখা। মেরিনা উঃ আঃ করছে। চোখ ভাষাহীন এবং মুখে নিস্তেজ হাসি।

কাল রাতের পার্টির জন্য আমি মুখিয়ে আছি, বিড়বিড় করে বলল পারফিডিয়া। তার গলার স্বর মিলিয়ে গেল। হঠাৎ সে বলে উঠল, মেরিনা। ওঠো। তোমার ওপরে যাওয়ার সময় হলো। ওর সঙ্গে তুমি যাও, জর্জ।

গোমড়ামুখে টেবিলের নিচ থেকে হাত বের করে আনল মেরিনা, এক ঢোকে গ্লাসের বাকি কোকটুকু শেষ করল। জর্জ লাফিয়ে উঠে মেরিনার মোটাসোটা বাহু ধরল। যাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলল, Bona Sera.

দেখলে তো! চেঁচিয়ে উঠল পারফিডিয়া। ও যে ইটালিয়ান প্রমাণ পেলে তো!

একটু পরে সবাই টেবিল ছাড়ল চলে যাওয়ার জন্য। ছোট্ট মজার পার্টির জন্য সকলে পারফিডিয়াকে ধন্যবাদ দিল। লোগান পেছনে পড়ে রইল, কুচকির ওপর একটা ন্যাপকিন চেপে ধরে রেখেছে।

কী হলো, জ্যাক? জানতে চাইল হ্যামিলটন।

লোগান ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল, দ্যাট লিটল শিট সারা হাতে চিংড়ির রস লাগিয়েছে। আমার প্যান্টেও পড়েছে। আমি এখন এখান থেকে বেরুব কীভাবে?

আমার পেছন পেছন হেঁটে এসো।

ঠিক আছে।

দুজনে মিলে হাঁটা দিল। অবশেষে ওরা বাইরে চলে এলো। ধন্যবাদ, পিট, ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল লোগান। যীশাস, মেয়েটা একখান মাল বটে!

ভার্জিনিয়া বলল, ফ্যামিলি বটে একখান। একজন ব্ল্যাকমেলার, প্রতারক এক ল-ইয়ার, জাস্ট বখে যাওয়া ছেলেমেয়ে। হেভেনস, দ্যাট গার্ল, মেরিনা। আর ওই মহিলা, পারফিডিয়া। জানি না ওর প্রশংসা করব নাকি ঘৃণা করব। সে ফেলিক্সের হাত ধরল। ডিয়ার, ফেলিক্স, আমরা এখন হাওয়াই থাকলেই ভালো হতো। জানি না এ সপ্তাহের বাকি দিনগুলো কীভাবে সামলে চলব!



জ্যাক লোগানের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে অরভিল জোনস, মনে পড়ল এমিলির কথা। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য ওর কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে অরভিল।

স্যালি ওকে স্টুডিওতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বলেছে কয়েক ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যাবে। লোগানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দীর্ঘায়িত না হলে অরভিলের ইচ্ছা আছে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিটি একটু ঘুরে দেখবে, পিকোতে গিয়ে অপেক্ষা করবে।

অরভিল জানে না পিটার হ্যামিলটনের সঙ্গে স্যালি কী ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। তবে এর মধ্যে তার নাক গলানোর অধিকার নেই। আবার সে একটি ভুল করে ফেলেছিল ভার্জিনিয়ার সমালোচনা করে। তারপর কী হলো দ্যাখো– ভার্জিনিয়া নিউইয়র্ক চলে গেল।

হ্যামিলটন লোক ভালো। স্যালি এবং সে বোধহয় প্রেম করছে। যদি তাই হয় তো অরভিল খুশি। স্যালি তো তারই মেয়ে।

চোরা চোখে লোগান প্রডাকশন্সের আউটার অফিসে চোখ বুলাচ্ছে অরভিল। গোড়ালির ওপর পা তুলে এক সেক্রেটারি টাইপ করছে। মেয়েটার পা দেখার জন্য একটা ক্যামেল সিগারেট ধরিয়ে ছাইদানির দিকে হাত বাড়াল অরভিল। মেয়েটার পদযুগল এবারে পরিষ্কার দেখতে পেল। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত নগ্ন। বেশ সুঠাম পা। ওটুকু দৃশ্যই অরভিলের পুরুষাঙ্গে টান ধরাল।

জ্যাক লোগানের সঙ্গে এ মিটিং তাকে খানিকটা নার্ভাস করে রেখেছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই অরভিলের। লোগান ভার্জিনিয়ার দ্বিতীয় স্বামী ছিল, সে অরভিল এবং ভার্জিনিয়ার ব্যক্তিগত জায়গাগুলোয় গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়ে যেত। অবশ্য এ জন্য লোগানের ওপর তার তেমন রাগ হচ্ছে না। রাগ করবেই বা কেন? ততদিনে ভার্জিনিয়া অরভিলের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে লোগানের শূন্য কক্ষ ভরে ফেলেছিল।

আসল কথা হলো লোগান তাকে একটা চাকরি দিতে রাজি হয়েছে এবং অরভিল উল্টোপাল্টা কিছু করে সে সুযোগটা হারাতে চায় না। ওহায়োতে ফিরে যাবে না সে কিছুতেই।

সিগারেট শেষ করে ওটা নিভিয়ে দিল অরভিল। সেক্রেটারি পায়ের ওপর পা তুলে বসল। এক ঝলক তার উরু দেখতে পেল অরভিল। প্যান্টিহোস, ফর্সা ত্বক কোনোকিছুই নজর এড়াল না। মেয়েটা তার দিকে তাকাল একবার। নিরীহ ভঙ্গিতে হাসল অরভিল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসিটি ফিরিয়ে দিল সেক্রেটারি। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়, তবে মুখখানা একটু শুকনো, পাতলা এবং গতরে মাংসের অভাবও প্রকট। গোলগাল, ভরাট নারীই অরভিলের পছন্দ।

অরভিল লাজুক একটা ভাব ফুটিয়ে পরনের নীল ব্লেজারের আস্তিনে হাত বুলাতে লাগল। এটি হ্যামিলটন তাকে ধার দিয়েছে। ওর তুলনায় একটু বড়ই হয়ে গেছে আয়তনে। ট্রাউজার্সেরও কয়েক জায়গায় ভাঁজ খেয়ে আছে। এটিও পিটের কাছ থেকে ধার করে আনা। ব্লেজারের নিচে ওপেন-নেকড সাদা স্পোর্টস শার্ট পরেছে অরভিল যার ব্রেস্ট পকেটের ওপরে ওভারগ্রেডস অ্যালিগেটরের ছবি।

সে বসে বসে আঙুলের নখ পরীক্ষা করছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। সেক্রেটারি বলল, জী, মি. লোগান। ঠিক আছে, মি. লোগান। চেয়ার ছাড়ল মেয়েটি। আপনি অফিস চেনেন তো?

চেনে না অরভিল তবে খুব বেশি দূরেও নয় অফিস। হলওয়ের দিকের একটি দরজা খুলে দিল সেক্রেটারি। তারপর দুই পা গেলেই আরেকটি দরজা এবং অরভিল ঢুকে পড়ল লোগানের অফিসে। বাংলোর মতো বিরাট অফিস। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল লোগান, বাড়িয়ে দিল হাত।

অরভিল? হাই ... বলল সে।

চামড়া মোড়া একটি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল লোগান। বসল অরভিল। ডেস্কের অপর প্রান্তে প্রকাণ্ড সুইভেল চেয়ারটি দখল করল লোগান। সে চেয়ার ঘুরিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল।

সিগার? লোগান তার কনুইয়ের কাছে রাখা একটি লেদার বক্স তুলে নিল। সিগার নিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হলো অরভিলকে। বাক্স থেকে তুলে নিল একটি সিগার এবং আবার আসন গ্রহণ করল। সেলোফেন ছিঁড়ে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে সিগার ধরাল যেন সে মোটা হাভানা সিগার দিয়ে সবসময় দিন শুরু করতে অভ্যস্ত। লোগান কিন্তু ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে। অরভিল সিগারেটটা জোরে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

অনলি দ্য বেস্ট, মন্তব্য করল লোগান। তার চক্ষু কালো এবং অচঞ্চল। অরভিল বুঝতে পারছে তার মনের খবর পড়ার চেষ্টা করছে লোগান। এবং এও

বুঝতে পারছে সে একটা গর্তের মধ্যে বসে আছে। মাথা তুলে লোগানের চোখে চোখ রাখল সে। হারামজাদা! এ হলো খাঁটি বলিউড। পিট যেভাবে বলেছিল, লোগান ঠিক সেই খাকি প্যান্ট, সাদা মোজা এবং টেনিস শু পরে আছে। একটি খাকি টপের বোতাম নাভি পর্যন্ত খোলা, গলায় সোনার চেইন।

ওয়েল, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল লোগান, ইটস গুড টু নো ইউ, অরভিল। আমরা তো একদিন থেকে একে অন্যের আত্মীয়ই, তুমি জানো?

মাথা ঝাঁকাল অরভিল, বিনয়ী হাসল। এক ধরনের হাজব্যন্ডইন-ল।

হুঁ, টেনে টেনে বলল লোগান। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা। শুনলাম তুমি নাকি খুব ভালো অ্যাকউনটেন্ট। তা কী ধরনের অ্যাকাউন্টিং কর তুমি?

সব রকম, গর্বের সুরে বলল অরভিল। আমি কর্পোরেটের প্রচুর কাজ করেছি এবং পারসোনাল এস্টেট কাউন্সেলিং করেছি। তবে ইনভেস্টমেন্ট ফিনান্সিং এ আমি বিশেষ দক্ষ।

সে আবার কী? জিজ্ঞেস করল লোগান। আমার এতকিছু টার্মিনোলজি জানার দরকার নেই। চোখের মণি ঘোরাল সে। আমি সৃজনশীল দিক নিয়ে বেশি কাজ করি।

এ হলো টাকাওয়ালা বিনিয়োগকারী খুঁজে বের করা যারা ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টে অর্থ বিনিয়োগ করবে।

ব্যস, ব্যস। বুঝতে পেরেছি। তুমি এ কাজে দক্ষ বলছ?

গত ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ কাজ করছি আমি, জ্যাক।

ঠিক আছে, ধীর গলায় বলল লোগান। তোমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখা যায়। তবে আগেই বলে রাখছি আমি কিন্তু কাজে ফাঁকি একদম সহ্য করব না। তুমি তোমার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে না পারলে পাততাড়ি গোটাতে হবে।

তা তো বটেই, সায় দিল অরভিল। জগতের নিয়মই এটা। কাজ করতে আমি ভয় পাই না। অ্যাকাউন্টিং ইজ অ্যাকাউন্টিং।

ঠিক আছে। চাকরিটা আমি তোমাকে দিচ্ছি। দেখি, কবে থেকে শুরু করবে। আগামী মঙ্গলবার থেকে, কেমন? বেতন, প্রারম্ভিক হিসেবে পাবে বছরে ত্রিশ হাজার ডলার। চলবে?

অরভিল খুব বেশি ধোঁয়া টেনে ফেলেছিল কথাটা শুনে। ওহায়োতে এত টাকা বেতন কেউ দেয়নি ওকে। চলবে, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে।

এরপরে লোগান অরভিলকে তার কিছু পাবলিশিটি শট দেখাল। দেখো, ওল্ড বানি, এই ছবিতে আমি হ্যাংক ফন্ডার সঙ্গে আছি। তুমি তো ওকে চেনোই।

ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, বলল অরভিল।

চিনবে। চিনবে। এ ছবিতে আমি আর মোনা প্রিসিয়ান। ওকে চেন তুমি? মাথা নাড়ল অরভিল। মোনা প্রিসিয়ান নামে কোনো অভিনেত্রীর নাম সে শোনেনি। তবে মালটার বুক দুটো বেশ বড় স্বীকার করতেই হবে। আর এটাতে আমি আর ভার্জিনিয়া, অরভিল। ছবিতে ওকে খুব সুন্দর লাগছে, না?

ছবির মধ্য থেকে অরভিলের দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে ভার্জিনিয়া। ঝলমল করছে চেহারা। লোগানের বাহুতে চেপে রেখেছে বুক। নিচে হয়তো লোগানের লিঙ্গ চেপে ধরে রেখেছে হাত দিয়ে। ভার্জিনিয়া তো সবসময় ওইরকমই ছিল। তবে ছবিতে ওকে খুব সুখী দেখাচ্ছে।

কবেকার ছবি? জানতে চাইল অরভিল।

কাঁধ ঝাকাল লোগান। দশ বছর আগে।

ভার্জিনিয়ার ছবি দেখে অরভিলের বুকে যেন একটা ডেলা পাকাল। ও সবসময়ই সুন্দরী ছিল, বিড়বিড় করল সে।

বসো, বলল লোগান। ওহায়োতে ভার্জিনিয়া কী কী করেছে সে গল্প বলো শুনি। ও তখন দেখতে কেমন ছিল?

অরভিল জানে না কীভাবে ভার্জিনিয়ার বর্ণনা দেবে। সুন্দরী। প্রদীপ্ত। মজার মানুষ। আরও অনেক অনেক কিছুই আছে ওর মধ্যে যা তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছিল অরভিলকে। ও ভার্জিনিয়া সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা বলবে না।

ভার্জিনিয়া   মৃদু গলায় বলল সে, ও আমার হাইস্কুলের বান্ধবী ছিল। যদিও আমি ওর চেয়ে বয়সে বড় ছিলাম। নয়, দশ বছরের বড় ...

ব্যাকগ্রাউন্ড শুনতে আগ্রহী নয় লোগান। তোমরা যখন বিয়ে করেছিলে তখন কি ও কুমারী ছিল?

আ...ইয়ে... প্রশ্নটা শুনে হতভম্ব অরভিল। জবাব হনে না– তবে সে মিথ্যা বললেও কেউ তাকে জোর করছে না।

এমন সময় লোগানের ফোন বেজে উঠল। বিরক্তি নিয়ে সে ফোন তুলে নিল, কী হয়েছে, বেভারলি? সেক্রেটারি কিছু একটা বলল যা শুনে চমকে গেল লোগান। ওহ, শিট! আমি তো কথাটা ভুলে গেছিলাম। ওদেরকে ভেতরে নিয়ে এসো, বেভারলি।

লাফ মেরে খাড়া হলো লোগান। খুলে দিল অফিসের দরজা। স্বাগত জানাল একটি দলকে।

দলের সবার সামনে রয়েছে কালো চুলের এক লম্বা নারী, তার নাকটা বেশ লম্বা এবং খাড়া, ভারী পাতা দিয়ে সাজানো ঢুলুঢুলু চোখ। মহিলা দেখতে সুন্দরী তবে একই সঙ্গে কেমন ভীতিকরও লাগছে।

গুড মর্নিং, জ্যাক, সে নিচু, খসখসে গলায় বলল, আমরা এসে পড়েছি– সঙ্গে নিয়ে এসেছি সুন্দরী মেরিনা এবং আমার হবু জামাই মিনেলিকে... আর ওয়েড ফ্রেঞ্চকে তো তুমি চেনোই।

আমরা সবাই গতকাল একসঙ্গে ছিলাম, পারফিডিয়া। থেমে থেমে বলল লোগান। তরুণী মেয়েটার ওপর ঘুরে এলো চোখ। মেয়েটির চুল কাকের ডানার মতো কালো। স্বাগতম, স্বাগতম, চেঁচিয়ে উঠল সে। এসো, এসো ঘুরে দাঁড়াল। অরভিল চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। বন্ধুগণ, বলল লোগান। আমার এক নতুন বন্ধুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ট্রাম্পেট বাজানোর কায়দায় সে অরভিলের নামটি ঘোষণা করল। অরভিল জোনস, সে ঘটনাক্রমে ভার্জিনিয়া প্রেসটনের প্রথম স্বামী। দারুণ ব্যাপার, না?

লম্বা মহিলা অরভিলের দিকে তাকিয়ে আলগা একটা হাসি দিল, তার চোখ যেন মেটাল ডিটেকটরের মতো তাকে পরখ করল, আর ছোট মেয়েটি, মায়ের মতোই লম্বা-চওড়া, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ, লাল টুকটুকে জিভ আত্মপ্রকাশ করল তার সহৃদয় হাসিতে। সঙ্গের ছেলেটি ভারি অদ্ভুত দেখতে। প্রায় ন্যাড়া মাথা, সামান্য কয়েক গাছি সোনালি চুল লেগে আছে তালুতে। অরভিলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি উপহার দিল।

বিশালদেহী লোকটি দ্রুত পদক্ষেপে আগে বাড়ল। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. জোনস। আমার নাম ওয়েড ফ্রেঞ্চ। ভার্জিনিয়াকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি।

অরভিল, উচ্চনাদে বলল লোগান, এই আকর্ষণীয় নারীটি হলেন ব্যারোনেস পারফিডিয়া ভন থার্নস্টিল। আর ছোট্ট সুন্দরীটির নাম মেরিনা থার্নস্টিল এবং তরুণটির নাম তো শুনলেই জর্জ মিনেলি।

গুড মর্নিং, কেমন আছেন আপনি? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড়ই আনন্দিত হলাম। ভীরু কণ্ঠে বিড়বিড় করল অরভিল। একজন ব্যারোনেসের সঙ্গে কথা বলছে সে! কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে।

ব্যারোনেস সোজা হেঁটে এলো তার কাছে, লম্বা লম্বা নখের লম্বা আঙুলের একখানা হাত বাড়িয়ে দিল, অরভিল জোনস, আমি সত্যি বিমুগ্ধ, সে চেঁচিয়ে উঠল। ভার্জিনিয়ার যে কোনো স্বামীই আমার বন্ধু।

দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে ওয়েড ফ্রেঞ্চ। মাই মাই, বলল সে, *পাওয়ার হাউজ*-এর আমাদের আরেকজন হিরো।

না, অসন্তুষ্ট হলো অরভিল। আমি বইটি পড়েছি। ওখানে কোথাও আমার কথা লেখা নেই।

তাহলে আপনি মামলা করার জন্য হলিউডে আসেননি? জিজ্ঞেস করল ফ্রেঞ্চ।

আ, আ, বিড়বিড় করল অরভিল।

আমিও মামলা করব না, জ্যাক, ঘোষণা দিল ব্যারোনেস। শুধু বুড়ো নাথান মামলা করতে চাইছে।

তাই নাকি? উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করল লোগান। আমি বুঝতে পারছি না, ওই বইটা নিয়ে কী ঘটছে। আপনি ওর লইয়ার তাই না? ফ্রেঞ্চকে বলল সে।

সবসময়ই ছিলাম, জবাব দিল ফ্রেঞ্চ। তবে আপনার জায়গায় আমি হলে এত দুশ্চিন্তা করতাম না। নাথান ঠাণ্ডা মেরে যাবেন। তিনি কখনো তার মামলা চালান না।

হাসি ফুটল লোগানের মুখে। তাহলে তো ভালোই। সে দলটির ওপর আবার চোখ বুলাল। নজর আবার স্থির হলো মেরিনার ওপর। তোমাদেরকে নিয়ে আমি একটি ছোট্ট ট্যুর করব। আমাদের নতুন এপিক ছবি *ব্লাড ইন দ্য সার্ফ*-এর সেটা যাব। এটি হাঙরদের নিয়ে ছবি। জস-এর সাইফাই ভার্সন বলতে পারো।

Oh mutti wie schon

চেঁচিয়ে উঠল তরুণী।

হ্যাঁ, জানি, উত্তেজিত গলায় বলল লোগান। এটি একটি দারুণ ছবি হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ভার্জিনিয়ার দিকে ফিরল সে। দেখলে তো আমিও কিছু কিছু জার্মান ভাষা বুঝতে পারি।

পারফিডিয়ার মুখের হাসি দেখে অরভিল বুঝতে পারল মহিলা তার নতুন বসকে স্রেফ একটা নির্বোধ বলে মনে করে। জ্যাককে পাত্তা না দিয়ে সে অরভিলের দিকে ফিরল। মি. জোনস, তার কণ্ঠ পাহাড়ি হ্রদের বয়ে যাওয়া কুলুকুলু ধ্বনির মতো। কেউ কি আপনাকে কখনো বলেছে যে আপনি দেখতে চিপ ডগলাসের মতো? সেই পুরনো মুভি তারকা, মনে আছে?

বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অরভিল। আমি ঠিক চিনতে

লাফিয়ে উঠল লোগান। বাই গড, তুমি তো ঠিকই বলেছ। ওর চেহারা সুরত সেই রকমই দেখতে। অরভিল, তুমি ওর ডাবল হতে পারতে। সেই উঁচু চোয়াল, নীল চুল ভেতরে ঢুকে যাওয়া গাল, খাড়া চিবুক। চিপ ডগলাস কিংবা লেসলি হাওয়ার্ড, পারফিডিয়া। দুজনের মতোই লাগে ওকে।

যে কোনো একজনের মতো হলেই চলবে, উচ্চ গলায় বলল ব্যারোনেস।

চিপ ডগলাসের সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল।

অরভিল ভাবছিল এই চিপ ডগলাসকে মহিলা কতটা ঘনিষ্ঠভাবে চিনত, এমন সময় লোগান বলে উঠল, অরভিল, তুমিও আমাদের সঙ্গে ট্যুরে চলো না?

ওহ্, ধন্যবাদ, ব্যারোনেসের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ হাসল অরভিল। শত হলেও তাকে তো আর কেউ প্রতিদিন হলিউডের কোনো মহারথীর সঙ্গে তুলনা করে না। সে চিপ ডগলাসকে চেনে না তবে লেসলি হাওয়ার্ডের কথা মনে আছে। যুদ্ধের সময় উনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সে যোগ করল, তোমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভালো লাগত, জ্যাক। তবে দুপুরে আমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কাজ, বোঝোই তো।

হুম, বুঝতে পারছি, বলল লোগান। ঠিক আছে। সমস্যা নেই। পরেও ট্যুরে যেতে পারবে। ব্যারোনেসের দিকে ফিরল সে।

অরভিলকে অনেক বলে কয়ে শেষে ওই পচা ওহায়ো থেকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি। অরভিল একটি খুব বড় রবার কোম্পানির ভিপি ছিল। মুচকি হাসল লোগান। তারপর জোরে জোরে বলল, তবে পিল অধিকার করার পর থেকে ইদানীং রবার কোম্পানিগুলোর ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে, তাই না অরভিল, ওল্ড বাডি?

অরভিল মৃদু মাথা দুলিয়ে আবছা হাসল।

সে যাকগে, বলল লোগান। আমি আমার সেক্রেটারি বেভারলিকে বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসার জন্য। তোমার ফিরে এলে আমরা কামসারিতে যাব লাঞ্চ করতে। তো তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। আমি পরে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব। কারণ লন্ডন থেকে আমার একটি ফোন আসবে। তাই এ মুহূর্তে আমি বেরুতে পারছি না।



দ্য বয়েজ-এর ক্যালিফোর্নিয়া অভিযান শুরু হলো। বিকেল পাঁচটায় তারা এসে হাজির হলো লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এপায়পোর্টে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিচতলায় কার রেন্টাল ডেস্কে চলে এলো। পল সবুজ রঙের সাদামাটা একটি ফোর্ড গাড়ি ভাড়া করে রেখেছিল। সিমন ও সাস্টার কোনো কথা বলছে না। কথা বলবার প্রয়োজনও নেই। এক টুকরো কাগজে লেখা আছে রিজার্ভেশন নম্বর। ক্লার্ককে ওটা দেখাতে সে নিশ্চিত করল কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে গাড়ি।

আপনাদের কি হোটেল রুম লাগবে? জানতে চাইল মেয়েটা।

সাস্টার কথা বলবে না বলে যেন পন করেছে। সে শুধু মাথা নাড়ল। এই ট্রিপের জন্য পল তাদেরকে লাইটওয়েট সামারসুট কিনে দিয়েছে। এ পোশাকে দুজনকে মনে হচ্ছে তারা একে অন্যের ভাই। শুধু সিমনের মাথার পরচুলাটা কালো, সাস্টারেরটা বাদামি। তবে দুজনে যে একই নাপিতের কাছে গিয়ে চুল ছাঁটিয়েছে, হেয়ার স্টাইল দেখলে বোঝা যায়।

মেয়েটি ভাব জমানোর ভঙ্গিতে বলল, আপনাদের দুজনেরই পদবি সিনক্লেয়ার। আপনারা নিশ্চয় দুই ভাই?

মাথা ঝাঁকাল সাস্টার, ঠোঁটের দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিল ওরা কথা বলতে পারে না। বোবা।

বুঝতে পারল মেয়েটি। ওহ, চোখ পিটপিট করল সে। ওয়েল, হ্যাভ আ নাইস ডে।

ওরা হেসে বাইরে চলে এলো। অপেক্ষা করছে গাড়ির জন্য। ওদেরকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষের অবস্থান জেনে নিয়ে সেভাবে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এগোতে হবে। পল ওদের দলের সেনাপতি কিংবা বলা যায় বসম্যানের প্রধান সহযোগী। পলের আদেশ শুনতে ওরা বাধ্য। সে বারবার বলে

দিয়েছে ওরা যেন সতর্ক এবং সাবধানী থাকে। কাজটা দ্রুত, পরিষ্কারভাবে এবং কোনো চিহ্ন না রেখেই করতে হবে। প্লেনে বসে, আদেশ অমান্য করে ব্লাডি মেরী পান করতে করতে সিমন এবং সাস্টার ফিসফিসিয়ে আলাপ করছিল কী করবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো শত্রু সংখ্যা এত বেশি যে ওরা নিজেরাই বিভ্রান্ত। পল সদরদপ্তর ছেড়ে আসতে পারবে না বলে পুরো দায়িত্ব বর্তেছে সিমন এবং সাস্টারের কাঁধে।

ফোর্ডে ওঠার পরে শহরের দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সিমন। বেভারলি হিলস হোটেলে ওদের জন্য রুম ভাড়া করেছে পল কারণ পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার এবং তার মেয়ে ওখানেই থাকবে। তবে ওরা নিশ্চিত নয় ভার্জিনিয়া প্রেস্টন এবং ফেলিক্স জেমস একই হোটেলে উঠবে কিনা। ওরা জ্যাক লোগানের অফিসে ফোন করে বেভারলি নামের এক সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে প্রেস্টন এবং জেমসের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিয়দংশ কৌশলে জেনে নিয়েছে। প্রধান যে খবরটি জানতে পেরেছে তা হলো পিটার হ্যামিলটনের বাড়িতে দুই লেখকের সম্মানে পার্টি হচ্ছে। ওরা দুজন পিটার হ্যামিলটন সম্পর্কে সব জানে।

ওরা নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, পল ওদেরকে নিশ্চিত করেছে, কারণ এ লোকগুলো আগে কোনোদিন সিমন ও সাস্টারকে দেখেনি।

বেভারলি হিলসে, হোটেলে যাওয়ার আগে, সিমন একটি হার্ডওয়ারের দোকান খুঁজে বের করল। তারপর গাড়ি পার্ক করার জায়গা খুঁজে নিয়ে দোকানে ঢুকল। ওরা ছুরি কিনবে। যদিও পল বলেছিল কাজটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং ব্যাগেজে ছুরি বহন অপ্রয়োজনীয়ও বটে।

দোকানটি দেখে পছন্দ হয়ে গেল সাস্টারের। একজন রন্ধন শিল্পীর যা যা প্রয়োজন সবই আছে এখানে। আর ছুরির তো অভাবই নেই। জার্মানিতে তৈরি বাঁকানো ছুরি আছে, আছে খাঁজকাটা ছুরি, পেয়ারিং নাইফ, আঙুর কাটার ছোট ছোট ছুরিও আছে।

সময় নিয়ে ওরা ব্রেড নাইফ এবং কার্ভ করা ছুরি কিনল। তারপর কাউন্টারে গেল। এখানে বসে আছে সুন্দর চেহারার একটি ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়ে।

হ্যালো, বয়েজ, হাসিখুশি গলায় বলল সে।

সাস্টার ছুরিগুলো তার সামনে রাখল।

ক্যাশ নাকি চার্জ?

জবাবে সাস্টার তার প্যান্টের ডান পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল। তারপর নিজের ঠোঁটের দিকে ইঙ্গিত করল।

কী?

এই বোকা মেয়েটা বুঝতে পারেনি। তাই সাস্টারকে জ্যাকেটের পকেট খুঁজে ওদের কার্ড বের করে দেখাতে হলো।

SCHOOL FOR THE HANDICAPPED

Meat Cutting for the Blind

Simon Sinclair

Shuster sinclair

Newyork, Ny

আহ, আহ, বিড়বিড় করল মেয়েটি। আইসি, মিটকাটিং ফর দা ব্লাইন্ড? এটি কি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নয়?

সাস্টার হেসে মাথা নাড়ল। সে আবার ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল।

ওহ, বুঝতে পেরেছি। আপনারা কথা বলতে পারেন না।

প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাল ওরা।

ওহ, সরি। ছুরিগুলো একটি লম্বা বাক্সে রাখল মেয়েটি। র‍্যাপিং পেপার দিয়ে জড়িয়ে দেব?

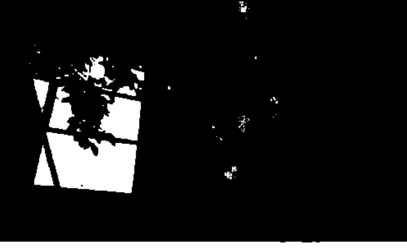
ঠোঁট মুড়ে রেখে মাথা দোলাল সাস্টার, বোঝাতে চাইল যে কোনো র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মুড়িয়ে দিলেই হবে। মেয়েটি কাজ শেষ করে বাক্সটা তাদের দোকানের নাম লেখা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে পুরে দিল।

হ্যাভ আ নাইস ডে, বলল সে।

এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কেউ তাদের শুভদিন কামনা করল। তবে ওদের দিনটি শুভ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তারা চাইলেই বেভারলি হিলস হোটেলের সুইমিং পুলে নামতে পারবে না। তাদেরকে মানা করা আছে। সুইমিং পুলে নামলে পরচুলা খুলতে হবে এবং এটা কিছুতেই করা যাবে না।

ওরা হোটেলে ওঠার পরেও বোবার ভূমিকা চালিয়ে গেল। সিমন এবং সাস্টারের জন্য ডাবল রুম ভাড়া করা হয়েছে। ওরা একসঙ্গে গোসল করল, রোব পরল তারপর তাদের কৌশল নিয়ে কথা বলতে লাগল।

ওদেরকে বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু চোখ-কান খোলা রাখলেই হবে। সাস্টার একবার ভাবল নিউইয়র্কে ফোন করে পলের সঙ্গে কথা বলবে। পল চাইছে সকলের মৃত্যু হোক। কিন্তু বসম্যান কী চাইছেন? কাকে প্রথমে হত্যা করা হবে বলে চাইছেন নাথান সিনক্লেয়ার?



ব্লাড ইন দ্য সার্ফ ছবিতে জর্জ মিনেলিকে একটি ক্যামিও রোলে নেবে বলে ঠিক করেছে জ্যাক লোগান। ছোটখাটো চরিত্র হলেও কমপক্ষে তিনদিন লেগে যাবে শুট করতে। ছবির চিত্রনাট্য এক টাক মাথা তরুণের গল্প আছে যে অ্যাজোরস-এ হাঙর ট্রাকিং স্টেশনে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে। চরিত্রটির নাম মসলটপ। পাঁচ-ছ'টির বেশি দৃশ্যে তাকে দেখা যাবে না। এরপরেই তাকে গল্পের এক পাগল বৈজ্ঞানিক গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। এ লোকটি রিমোট নিয়ন্ত্রিত হাঙর দিয়ে ছুটি কাটানোর সৈকতগুলোতে আতঙ্ক সৃষ্টির এক দুষ্ট পরিকল্পনা করেছে, তাকে বিকট অঙ্কের টাকা দিলেই তবে সে তার মৃত্যু– মাছগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, নচেৎ নয়। লোগান এ খলনায়কের নাম রেখেছে ডক্টর ফিন।

জর্জ যদি অভিনয় করতে রাজি হয় তাহলে ওইদিন বিকেলেই তাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে। লোগানের ধারণা ছিল পারফিডিয়া বলে দিলেই জর্জ অভিনয়ে অসম্মত হবে না। এবং সে তা-ই করল।

চতুর লোগান বুঝতে পেরেছিল জর্জকে নিজের মতো কাজ করতে দিলে সে ভালো করবে। কারণ সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকলে সে বিব্রত বোধ করবে। ফুটে উঠবে না অভিনয় শৈলী।

এরপর, হঠাৎ করেই লোগান তার পরবর্তী প্রস্তাব দিয়ে বসল। হেই! মেরিনাকে নিয়ে আমি একটু ঘুরে আসি না কেন? মেরিনা, বেবি, চিড়িয়াখানায় যাবে? তুমি চিড়িয়াখানা পছন্দ কর?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোৎসাহে বলল মেরিনা, লোগানের হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করছে। *Die uffen*

বনমানুষ, বাঁদর, মেরিনা এদেরকে পছন্দ করে।

মেরিনাকে যেতে দেবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না পারফিডিয়া। তবে লোগান যখন বলল জর্জ মুভি তারকা হতে যাচ্ছে, আর ওইসময় মেরিনা হোটেল

রুমে বসে বসে সবাইকে বিরক্ত করে মারছে, এর কোনো মানে হয় না, তখন সে রাজি হলো।

ওর দিকে লক্ষ রাখবে তো, জ্যাক?

নিশ্চয়, প্রতিশ্রুতি দিল লোগান।

অল্পবয়সী, নাদুসনুদুস মেয়েদেরকে খুব পছন্দ করে জ্যাক লোগান। ওদেরকে তার ফুলো ফুলো মুরগির ঠ্যাং বলে মনে হয়। মেরিনা ওকে টেনে-হিঁচড়ে সোজা নিয়ে গেল বানরের খাঁচায়। বাঁদর-টাদর তেমন পছন্দ করে না লোগান। এরা বসে বসে যেভাবে পাছা চুলকায়, উকুন মারে, একে অপরকে তাড়া করে, গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের কাজিনদের পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে যখন এসব কাজ করে, এদরকে বড্ড মানুষ মানুষ মনে হয় লোগানের।

ওহ ওহ, কুঁইকুঁই করে ওঠে মেরিনা। *Schau! Die Sind So schon!*

সুন্দর? বাঁদরের বাদরামিকে সুন্দর বলতে রাজি নয় লোগান। তার বরং পেঙ্গুইনদের পছন্দ। কী সুন্দর ডিনার জ্যাকেট পরে ছোট ছোট পায়ে হাঁটাহাঁটি করে, যেন কোনো পার্টিতে এসেছে।

ওরা মর্কটগুলোকে দেখছে এমন সময় দুটো বেবুন ওদের চোখের সামনে যৌন মিলন শুরু করে দিল। যীশাস! বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃতি করল লোগান। মেরিনা সে দৃশ্য দেখে খিলখিল করে হাসছে বলে ওকে ওখান থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল লোগান। চায় না লোকে মেয়েটার হাসি দেখুক। কিন্তু এখান থেকে কোথাও যাবে না মেরিনা। তার চোখে লালসা নাচছে, কামোত্তেজনা অনুভব করছে মেরিনা।

Ficken ঘোষণার সুরে বলল সে, *Die uffen ficken*

হ্যাঁ, সোনা, বিড়বিড় করল লোগান। বনমানুষগুলো ফাকিং করছে। বেশ মজার দৃশ্য, না?

মেরিনা লোগানের হাত চেপে ধরল। মেরিনার হাত ঘামে ভিজে গেছে। সে লোগানের তালুতে আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটছে। এর অর্থ কী ভালোই জানে লোগান। মেরিনার ভারী বুক দুটো নিঃশ্বাসের তালে দ্রুত ওঠানামা করছে।

লোগান টের পেল তার পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যীশাস, ও এখানে কী করছে? মেরিনাকে একা পাবার জন্য চিড়িয়াখানায় বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করেছিল সে। কিন্তু মেয়েটা এখনও আঠারো পেরোয়নি। আর এ ব্যাপারটাই ওকে খোঁচাচ্ছে বেশি।

কামঅন, হানি, নার্ভাস গলায় বলল সে। চলো তোমাকে আইসক্রিম কিনে দিই। জার্মান ভাষায় আইসক্রিমকে কী যেন বলে ওরা? ইস

ওহ, হ্যাঁ, বলল মেরিনা, চকেলাটইস।

মেয়েটা কেন যে ইংরেজি বলছে না বুঝতে পারছে না লোগান। এরা কি কাপ্রিতে বসে সারাক্ষণ জার্মান ভাষায় জাবর কাটে?

মেরিনা, সোনা, তুমি ইংরেজি বলতে পার না?

পারি তো, নিরুত্তাপ গলা মেরিনার। তবে বলতে চাই না।

অন্তত আমার সঙ্গে ইংরেজি কথা বলো। ভাষাটা নেহায়েত খারাপ নয়।

গম্ভীর মুখে কাঁধ ঝাঁকাল মেরিনা। তবে আইসক্রিম হাতে পাবার পরে হাসি ফুটল চেহারায়। লোগান ওকে প্রস্তাব দিল জিরাফ এবং রঙিন বুনো পাখি দেখার জন্য। আগ্রহ বোধ করল না মেরিনা।

মেরিনা, তুমি কি ওয়ারশ চিড়িয়াখানা নিয়ে জোকটা শুনেছ?

মাথা নাড়ল সে। Nein

লোগান তাকে এক লাইনের কৌতুকটি শোনাল। কিন্তু হাসল না মেরিনা। এক ঠাঁয় তাকিয়ে রইল লোগানের দিকে। তারপর সে হাসতে শুরু করল। সে হাসি আর থামেই না। লোগান ওর হাত ধরে জোরে নাড়া দিতে থামল হাসি।

ফানি ম্যান, চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা। ফানি, ফানি ম্যান।

সে লোগানের হাত ধরে আইসক্রিম খেতে খেতে চলল গাড়ির দিকে। মেরিনা বখে যাওয়া মেয়ে, জানে লোগান। একটা যন্ত্রণা বিশেষ। তবে এবারে সে ওকে ভয় পাইয়ে দিল। মেরিনা আঙুল চুষতে শুরু করেছে। গলা দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ করছে। লোগান জ্যাকেটের পকেট থেকে রুমাল বের করে ওকে দিল।

ধন্যবাদ, বলল মেরিনা।

ওরা গাড়িতে উঠে বসল। মেরিনা লোগানের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে ঠোঁটের ওপর লেগে থাকা চকোলেটের ভগ্নাংশ চাটছে। মি. লোগান, মৃদু গলায় বলল সে। আপনি খুব ভালো মানুষ। খুব ভালো লোক।

লোগান জবাবে মৃদু হেসে স্টার্ট দিল গাড়িতে। মনে মনে খুশি কারণ ঝামেলাটা কেটে গেছে। মনের চক্ষে সে নিজের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিল। একটু পরেই মেরিনাকে সে হোটেলে পৌঁছে দেবে।

তবে ভুল ভেবেছিল লোগান। পার্কিং লট থেকে মাত্র বেরিয়ে এসেছে গাড়ি নিয়ে, মেরিনা সিট থেকে পিছলে তার কাছে চলে এলো। দেবদূতের মতো মিষ্টি মুখখানা বাড়িয়ে লোগানের চিবুকের নিচে চুমু খেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার নার্ভাস বোধ করতে লাগল লোগান। গত রাতের কথা মনে পড়ে ঘামতে শুরু করল। তাকে আরও ভীত করে মেরিনা তার প্যান্টের বেল্ট খুলে ফেলে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে লোগান, রাস্তা দেখতে পাচ্ছে আবার একই সময় আস্কাও লাগছে নিজেকে। ওর কিছু করার নেই। মেরিনা ওর প্যান্টের চেইন খুলে ফেললেও সে বাধা দিতে পারল না। টেনে·ওপরে তুলছে জকি শর্টস। ওটার দিকে তাকিয়ে ঝিমিয়ে উঠল মেরিনার চোখ, তারপর তাকাল লোগানের দিকে।

ওহ, হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল মেরিনা যেন এইমাত্র সান্তা ক্লসকে দেখতে পেয়েছে। *ein kleines wiirstchen.*

হেই! টেক ইট ইজি। যদিও মন থেকে কথাটা বলেনি লোগান। আমি তোমাকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা এভিন্যুতে চলে এসেছে লোগান। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে লস ফেলিয অভিমুখে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে সে। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করছে রাস্তায় নজর রাখতে।

মেরিনার স্পর্শে কয়েকবার ঝাঁকি খেল লোগান, তারপর মেরিনা মুখটা নামিয়ে আনল লোগানের কোলের ওপর। ঝিম ধরা ভাব নিয়ে লোগান বুঝতে পারল মেরিনা এখন ওই কাজটা করতে যাচ্ছে। মেরিনার মুখ যেন পাম্পের মতো। অনবরত চুষেই চলেছে। লোগানকে যেন টেনে তুলে নিতে চাইছে আসন থেকে। সুখে পিঠ বাঁকা হয়ে এলো লোগানের। তারপরই সে ছেড়ে দিল নিজেকে।

ওর কোলের ওপর থেকে মুখ তুলে নিল মেরিনা। প্যান্টের যীপার আটকে দিয়ে নিজের আসনে ঠিকঠাক হয়ে বসল। গুনগুন করে গাইছে, তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে।

মেরিনাকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলো লোগান। পারফিডিয়া এবং ওয়েড ফ্রেঞ্চ বার থেকে দূরে একটি বুথে বসে আছে। জর্জও আছে ওদের সঙ্গে। টুয়েন্টিয়েথ থেকে ফিরে এসেছে।

হাই! খুশি খুশি গলায় হাঁক ছাড়ল লোগান। আমরা এসে পড়েছি। আমরা খুব সুন্দর সময় কাটিয়েছি, না, বেবি?

জর্জ ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। পারফিডিয়া মেরিনাকে বলল, হ্যালো ডার্লিং, খুব মজা করেছ বুঝি?

Mutti হড়বড় করে বলল মেরিনা। *der Mann, er hat nur ein Lleines.*

যীশাস, দুমুখো সাপ একেই বলে। থমকে গেল লোগান। মিলিয়ে গেল মুখের হাসি। মেরিনা জার্মান ভাষায় কী বলেছে সে বুঝতে পেরেছে। ফ্রেঞ্চ বুঝতে পারেনি, জর্জও না। তবে পারফিডিয়ার মুখ শক্ত হয়ে গেল। একটু আগে

জার্মানিতে বলা কথাটা শরীরী ভাষায় প্রকাশ করে দিল মেরিনা। সে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে গোল একটি গর্ত তৈরি করল। তারপর ইঙ্গিত করল লোগানকে।

হ্যাঁ, ডার্লিং, খেঁকিয়ে উঠল পারফিডিয়া। বুঝতে পারছি তুমি খুব মজা করেছ, তুমিও জ্যাক। আমার আগেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল। গড ড্যাম ইট।

Aber mutti, প্রতিবাদ করতে গেল মেরিনা, es war...

শার্ট আপ, ডার্লিং। ধমক দিল পারফিডিয়া তবে জ্বলন্ত দৃষ্টি লোগানের ওপর। আমি নিশ্চিত ওটা ছিল ছোট এবং রসাল। যীশাস, ইউ ব্ল্যাক গার্ড, জ্যাক।

কিন্তু, কথা বলতে গিয়ে তোতলাল লোগান, মুখ লাল, আমি আমার তুমি ...ও

ফ্রেঞ্চের মুখ বেগুনি হয়ে গেল। লোগান তুমি কি জানো না এই মেয়েটি অপ্রাপ্তবয়স্ক? ইউ পারভার্ট আমি তোমাকে

কী? চেঁচিয়ে উঠল লোগান। আমি কিছুই করিনি। ওই সব করেছে।

বার-এর সবগুলো মাথা এবারে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদের দিকে ঘুরে গেল। সাবধানে বুথ থেকে বেরিয়ে গেল জর্জ। লোগান হতভম্বের মতো জায়গায় বসে রইল।

যীশাস, পরাজিত মুখে সে বিড়বিড় করল, ওটা ওর আইডিয়া ছিল।

দড়াম করে জর্জের ঘুষি আছড়ে পড়ল লোগানের পেটে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল লোগান। ঘুসির চোটে ফুসফুস থেকে সমস্ত শ্বাস বেরিয়ে গেছে। হাঁসফাঁস করছে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য।

গড ড্যাম ইট, শুনল চাপা গলায় বলছে ফ্রেঞ্চ। এখানে? বসো, জর্জ। উঠে পড় লোগান।

সবাই চুপ করো, দাঁতে দাঁত ঘষল পারফিডিয়া। ওঠো জ্যাক, ইউ লাউস!

মেরিনা ওকে হাত ধরে টেনে তুলল। মুখে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে শোনাতে ওর বাহুতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বসিয়ে দিল চেয়ারে। নিজেও ওর গা ঘেঁষে বসল। রাগত দৃষ্টিতে তাকাল জর্জের দিকে।

Armer mann অনুযোগের সুরে বলল, *Du* জর্জ *ungeheur...*

জানোয়ার। ঠিকই বলেছে মেরিনা। জর্জ একটা জানোয়ারই বটে। লোগানের পেট বিষম ব্যথা করছে। বারের সবাই তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে কী কাজ করেছে সবাই এখন জানে।

সে জ্বলন্ত চোখে তাকাল জর্জের দিকে। তোমাকে আমার ছবি থেকে বাদ দিলাম, ইউ প্রিক!

জর্জের শরীর শক্ত হয়ে গেল। সে আবার হামলে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো। লোগানের পাশে মেরিনাকে বসতে দেখে দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়েছে।

ওহ। চুপচাপ বসে থাকো। হিম শীতল গলায় আদেশ করল পারফিডিয়া। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল এবং বসে পড়ল আবার। পারফিডিয়া বলল, থ্যাংক গড, আমরা ইটালি ফিরে যাব ...

লোগানের দিকে প্রবল ঘৃণা ভরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জর্জ নাক সিঁটকে বলল, ক্যালিফোর্নিয়া পা চাটাদের জায়গা।



মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে ইভলিন জেমস। নিউইয়র্কে সে একা, হাতে বড় একটা স্কচ অ্যাণ্ড সোডা নিয়ে টেলিফোনে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেলিক্স জেমসের সঙ্গে কথা বলছে। সবাই থাকবে ক্যালিফোর্নিয়ায় অথচ ও একা এখানে।

হ্যাঁ, ফেলিক্স, স্কচের গ্লাসে চুমুক দিল ইভলিন। কাজের কথায় এসো।

আমি কি তোমাকে ফোন করেছিলাম? তুমিই আমাকে ফোন করেছ, ইভলিন, খিটখিটে গলায় বলল ফেলিক্স।

আমি জানতে চাইছি তুমি কি কাগজপত্রগুলো পেয়েছ?

পেয়েছি। ধীর গলায় বলল সে। ওয়েড ফ্রেঞ্চ ওগুলো একটা পার্টিতে আমাকে দিয়েছে।

কর্কশ গলায় হেসে উঠল ইভলিন। তো কী? তুমি জানতে ওগুলো আসছে।

ইভলিন!

চোপরাও। সে নিজের হাতে কেন তোমাকে কাগজপত্রগুলো দিয়েছে আমি জানি না। এখানে, নিউইয়র্কে তো আমি ওর সঙ্গে ভালোই সময় কাটাচ্ছিলাম।

ইভলিন! বিরতি দিল ফেলিক্স। শ্বাস টানার অস্পস্ট শব্দ শোনা গেল। মিল্ডবিটারসেস-এর পার্টি ছিল ওটা। খুবই বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত। একটু থেমে যোগ করল, শুনে হয়তো কৌতূহল বোধ করবে যে তোমার ভালো বন্ধু ওয়েড ফ্রেঞ্চ পার্টিতে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারকে নিয়ে এসেছিল।

কথাটা শোনামাত্র ঝট করে মাথা ধরে গেল ইভলিনের। স্কচের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল সে। এত জোরে চেপে ধরল রিসিভার যে ব্যথা হয়ে গেল আঙুল।

আই সি, বলল সে। তার কণ্ঠে এখন মাতলামীর সুর মাত্র নেই। পারফিডিয়ার সঙ্গে ওয়েড ছিল। দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং কমবিনেশন।

কেন?

ওয়েল ইভলিনের পেটের মধ্যে রাগ এবং ঘৃণার ঘূর্ণিপাক মোচড় খাচ্ছে। ওয়েড হলো নাথানের লইয়ার আর নাথানের সঙ্গে পারফিডিয়ার ঝগড়া চলছে।

শীতল গলায় ফেলিক্স বলল, কেউ একজন এ বিষয়টি নিয়ে ইঙ্গিত করেছিল ওয়েডকে। জবাবে সে বলে ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপের সঙ্গে আইনকানুনের কোনো সম্পর্ক নেই।

ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপ?

শুনলাম সে পারফিডিয়া এবং তার মেয়েকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া এসেছে।

আই সি।

ফেলিক্সের কল্পনাতেও নেই সে ইভলিনকে যে সব তথ্য দিচ্ছে ওগুলো মৃত্যু পরোয়ানার সামিল। সে বলে চলল, ঠিক আছে, ইভলিন। আমি কাগজপত্র পেয়েছি তবে তোমার সঙ্গে আমি বিবাদে যাব না। বরং চাই ব্যাপারটি যত দ্রুত সম্ভব অবসান ঘটুক। তুমি এখনি ডিভোর্সের মামলা করতে পার।

ইভলিন স্কচের গ্লাস তুলে নিয়ে লম্বা একটি চুমুক দিল। এত তাড়া কিসের?

আমি আবার বিয়ে করতে চাই, নিরুত্তাপ গলায় বলল ফেলিক্স।

গডড্যাম ইট, চেঁচিয়ে উঠল ইভলিন। ভার্জিনিয়া প্রেস্টন?

না, অন্য কেউ।

কে? সে গলা ফাটাল।

ইভলিন, তা জেনে তোমার কাজ নেই। আমি বলতে চাইছি এ ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটুক।

বড়সড় এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামল ইভলিনের নাকের পাশ বেয়ে, মিশে গেল মদের গ্লাসে। ফেলিক্স... সে কি ওকে সরি বলবে? না, সে কখনো স্বীকার করবে না যে সে দুঃখিত। ও শুধু বলতে পারে ও একা থাকতে চাইছে না। কোনো ভিত্তিতে? গলায় করুণ সুর ফোটাল ইভলিন।

তুমি যেভাবে চাইবে। আমরা সবকিছু ভাগ করে নেব। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া-ফ্যাসাদে যেতে চাই না।

ইউ ডগ!

ইভলিন, তুমি আসলে কী চাইছ? তুমি ফ্রেঞ্চকে দিয়ে ওই কাগজপত্রগুলো তৈরি করিয়েছ। আর্গো

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ইভলিন। আর্গো, মাই অ্যাস।

ইভলিন! ফেলিক্সের সঙ্গে ও এভাবে কখনো কথা বলেনি। ফুঁপিয়ে উঠল ইভলিন। আমি হয়তো সিরিয়াসভাবে এটা চাইনি। তোমাকে শুধু একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। উ উ করে কাঁদতে লাগল সে।

তুমি তা দিয়েছ, ইভলিন। আমার চোখ খুলে দিয়েছ।

যীশাস ক্রাইস্ট। গড ড্যাম ইট। আমি ক্যালিফোর্নিয়া আসছি। আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব, ফেলিক্স।

না, দৃঢ় শোনাল ফেলিক্সের গলা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, ইভলিন। কোনো কিছুই ওটা বদলাতে পারবে না।

এক ঢোকে গ্লাসের বাকি মদটুকু শেষ করে ফেলল ইভলিন।

আই সি, ঠিক আছে, ফেলিক্স, শীতল গলায় বলল সে। আমি সবকিছু নিয়ে নেব।

তুমি সবকিছু পারবে না। ওয়েড ফ্রেঞ্চ নামের কুত্তার বাচ্চাটাও সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারছে না। তোমাকে যা দেওয়া হবে যথেষ্ট দেওয়া হবে।

শোকাতুর শ্বাস ফেলল ইভলিন। সে দেখা যাবে। ভুলে যেয়ো না আমি তোমাকে আমার জীবনের সেরা বছরগুলো দিয়েছি, ইউ বাস্টার্ড।

একদমই না, ইভলিন। বলল ফেলিক্স হুমকিতে মোটেই টলেনি। জীবনের সেরা বছরগুলো তুমি নিজের জন্য রেখে দিয়েছিলে। ওগুলো আমি কখনো পাইনি।

হতাশা এবং ক্রোধে উন্মত্তের মতো কাঁদতে লাগল ইভলিন। ফেলিক্স, তুমি জাহান্নামে যাও।

ফেলিক্স কিছু না বলে রেখে দিল ফোন।

ফোন রেখে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ইভলিন। আবার গ্লাস ভরে মদ নিয়ে টিভির সামনে এসে বসল। ভাবছে ওয়েড ফ্রেঞ্চকে ফোন করে সব কথা বলে দেবে কিনা? পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারকে নিয়ে কোস্টে গেছে ওয়েড এর মানে কি সে পারফিডিয়া এবং নাথানকে নিয়ে খেলা করছে? এরকম হতেই পারে না যে বুড়ো ফ্রেঞ্চকে পারফিডিয়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে বলেছে। বইয়ের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে? পারফিডিয়ার সঙ্গে নাথানের ডিভোর্সের স্মৃতি অল্প মনে পড়ে ইভলিনের। ফ্রেঞ্চই পুরো বিষয়টি সামলে দিয়েছিল। সে কি তখন পারফিডিয়ার পক্ষে ছিল? এ অসম্ভব তবু ... যদি তাই হয়, ওয়েড ফ্রেঞ্চ বেশ ঝামেলার মধ্যেই আছে বলা যায়। যদি ঝামেলায় না থাকে ইভলিন তাকে ঝামেলায় ফেলবে। প্রতিশোধ। হ্যাঁ, সে প্রতিশোধ চায়।

নিউইয়র্কে এখন রাত ন'টা। ইভলিন নাথানের পার্ক অভিন্যুর বাড়ির ফোনে ডায়াল করল। ফোন বাজছে তো বাজছেই। অবশেষে ফাঁপা একটি পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। হ্যালো?

এটা কি সিনক্লেয়ার সাহেবের বাড়ি? জিজ্ঞেস করল ইভলিন।

কোনো সিনক্লেয়ার সাহেব?

মি. নাথান সিনক্লেয়ার।

অপর প্রান্তের কণ্ঠটি কর্কশ গলায় বলল, কোনো মেসেজ থাকলে দিন।

আমার নাম ইভলিন জেমস। আমি মি. নাথান সিনক্লেয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মিসেস ইভলিন জেমস? অপর প্রান্তে স্রেফ কৌতূহল।

জী, মিসেস ইভলিন জেমস। আমি মি. সিনক্লেয়ারের একজন পুরনো বন্ধু।

আপনি মি. ফেলিক্স জেমসের স্ত্রী, তাই না?

হ্যাঁ, অধৈর্য গলায় বলল ইভলিন।

মি. সিনক্লেয়ার মাঝেমধ্যে আপনার কথা বলেন। লোকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল কথাটা।

আপনার নাম কী?

পল।

আপনি কী করেন?

আমি মি. সিনক্লেয়ারের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

ওকে বাগে পেয়েছে, জানে ইভলিন। তাহলে পল তোমাকে কথাটা বলতে আমার আপত্তি নেই। আমি মি. নাথান সিনক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু শুনলাম ওনার শরীর নাকি ভালো নেই।

পল সাবধানে বলল, ওনার শরীর ভালোই আছে।

তুমি কি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করার যাবে কিনা?

আ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না

তুমি কী বুঝতে পারছ না তা নিয়ে আমি ভাবিত নই। তাঁর জন্য জরুরি খবর আছে।

খবর? পল যেন আতঙ্ক বোধ করল, আপনি আমাকে বলতে পারেন।

না, আমি তোমাকে বলব না। যাও, ওকে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞেস কর কাল বিকেলে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাবে কিনা।

ইতস্তত করছে পল। বোঝাই যায় ভয় পাচ্ছে সে ইভলিনকে। ফালতু প্রাইভেট সেক্রেটারি, নাক সিঁটকাল ইভলিন। ঠিক আছে দাঁড়ান, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করে আসি, বলল পল।

ইভলিন অপেক্ষা করতে লাগল। ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিহিংসার জ্বালা। ওদের সবার ওপর শোধ নেবে সে। ফেলিক্স, ভার্জিনিয়া, ফ্রেঞ্চ, পারফিডিয়া। এমনকি নাথান সিনক্লেয়ারকেও সে ছাড়বে না। এ লোকটা ওকে সবসময় বেশ্যার মতো ব্যবহার করেছে। অন্যদের মতো ওকেও মূল্য দিতে হবে।

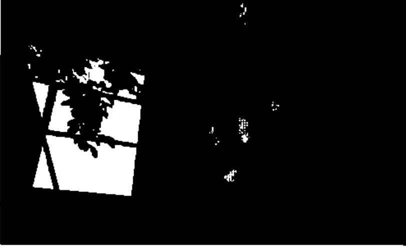
ফোনে পলের দ্বিধাজড়িত কণ্ঠের সাড়া পেয়ে মনোযোগ এদিকে ফেরাল ইভলিন।

মিসেস জেমস, কাল বেলা দুটোর সময় এখানে চলে আসুন।

আসব, বলল ইভলিন।

বাড়ি চেনেন তো?

অবশ্যই চিনি, খেঁকিয়ে উঠল ও।



পার্টির জন্য পরিবেশটি অন্তত অনুকূল হতে চলেছে। অতিথিরা কে কে আসবেন জানে না হ্যামিলটন। সকালে কুয়াশা ছিল, দুপুরেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। সন্ধ্যানাগাদ টেরাস ভরে উঠবে মানুষজনে। লোগানের পছন্দের কেটারার লিভিংরুমের স্লাইডিং ডোরের সঙ্গে একটি বার বসিয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটা থেকে দুই মহিলা কিচেনে ব্যস্ত Hors d'oevres তৈরিতে। বরফ, গ্লাস, ট্রে এবং অ্যাশট্রের কোনো অভাব নেই। স্যালি– ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন, বাড়ির ভেতরে ফুলটুল এনে সুন্দর করে সাজিয়েছে, গাছপালাগুলো এমনভাবে জাকুজ্জির চারপাশে বসিয়ে দিয়েছে যাতে কেউ নির্বোধের মতো কিংবা মাতাল হয়ে ওর মধ্যে গিয়ে না পড়ে।

নিচতলায় চলে এলো হ্যামিলটন। স্যালি কিচেন এবং লিভিংরুমে ছোটাছুটি করছে। পরনে জর্জিও থেকে কিনে দেওয়া ড্রেস। সিঁড়ির মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিল হ্যামিলটন। তোমাকে দারুণ লাগছে। তবে সমস্যা হলো মিসেস মিল্ডবিটারস এ ড্রেসারটার কথা স্মরণ করবেন। বলল সে। আমার উচিত ছিল তোমাকে আরেকটি ড্রেস কিনে দেওয়া।

নিতম্বে হাত রাখল স্যালি। ফাজলামি করো না। জাহান্নামে যাক মহিলা সে কিছুই স্মরণ করতে পারবে না।

পোশাক-আশাকের ব্যাপারে এ মহিলাদের ফটোগ্রাফিক মেমোরি থাকে, বলল হ্যামিলটন। তোমাকে নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে সত্যি চিন্তা হচ্ছে। মহিলা মনে মনে বলবে, মামা মিয়া এ মেয়েটা তো যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছি সেই দিনকার ড্রেস আজও পরে এসেছে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল স্যালি। তুমি কি জানো হ্যামিলটন, তুমি বড্ড বাজে কথা বল।

প্রতিটি পার্টির জন্য একটি নতুন ড্রেস, বোকার মতো হাসল হ্যামিলটন।

ইউ আর অলসো অ্যান অ্যাম, বলল স্যালি। কাম অন আমাকে আর জ্বালিও না। আমি ব্যস্ত আছি।

টেরাসের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে অরভিল, ইউক্যালিপটস গাছের ফাঁক দিয়ে সেঞ্চুরি সিটির বাতি দেখছে।

কী খবর, অরভিল?

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল অরভিলকে। আমার কি এখানে আসা উচিত হলো, পিটার?

অবশ্যই উচিত হয়েছে, বলল হ্যামিলটন। তুমি বাড়ির অতিথি হিসেবে পার্টিতে এসেছ।

ওয়েল... আমাকে দেখাচ্ছে কেমন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যামিলটন। সে কি জোনস পরিবারের ফ্যাশন কনসালটেন্ট? বেশ দেখাচ্ছে। অরভিল ঝলমলে একটি পলিয়েস্টার সুট পরেছে।

ভার্জিনিয়ার সঙ্গে বহুদিন আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই, তুমি তো জানোই, বলল অরভিল।

তাতে কী? সেও তো তোমাকে অনেকদিন দেখেনি। তাছাড়া অরভিল, আমরা এখানে সকলেই সিভিলাইজড। পার্টির বেশিরভাগ মানুষই কারও না কারও সঙ্গে কখনো না কখনো বৈবাহিক সম্পর্কে জড়াবে, সে একটা হাত রাখল অরভিলের কাঁধে। ওরা ঠিকই বলেছে। তোমাকে দেখতে লেসলি হাওয়ার্ডের মতোই লাগে। একটা ড্রিংক চলবে, বন্ধু? তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, চলো।

আচ্ছা? আরও উৎকণ্ঠিত দেখাল অরভিলকে।

ওরা হেঁটে গেল জাকুজ্জির ধারে। বারটেন্ডারকে অর্ডার দিল। হ্যামিলটন নিল ডাবল ভোদকা, অরভিল বুরবন ও সোডা।

ফুলগুলোকে খুব সুন্দর লাগছে, না? মন্তব্য করল হ্যামিলটন। স্যালি সাজিয়েছে।

হুঁ, বলল অরভিল। ও অনেক কাজ জানে। হ্যামিলটনের দিকে তাকাল। তুমি কী বলতে এখানে নিয়ে এলে, পিটার?

অরভিল, ইউনো– মানে আমার ধারণা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি এবং স্যালি এখানে লিভ টুগেদার করছি। জানো নিশ্চয়।

হ্যাঁ, জানি, বলল অরভিল। কিন্তু আমি কি কোনো আপত্তি করেছি?

না, না, তা নয়।

পিট, আমি জানি এটা আধুনিক সময়, আমি সেটা স্বীকারও করি।

ওয়েল, অরভিল, আমি চাই না তুমি অন্য কিছু ভেবে বসো। আমি ওকে বিয়ে করার প্ল্যান করেছি।

ওকে বিয়ে করবে? অরভিলের মনে হলো লিভ টুগেদার করার চেয়েও এটি যেন অবাস্তব বিষয়। কেন ওকে বিয়ে করতে চাইছ?

একটু অধৈর্য হয়ে উঠে হ্যামিলটন। ওয়েল   লোকে কেন বিয়ে করে, অরভিল?

হতভম্ব দেখাল অরভিলকে। নিরাশাবাদীর মতো হাসল সে। এ ব্যাপারে আমি সুপারিশ করার কে? বিড়বিড় করল। আমি আর জীবনেও বিয়ে করব না। একটু থেমে সে যোগ করল। তুমি তো ওর চেয়ে বয়সে বড়।

হ্যাঁ। দশ/বারো বছরের বড়।

হাসার চেষ্টা করল অরভিল, তুমি বিয়ে করতে চাইলে করতে পার। আমি এতে খুশিই হবো। তবে ও কিন্তু খুব জিদ্দি মেয়ে, পিট।

সে আমি জানি। তুমি কি জানো আমি আগেও একবার বিয়ে করেছিলাম?

অস্বস্তি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল অরভিল। সে হ্যামিলটনকে বিব্রত করতে চায় না। শুনেছি, আ ফাকিং ট্রাজেডি তাই না? তুমি ব্যারোনেসের বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিলে। ওই যে ফ্রুটকেক মহিলা মার যার সঙ্গে আজ পরিচয় হলো।

হুম। তবে

তবে কী?

আমি তাহলে তোমার সম্মতি পাচ্ছি? সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অরভিল।

ধন্যবাদ, বলল হ্যামিলটন। তবে স্যালিকে কিছু বলতে হবে না। সে এসবের কিছু জানে না।

অরভিল হাসতে হাসতে বলল, স্যালি যদি না বলে দেয়?

ও না বলবে না।

অভিনন্দন, বলল অরভিল। আমার মনে হয় তুমি একটা পাগল তবে আমি এসব বলার কে? ও হয়েছে অবিকল ওর মায়ের মতো। মাথা নেড়ে মুখ টিপে হাসল সে। তোমাকে তো আমার বর্তমান বউ সম্পর্কে কিছু বলিনি। সে হলো দুই টনের টনি। যীশাস, কী যে একটা জীবন যাপন করেছি আমি। আরও আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল।

ওদের আলোচনায় বাধা পেল বিকট 'হ্যালো' চিৎকারে। ফেলিক্স। এদিকে চলে এসো।

ফেলিক্স ডাকল হ্যামিলটন। ভার্জিনিয়া কোথায়?

কিচেনে, স্যালির সঙ্গে, টেরাসের সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে নামতে নামতে জবাব দিল ফেলিক্স। আপনি নিশ্চয় অরভিল জোনস। আমি ফেলিক্স জেমস।

আ প্লেযার টু মিট য়ু। উৎফুল্ল গলায় বলল অরভিল। বইটা আমি খুব উপভোগ করেছি।

সত্যি? শুনে খুশি হলো ফেলিক্স।

খুব মুডে আছে সে। একটা হাত হ্যামিলটনের কাঁধে রেখে অন্য হাত দিয়ে অরভিলের হাত সজোরে ঝাঁকিয়ে দিল।

এই যে ভার্জিনিয়া এসে পড়েছে। অরভিলকে বলল হ্যামিলটন।

স্লাইডিং ডোরে আবির্ভূত হলো সে। হাতে গ্লাস নিয়ে ধীর পায়ে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। অরভিল এগিয়ে গেল তার কাছে।

ভার্জিনিয়া, চেঁচিয়ে উঠল সে। তুমি আমাকে দেখে অবাক হওনি?

মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া। হাসছে না। না, জানতাম তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় আছ। কেমন আছ, অরভিল!

খুব ভালো, ভার্জিনিয়া, উষ্ণ গলায় বলল অরভিল। তুমি লোগানকে বলে আমাকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছ। এজন্য অনেক ধন্যবাদ।

ভুরু কোঁচকাল ভার্জিনিয়া। ও কিছু না, অরভিল।

হ্যামিলটন লক্ষ করল স্যালি এখনও কিচেনেই আছে। বেরোয়নি। বোঝাই যায় সে তার মা এবং বাবার প্রথম এনকাউন্টার দেখতে চায়নি।

ওয়েল, ভার্জিনিয়া, বলল অরভিল। তোমাকে কি আমি একটা চুমু খেতে পারি?

ভার্জিনিয়া যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে দিল গাল। অরভিল সাবধানে ঠোঁট ছোঁয়াল গণ্ডদেশে। ফেলিক্স কনুই দিয়ে মৃদু ঠেলা দিল হ্যামিলটনকে, হাসছে মৃদু।

হ্যামিলটন ভাবল ভার্জিনিয়া নিশ্চয় এরকম কিছু ঘটবে ভাবেনি। হয়তো ঝগড়াঝাঁটি হবে ভেবেছিল।

প্রথম স্বামীর দিকে তাকিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে ভার্জিনিয়া বলল। অনেকদিন পরে দেখা হলো, না? তবে অরভিল, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। গায়ে একরত্তি বাড়তি ওজন হয়নি। তরুণদের মতোই হ্যান্ডসাম তুমি।

তুমিও আগের মতোই সুন্দরী আছ, বলল অরভিল।

আমার শরীর ভারী হয়েছে।

না, অরভিল ওর কাছ থেকে কদম পিছাল। ওয়েল, একটু হয়তো ভারী হয়েছে।

আচ্ছা? একটু বিরক্ত দেখাল ভার্জিনিয়াকে। কেমন কাটছে দিনকাল, অরভিল?

কাঁধ ঝাকাল অরভিল। একঘেয়ে নীরস জীবন, ভার্জিনিয়া। তোমার মতো নয়।

আন্তরিক গলায় বলল ভার্জিনিয়া। আমার জীবনও অতটা সেনসেশনাল নয়, অরভিল। সে আড়চোখে একবার ফেলিক্স জেমসের দিকে তাকাল। তারপর হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, অরভিল, চলো, অন্যরা এসে পড়ার আগে একটু ভেতরে গিয়ে বসে কথা বলি। স্যালিকে নিয়ে কথা আছে।

ঠিক আছে চলো, রাজি হলো অরভিল। ভার্জিনিয়ার হাত ধরে সে ওকে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেল।

হ্যামিলটনের কাঁধের ওপর শক্ত হলো ফেলিক্সের মুঠো।

ভার্জিনিয়া, বলল সে। ও আমাকে পাত্তাই দিল না, পিট। ও আসলে জেলাস। তবে আমার মনে হয় ও আমার প্রেমে পড়েছে।

না।

হ্যাঁ।

তবে সমস্যা কোথায়, ফেলিক্স? আমার সবসময়ই মনে হয়েছে তুমি ওর প্রেমে পড়ে আছ।

বিস্মিত দেখাল ফেলিক্সকে। তোমার তাই মনে হয়েছে! আমি তো কখনো তা ভাবিনি। পিটার, সমস্যাটা বোধহয় এখানেই। এখন ইভলিন ...

তোমাদের তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, ওকে মনে করিয়ে দিল হ্যামিলটন। কাজেই নৌকার পাল তুলতে বাধা নেই কোনো।

ফেলিক্স মাথা নাড়ল। সমস্যা একটা আছে, পিটার। স্বীকার না করেও উপায় নেই– আমি আসলে মোনা প্রিসিয়ানের প্রেমে পড়ে গেছি।

হ্যামিলটন কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আমি এখন সত্যি অবাক হচ্ছি।

ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা করব বুঝতে পারছি না, বলল ফেলিক্স। হয়তো এ প্রেম নয়। তবে এটি নিঃসন্দেহে মোহ।

সে খুবই আকর্ষণীয় নারী, ফেলিক্স।

মাথা দোলাল ফেলিক্স। এজন্যই রেগে বোম হয়ে আছে ভার্জিনিয়া। আমি এখন কী করি? বাজি ধরে বলতে পারি ভার্জিনিয়া হাওয়াই যাচ্ছে না। সে নিউইয়র্ক ফিরে যাওয়ার কথা বলছে– বাকি ট্যুর নাকি বাতিল করে দেবে।

কিন্তু সে চাইলেই তা পারে না, বলল হ্যামিলটন। আমাদের কিছু আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যীশাস, ফেলিক্স। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না– ও কি সত্যি জেলাস?

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল ফেলিক্স। হঠাৎ সে শিউরে উঠল। গড। ওই যে ও, মোনা। সঙ্গে সেই জঘন্য লোকটা।

উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে হ্যামিলটন দেখতে পেল জ্যাক লোগান সোজা হেঁটে গেল কাউচের ধারে যেখানে ভার্জিনিয়া অরভিলের সঙ্গে বসে আছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, হাই, ইয়ার, পল। ঝুঁকল ভার্জিনিয়াকে চুম্বন করতে।

মোনা প্রিসিয়ান ওদিকে টেরাস থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে এসেছে ফেলিক্সের কাছে। হ্যামিলটনকে সে লক্ষও করল না। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ফেলিক্সকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ফেলিক্স, মাই ডিয়ার লাভ।

হ্যামিলটনের কথা ফেলিক্সও ভুলে গেল। ক্ষুধার্তের মতো চুমু খেল সে মোনাকে, টেনে নিল আরও কাছে। মোনা শরীর কামড়ানো লাল টকটকে একটা ড্রেস পরেছে। অবশেষে সে যেন দেখতে পেল পিটার হ্যামিলটনকে। ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। ফেলিক্সের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হ্যামিলটনের গালে লিপস্টিক চর্চিত ওষ্ঠের ছাপ মেরে দিল।

এখন, পিটার, আমি ভুলে যাওয়ার আগেই চাই তুমি এবং স্যালি কাল আমার এবং ফেলিক্সের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দেবে। তুমি নিশ্চয় আমার বাড়ি চেনো, নটি ম্যান।

অলরাইট, ভোঁতা গলায় বলল হ্যামিলটন। সে তো ভালোই হবে।

মোনা এবং ফেলিক্সকে আবার একত্রিত হতে দেখতে ভালোই লাগবে। একটি চমৎকার রিলেশন পাওনা হয়ে আছে ফেলিক্সের। ইভলিন ওর সঙ্গে কখনো ভালো ব্যবহার করেনি, ভার্জিনিয়াও ওর সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলে আসছে। মোনা ভিন্ন রকম। সে ফেলিক্সের প্রেমে মুগ্ধ, ফেলিক্সও তার জন্য দিওয়ানা।

দলে দলে লোক আসতে শুরু করেছে। প্রথমে এলেন রিটা মিল্ডবিটারস। এসেই বললেন চলে যাবেন কারণ তাঁকে আরও তিনটি ককটেল পার্টিতে যোগ দিতে হবে। মিসেস মিল্ডবিটারস বার থেকে মদের গ্লাস নিয়ে টেরাসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

হ্যালো পিটার মুরগির মতো ককককক করে উঠলেন তিনি। মার্ভেলাস ভিউ।

ইটস ওকে

মিসেস মিল্ডবিটারস! চেঁচিয়ে উঠল মোনা। ফেলিক্সের কারণে আপনার পার্টিটা খুব উপভোগ করেছি।

ইয়েস   হ্যাল্লো, ডিয়ার। হ্যামিলটন ভাবল মিসেস মিল্ডবিটারসের হয়তো মোনার কথা মনেও নেই। তিনি মুখ উঁচু করলেন যাতে মোনা ঝুঁকে চুমু খেতে পারে। সে সাদা পাউডার মাখা গালে লাল চিহ্ন এঁকে দিল।

স্যালি সুস্থ আছে তো? হ্যামিলটনকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মিল্ডবিটারস।

আছে। জানি না সেদিন রাতে ওর কী হয়েছিল।

মিসেস মিল্ডবিটারস মুখ টিপে হাসলেন। কে তাঁর পার্টিতে এলো বা গেল তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। তিনি ছোটখাটো জিনিসের কথা মনেও রাখেন না। পারফিডিয়ার সঙ্গে তোমার আবার দেখা হয়েছে বলে আমি খুশি, পিটার, ইঙ্গিতপূর্ণ গলায় বললেন তিনি। তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল

এক্সকিউজ মি, দ্রুত বলে উঠল হ্যামিলটন। আমি বরং একটু দরজার ধারে যাই। মার্ক মস্টেয়েভ আসছে। এবং মরিস স্কালাট্টি। ফেলিক্স, ওর সঙ্গে তোমার শো কবে?

সোমবার সকালে   হাওয়াইতে যাওয়ার আগে। বলল ফেলিক্স।

মরিস স্কারলাট্টি পরেছে যে ফ্ল্যানেল সুট এবং সাদা সিল্কের গলাবন্ধ, ওতে আবার হীরের পিন লাগানো। তার মুখখানা লম্বা, বিষাদময় এবং দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট একই সঙ্গে খুব সতর্কও। সে সমালোচনার দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাল, যা দেখল তাতে খুশি হতে পারল না। পা বাড়াল বারের দিকে।

বেভারলি হিলসের অনেক হোমড়া চোমড়া বাসিন্দাই এসেছে পার্টিতে। এসেছে পাঞ্জাবার দম্পতি, তারা পাম স্প্রিং-এর ইনসুরেন্স ব্যবসায়ী, আছেন গার্লফ্রেন্ডসহ ব্যাংক টাইকুন সাইরাস পেনোপলিস, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বেটি এবং বব দম্পতিসহ আরও অনেকে। ফিল্ম স্টুডিওর দুই বিখ্যাত ব্যক্তিকেও চিনতে পারল হ্যামিলটন। এদের সঙ্গে সে অতীতে একবার কাজ করেছে। তবে তিক্ত ছিল সে অভিজ্ঞতা। এসেছেন লেখক ভিক্টর স্টেইনস, যাকে সোসাল কালচারাল সেটার ডার্লিং বলা হয়, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কিচেন ডোরের পাশে। এবং   শিট। এনকুইরার পত্রিকার গ্ল্যাডিস গোল্ডস্মিথকে দেখে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই মাগি দাওয়াত পেল কী করে?

হ্যামিলটন গিয়ে মরিস স্কারলাট্টির সঙ্গে আলাপ জমাল। একটি বড় ভদকা মার্টিনির অর্ডার দিল, মরিস, বলল সে। কেমন আছো? আমি পিটার হ্যামিলটন।

ওহ্, হ্যালো, পিটার। ভার্জিনিয়া প্রেস্টন এবং ফেলিক্স জেমস কোথায়? আমি তো ওদের জন্যই এসেছি।

হ্যামিলটন বলল, ভার্জিনিয়া ওই যে কাউচের ওপর বসে আছে। ফেলিক্স ব্যস্ত টেরাসে। সে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল স্যালি বেরিয়ে এসেছে কিচেন থেকে। আর এ হলো স্যালি জোনস, ভার্জিনিয়ার মেয়ে। স্যালির বাহু ধরল সে। এদিকে এসো, সুইট, মিডিয়া জায়ান্ট মরিস স্কারলাট্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

হাসল স্কারলাট্টি। মাই ডিয়ার, খুশির রেশ ফোটাল সে কণ্ঠে। তুমি তো দেখতে খুবই সুন্দরী। ঘরের অন্যদের চেয়ে আলাদা।

সে ঝুঁকে স্যালির হাতে চুমু খেল। স্যালি মজার ভঙ্গি করে বলল, ওহ্ স্যার, ইউ আর টু কাইন্ড।

রেগে গেল স্কারলাট্টি। ডোন্ট নক ইট, ডার্লিং।

এসো মরিস, হেসে উঠল হ্যামিলটন। তোমার সঙ্গে ভার্জিনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিই।

স্যালি দেখল ভার্জিনিয়া এবং অরভিল এখনও কাউচে ঘনিষ্ঠভাবে বসে কথা বলছে। সে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। ওরা কী নিয়ে এত কথা বলছে?

বোধহয় তোমাকে নিয়ে, হ্যামিলটন লক্ষ করল অস্থির হয়ে উঠছে স্কারলাট্টি। ভার্জিনিয়া তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে, স্যালির বাবা। ব্যাখ্যা দিল সে।

সে স্কারলাট্টিকে নিয়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

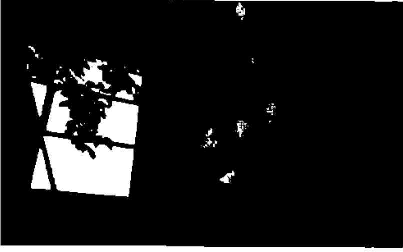
ভার্জিনিয়া ডাকল হ্যামিলটন। আমার বন্ধু মরিস স্কারলাট্টির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

ওহ্, ইয়েস, চেঁচিয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। মুখ তুলে চেয়ে বাড়িয়ে দিল হাত।

ডিয়ার লেডি, বিড়বিড় করল স্কারলাট্টি, চুম্বন করল হাতে। ভার্জিনিয়া প্রেস্টন, হ্যাঁ আমি সুযোগ পেলেই আপনার কলামগুলো পড়ি এবং ঘোষণা করল সে আপনার *পাওয়ার হাউজ* আমি পড়েছি। দারুণ বিদ্রূপপূর্ণ একটি বই। ম্যারভেলাস। আর লাভ সিনগুলো তো দারুণ চার্মিং।

স্কালাট্টির হাত ধরে রেখেই কাউচ থেকে উঠে পড়ল ভার্জিনিয়া। লোকজনের সঙ্গে আমার একটু কথা বলতেই হবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। অরভিল, তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে। তারপর হ্যামিলটনের কানের কাছে মুখ নিয়ে হিসিয়ে উঠল রটন বাস্টার্ড। অরভিল আমাকে বলেছে। আই ওন্ট হ্যাভ ইট।

হ্যামিলটন ঘুরে দাঁড়াল। চলে গেল অন্য দিকে।



ও ঠিক জানে না ঠিক কখন এবং কী কারণে পার্টি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করল।

লিভিংরুম বোঝাই মানুষ এবং অতিথি সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে অনেকেই বাইরে জায়গা করে নিয়েছে। হ্যামিলটন মূল খেলোয়াড়দের ওপর নজর রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলছিল। টেরাসে ফেলিক্স এবং মোনা প্রিসিয়ানের সঙ্গে আছে জ্যাক লোগান। ভার্জিনিয়া মরিস স্কারলাট্টিকে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের ধারে একটি খালি জায়গায় চলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে খুব মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে। ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পার্টির অন্য লোকজন তেমন চেনে না বলে অরভিল বারের এক কোণে বসে বুরবন পান করছে। হ্যামিলটন ফ্রন্ট ডোরে স্যালির সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এমন সময় আকস্মিকভাবে এক টিভি ক্রুর আবির্ভাব ঘটল। হ্যামিলটন জানত না চ্যানেল ১৪-কে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত ফেলিক্স এ কাজ করেছে কিংবা লোগান প্রডাকশন্সের কেউ। তবে এতে কিছু আসে যায় না এবং ওদেরকে বের করে দেওয়ারও কোনো রাস্তা নেই। সেসিল আর্মস্ট্রং নামে এক সাংবাদিক এসেছে। চ্যানেল ১৪-এর সঙ্গে। সে বেশ লম্বা, দারুণ সুন্দরী। সে পার্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ফেলিক্স জেমস কোথায়? সে এসে জিজ্ঞেস করল।

টেরাসে।

কোনজন?

লালচুলো মহিলার পাশে দাঁড়ানো কালো চুলের লোকটা। ঠিক লাল নয়, বাদামি লাল চুল।

আর্মিদের মতো ফরোয়ার্ড মার্চ করে এগোল সেসিল। পেছনে তার টিভি ক্রু। লোকজন ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তারা টেরাসের দিকে চলল।

এমন সময় পার্টিতে হাজির হলো তারা দুজন। একই রকমের সুট পরা, দেখলে মনে হয় যমজ ভাই। চুলের ছাঁট একই রকম, যেন মেরিন কর্পস থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া দুই যুবক। এদের একজন দেঁতো হাসি হেসে হ্যামিলটনের হাতে একখানা কার্ড ধরিয়ে দিল।

ENETERTAINMENT FOR THE HANDICAPPED NEWYORK-NY SIMON AND SHUSTER BROTHERS

ইয়েস, ধীর গলায় বলল হ্যামিলটন। এরা দুজন পার্টিতে কী করে ঢুকল ধারণাতেই নেই তার। আপনারা– আপনাদের নাম কি অতিথি তালিকায় রয়েছে।

এক তরুণ মাথা ঝাঁকাল, অপরজন মাথা নাড়ল ডানে-বামে। তবে দুজনের চেহারাতেই বেশ বিনয়ী ভাব এবং সকাতর অনুনয়। বাদামি চুলের ছেলেটি নিজে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে মাথা দোলাল।

হ্যামিলটন, বলল স্যালি। গাধা– তুমি বুঝতে পারছ না ওরা কথা বলতে পারে না।

ওরা মাথা দোলাল। হ্যাঁ, ওরা কথা বলতে পারে না। এন্টারটেইনমেন্ট ফর দা হ্যান্ডিকাপড? কার্ড পড়ে জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটন। আবার মাথা ঝাঁকায় দুজনে। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কামন ইন, ফর ক্রাইস্টস শেক, চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। এসো, ড্রিংক নাও সিমন ও সাস্টার।

এক মিনিট, বিরক্ত গলায় বলল হ্যামিলটন, আমি একটা জিনিস জেনে নিতে চাই। তোমরা কি দুই ভাই নাকি ব্রাদার্স তোমাদের লাস্ট নেম?

আবার একজনের মাথায় ঝাঁকি। অপরজন মাথা নাড়ে। দুজনের চেহারাতেই উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট।

ক্রাইস্ট হ্যামিলটন, অধৈর্য গলায় বলল স্যালি, এতে কী আসে যায়? ওরা তো ভালো কাজের সঙ্গে জড়িত

তুমি কি সাস্টার? কালো চুলের যুবককে প্রশ্ন করে সে। যুবক ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে মাথা নাড়ে। ওহ, তাহলে তুমি নিশ্চয় সিমন। আর এ হলো সাস্টার।

বাহ্, বেশ বুঝতে পেরেছ, স্যালি, শ্লেষের সঙ্গে বলে হ্যামিলটন।

আমার নাম স্যালি জোনস, খলবল করে ওঠে স্যালি। আর ইনি তোমাদের হোস্ট পিটার হ্যামিলটন।

হ্যামিলটনের নাম শুনে সিরিয়াস হয়ে ওঠে দুজনের চাউনি। কোমর পর্যন্ত মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে তারা হ্যান্ডশেক করে। ওদের হাতের আঙুল নরম এবং ভেজা। তোমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম কোনোদিন শুনিনি আমি, মন্তব্য করল হ্যামিলটন। তবে তাতে তেমন কিছু আসে যায় না। যায় কি?

দুই তরুণ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দেখে মনে হয় বাদামি চুলো সাস্টার এখানে নেতার ভূমিকা পালন করছে। এর বয়স পঁচিশের কোঠায়, অনুমান করে হ্যামিলটন। সিমনের বয়স একটু বেশি। সঙ্গীর চেয়ে একটু শান্ত, চুপচাপ। কথা বলতে পারলেও হয়তো তেমন কিছু বলত না।

ওয়েল, বলল হ্যামিলটন, তোমরা ড্রিংক নাও, বয়েজ। তারপর আমি তোমাদের সঙ্গে ভার্জিনিয়া প্রেস্টন এবং ফেলিক্স জেমসের পরিচয় করিয়ে দেব। ওরা সকৃতজ্ঞচিত্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বারের দিকে পা বাড়াল। সিমন ইঙ্গিতে ভোদকার বোতল দেখাল, সিমন হাত রাখল স্কচের বোতলে। বারটেন্ডার দুটি গ্লাসে মদ ঢেলে দিল। ওরা বোবা হতে পারে, হ্যামিলটন বলল স্যালিকে, তবে ওদের দেখলে কেমন গা ছমছম করে।

অমনভাবে বলো না, বলল স্যালি। আমার মনে হয় ওরা পরচুলা পরেছে। এজন্য ওদেরকে আরও উদ্ভট লাগছে।

এর মধ্যে উদ্ভটের কী দেখলে?

নেভার মাইন্ড। ফরগেট ইট। আমি ওদেরকে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

ছেলে দুটিকে হাত ধরে ভার্জিনিয়ার কাছে নিয়ে গেল হ্যামিলটন। ফেলিক্স এবং সে মিলে ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে সেসিল আর্মস্ট্রংয়ের তুচ্ছ সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। সেসিল তার ক্রুকে বলল টেলিভিশন লাইট বন্ধ করে দিতে। তারপর সে মরিস স্কারলাত্তির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ভার্জিনিয়া, ফেলিক্স, বলল হ্যামিলটন। তোমাদের সঙ্গে সিমন অ্যান্ড সাস্টার ব্রাদার্সের পরিচয় করিয়ে দিই। ওরা নিউইয়র্কে এন্টারটেইনমেন্ট ফর দা হ্যান্ডিক্যাপড নামে একটি দলের সঙ্গে সংযুক্ত। ওরা ওয়েল, তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে না। মানে ওরা কথা বলতে পারে না। ওরা তোমাদেরকে কিছুক্ষণ দেখতে চায়। তুমিই কথা বল, নাকি? সে জিজ্ঞেস করল সাস্টারকে।

সাস্টার মাথা দোলাল। ভার্জিনিয়া চট করে সাস্টারের হাত ধরল। লাভলি, বলল সে, এই ছেলে দুটি আমাদের পার্টিতে এসেছে ব্যাপারটা মজার নয়, ফেলিক্স?

নিশ্চয়, অন্যমনস্ক গলায় বলল ফেলিক্স। মজার। সে তাকিয়ে আছে টেরাসের দিকে। ওখানে মোনা প্রিসিয়ানের সঙ্গে কথা বলছে জ্যাক লোগান। মোনা চলে যেতে চাইছিল, লোগান খপ করে ওর হাত চেপে ধরল।

তোমরা আমার বইটি পড়েছ, বয়েজ? জানতে চাইল ভার্জিনিয়া। এটা দিয়ে সিনেমা হবে। কালা মানুষদের জন্য ক্যাপশনের ব্যবস্থা থাকতে পারে, তাই না, পিটার?

তা তো পারেই, বলল পিটার। তবে আমার মনে হয় না এটি মুভির জন্য খুব কমন বিষয়।

সাস্টার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটি প্যাড বের করে তাতে খসখস করে কিছু লিখল। মেসেজটি দিল হ্যামিলটনকে। 'প্রথমবার বলে সবসময়ই একটি কথা আছে' লেখা ওতে।

তা বটে, সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় হ্যামিলটন। দেখা যাক– এখানে কাউকে কি তোমরা চেন? স্বভাবইত ওরা কাউকে চেনে না। চলো, মোনা প্রিসিয়ানের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই, ফেলিক্সকে আড়চোখে দেখল সে। সে একজন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী। তবে মোনা নয়, সে দুই ভাইকে টেনে নিয়ে গেল সেসিল আর্মস্টংয়ের কাছে। সেসিল এখনও কথা বলছে মরিস স্কারলাত্তির সঙ্গে।

এক্সকিউজ মি, মিস আর্মস্টং। আপনার ফোরটিন-এর জন্য মজাদার একটি বিষয় নিয়ে এসেছি। সিমন এবং সাস্টার ব্রাদার্সের সঙ্গে পরিচিত হোন। এরা নিউইয়র্কের এন্টারটেইনমেন্ট ফর দা হ্যান্ডিক্যাপড দলের সঙ্গে সংযুক্ত। এরা বোবা-কালাদের জন্য ছবি বানায়, ব্রেইল পদ্ধতিতে প্লেবয় ম্যাগাজিন প্রকাশের মতো, আর কী। আপনি ওদের ইন্টারভিউ করতে পারেন।

আমার ক্যামেরা ক্রু কোথায়? জিজ্ঞেস করল সেসিল।

বার-এ।

স্যামসন। হাঁক ছাড়ল সেসিল। আবার সেটআপ করো!

সে ছেলে দুটিকে টেরাস ডোরের সামনে দাঁড় করাল। ওদেরকে হতভম্ব লাগছে, বুঝতে পারছে না কী ঘটছে। সেসিল ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

আজ রাতে আমরা হলিউডের দুজন মানুষকে পেয়েছি যাদেরকে গর্বের সঙ্গে আপনাদের সামনে হাজির করছি। এরা এন্টারটেইনমেন্ট ফর দা হ্যান্ডিক্যাপড থেকে ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্স প্রেসটনের পার্টিতে এসেছে ভার্জিনিয়া। ডাকল সেসিল। এক-দুই মিনিটের জন্য এখানে এসে আমাদের নিউইয়র্কের দুই অতিথিকে কি শুভেচ্ছা জানাতে পারবে?

ভার্জিনিয়া সিমন এবং সাস্টারের মাঝখানে সেঁধুল।

এবার, ভার্জিনিয়া, আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল সেসিল, এন্টারটেইনমেন্ট ফর দা হ্যান্ডিক্যাপড কী জিনিস?

ক্যামেরা ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘুরছে। সিমন এবং সাস্টার চুপ মেরে গেছে। দেখে মনে হয় যেন ক্যামেরার সামনে কথা বলতে তারা মজা পাচ্ছে।

আমি বলছি, উৎসাহের সঙ্গে বলল ভার্জিনিয়া, পরমুহূর্তে চেহারায় ফুটিয়ে তুলল বিষাদের চিহ্ন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এ ছেলে দুটি বোবা, কিন্তু বাক প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও তারা এখানে এসেছে এ কথাটি গোটা হলিউডকে জানাতে যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের যেন অর্থ সাহায্য করা হয়। কালারা সিনেমার শব্দ শুনতে পায় না, অন্ধরা দেখতে পায় না। আমার ভাগ্যবানরা ভুলে যাই যে...

খুব সত্যি কথা, খুব সত্যি কথা, সায় দিল সেসিল, তার চোখে প্রায় জল এসে গেছে। সিমন... সাস্টার, ওদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, এখন পর্যন্ত কোনো সফলতা পেয়েছ তোমরা?

এত মানুষ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে যে সহ্য করতে পারল না দুজনে। সাস্টার হাত দিয়ে মুখ ঢাকল, সিমন সুট দিয়ে আড়াল করল চেহারা।

আঃ আঃ চেঁচিয়ে উঠল সেসিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, প্রতিবন্ধীরা কিরকম লাজুক। এবং কেন? সে ব্যাখ্যা কে দেবে? কদম বাড়াল সে, ক্লোজ আপে দেখা গেল তার মুখ। কথা বলার সময় কাঁপছে গলা।

তো, আপনার দেখতে পেলেন, প্রিয় দর্শক, এন্টারটেইনমেন্ট ফর দা হ্যান্ডিক্যাপড। হলিউড নামের এই দারুণ শহরে নতুন ডাইমেনশন। ক্যামেরা নিচু হতেই সেসিলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। দ্যাটস। কাঠখোট্টা গলায় বলল সে। থ্যাংকস। হ্যামিলটনকে বলল, এটা নেটওয়ার্কে যাবে।

নেটওয়ার্ক! বাহ, দারুণ!

সিমন এবং সাস্টার এখনও শক সামলে উঠতে পারেনি। সিমনের শরীর কাঁপছে। সাস্টারের ঠোঁট।

কামন বয়েজ, বলল হ্যামিলটন। ইট ডিডন্ট হার্ট, ডিড ইট?

ওদেরকে চিন্তিত এবং বিষণ্ন লাগছে। হ্যামিলটন ওদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে টেরাসে বসিয়ে দিয়ে গেল লোগান এবং মোনা প্রিসিয়ানের কাছে।

আমি ক্যামেরা পছন্দ করি না, নাক সিঁটকাল মোনা। সিমন এবং সাস্টারের ব্যাপারটি বুঝতে পারার পরে বলল,

ওই দুই সুদর্শন তরুণ সত্যি বোবা?

হুঁ, বলল হ্যামিলটন।

গড? চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

হ্যামিলটন ঘুরল। দেখতে পেল পারফিডিয়াকে। পার্টিতে প্রবেশ করেছে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিল। টেরাসে ডোরে প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে শরীর কামড়ানো, ফুল লেংথের কালো একটি ড্রেস। পোশাকটির সামনের অংশ নাভি পর্যন্ত চেরা। গলায় শুধু চুনি বসানো একটি ঝলমলে হার ছাড়া আর কোনো গহনার বাহুল্য নেই গায়ে। তার কালো চুলগুলো যেন রাতের আঁধার। টেরাস থেকেও তার চোখের ভয়ানক জ্বলজ্বলে চাউনি দেখতে পাচ্ছে হ্যামিলটন। সাস্টার পারফিডিয়াকে দেখে রীতিমতো আঁতকে উঠল।

ওদেরকে দেখতে পেল পারফিডিয়া। এককেকবারে দুই ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। ডান হাতখানা তুলে ইঙ্গিত করল মোনা প্রিসিয়ানের দিকে।

পারফিডিয়া। গর্জে উঠল সে। এ পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিল।

দুলে উঠল মোনা। মানে কী বলতে চাইছ তুমি?

বাজখাই গলায় চেঁচাল পারফিডিয়া। কী বলতে চাইছি আমি? তুমি আমি হতে চাইছ?

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল মোনা। মাই ডিয়ার লেডি, শীতল গলায় বলল সে। আমি একটি ছবিতে অভিনয় করছি শুধু। এর বেশি কিছু আমি জানি না।

হ্যাঁ, বলল পারফিডিয়া। তার চোখ যেন বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। তুমি এ ছবিতে আমার ভূমিকায় অভিনয় করতে চাইছ। হ্যামিলটন বুঝতে পারছে না পারফিডিয়া সত্যি রেগে গেছে নাকি অভিনয় করছে। তবে দেখে তো মনে হয় না অভিনয়। পারফিডিয়া ফিরল লোগানের দিকে। তুমি? তুমিই এই দুর্যোগের ব্যবস্থা করেছ।

লোগান কাঁপছে। পারফিডিয়া, দাঁতে দাঁত লেগে খটাখট শব্দ উঠল। তুমি তো সবই জানো। তুমি বলেছিলে তোমার এতে কিছু আসবে যাবে না। সে হ্যামিলটনের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করল।

আমি জানতাম না এই জিনিসটা আমার ভূমিকায় অভিনয় করবে।

ওহ? খেপে গেল মোনা। তুমি আপত্তি তুলবার কে?

পারফিডিয়া রাগে হাত ছুড়ল। যেন সবাইকে অভিশাপ দেবে।

পারফিডিয়া মিনমিন করে বলল লোগান। পারফিডিয়া, শান্ত হও, প্লিজ। মোনাকে পলিন পাওয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করানো হবে, পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার নয়

আমি সুন্দরী! চিৎকার দিল পারফিডিয়া। মোনার দিকে আবার আঙুল তুলল। আর এটা তো আবর্জনা!

মোনা খেঁকিয়ে উঠল, তোমার আসলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, ড্রাগন লেডি। ওকে বলো, জ্যাক।

পারফিডিয়া লোগান তার মুখের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে।

ওকে বলো, জ্যাক।

দুর্বল গলায় বলার চেষ্টা করল জ্যাক। পারফিডিয়া আমরা একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবি বানাব এর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক

চোপ! রায় ঘোষণার মতো শোনাল পারফিডিয়ার কণ্ঠ। আমি তোমাদেরকে বলছি। কপ্রিকে রক্ষার স্বার্থে আমি নিজেই পলিন পাওয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করব।

কী! ভয় কাটিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল লোগান। পারফিডিয়া তুমি তো কিছুই অভিনয় জান না।

চুপ। আবার ধমক দিল পারফিডিয়া। হ্যাঁ, হয় আমি অভিনয় করব নতুবা ছবিটি হতে দেব না।

হ্যামিলটন চুপি চুপি লোগানকে বলল, তুমি বরং সেভ কাপ্রির জন্য ডোনেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাও

আমি কোনো কিছু গ্রাহ্য করি না। চিৎকার দিল পারফিডিয়া। তার চোখে পেরেক থাকলে দৃষ্টি দিয়ে লোগানকে ঠিক মেঝের সঙ্গে গেঁথে ফেলত সে।

ইউ ফাকিং ব্ল্যাকমেলার।

ইউ পারভার্ট। ফোঁস করে উঠল পারফিডিয়া।

লোগানের মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। পারফিডিয়া আমি চাই না সে চারপাশে অস্থির দৃষ্টিতে তাকাল। অরভিল। অরভিল জোনস, গলা চড়িয়ে ডাকল।

অরভিল কাছে-পিঠেই ছিল। জাকুজ্জির ধারে দাঁড়িয়ে এ অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখছিল। কী হলো? শান্ত গলায় জানতে চাইল সে।

অরভিল বেবি, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোগান। সোমবার সকালে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিনলকে একটা চেক দেবে দ্য ফলাস্ট ডেজ অব ক্যাপ্রির নামে পঞ্চাশ হাজার? ভীরু চোখে তাকাল পারফিডিয়ার দিকে। এক লাখ, মৃদু গলায় বলল পারফিডিয়া। এবং স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রিভাল।

জুতোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল লোগান।

ঠিক আছে, বলল অরভিল। এ জন্য এত নাটকীয়তার কী প্রয়োজন? এটা একটা সরাসরি বিজনেস ছিল, নয় কি?

অরভিলের গলা শুনে পাঁই করে তার দিকে ঘুরল পারফিডিয়া। আপনি! আপনি সেই লোক না যিনি দেখতে চিপ ডগলাসের মতো?

লোকে আমাকে তাই বলে, বলল অরভিল।

হাসল পারফিডিয়া। এগিয়ে গেল অরভিলের দিকে। তার হাত ধরে দুই গালে চুমু খেল।

চমকে উঠল অরভিল। ব্যারোনেস

চিপ!

না, চিপ নয়, তোতলাল অরভিল, শুধু অরভিল জোনস।

লোগান প্রডাকশন্সের?

আড়চোখে জ্যাক লোগানকে দেখল অরভিল। হুঁ।

আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে, বলল পারফিডিয়া।

এক সেকেন্ডের জন্য ফিরল মোনার দিকে। আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি দেখতে বেশ সুন্দরী।

তুমিও, ডাকি, বিড়বিড় করল মোনা। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু জ্যাককে পারভার্ট বললে কেন?

হাসল পারফিডিয়া। এমনি। এ নিয়ে কিছু মনে করো না।

অরভিল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পারফিডিয়ার দিকে। আপনার একটু মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার, লিটল লেডি। চিৎকার-চেঁচামেচি ব্লাড প্রেশারের জন্য ভালো নয়।

পারফিডিয়া সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। অরভিলের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ বলুন। আমার কিরকম আচরণ করা উচিত আমাকে বলে দিন। সবাইকে শুনিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একবার আমি চিপ ডগলাস নামের এক লোকের প্রেমে পড়েছিলাম।

অরভিল আবার তাকে মনে করিয়ে দিল, আমি অরভিল জোনস।

অরভিল, গুঙিয়ে উঠল পারফিডিয়া। অরফিও! আমি তোমাকে অরফিও বলে ডাকব।

হ্যামিলটন দেখল সিমন এবং সাস্টার হাঁ করে পারফিডিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখছে।

মোনা রীতিমতো হতবুদ্ধি। এসব হচ্ছেটা কী?

হ্যামিলটন জানে এসব কিছুর সঙ্গে অর্থকড়ি জড়িত। সে এই সময় ওয়েড ফ্রেঞ্চকে দেখতে পেল টেরাসে। তার পকেট থেকে শত ডলারের নোটের তোড়া বেরিয়ে আছে। সে হনহন করে হেঁটে এলো।

হ্যালো, এভরিবডি, নিচু, গুরুগম্ভীর গলায় বলল ফ্রেঞ্চ।

তারপর সে থেমে গেল। সিমন এবং সাস্টারকে দেখছে চক্ষু বড় বড় করে। ওদেরকে সে চিনতে পেরেছে। হ্যামিলটন শুনল সাস্টার কেমন গুঙিয়ে ওঠার শব্দ করল। ফ্রেঞ্চ ফিরল পারফিডিয়ার দিকে।

এত সব উত্তেজনা কিসের?

কিছু না, বলল পারফিডিয়া। সেভ ক্যাপ্রিতে জ্যাকের দারুণ অবদানের জন্য আমি একটু আনন্দ-উল্লাস করছিলাম।

গুড, বলল ফ্রেঞ্চ। ভেরি গুড।

ইয়াহ্। তেতো গলায় বলল লোগান। জাস্ট গ্রেট।

ওয়েড, তুমি কি সবাইকে চেন? জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটন। এভাবে হোস্টের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেকে বোকা বোকা লাগছে ওর।

মনে হয়, ঢেকুর তুলল ফ্রেঞ্চ। পেটে গোলমাল।

এন্টাসিড খান, পরামর্শ দিল অরভিল।

হ্যাঁ, বলল ফ্রেঞ্চ। তাই খাবো।

এ দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে বোধকরি তোমার পরিচয় হয়নি, সিমন এবং সাস্টারকে দেখিয়ে বলল হ্যামিলটন। এরা এন্টারটেইনমেন্ট ফর দা হ্যান্ডিক্যাপড নামে নিউইয়র্কের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে। এ হলো সিমন আর ও সাস্টার। ওরা দুই ভাই।

ফ্রেঞ্চের চাউনি অচঞ্চল থাকল। হাউ ডু ইউ ডু?

হ্যামিলটন এখন নিশ্চিত এদের সঙ্গে ফ্রেঞ্চের আগেই পরিচয় হয়েছে। মি. ফ্রেঞ্চ ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলল সে, একজন লইয়ার, নিউইয়র্কে থাকেন। সাস্টারকে আবার গোঙানির মতো শব্দ করতে শুনল সে।

পারফিডিয়া চেঁচিয়ে উঠল। আর ভুলো না আমায়। হ্যালো, সিমন অ্যান্ড সাস্টার। আমি ক্যাপ্রির পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিনল। এখন পারফিডিয়াকে বেশ খুশিখুশি লাগছে।

মাথা নিচু করল দুই তরুণ। ওরা বড্ড লাজুক, মনে মনে ভাবল হ্যামিলটন।

গুডনেস। বলল পারফিডিয়া। ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সকে এখনও হ্যালো বলা হয়নি। আমার সঙ্গে এসো, অরফিও।

অলভির বাহু ধরে সে বাড়ির ভেতরে পা বাড়াল।

ওয়েল, বলল হ্যামিলটন।

ইয়াহ্, বিস্ফারিত হলো লোগান। ওয়েল ইজ রাইট! মাগি আমার এক লাখ ডলার খসিয়েছে।

তাই কি? বলল ফ্রেঞ্চ। তুমি তাতে আপত্তি করছ কেন? বিনিময়ে কী কিনতে পেরেছ দেখ, তার গুরুগুরু গলায় হুমকির সুর।

ফাক ইউ, তিক্ত গলায় বলল লোগান, তুমি তো ওর ভেড়ুয়া হয়ে আছ।

এক সেকেন্ডের জন্য হ্যামিলটনের মনে হলো ফ্রেঞ্চ বুঝি এখনি লোগানকে দড়াম করে ঘুষি মেরে বসে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। লোগান, থমথমে গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। তুমি এইমাত্র যা বললে তা দিয়ে কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।

ফাক ইউ! মামলা করবে। ফুঃ!

ফ্রেঞ্চ নাক সিঁটকে ঘুরে দাঁড়াল। কাঠের মেঝেতে উঠল তার পদশব্দ।

আমি শেষ হয়ে গেলাম, গুঙিয়ে উঠল লোগান। আমি এক্কেবারে শেষ হয়ে গেছি।

মোনা তার আরমিনটা (এক ধরনের প্রাণীর তৈরি পোশাক) বুকের ওপর টেনে নিল যেন শীত করছে। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ও তোমাকে পারভার্ট বলেছে বলে তুমি কি এরকম করছ, জ্যাক? আমাকে নায়িকা বানানোর জন্য তুমি এক লাখ ডলার গচ্চা না-ও দিতে পারতে।

জাস্ট শাট আপ। হুঙ্কার ছাড়ল লোগান। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যীশাস, এরকম একটা পার্টির জন্য আমি পয়সা খরচ করলাম। সবাই আমাকে অপমান করেছে, ব্ল্যাকমেইল করছে। দেখা হবে, পিটার।

তবে আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না, বলল মোনা।

লোগানের বাদামি মুখে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার ছাপ পড়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে। তাতে আমার ছাই আসে যায়। বলল সে। ফেলিক্সকে নিয়ে বাড়ি ফিরো। ডিউক তোমার বাসায় থাকবে, মোনা। আমি এখন ওকে নিয়ে আসতে পারব না।

মোনা কর্কশ গলায় বলল, আমি ওই দানবটাকে আমার ধারেকাছেও দেখতে চাই না।

খুব খারাপ। দাঁত-মুখ খিঁচাল লোগান। গু-বাই। আমার সঙ্গে বেশি চালাকি করার চেষ্টা করো না, মোনা। মনে রেখো, হাসল সে, ছবিতে তোমার জায়গায় পারফিডিয়াকে যে কোনো সময় পেতে পারি আমি।

ভয় পেল না মোনা। তাহলে আমার টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দাও, ইউ পারভার্ট।

লোগান রাগে মাথা নাড়তে নাড়তে দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল।

মোনাকে বিষণ্ন দেখাল। পিটার, তুমি কী ভাবছ?

মোনা, আমি জানি না, আমার কী ভাবা উচিত। এসব যে ঘটছে তা বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার।

পিটার। ফিসফিস করল মোনা। আমাকে ফেলিক্সের কাছে নিয়ে চলো। ফেলিক্স কোথায়?

ভেতরে, ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের সঙ্গে দ্রুত কথা সেরে নিয়ে পারফিডিয়া ঠেসে ধরল মরিস স্কারলাট্টিকে। সে এখনও অরভিলের হাত চেপে ধরে রেখেছে।

মাই ডিয়ার মি. স্কারলাট্টি। আপনি আমার সাক্ষাৎকার নিন। আমি আপনাকে ক্যাপ্রি এবং এর করুণ গতিধারা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেব।

মাথা দোলাল স্কারলাট্টি। সে হ্যামিলটনের দিকে তাকাল। এ মহিলার কবল থেকে রক্ষা পেলেই সে বাঁচে।

তাছাড়া, ডিয়ার স্যার, বলে চলল পারফিডিয়া। আপনি কি জানেন ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সের বইয়ের আমিই প্রধান চরিত্র? আমি পলিন পাওয়ার। আমি পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার ভন থার্নস্টিল। মিস প্রিসিয়ান, হ্যামিলটন এবং মোনার দিকে ঘুরল সে। আমি কি সত্যি কথা বলছি না?

জানি না, এগিয়ে গেল মোনা। আমি তো আর বইটি লিখিনি। তাছাড়া বইটি পড়া এখনও শেষ হয়নি।

তবু ... তবু ... বিড়বিড় করল পারফিডিয়া।

ডিয়ার লেডি, মৃদু গলায় বলল স্কারলাট্টি।

ক্যাপ্রিকে রক্ষা করতেই হবে, চিৎকার দিল পারফিডিয়া।

অরভিল তার বাহুতে হাত রাখল। শান্ত হোন, লিটল লেডি, ক্যাপ্রিকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

ওহ, ডিয়ার ম্যান। পারফিডিয়া অরভিলের দিকে ফিরে তার কাঁধে মাথা রেখে কান্না জুড়ে দিল। সে আর সহ্য করতে পারছিল না।

এমন সময় ওখানে আবির্ভাব ঘটল স্যালির। হচ্ছেটা কী? জিজ্ঞেস করল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যামিলটন। তেমন ভয়ঙ্কর কিছু না।

স্যালি অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল অরভিল এবং পারফিডিয়ার দিকে। অরভিল তার দিকে তাকিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে হাসল। ওয়েড ফ্রেঞ্চের মুখ সাদা হয়ে

গেছে। সে বলল, পারফিডিয়া ডার্লিং   আমার এখন যেতে হবে। আমার শরীর ভাল্লাগছে না।

অরভিলের কোটের ল্যাপেলের ওপর থেকে মুখ তুলল। স্ট্রবেরী এবং ক্রিম আবার, ওয়েড?

বুকে হাত রেখে যন্ত্রণাকাতর গলায় ওয়েড বলল, হু, ফিডো ফিসে? সবার কানে বিঁধল শব্দটি। পারফিডিয়া দ্রুত কর্কশ কণ্ঠে বলল, তাহলে চলে যাও, ওয়েড। অরভিল জোনস আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।

কী? বলল ফ্রেঞ্চ। আমি ভাবলাম তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

বিদায়, ওয়েড, বলল পারফিডিয়া। গুড নাইট, সুইট প্রিন্স।

ফ্রেঞ্চের চেহারা কেমন বিদঘুটে হয়ে গেল। সে একবার অরভিলের দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি ফেরাল পারফিডিয়ার দিকে। পারফিডিয়া?

গুড নাইট, ওয়েড, দৃঢ় গলা পারফিডিয়ার। এবং বিদায়। আমি অবশেষে আমার নাইটকে খুঁজে পেয়েছি। অরফিও। সে অরভিলের গালে গাল ঘষল।

হ্যামিলটন দলটিকে দেখছে। ভার্জিনিয়া হাসছে। সে দাঁড়িয়ে আছে ফেলিক্সের পাশে, মোনা ফেলিক্সের আরেক পাশে। ফেলিক্স দুই হাত তুলে দিয়েছে দুই নারীর কাঁধে।

পারফিডিয়া, বিব্রত গলায় বলল ওয়েড। তুমি কী বলছ?

সহজ কথা, কাঁধ ঝাঁকাল পারফিডিয়া। অরফিও এবং আমি দুজনে মিলে ক্যাপ্রি রক্ষা করব। অরফিও একজন ফিনানসিয়াল জিনিয়াস।

অরভিলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। জিনিয়াস, লিটল লেডি, আমি তো

মরিস স্কারলাত্তি হ্যামিলটনের কাঁধে টোকা দিয়ে ফিসফিস করল ওর কানে। এই মহিলা একটি বদ্ধ উন্মাদ। ওই দ্বীপটা মোটেই পানিতে ডুবে যাচ্ছে না। আমি ওকে কোনো শোতে নিতে পারব না। তাহলে এর কারণে বোকা বনতে হবে আমাকে।

মরিস, তোমার জায়গায় আমি হলে তোমার শোতে ওকে নিতামও না।

এদিকে ফ্রেঞ্চের অবস্থা কাহিল। তবু সে পারফিডিয়াকে অনুনয় করে বলল, পারফিডিয়া, আমার সঙ্গে চলো।

না। কেউ আমাকে একটা ড্রিংক এনে দাও। ব্রান্ডি এবং সোডা।

পারফিডিয়া। বিষাদক্লিষ্ট মুখে বলল ফ্রেঞ্চ। অনেক খেয়েছ আর কত?

ওকে অগ্রাহ্য করল পারফিডিয়া, অরফিও, আমি কি একটা ড্রিংক পেতে পারি?

ফ্রেঞ্চ পারফিডিয়ার একটা হাত ধরল। পারফিডিয়া ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তার হাত। ফ্রেঞ্চ এবারে তার কাঁধ চেপে ধরল।

অ্যাই, চেঁচিয়ে উঠল অরভিল, অত জোরে ধরতে হয় না, বিগম্যান।

সাস্টারের চোখে যেন ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। সে এক লাফে আগে বাড়ল। সে হঠাৎ সামনে চলে আসায় ব্যালান্স হারিয়ে ফেলল ফ্রেঞ্চ।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ফ্রেঞ্চ বলল, ইউ, ইউ লিটল সন অব আ বীচ, আমি জানি আমি তোমাকে আগেও কোথাও দেখেছি।

সাস্টার দুই কনুই পিস্টনের গতিতে চালাল। পারফিডিয়াকে ছেড়ে দিল ফ্রেঞ্চ। সাস্টারকে কষে থাপ্পড় মারল সে। সাস্টার চট করে মাথাটা সরিয়ে নিল। থাপ্পড়টা গালে না লেগে মাথায় লাগল। তার মাথা থেকে পরচুলাটা ছিটকে গেল, যেন পাখা গজাল গায়ে, টেরাসের দরজায় গিয়ে পড়ল।

অরভিল সাস্টারের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল ফ্রেঞ্চকে। সাস্টার তখন রাগে ফুঁসছে।

কুত্তার বাচ্চা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফ্রেঞ্চ। এই আমাকে ছাড়ো তো!

পারফিডিয়া চিৎকার দিতে লাগল। সে বাতাসে হাত ছুড়ে চেঁচাতে থাকল। ওয়েড, এখান থেকে চলে যাও! চলে যাও!

ফ্রেঞ্চ পিছু হঠতে হঠতে বলল, এজন্য তোমাকে পস্তাতে হবে, নির্বোধ নারী।

কেন আমাকে পশ্চাতে হবে? ওকে খোঁচা মারল পারফিডিয়া। আমি সবকিছু বাতিল করে দেব।

গলা ফাটাল ওয়েড। তোমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেব আমি। তুমি একটা টাকাও পাবে না।

হি হি করে হেসে উঠল পারফিডিয়া। তারপর এগিয়ে গেল সামনে। সপাটে চড় কষাল ফ্রেঞ্চের গালে।

টাশকা করে প্রচণ্ড শব্দ হলো। চড়ের শব্দে অতিথিদের সকলে কথা বন্ধ করে ফ্রেঞ্চ এবং পারফিডিয়ার দিকে তাকাল।

হাত দিয়ে গাল ঢাকল ফ্রেঞ্চ। ফিডো

আমাকে ফিডো বলে ডাকবে না। চেঁচিয়ে উঠল পারফিডিয়া।

তুমি আমাকে আহত করেছ– শারীরিক এবং মানসিক ভাবে। তুমি একটা অভদ্র।

পারফিডিয়ার গালির তোড়ে কুঁকড়ে গেল ফ্রেঞ্চ। তবু সে জিদ্দি গলায় বলল, অভদ্র? অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসল। তুমি আমাকে অভদ্র বলতে পারলে?

হ্যাঁ, পেরেছি, সবাইকে শুনিয়ে বলল পারফিডিয়া। আমি তোমাকে অভদ্র বলতে পারি এবং বলেছি। তুমি একটা অভদ্র।

ফ্রেঞ্চ সিনা টানটান করল। বুক ভরে দম নিল। তাকাল চারপাশে। তারপর থমথমে গলায় বলল, আমি এখন যেতে পারি? গুড নাইট, পিটার ফেলিক্স ভার্জিনিয়া সবাইকে শুভ রাত্রি। তারপর পিনপতন নীরবতার মাঝে সে সদর দরজায় পা বাড়াল।

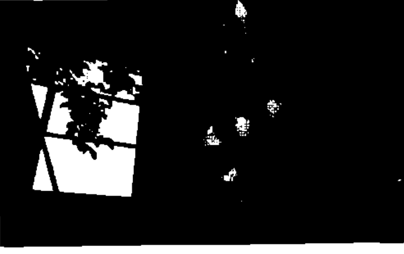
এবং আমার কাছ থেকে দূরে থাকো, পেছন থেকে কিচমিচ করে উঠল পারফিডিয়া। কামুক কোথাকার!

সে আবার অরভিলের বাহুতে সেঁধুল। অরভিল তাকে জড়িয়ে ধরল। দৃশ্যটা দেখে ভার্জিনিয়া চোখে আগুন জ্বলল। সে হ্যামিলটন এবং স্যালির কাছে গিয়ে বলল, আমাকে হোটেলে পৌঁছে দাও। আমি আর পার্টিতে থাকব না।

মরিস স্কারলাত্তি এগিয়ে এলো, ডিয়ার লেডি, বলল সে। আসুন আমি আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিই। তার কপালে ভাঁজ পড়ল। আমি অনেকক্ষণ হলো এসেছি। অনেক কিছু দেখলাম, শুনলাম। ডিয়ার বয়, সে হ্যামিলটনকে উদ্দেশ্য করে বলল, সবাই বেশ মজার লোক।

ওদের পেছনে বিড়বিড় করল পারফিডিয়া। অরভিল, সুইট অরফিও।

ইউ বেট, ব্যারোনেস বলল অরভিল।



হোটেলের রুমে ফিরে ওয়েড ফ্রেঞ্চ দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। সে চায় না কেউ তাকে বিরক্ত করুক। টাই ঢিলে করে নিয়ে বসে পড়ল বিছানায়। দারুণ ক্লান্ত লাগছে। সাস্টার নামের ছোকরাকে সে সেদিন নাথান সিনক্লেয়ারের পার্ক এভিন্যু অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের অফিসে দেখেছিল। একে আবার দেখে রীতিমতো চমকে গেছে ফ্রেঞ্চ। তারপর পারফিডিয়ার সঙ্গে ঝগড়া বিশ্রী হামলা। ভয় পেয়েছে ও। একটা ব্যাপার নিশ্চিত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নাথান সিনক্লেয়ার জেনে যাবেন যে, ওয়েড ফ্রেঞ্চ, নাথানের চরম শত্রু পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারকে সে ক্যালিফোর্নিয়ায় সঙ্গ দিচ্ছে।

গুড গড! এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে। পারফিডিয়া ওকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে। মহিলাকে যে সবাই বিশ্বাসঘাতিনী দুরাচারী বলে সম্বোধন করে, ঠিকই করে। এ নিয়ে আগে ঠাট্টা করত তারা। এখন আর ঠাট্টার বিষয় নয়। ফ্রেঞ্চ ভয়ানক হতাশায় ভুগছে।

জামাকাপড় ছাড়ল সে। ডিনার? এ কথা তো ভুলেই গিয়েছিল সে। এখন আর খিদেটিদে নেই। সে হ্যাঙারে সাবধানে ঝুলিয়ে রাখল সুট। শার্ট এবং টাই খুলে ঢুকল বাথরুমে। আয়নায় দেখল পারফিডিয়ার চড়ে গালটা এখনও লাল হয়ে আছে।

এখন? ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ক্যাপ্রি শেষ। মনে মনে প্রার্থনা করল ফ্রেঞ্চ ছাতার দ্বীপটা যেন পারফিডিয়াকে শুদ্ধ সমুদ্রে ডুবে যায়, সে সঙ্গে তার পাগলী মেয়ে আর গুন্ডা জর্জও যাকে পারফিডিয়া চোখের পলকে পিতৃহীন ইটালিয়ান নোবলম্যান বানিয়ে দিয়েছে। লোমহীন জর্জের কথা মনে পড়তে হাসল ফ্রেঞ্চ। সে যৌন উত্তেজনা বোধ করছে দেখে অবাক হলো না মোটেই। সে উদ্রিত লিঙ্গ মুঠোয় চেপে ধরে বাথরুম থেকে বেরুল।

নিউইয়র্কে এখন গভীর রাত। তবু তাতে কী আসে যায়? ইভলিন তার কণ্ঠ শুনতে পেলে খুশিই হবে।

ইভলিন, ডার্লিং, বলল সে। ওয়েড বলছি।

কে?

মস্তিস্কে যেন কেউ বরফ শীতল কিছু ঢুকিয়ে দিল।

আমি, ওয়েড।

আমি কোনো ওয়েডকে চিনি না, বলল সে। একজন ওয়েডকে চিনতাম কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে গিয়ে মরে গেছে।

বরফের বর্শাটা ফ্রেঞ্চের শিরদাঁড়ায় প্রবেশ করল। কী? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্যালিফোর্নিয়া গেছ ব্যবসার কাজে? ফেলিক্সকে কাগজপত্র দিতে? তুমি তো সারাক্ষণ পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের সঙ্গে আছ। আমি সব জানি।

কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ইভলিনের। হয়তো মদ খেয়েছে ও, মরিয়া হয়ে বিশ্বাস করার চেষ্টা করল ফ্রেঞ্চ। না, না, তা নয়, ইভলিন। পারফিডিয়ার সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেছে আমার।

ওয়েড, ভয়ানক শীতল শোনাল ইভলিনের কণ্ঠ, ফ্রেঞ্চের কলজেয় গিয়ে আঘাত হানল। আমি বোকা নই, বাট নেভার মাইন্ড। আমি কাল নাথান সিনক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সে হয়তো আমাকে বলতে পারবে তুমি কোনো গোপন মিশনে ক্যালিফোর্নিয়া গেছ।

আমার মনে হয় না তাকে এসব বলে কোনো লাভ হবে, ধীর গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। কিছু জিনিস আছে যা তার না জানাই ভালো। ইভলিন আমি কিছু কথা বলতে চাই যাতে তোমার উপকার হবে।

নিশ্চয়, তিক্ত গলায় বলল ইভলিন। আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি, ওয়েড।

ইভলিন, বিড়বিড় করল ফ্রেঞ্চ। তুমি জানো আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।

বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠল ইভলিন। বিদায়, ওয়েড।

ফোন কেটে গেল, হাতে রিসিভার নিয় হতভাগার মতো বসে রইল ফ্রেঞ্চ। তার দাঁড়ানো পুরুষাঙ্গ নেতিয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারছে সে সব হারিয়েছে। পারফিডিয়া ইভলিন। সে কী করবে?

কেটে পড়াটাই এখন বাকি রয়ে গেছে। তাকে অবশ্যই নিউইয়র্ক ফিরে ইভলিনকে যুক্তি দিয়ে সবকিছু বোঝাতে হবে। তবে সেটা আগামীকালের আগে সম্ভব নয়। সে চিন্তা করতে লাগল। সিনক্লেয়ার যখন ইভলিনের কাছ থেকে জানতে

পারবেন সে পারফিডিয়াকে সঙ্গ দিচ্ছে, সেই মুহূর্তে হাউজ অব সিনক্লেয়ারের সঙ্গে তার সমস্ত লাভজনক ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য ফ্রেঞ্চের অন্যান্য ক্লায়েন্টও রয়েছে। সিনক্লেয়ারের ঝুড়িতে সে সব ডিম রেখে দেয়নি। সে লিগাল এস্টাবলিশমেন্টের একজন সম্মানিত স্তম্ভ। সে ইউনিভার্সিটি ক্লাবের একজন সদস্য। নিউইয়র্কে তার অ্যাপার্টমেন্ট আছে, নিউ কার্পিতে রয়েছে প্রোপার্টি, তার একটি সুইশ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কথা কাউকে জানায়নি। হ্যাঁ, তার এত কিছু আছে। না, সে শেষ হয়ে যায়নি। অতটা খারাপ অবস্থা তার নয়। চেয়ারের হাতল চেপে ধরল ফ্রেঞ্চ। ক্ষমতা! এখনও সে ধরে রেখেছে ক্ষমতা।

সে ফোন তুলে পারফিডিয়ার সুইটে ডায়াল করল।

হাই। সাড়া দিল জর্জ।

জর্জ, বলল ফ্রেঞ্চ, তুমি আমার রুমে এক মিনিটের জন্য আসতে পারবে, প্লিজ? পারফিডিয়ার জন্য একটি মেসেজ আছে।

আচ্ছা, এক শব্দে জবাব দিল জর্জ।

ফ্রেঞ্চ সিধে হলো, হাতের পেশি ফোলাল। তারপর সিলিংয়ের দিকে তুলে ধরল হাত। একদা সে ফুটবল খেলত।

তারপর হেঁটে দরজার কাছে গেল। অপেক্ষা করছে। কয়েক সেকেন্ড পরে হালকা টোকা পড়ল দরজায়। ফ্রেঞ্চ ছিটকিনি নামিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

জর্জ দাঁড়িয়ে আছে। নগ্ন পা। মুখে সেই নির্বোধের হাসি। গায়ে টি-শার্ট, পরনে সুতির প্যান্ট।

ভেতরে এসো, বলল ফ্রেঞ্চ।

জর্জ ঘরে ঢুকল। ফ্রেঞ্চ দরজা বন্ধ করে আবার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। আড়ষ্ট হয়ে গেল জর্জ। ফ্রেঞ্চের মতবল সে বুঝতে পেরেছে।

না, বলল সে।

হ্যাঁ, বলল ফ্রেঞ্চ।

জর্জ দরজার দিকে ছুটল। কিন্তু ফ্রেঞ্চ তাকে চট করে ধরে ফেলল। কোমরের কাছটা ধরে তুলে ফেলল শূন্যে। বুকের সঙ্গে নরম হিলহিলে শরীরটা ঠেসে ধরে চাপ দিল। প্রচণ্ড চাপে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল জর্জ। ওকে বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলল ফ্রেঞ্চ। তারপর ওর জামাকাপড় খুলে ন্যাংটা করে দিল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকল ফ্রেঞ্চ। নগ্ন শরীর চোখ বুলাচ্ছে।

এখন জর্জ, অন্যমনস্ক সুরে বলল সে। এখন



অরভিল জোনস জানে না এটাকে সে নিয়তি বলবে নাকি দৈব ঘটনা। এই তো সেদিন সে ওহায়োর রান্নাঘরে বসে ঘোষণা করেছিল ক্যালিফোনিয়া যাচ্ছে। আর আজ সে এই দুর্দান্ত সুন্দরী মহিলার সঙ্গে বেভারলি হিলস হোটেলে চলেছে।

অরফিও, বলল পারফিডিয়া, আমাকে তুমি সুইটে নিয়ে চলো।

নিশ্চয় ব্যারোনেস।

লরি পার হয়ে ওরা এলিভেটর ঢুকল। ওপরে এসে, করিডোর ধরে হাঁটার সময় পারফিডিয়া নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে অরভিলকে কথা বলতে মানা করল। সে রত্নখচিত হ্যান্ডব্যাগ খুলে চাবি বের করে দরজা খুলল।

প্রবেশ করো, মৃদু গলায় বলল পারফিডিয়া, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অরভিলের দিকে। তাকে দারুণ লাগল।

অরভিল ঘরে ঢুকল। মেরিনাকে দেখল কাউচে বসে টিভি দেখছে। ওকে দেখে খুশি হতে পারল না অরভিল। পরনে খুবই খাটো একটি নাইট গাউন। পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে মেরিনা। তার যৌনকেশ দেখতে পাচ্ছে অরভিল।

ডার্লিং, জিজ্ঞেস করল পারফিডিয়া। জর্জ কোথায়?

মেরিনা খেঁকিয়ে উঠল '*weg*' টিভি থেকে চোখ তুলল না।

চলে গেছে? কোথায় গেছে মেরিনা?

ডানে-বামে মাথা নাড়ল মেয়েটা।

গড, ওদের নিয়ে যে কী করি। হতাশ একটা ভঙ্গি করল পারফিডিয়া। মেরিনা, তোমার নিশ্চয় মি. জোনসকে মনে আছে।

শিশুদের মতো সরল চোখজোড়া একবার দেখল অরভিলকে। Der Mann

হ্যাঁ, ডার্লিং, সেই লোকটি। অসহায় ভঙ্গিতে অরভিলের দিকে তাকাল পারফিডিয়া যেন কী করবে বুঝতে পারছে না।

এসো, অরফিও।

পারফিডিয়ার পেছন পেছন পরের রুমে ঢুকল অরভিল। এটা বেডরুম। দরজা বন্ধ করে দিল পারফিডিয়া।

আমার কেপটা (আস্তিনবিহীন ঊর্ধ্বাঙ্গের জামা) একটু খুলে দাও, প্লিজ, বলল সে। অরভিলের দিকে পেছন ফিরল যাতে জামার বোতামগুলো খুলতে সুবিধে হয় ওর। বোতামে হাত দিয়েছে অরভিল, পারফিডিয়া ওর হাত ধরে চাপ দিল, তারপর চুম্বন করল।

ডিয়ার ম্যান, ফোঁস করে শ্বাস ফেলল সে, একদম সহজ-সরল একটা মানুষ।

হেসে উঠল অরভিল। আমি অত সহজ-সরল নই, লিটল লেডি।

পারফিডিয়া অরভিলের একটা হাত তার বুকের ওপর রাখল। তারপর আঃ করে শ্বাস ফেলল।

জাস্ট এ মিনিট। লিটল লেডি, বলল অরভিল, আগে কেপটা খুলে ফেলি কেমন?

সে সাবধানে পারফিডিয়ার ঊর্ধ্বাঙ্গের জামাটি খুলে একটা চেয়ারের ওপর রাখল। পারফিডিয়া হাত বুলাল চুলে, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, দ্রুত ওঠানামা করছে বুক। সে অরভিলের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর চেপে ধরল।

আহ্-আ! বলল পারফিডিয়া। অবশেষে আমি আমার মনের মানুষের খোঁজ পেয়েছি। যার সঙ্গে মৃত পুটজির তুলনা চলে।

সে তোমার স্বামী ছিল? মারা গেছে? জিজ্ঞেস করল অরভিল। দু'একজন জার্মান ব্যারনের সঙ্গে কীভাবে তার তুলনা হতে পারে বুঝতে পারল না অরভিল।

আমরা ওয়াইন খাব, প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল পারফিডিয়া। কেবিনেটের ওপর রাখা শ্যাতু লুভেরর বোতলটা খোল। আমি নিজেকে তাজা করার জন্য ওই জিনিসটা খাই।

সে দ্রুত বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। অরভিল কেবিনেটে গেল বোতল আনতে। বোতলের মুখ থেকে ফয়েল খুলে ফেলল। তারপর ছিপি খুলল। মৃদু পপ্ শব্দে খুলে গেল ছিপি। বোতলে নাক ঠেকাল অরভিল। ফরাসি মদ। চমৎকার গন্ধ। সে একটি গ্লাসে সামান্য মদ ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল। চমৎকার স্বাদ।

তারপর ওকে চমকে দিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল পারফিডিয়া। তার হাত দুটো নগ্ন, স্পর্শে অরভিল বুঝতে পারছে বাকি শরীরেও সুতো গাছটি নেই।

প্রিয় অরফিও, অরভিলের ঘাড়ের খাটো চুলের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল পারফিডিয়া। ও নাকে টেনে নিল পারফিডিয়ার শরীরের ঘ্রাণ। মদের মতো গন্ধ

আসছে পারফিডিয়ার গা থেকে। সে অরভিলের জ্যাকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল, বুক থেকে হাত নেমে গেল পেটে। সেখানে থেকে উরু হয়ে ওর পুরুষাঙ্গ খামচে ধরল পারফিডিয়া।

যীশাস, লিটল লেডি।

অরভিলকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কদম পিছাল পারফিডিয়া। তার নগ্ন দেহ চকচক করছে। পারফিডিয়ার দেহবল্লরী ছিপছিপে, সুঠাম। বুকজোড়া ভীষণ খাড়া, গোল পেট, দুই উরুর মাঝখানে ঘন ঝোপ।

ওয়াও। ফিগার বটে তোমার, লিটল লেডি। সত্যি এরকম দুর্দান্ত ফিগার জীবনে দেখেনি অরভিল।

তোমার জামা-কাপড় খুলে ফেল, অরফিও, বলল পারফিডিয়া।

নিশ্চয়! অরভিল ঝটপট জ্যাকেট খুলে ওটা ছুড়ে মারল পারফিডিয়ার কেপের ওপর। নীল টাই আলগা করে মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে নিল। তারপর খুলে ফেলল জুতা এবং পারফিডিয়ার উত্তেজিত চেহারা দেখে আরও দ্রুত প্যান্ট। মাথা ঝাঁকাল পারফিডিয়া। অরভিলের জকি শর্টস ফুলে আছে। ওদিকে ক্ষুধার্তের মতো তাকিয়ে রইল পারফিডিয়া। মুখে লাজুক হাসি ফুটিয়ে শর্টস খুলে ফেলল অরভিল। পারফিডিয়ার দিকে ওটা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠল।

ইয়েস, ঘন হয়ে উঠেছে পারফিডিয়ার নিঃশ্বাস। ইয়েস, আর একটিও কথা না বলে, লজ্জার ধার না ধেরে সে এগিয়ে এলো এবং দুই হাতে জিনিসটা চেপে ধরল। এটা একটা স্ট্যালিয়ন, অরফিও, ঘন গলায় বলল পারফিডিয়া।

ধীরে ধীরে শক্ত মাংসখণ্ডটাকে হাতে ধরে মোচড়াতে শুরু করল সে। আদর করছে। অরভিল হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল পারফিডিয়ার উদ্ধত বক্ষ, ছোট ছোট বাদামী স্তনে তার আঙুল খেলা করতে লাগল। পারফিডিয়ার চোখ বুজে এলো, অরভিল যখন একটি হাত তার দুই উরুর ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল তখন সে গুঙিয়ে উঠল।

অরফিও, বলল পারফিডিয়া, ক্যাপ্রিতে আমাদের একটি প্রথা আছে ...

তোমাকে কি আমি ফিডো বলে ডাকতে পারি? ফ্রেঞ্চের ডাকটা মনে পড়ে গেছে অরভিলের।

গুড, গুড, নো, অরফিও, চোখ মেলে চাইল পারফিডিয়া। তুমি কি পাগল? এটা তো দূর অতীতের কথা।

তাহলে পার্ফ বলে ডাকি? পারফিডিয়ার সংক্ষিপ্ত নাম বলল অরভিল, বারবার ব্যারোনেস বলতে ভাল্লাগছে না। পার্ফ... দ্য পারফেক্ট লিটল লেডি।

ইয়েস, ফাইন, ফাইন, অধৈর্য শোনাল পারফিডিয়ার কণ্ঠ। তবে আগে প্রাচীন ক্যাপ্রির প্রথা। এর সঙ্গে ওয়াইন এবং স্যাক্রিফাইস জড়িত।

ওয়াইন এবং স্যাক্রিফাইস? কেমন.অদ্ভুত শোনাচ্ছে না? কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল অরভিল, তুমি ক্যাপ্রি ছাড়া কিছু ভাবতে পারো না, না?

ক্যাপ্রি? আমার শিকড় রয়েছে ক্যাপ্রির পাথুরে মাটিতে, অরফিও। ক্যাপ্রি আমার স্বর্গ।

পারফিডিয়া অরভিলকে নিয়ে কেবিনেটে গেল। ওখানে ফরাসি মদের বোতলটি দাঁড়া করানো। পারফিডিয়া যত্নের সঙ্গে একটি ওয়াইন গ্লাস বেছে নিয়ে ওটা অরভিলের অণ্ডকোষের থলের নিচে রাখল। ওর অণ্ডকোষ জোড়া গ্লাসের মধ্যে ঝুলতে লাগল। তারপর পারফিডিয়া অরভিলের পুরুষাঙ্গের ওপর লাল মদ ঢালতে লাগল গ্লাসটি পূর্ণ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত। অরভিল কিছু না বলে শুধু দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। যীশাস। এরকম প্রথার কথা সে জীবনে শোনেনি।

নো নো নো, ফিসফিস করল পারফিডিয়া। তোমার জিনিসটাকে মদ খেতে দাও।

পাঁচ-দশ মিনিট বাদে পারফিডিয়া গ্লাসটি নিয়ে নিজের মুখে ছোঁয়াল। বিস্মিত অরভিল জিজ্ঞেস করল, পার্ফ   তুমি কী করছ?

জবাব দিল না পারফিডিয়া। সে গ্লাসে চুমুক দিল। তার শরীর দারুণ কেঁপে উঠল। এটা এখন ছাগলের রক্ত হয়ে গেছে। বলল সে অরভিলকে। আমি ছাগলের রক্ত পান করছি।

পারফিডিয়া চোখ বড় বড় করে ঢক ঢক করে গিলতে লাগল মদ। পুরো গ্লাস শেষ করে ওটা নামিয়ে রাখল।

আমাদের ট্রাডিশন মেনে চলতেই হবে, তৃপ্তির হাসি পারফিডিয়ার মুখে। এখন আমরা এগোতে পারি।

তারপরে সে অরভিলকে নিয়ে উন্মত্ত এবং বিকৃত যৌনতায় মেতে উঠল। অরভিল যখন পারফিডিয়ার শরীরে প্রবেশ করল তখন সে তীব্র চিৎকার দিতে লাগল। মনে হলো ঘর ফেটে যাবে। প্রতিটি ধাক্কায় এমন জোরে চেঁচামেচি করছে পারফিডিয়া, পড়শীর ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য। কিন্তু ওকে ছাড়ল না অরভিল। প্রবল শক্তিতে রমন করেই গেল।

এমন সময় বেডরুমের দরজা খুলে গেল। মেয়েটা এসেছে? তাতে কী? এখন অরভিল থামতে পারছে না।

Mutti? মেরিনার কণ্ঠ ভেসে এলো। আহ, ডার্লিং, হাঁপাতে হাঁপতে সাড়া দিল পারফিডিয়া। মুত্তি এখন ব্যস্ত।

চুপ করো, ডার্লিং... কর্কশ গলায় ধমক দিল পারফিডিয়া। দেখতে পাচ্ছ না ...

মেয়েটি যে হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে চলে এসেছে তা অরভিল টের পায়নি। এমন সময় ছোট ছোট নরম হাতের স্পর্শ পেল সে। তার অণ্ডকোষ চেপে ধরেছে, ওকে টেনে সরিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু পারফিডিয়াকে প্রবল শক্তিতে ধরে থাকল অরভিল, আইস ব্রেকারের মতো গুঁতিয়েই চলেছে, তারপর তার বিস্ফোরণ ঘটল। চেঁচিয়ে উঠল,

অ্যাই! আমার অণ্ডকোষ ছেড়ে দাও। দাও বলছি।

কিন্তু মেরিনা শুনল না। দু'হাতে চেপে ধরে রইল। পারফিডিয়া অরভিলের গায়ের নিচে, কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বেদম হাঁপাচ্ছিল এবং চিৎকার করছিল।

ওকে আমার অণ্ডকোষ ছেড়ে দিতে বল।

মেরিনা, মেরিনা, হুঙ্কার ছাড়ল পারফিডিয়া। *lars los*!

তখন মেরিনার হাতের বন্ধন আলগা হলো। অরভিল মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। মেয়েটা অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এটা কি একটা পাগল? মা রতিক্রিয়া করছে আর মেয়ে এসে উঁকি দিচ্ছে। এর কোনো মানে হয়?

যীশাস, কিড, তুমি অন্য রুমে যাও না। আমাদের একটু একা থাকতে দাও।

গড়ান দিয়ে চিত হলো পারফিডিয়া। বুকজোড়া ঘন ঘন উঠছে-নামছে। ডার্লিং, বিড়বিড় করল সে। টিভি দেখো গিয়ে। *beh, beh* মেরিনা।

মেরিনা তারপর যে কাণ্ডটি করে বসল তার জন্য ওকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না অরভিল। সে ঠাস করে অরভিলের মুখে চড় বসিয়ে দিল। ওকে উল্টো থাপ্পড় মারতে যাচ্ছিল অরভিল। কিন্তু মেয়েটা জার্মান ভাষায় ওকে গালাগাল করতে করতে অন্য রুমে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা।

ওহ, অরফিও, বলল পারফিডিয়া, ডার্লিং অরফিও। আমরা শীঘ্র ক্যাপ্রি রওনা হবো। তুমি সোমবার সকালে চেকের ব্যবস্থা করতে পারবে না?

নিশ্চয় পারব, বলল অরভিল, তারপর তিক্ত গলায় যোগ করল, এর জন্যই কি আমাদেরকে এই প্রথার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো? যাতে আমি চেকটি নিশ্চিত করতে পারি?

না, না, চেঁচিয়ে উঠল পারফিডিয়া। চেক পাবার পর আমরা চলে যাব, তুমি এবং আমি।

আমি কখনো ক্যাপ্রি যাইনি, স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল অরভিল। বিগরেড ওয়ানে থাকার সময় শুধু একবার ইউরোপে গিয়েছিলাম। আর যাওয়া হয়নি।

এখন তুমি ক্যাপ্রির ব্যারন হবে, শ্বাস ফেলল পারফিডিয়া।

আর ও? অন্য রুমটির দিকে আঙুল তুলে দেখাল অরভিল।

আমার ছোট্ট মেয়েটি তো অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যাবে।

আর সেই টাক মাথা ছোকরা?

না, খিটখিটে গলায় বলল পারফিডিয়া। ওকে এয়ারপোর্টে আমরা বিদায় করব।

মাথা নাড়ল অরভিল। তোমার মেয়েকেও নেওয়া চলবে না।

কী বললে? মাথা তুলল পারফিডিয়া। তা হবে না।

আমরা রতিক্রিয়া করব আর তখন তোমার মেয়ে এসে আমার অণ্ডকোষ ধরে টানাটানি করবে তা-ও হবে না।

অরভিলের রূঢ় কথায় হতভম্ব হয়ে গেল পারফিডিয়া।

কিন্তু ওর কী হবে?

মাথা নাড়ল অরভিল। সে আমি জানি না। যদি ব্যাপারটা শুধু তোমার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, পার্ফ, তাহলে কেবল তুমি আর আমিই থাকব।

সে হাত বাড়িয়ে পারফিডিয়ার স্তন স্পর্শ করল। একটা আঙুল দিয়ে বোঁটার চারপাশে বৃত্ত আঁকল, তারপর আঙুলটা নেমে এলো বুকের খাঁচায়। মুখ নামিয়ে বাম স্তনে ঠোঁট ছোঁয়াল। তার স্পর্শে কেঁপে উঠল পারফিডিয়া। জল চলে এলো চোখে। শোনো, পার্ফ, বলল অরভিল। তোমাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই হবে।

অরফিও, গুঙিয়ে উঠল পারফিডিয়া। তুমি আমার প্রভু। তুমি যা বলবে তা-ই হবে।





নিউইয়র্কে রোববারের সকালটা যেন একটু দ্রুত মাথা উঁচিয়ে তাকাল। আজ বৃষ্টি হচ্ছে। ইভলিন এক পট কফি বানিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাটি নিয়ে। দুপুর পর্যন্ত টানা পত্রিকা পড়ল তারপর উঠে সেরে নিল গোসল। কালো স্টকিং পরে গার্টার বেল্ট বাঁধল। নাথান স্টকিং এবং গার্টার বেল্ট সবসময়ই পছন্দ করেন। তারপর সে একটি নরম পশমি কাপড় বেছে নিল, গলায় পরল মুক্তার হার। সে যখন বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ততক্ষণ ধরে এসেছে বর্ষণ। পার্ক এভিন্যুতে হেঁটে যাবে বলে গায়ে রেইনকোট চাপিয়ে নিল ইভলিন, বাছাই করল একটি সুদৃশ্য ছাতা। দেড়টা নাগাদ সে বেরিয়ে পড়বে।

পকেট বুকের জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখতে এক মুহূর্ত বসল ইভলিন। সবচেয়ে জরুরি জিনিস হলো লম্বা, লিগাল ডকুমেন্টটি এবং তার ভেতরে লেখা উইল।

বাইরের আবহাওয়া ভিজে এবং তাজা। মন্থর গতিতে হাঁটা দিল ইভলিন কারণ বেশি দূরে যেতে হবে না তাকে। সে ভবন, ট্যাক্সিক্যাব, তার যাত্রী, পথচারী ইত্যাদি দেখতে দেখতে হেঁটে চলল। আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কেউ তাকে চিনতে পারছে না। এবং এরা জানে না আজ সিনক্লেয়ারের টাকা-পয়সা, সম্পত্তি সবকিছু হাত বদল হবে।

দুটো বাজার দশ মিনিট আগে নাথানের অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে পৌঁছে গেল ইভলিন।

মি. সিনক্লেয়ারের সুইট, এলিভেটর অপারেটরকে বলল ও।

হলুদ রঙের রোব পরা, বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট এক তরুণকে এলিভেটরের দরজায় তাকে স্বাগত জানাতে দেখে মোটেই অবাক হলো না অরভিল। তরুণটি টাক মাথা, মোটাসোটা ওষ্ঠ।

মিসেস জেমস?

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল ইভলিন। হ্যাঁ।

ভেতরে আসুন, বলল তরুণ। আমি পল। মি. সিনক্লেয়ার আপনাকে আশা করছেন।

গুড।

পল ওকে নিয়ে আউটার অফিসে ঢুকল। এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলল। সে আরেকটি দরজা খুলল। তারপর আরেকটি। ঘরগুলো নীরব। তাই সামান্য শব্দও পরিষ্কার শোনা যায়। একটু পরেই পলের পদশব্দ শুনতে পেল ইভলিন। ফিরে আসছে।

ঠিক আছে, বলল পল। আসুন আমার সঙ্গে।

স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে নার্ভাস ইভলিন। কেনই বা হবে না। খুব বেশি মানুষ তো আর বিখ্যাত নাথান সিনক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। তবে লোকটিকে যখন দেখল ইভলিন, আগের চেহারার সঙ্গে মেলাতে বেগ পেতে হলো ওকে। নাথান শুধু বুড়িয়েই যাননি, তাঁর চেহারায় প্রাচীনতার ছাপ পড়েছে। মুখের চামড়া ঝুলে গেছে, হাড়ের সঙ্গে বিবর্ণ লেটুসের মতো লেগে আছে। নাকটা কেমন মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, শরীরের হাড়গোড়গুলোও তাই, ছুচালো থুতনি। ছানিপড়া দুর্বল একজোড়া চক্ষু। এ মানুষটার দিকে তাকাতে কেমন লজ্জা লাগছে ইভলিনের। উলের কম্বলে ঢাকা শরীরটা প্রায় চেনাই যায় না।

নাথান, বিড়বিড় করল ইভলিন, যেন তার হৃদয় ভেঙে যাবে।

ঘড়ঘড়ে গলায়, অস্পষ্ট স্বরে কথা বলে উঠলেন তিনি। ইভলিন, তুমি? ইভলিন, তুমি অবশেষে আমায় দেখতে এলে?

নাথানের চক্ষু একটু যেন সচেতন হয়ে উঠল। বিস্ফারিত হলো। মনে হলো গোটা মুখ জুড়ে কেবল ওই চক্ষুজোড়াই আছে। তাঁর সমস্ত অবয়বের মধ্যে শুধু ও দুটোই জ্যান্ত আর সব মরা। এবং তার মাথার চুল। মাথায় যে ক'গাছি চুল আছে ওগুলো ধবধবে সাদা পাতলা এবং লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে মাথার পেছনে।

আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, নাথান, বলল ইভলিন, এখন তার ভয়ভয়ও করছে। আমি এসেছি কারণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ, বাধা দিল... পল। এখন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে বলার সময় নয়, মিসেস জেমস। দেখতেই পাচ্ছেন মি. সিনক্লেয়ার খুব ক্লান্ত।

ঘুরল ইভলিন। পলের হাত খামচে ধরে তাকে বিছানার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ওর তুমি কী করেছে, কুত্তার বাচ্চা? ক্রুদ্ধ গলায় বলল ইভলিন। ওকে ডাক্তার দেখাও না?

পলও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ইভলিনের দিকে। আমি ওনার দেখাশোনা করি। মি. সিনক্লেয়ার ডাক্তার-কবিরাজ পছন্দ করেন না।

ওনাকে ডাক্তার দেখানো উচিত, নিরাসক্ত গলায় বলল ইভলিন। এজন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন নাথান, কী? তোমরা দুজনে কী কথা বলছ?

ইভলিন জোরে বলল, আমি চাই ও এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাক।

পল আপত্তি করতে গেল, কিন্তু নাথান হাড় জিরজিরে হাত নাড়লেন। বেরোত।

ইভলিনের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পল।

দরজা বন্ধ করতে দাও, হুকুম দিল ইভলিন।

নাথানের বিছানার ধারে পিঠ খাড়া একটি চেয়ারে বসল ইভলিন তারপর তার কর্তব্য পালন করতে সামনে ঝুঁকল। নাথানের কুৎসিত গালে চুমু খেল। চোখ কুঁচকে গেল নাথানের, চোখের কোণায় জল। তবে ওটা জল নয়, ছানি। গড, এ যে কী বুড়িয়ে গেছে। এর আর বেশিদিন আয়ু নেই। ভাবতেই শিউরে ওঠে ইভলিন, ঠোঁট নিয়ে এলো চিমসানো কানের পাশে। ওয়েড ফ্রেঞ্চ ক্যালিফোর্নিয়া গেছে পারফিডিয়ার সঙ্গে।

ঝাঁকি খেলেন নাথান। কী?

জী। ওয়েড এবং পারফিডিয়া। ওয়েড একটা বিশ্বাসঘাতক নাথান, সে সবসময় তোমার বিরুদ্ধে ছিল।

ওহ, ক্রাইস্ট, বিড়বিড় করলেন তিনি। হুঙ্কার ছাড়তে গিয়েও পারলেন না। ক্রাইস্ট। বিশ্বাসঘাতক। সবাই বেইমান।

হ্যাঁ, সবাই বেইমান। শুধু একজন ছাড়া, নাথান।

নাথান জানেন ইভলিন কার কথা বলছে। হ্যাঁ, ইভলিন, তুমি। ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন তিনি। তুমি আমার বন্ধু। আমার শেষ একমাত্র বন্ধু।

আর এ ছেলেটি? কে ও?

কেউ না, ফিসফিস করলেন নাথান। পল, ও আমার দেখভাল করে। আরও কয়েকজন আমার দেখভাল করত সিমন, সাস্টার এবং বেবিলন। ওরা চলে গেছে।

নাথান, গলায় আকুতি ফোটাল ইভলিন, এখন থেকে আমি তোমার দেখভাল করব। তুমি ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছ।

হ্যাঁ, আমি দুর্বল হয়ে গেছি, স্বীকার করলেন নাথান, তুমি আমাকে সাহায্য করবে, ইভলিন?

মাথা দোলাল ইভলিন। ভাবছে নাথানকে কখন লিগাল ডকুমেন্ট দেখাবে। এখন কোনো ভুল করা চলবে না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সে চুপিচুপি পকেট বুক খুলে কাগজখানা বের করল ।.নাথানের বিছানার পাশের টেবিলে রাখল। ওর সাবধান হওয়ার কারণ আছে।

ইভলিন এখন অন্য চিন্তা করছে। নাথান টাকার কথা ভাবছেন। টাকা ছাড়া অন্য কিছুর কথা তিনি ভাবতেই পারেন না।

ইভলিন, ফিসফিস করলেন তিনি, তুমি আমার দেখভাল করবে আমি সেরকম উইল করব।

ওহ, নাথান, শোকাতুর হয়ে ওঠার ভান করল ইভলিন। তুমি

না, না, তোমাকে কথাটি বলা দরকার, ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন তিনি। আমি এখন জানি আমি মারা যাব। একসময় ভাবতাম আমি বুঝি কোনোদিন মরব না। কিন্তু এখন আমি জানি। তোমাকে আবার দেখার পরে, আমি জানি। তোমার বয়স এখনও কত কম। কিন্তু একদিন তুমিও বুড়ি হবে, ইভলিন।

জানি আমি, বিড়বিড় করল ইভলিন।

তুমি কি আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে? জিজ্ঞেস করলেন তিনি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

করব, নাথানের বিষয়ে দু'একটি ভালো কথা স্মরণ করে চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে দিল ইভলিন। কিন্তু ওই ছেলেটার কী হবে?

ওকে বের করে দাও, ইভলিন, ওকে বের করে দাও। ওকে আমার আর প্রয়োজন নেই। ইভলিন নাথানের গলার স্বর কেমন ভুতুড়ে শোনাল। ওকে দেখলে আমার ভয় লাগে। মনে হয় ও আমাকে ঘৃণা করে।

ঠিক আছে, নাথান। আমি ওকে বের করে দেব। একটু থেমে যোগ করল, আমি ফেলিক্সকে ডিভোর্স দিচ্ছি, নাথান। বইটা

গুঙিয়ে উঠলেন নাথান, ডানে-বামে মাথা নাড়ছেন। বইটা, ইভলিন, ওই ছাতার বই। ওটা আমার জন্য একটা যন্ত্রণা। দ্যাটস হেটফুল।

হ্যাঁ, নাথান। নাথানের অন্তর জুড়ে রয়েছে ঘৃণা অথচ কেউ তাকে ঘৃণা করলে তিনি ভীত হয়ে ওঠেন।

তুমি কি আমার প্রতি সদয় হবে, ইভলিন?

ইভলিনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এটা হলো নাথানের নিজেকে প্রকাশের অভিব্যক্তি। যতবার ইভলিন সিনক্লেয়ার টাওয়ার্সে একাকী গেছে, ততবরই এভাবে

নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। সে ব্র্যাংকেটের দিকে তাকাল। নাথানের উরু কাঁপতে শুরু করেছে।

ইভলিন, মৃদু গলায় বললেন তিনি, আমি তোমার মুখখানা দেখছি। তুমি যদি আমার প্রতি সদয় হও তাহলে সবকিছু পাবে। কথা দাও।

হ্যাঁ, নাথান, বলল ইভলিন, তার ঠোঁট কাঁপছে। ঘিন ঘিন করছে আত্মা। আমি তোমার প্রতি সদয় হবো। সবসময় কি তাই ছিলাম না?

চেয়ার থেকে উঠে কংকালসার দেহটির পাশে এসে বসল সে। একটা হাত রাখল নাথানের গালে, আদর করতে লাগল। অন্য হাতটি বাড়িয়ে দিল লিগাল পেপারের দিকে।



তোমার কথাটা নিয়ে ভাবছিলাম আমি, গাড়িতে বসে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল স্যালি। ওরা মোনা প্রিসিয়ানের বাসায় যাচ্ছে।

আমি কী বলেছিলাম? জিজ্ঞেস করল পিটার।

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্যালি। নাম বদলানোর বিষয়ে।

ওহ্?

ওর দিকে না তাকিয়ে, কোলের ওপর হাত রেখে বিড়বিড় করল স্যালি, তুমি যদি চাও, কাজটা আমি করব। তুমি ঠিকই বলেছ। কাজটা করলে ভালোই হবে।

হেই গুড! তুমি রাজি হয়েছ বলে আমি খুশি।

ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে কথা বলল স্যালি। তুমি যখন ইয়ে   কবে শেডুল করতে চাও?

কিছু প্রিলিমিনারী পেপারওয়ার্ক হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ, বড় জোর দশ দিন লাগবে শেষ হতে। তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই। আড়চোখে স্যালিকে দেখল সে।

ঠিক আছে, বলল স্যালি। আমি আমার বইতে এটা লিখে রাখব।

মাথা দোলাল হ্যামিলটন। চমৎকার একটা দিন, তাই না? তবে আমাদের পার্টিটা ফেঁসে গেছে। ন্যাশনাল ইনকুইরারে নিশ্চয় খবর বেরুবে।

হুঁ, সংক্ষেপে বলল স্যালি। ঠোঁট কামড়াল, মুখখানা সোজা রাখতে চাইছে। তবে পরক্ষণে সে চিৎকার দিয়ে উঠল, ইউ বাস্টার্ড, হ্যামিলটন। ইউ আর আ রিয়েল ডিং-আ-লিং।

তুমিও তাই, সিলি স্যালি।

স্যালি ওর পেটে গুঁতো মেরে জড়িয়ে ধরল।

অ্যাই, সাবধান। গাড়ি চালাচ্ছি তো।

আই লাভ ইউ, হ্যামিলটন, চেঁচাল স্যালি।

গুড, বলল হ্যামিলটন।

মোনার চাকর ওয়াং ওদেরকে বাড়িতে নিয়ে এলো, ইশারায় সুইমিংপুল দেখাল। বাইরে, উষ্ণ সূর্যালোকে মোনা এবং ফেলিক্স পাশাপাশি ডেক চেয়ারে বসে আছে। ওদের চুল ভেজা। তার মানে ওরা পানিতে ছিল।

ডিয়ার পিপল, বলল মোনা, তোমরা এসেছ বলে খুশি হলাম।

হাই, পিটার, স্যালি, ডাকল ফেলিক্স। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। ওকে এর আগে কখনো এত খুশি দেখেনি পিটার। ফেলিক্স এমন উদাত্ত হাসতে পারে জানতও না। সন্দেহ নেই, মোনার সঙ্গ পেয়ে সে রাতারাতি বদলে গেছে।

মোনা ডেক চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে স্যালির ঠোঁটে চুমু খেল। হ্যামিলটনও চুম্বন করল। ভিজিয়ে দিল গায়ের জামা।

হ্যালো, বলল স্যালি। মোনার ভেজা ব্রা ভেদ করে পুরো বক্ষসম্পদ দেখা যাচ্ছে বলে সে বিব্রতবোধ করছে।

হ্যামিলটন স্যালির পায়ের কাছে একটি টুলে বসল।

ওয়েল, জড়ানো গলায় বলল ফেলিক্স, পার্টির পরে কেমন বোধ করছ? এমন উত্তপ্ত পার্টি জীবনে দেখেনি।

হাসল হ্যামিলটন। আমি স্যালিকে বলছিলাম আমরা পুরো লেজেগোবরে করে ফেলেছি।

আমরা চলে আসার পরে কী ঘটল? জানতে চাইল মোনা।

নতুন কিছুই ঘটেনি, জবাব দিল হ্যামিলটন।

অরভিল ম্যাডাম পিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছে।

তারপর থেকে আর ওদের খবর নেই।

মাই গড। চেঁচিয়ে উঠল ফেলিক্স। তোমার কি মনে হয় ওই মহিলাকে সামাল দিতে পারবে?

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হ্যামিলটন। আমার মনে হয় অরভিলের পক্ষে সবকিছুই সামাল দেওয়া সম্ভব। শসার মতো শীতল সে– তার ছোট্ট মেয়েটির মতো।

শীতল। আমি শীতল নই, বলল স্যালি।

জ্যাকের কী খবর? জিজ্ঞেস করল হ্যামিলটন। ওর কোনো খবর জানো?

মোনা চারপাশে অস্বস্তি নিয়ে চোখ বুলাল। না, ও হয় তো এসে ওর লোমছাড়া কুত্তাটাকে নিয়ে যাবে। ওই যে, হাত তুলে ডিউককে দেখাল মোনা। সে আবার পুলের ওপাশে, ঝোপের আড়ালে সেঁধিয়েছে। এটা তার বিশ্রামের জায়গা।

স্যালি, আবেগমথিত কণ্ঠে বলল ফেলিক্স। ভার্জিনিয়া আমার ওপর খুব রেগে আছে।

জানি, বলল স্যালি। এজন্য মন খারাপ করতে হবে না, ফেলিক্স। পিটার আমাকে বলেছে কথাটা।

দেখতেই পাচ্ছ। খুব সিরিয়াস গলায় স্যালিকে বলল মোনা, ফেলিক্স এবং আমি দারুণভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। আমরা প্রেমের গোলাম।

ভার্জিনিয়া তোমার ওপর কোনো দাবি করতে পারবে না, ফেলিক্স, বলল স্যালি।

জানি, আমি, স্যালি। তবে ভার্জিনিয়া খুব ...

কী?

জানি না আমি, স্যালি। তবে আজকাল ওকে বড্ড পলকা বলে মনে হচ্ছে আমার।

মোনা সিধে হলো। দেখি তো কে এলো।

ওইসময় ওয়াং আবির্ভূত হলো। সে পেছনে হাত নাড়তেই ওরা সবাইকে চকচকে একটি টাক মাথা দেখতে পেল দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। ক্রাইস্ট, মনে মনে রাগ করে বলল, এ দেখছি গতরাতের দুই পাগল ছোকরার একজন। এ এখানে কী চায়? মোনা নিশ্চয় একে মধ্যাহ্নভোজনের দাওয়াত দেয়নি।

ওহ, বলল মোনা, এ দেখছি পিটারের পার্টির সেই তরুণ।

লোগানের কুকুর ডিউক ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সুইমিংপুলের ধার ঘেঁষে ছুটে আসতে লাগল।

ডিউক, চেঁচাল মোনা, ওকে থামতে বলছে।

সিমনের দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে সাঁৎ করে ওয়াংয়ের পাশ কাটাল, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ ফেলিক্সের ওপর। জ্যাকেটের ভেতর থেকে সিমনের হাত বেরিয়ে এলো। হাতে লম্বা একটা ছুরি। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল। মোনা চিৎকার দিয়ে আগে বাড়ল, হ্যামিলটনের আগেই বুঝতে পেরেছে ফেলিক্স হলো সিমনের টার্গেট।

ডিউক পুলের ধার দিয়ে লাফ মারল। কিন্তু ছুরিটি ততক্ষণে বজ্রপাতের মতো নেমে এসেছে। মোনার বাম বুকে ওটা ঢুকে গেল। এত জোরে ঢুকল সম্ভবত ওর

কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। সিমন টান মেরে ছোরাটি তুলে নিল, রক্ত ছিটকে পড়ল ওটার ফলা দিয়ে। আর্তনাদ করে উঠল স্যালি এবং হ্যামিলটন ততক্ষণে সিধে হতে শুরু করেছে।

তবে সিমন ততক্ষণে শেষ। ডিউক তার ছোরাসুদ্ধ হাত কামড়ে ধরেছে। হাড় ভাঙার পরিষ্কার শব্দ শুনতে পেল হ্যামিলটন। ব্যথায় চিৎকার দিল সিমন, পেছন থেকে ওয়াংয়ের ভয়ঙ্কর কারাটে চপ আছড়ে পড়ল ওর ঘাড়ে। আরেকটা হাড় ভাঙার আওয়াজ হলো। সিমনের মাথাটা সামনে ঝুলে পড়ল, তারপর পেছনে। সে দড়াম করে পড়ে গেল কংক্রিটের ওপর, ছুরিটা ছিটকে গেল হাত থেকে, ঠনঠন আওয়াজ তুলে পুলের মধ্যে পড়ল, রক্তের একটা রেখা পেছনে রেখে ডুবে গেল।

ফেলিক্স হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, ওহ, মাই গড।

মোনা! মোনা! সে ডেক চেয়ার থেকে লাফিয়ে নামল, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল মোনার নিস্তেজ দেহের কাছে। হাঁটু মুড়ে বসল তার পাশে, রক্তে লাল হয়ে গেছে চারপাশে। সে মোনার হাত ঘষতে ঘষতে ওকে চুমু খেতে লাগল।

ডিউক আবার ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। তাকিয়ে আছে সিমনের মৃতদেহের দিকে।



ফ্রেঞ্চ ওয়েড দাঁড়িয়ে আছে জর্জের পাশে। জর্জ বিছানায় শুয়ে আছে। খুব রেগে আছে ওয়েডের ওপর। তার গা বরফঠাণ্ডা, রক্ত সরে সাদা হয়ে আছে ঠোঁট।

উঠে পড়ো, কর্কশ গলায় বলল ফ্রেঞ্চ। ভান করতে হবে না। আমি জানি তুমি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ। উঠে পড়ো, চান্দু।

তবে জর্জ নড়ল না। তার মুখে ফেনা লেগে আছে। ঘাড়ের কাছটা ছড়ে গেছে।

ফ্রেঞ্চ জানালার ধারে হেঁটে গেল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সানসেট বুলেভার্ডকে দেখছে। দুপুরের রোদে ঝলমল করছে। টেনিস কোর্ট থেকে বল মারার আবছা শব্দ আসছে। সে বিছানায় ফিরে এলো।

জর্জ?

চোখজোড়া বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, শূন্য দৃষ্টি হাতের দিকে।

ফ্রেঞ্চ নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। কী ঘটেছে বুঝতে পারছে না সে। জর্জ প্রথমে প্রবল আপত্তি করেছিল পরে সে হাল ছেড়ে দেয়। পরে আবার তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে।

এখন ওর যা করা উচিত, মনে মনে বলল ফ্রেঞ্চ, জামাকাপড় পরে চুপচাপ নিচে গিয়ে বিল চুকিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে যাওয়া। এখান থেকে তার কেটে পড়া উচিত।

বাথরুমে ঢুকল ফ্রেঞ্চ, চোখের জল মুছে নিল। শাওয়ার চালিয়ে দিয়ে তার নিচে দাঁড়াল। খুব সাবধানে, যত্নের সঙ্গে রগড়ে রগড়ে গা ধুলো সে, ভালো করে শরীর মুছে আরেকটি ঘরে প্রবেশ করল। জর্জ একবিন্দু নড়াচড়া করেনি।

একটি ড্রয়ার খুলে নতুন একটি বক্সার শর্টস বের করল ফ্রেঞ্চ। পরে ফেলল। হ্যাঁ এটাই করা উচিত। এখান থেকে কেটে পড়া। নিউইয়র্ক পৌঁছাতে পৌঁছাতে

কেউ ব্যাপারটা টেরই পাবে না। সে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তার ঘরে কী ঘটেছে সে জন্য নিশ্চয় তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। সে ছুটি কাটাতে সুইটজারল্যান্ড চলে যাবে।

ফ্রেঞ্চ সুটকেসে জামাকাপড় ভরছে, এমন সময় দরজায় নক হলো। সে দ্রুত জর্জকে বিছানা থেকে নামিয়ে ফেলল। তারপর দরজায় মাথা ঠেকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, কে?

একটি কণ্ঠ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। সম্ভবত পারফিডিয়া। ওকে সহজেই হঠিয়ে দেওয়া যাবে। এক ইঞ্চি দরজা ফাঁক করল ফ্রেঞ্চ। তখনি ওপাশ থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল একজন।

লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ফ্রেঞ্চ। টাক মাথা সেই যুবক নিজেকে যে সাস্টার বলে পরিচয় দিয়েছিল। সাস্টার তার দিকে রক্তচক্ষু ফেলে তাকিয়ে আছে। তারপর জ্যাকেটের ভেতর থেকে লম্বা একটি ছুরি বের করল। ফ্রেঞ্চ লাফ মেরে পিছু হঠল, সাস্টার ধেয়ে গেল ওর দিকে। ফ্রেঞ্চের পেট লক্ষ করে নাড়াচ্ছে ছুরি।

না, বলল ফ্রেঞ্চ। প্লিজ   না।

হিসিয়ে উঠল সাস্টার। হ্যাঁ।

এমন সময় সে লাশটা দেখতে পেল।

বেবিলন, আতঙ্কিত গলায় চিৎকার দিল সাস্টার।

বেবিলন! দ্রুত চিন্তা করছে ফ্রেঞ্চ, বেবিলন কে?

সাস্টারের হাত থেকে খসে পড়ল ছুরি। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এটাই সুযোগ, মনে মনে বলল ফ্রেঞ্চ।

সাস্টার তার অ্যালিবাই হিসেবে কাজ করবে। সে রুমে ঢুকেছিল এবং কী দেখেছিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এমন সময় বেজে উঠল ফোন। ঘুরল সাস্টার, কাতর গোঙানি বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। চোখ বেয়ে গড়াচ্ছে অশ্রু। ফোন বেজেই চলল। সাস্টার ছুরিটা তুলে নিল, তাক করল ফ্রেঞ্চের ভুঁড়িতে।

ফোন ধরো, ফোনের দিকে ইঙ্গিত করে হুকুম দিল সে।

থ্যাংক গড, ফোনটা ঠিক সময়েই বেজে উঠেছে। এখন সাহায্য চাইতে পারবে ফ্রেঞ্চ। তবে জানে চিৎকার দেওয়ার আগেই সাস্টার তাকে খুন করে ফেলবে।

এমন জোরে হাত কাঁপছে রিসিভার ধরে রাখাই মুশকিল। ইয়েস? কম্পিত গলায় বলল ফ্রেঞ্চ।

ইভলিনের গলা। ওয়েড, বলল সে, নাথান সিনক্লেয়ার মারা গেছেন। পাঁচ মিনিট আগে।

মরাটে, শুকনো গলায় কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল ফ্রেঞ্চ।

নাথান সিনক্লেয়ার মারা গেছেন। কীভাবে?

চুপচাপ, বিদ্রূপের স্বরে বলল ইভলিন, বাড়িতে বসে। তিনি একটি নতুন উইলে দস্তখত করে গেছেন। ব্যাপারটা কেমন শ্লেষাত্মক না? ওয়েড।

ইভলিন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। চেঁচিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ। তুমি তা জানো।

হ্যাঁ, জানি তো, দাঁতে দাঁত ঘষল ইভলিন।

সে ফোন রেখে দিল। প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল ওয়েড, হাতে ধরে আছে রিসিভার। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে সব, বুকের মধ্যে দুমদাম হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। সাস্টার হাত বাড়িয়ে ফোন নিয়ে ক্রেডলে রেখে দিল।

আমি ... প্লিজ, অনুনয় করল ফ্রেঞ্চ। সিনক্লেয়ার মারা গেছেন। আমাকে এখন আর মেরি কী হবে। সিনক্লেয়ার মারা গেছেন, বিশ্বাস করো।

সাস্টার বেবিলন বা জর্জ নামের লাশটির দিকে তাকিয়ে ছোরা নাচাল। ফ্রেঞ্চ জানে এখনই তার মোক্ষম এবং একমাত্র সুযোগ। সাস্টারের ওপর এখনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু ওর বুকের ভেতরের হাতুড়ি পেটার শব্দটা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। যেন বুকের ভেতরে কেউ চিৎকার করে বলছে সে বেরিয়ে যেতে চায়।

না, আকুতির স্বর ফ্রেঞ্চের কণ্ঠে। প্লিজ, নো, স্টপ ইট।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। প্রবল ব্যথা অনুভব করল ফ্রেঞ্চ। ভীষণ ব্যথায় ওর চোখ উল্টে গেল এবং গভীর আঁধার গ্রাস করল ওকে।



ইভলিন পশমের কম্বল দিয়ে নাথানের মুখখানা ঢেকে দিল। পলকে বলল ডাক্তার ডেকে আনতে এবং পুলিশে খবর দিতে। এরকম মৃত্যুতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। বয়োবৃদ্ধির কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন নাথান। তবে বুড়ো মানুষটা একটু আগেও বেঁচে ছিলেন, তার হাত কাঁপছিল। পরমুহূর্তে সব শেষ।

হয়তো এরকম মৃত্যুই আশা করেছিলেন নাথান, ভাবছে ইভলিন। এজন্যই সে নাথানের প্রতি সদয় হওয়ার শেষ অনুরোধটি রক্ষা করেছে। তবে উইলে নাথান দস্তখত করার পরে। ইভলিন নিজের হাতের দিকে তাকাল। এ হলো ছবিতে শেষ টান বা পোঁচ।

দরদরিয়ে ঘামছে পল। নাথানও ঘামছিল। তাঁর গা থেকে উৎকট ঘামের গন্ধ আসছিল। হয়তো ওরা কখনো নাথানকে গোসল করায়নি। কম্বলের নিচে নাথানের নোংরা, কুৎসিত শরীরটা দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল ইভলিনের। সারা গায়ে গু মাখামাখি, বেডসোরে ঢেকে আছে শরীর।

তুমি, বিতৃষ্ণ গলায় পলকে বলল ইভলিন, তুমি এখানে তোমার নামের দস্তখত দেবে এই ডকুমেন্টের সাক্ষী হিসেবে।

না, দাঁত-মুখ খিঁচাল পল।

হ্যাঁ, সাইন করো।

আপনি আমাকে বাধ্য করতে পারবেন না।

তবে তোমাকে টাকা দিতে পারব। দস্তখত দাও। আমি তোমায় টাকা দেব।

কত?

সে পরে দেখা যাবে। তুমি গোসল সেরে আসার পরে। এখন সবকিছু আমার। সাইন করো নতুবা কিছুই পাবে না।

আরেকটি উইল আছে, একগুঁয়ে গলায় বলল পল। ওটা আমাদের নামে।

ও দিয়ে কাজ হবে না। ওরা বলবে তোমরা ওনাকে ভয়ভীতি দেখিয়েছিলে। তোমরা ওনার যত্নআত্তি করোনি। আমিও তাই বলব   তুমি ওনাকে খুন করেছ। দস্তখত করো বলছি।

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল পল, কিন্তু ইভলিন খপ করে ওর রোব চেপে ধরল। চটাশ করে চড় বসিয়ে দিল গালে, তারপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আরেকটা। দস্তখত কর গাধা। আমি তোকে প্রটেকশন দেব।

দুটো দস্তখত লাগবে, বলল পল।

আরেকটার ব্যবস্থা আমি করব। ফ্রেঞ্চ নিউইয়র্ক ফিরে এলে সে ওকে দস্তখত করতে বাধ্য করবে। সাইন ইট, ইউ বাস্টার্ড।

কাগজের নিচের দিকে হিজিবিজি অক্ষরে একটি নাম লিখল পল। তারপর বসে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠল তার স্থূল দেহ।



রোববার সকালে পারফিডিয়া যে প্রস্তাবটি দিল জ্যাক লোগানকে তা তার মনে ধরল। প্রস্তাবটি পাষাণ হৃদয়ের মতো মনে হলেও পারফিডিয়ার পক্ষে সবই সম্ভব। কারণ সে নিজে অনুভূতিহীন, পাষণ হৃদয়ের নারী। একজন মানুষকে বিক্রি করার প্রস্তাব মধ্যযুগীয় শোনালেও পারফিডিয়ার তাতে কিছু যায় আসে না। সে টেলিফোনে লোগানকে বলেছে মেরিনাকে সে আর নিজের কাছে রাখবে না, লোগানের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আর ক্যাপ্রির ধ্বংস হওয়ার গল্পের যে অধিকার সে নিজের কাছে রেখেছিল তা সে লোগানকে দিয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, জানিয়েছে পারফিডিয়া, মেরিনার নিজের পাসপোর্ট আছে। তখনই লোগান সিদ্ধান্ত নেয় মেরিনাকে নিয়ে সে মেক্সিকো চলে যাবে। বেশ মজা করবে দুজনে।

পারফিডিয়া, আমি রাজি, আমি রাজি, বলল লোগান। আমি আজকেই তোমার চেক রেডি করে ফেলব।

ঠিক আছে, আজ রাতে চেকটা নিয়ে এসো, বলল পারফিডিয়া।

আসব বলল লোগান।

সে পারফিডিয়াকে বলল বাহামার একটি অ্যাকাউন্টে তার টাকা আছে। আসলে অত টাকা নেই। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। পারফিডিয়া টের পাবার আগেই মেরিনাকে নিয়ে সে মেক্সিকো পগারপার হবে।

বিছানায় শুয়ে ক্যামেল সিগারেট টানছে অরভিল, এখন দুপুর। পারফিডিয়া ফোন রেখে সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল। জোরসে একটা টান দিল।

ও আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে, বলল পারফিডিয়া। আমাকে নিয়ে তোমার গর্ব হচ্ছে না, অরফিও?

হচ্ছে, বলল অরভিল।

পারফিডিয়া আবার ক্যাপ্রি নিয়ে প্যাঁচাল শুরু করল। সেখানকার ভিলা, চমৎকার আবহাওয়া, ইটালিয়ান মদ ইত্যাদি।

অরফিও, মুচমুচে গলায় বলল সে। তুমি হবে আমার ব্যারন আর আমি হব তোমার পারফিডিয়া সিনক্রেয়ার ভন থার্নস্টিল জোনস।

ইয়াহ্, পার্ফ, বালিশের ওপর থেকে মাথা তুলে পারফিডিয়ার দিকে তাকাল অরভিল। সে পারফিডিয়াকে বিয়ের কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। সে শুধু সেক্স নিয়েই কথা বলছে।

এটা ভালো করেছ যে, বলল অরভিল, তুমি লোগানের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছ। ও তোমার মেয়েকে তারকা বানিয়ে ছাড়বে।

তবে আমি আমার ছোট্ট মেয়েটাকে খুব মিস করব, বলল পারফিডিয়া। তার কপালে ভাঁজ পড়ল। কিন্তু আমার ছোট ছেলেটি কোথায় গেল?

ও জাহান্নামে যাক, উচ্ছল গলায় বলল অরভিল। প্রার্থনা করো ও যেন ক্যাপ্রিতে এসে উদয় না হয়। আমি নিশ্চিত লোগান একদিন না একদিন ঠিকই ওখানে হাজির হবে।

হঠাৎ কানফাটানো চিৎকারে ওরা দুজনেই দারুণ চমকে গেল।

শিট, বলল পারফিডিয়া, নিশ্চয় জর্জ এসেছে।

দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল মেরিনা, তার পেছন পেছন কুঁজো একটা লোক। বিছানায় উঠে বসল অরভিল। টাক মাথা ছোকরাকে দেখেই চিনেছে একে সে পিটের পার্টিতে দেখেছে।

তুমি কী চাও? ঘাউ করে উঠল অরভিল। এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

ছেলেটি চিৎকার শুরু করল ওকে। পারফিডিয়াকে হাত তুলে দেখাল।

চেঁচিয়ে উঠল পারফিডিয়া। আমি ভেবেছিলাম এ বোবা।

বে-বি-লন। টাক মাথা ছোকরা আবার চেঁচাল।

অরফিও– এই ছোকরা আমাকে বেবিলনের বেশ্যা বলছে।

Mutti আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল মেরিনা। সে ভয় পেয়েছে। ভয় পাবেই না কেন? এ ছোকরাকে তার স্রেফ একটা পাগল বলে মনে হচ্ছে। ছোড়ার কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। সে কোটের নিচ থেকে কসাইয়ের লম্বা ছুরি বের করল। ছুরি থেকে রক্ত ঝরছে।

রক্ত! হাউমাউ করে উঠল পারফিডিয়া।

অরভিল লাফ মেরে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। পারফিডিয়া এবং ছুরির মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ছোকরা ছোরা নেড়ে তাকে সামনে থেকে চলে যেতে বলল।

অরফিও! ভয়ার্ত আর্তনাদ করল পারফিডিয়া।

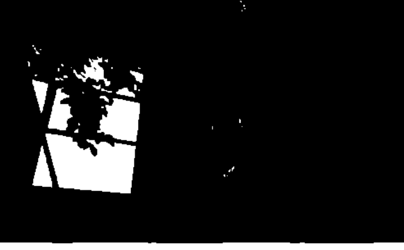
একটা অস্ত্রের খোঁজে দ্রুত চারপাশে চোখ বুলাল অরভিল। যে কোনো কিছু একটা পেলেই হলো। এমনকি একটা চেয়ার পেলেও একে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু চেয়ার তুলে নেওয়ার সময় কোথায় অরভিলের? সে তো এখনও ছুরি এবং পারফিডিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে চেয়ারের ওপর রাখা পারফিডিয়ার ভারী কেপটি তুলে ছোকরার মুখে মারল। ছোকরা এবারে অরভিলের দিকে ঘুরল। অরভিল আবার কেপ দিয়ে আঘাত করল। ছোকরার মুখে জড়িয়ে গেল কেপ, অরভিল জোরে টান দিল কেপ ধরে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ছোকরা। এবারে অরভিল কেপটা ছোরা লক্ষ করে ছুড়ে মেরেই লাফ দিল। খুবই বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিয়েছে সে। কিন্তু এছাড়া করার কিছু ছিলও না। সে ছুরিসুদ্ধ ছোকরার হাত চেপে ধরে ওটা ঘুরিয়ে দিল তার দিকে। ছুরির ডগা পড়পড় করে ছোকরার উলের কোট ভেদ করে মাংসের ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। চিৎকার দিল ছোকরা, অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে অরভিলের দিকে। পোশাক ফুটো করে বেরিয়ে আসা রক্তে ভিজে গেল অরভিলের হাত। ছোকরা পড়ে যেতে লাগল, মাথায় গদার বাড়ি খাওয়া শুয়োরের মতো তারস্বরে চিল্লাচ্ছে। অরভিল তার অণ্ডকোষে হাঁটু দিয়ে ভয়ানক এক গুঁতো মেরে বসল।

হাত পা ছড়িয়ে মেঝেয় পড়ে থাকল ছোকরা। অরভিল কালো কেপ থেকে ছুটিয়ে নিল ছুরি, সাবধানে মুছল হাতের ছাপ। তারপর সে পিছু হঠল। তাকাল নিজের শার্টের দিকে। রক্তে মাখামাখি, পারফিডিয়া বসে আছে বিছানায়, নগ্ন বুক ঢেকে রেখেছে দুই হাতে, দোল খাচ্ছে আর গোঙাচ্ছে।

অরভিল নিজের বুকের ওপর হাত বাঁধল তারপর নগ্ন পা ছোকরার গলার ওপর রেখে পোজ মেরে দাঁড়াল, বেনহার ছবিতে গ্ল্যাডিয়েটরদেরকে সে এরকম করতে দেখেন।

Vincit! ঘোষণার সুরে বলল সে গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করেও পারল না। পারফিডিয়া। পারফিডিয়া। কিচকিচ বন্ধ করো। হাউজডিককে জলদি আসতে বলো।



ভার্জিনিয়া সেদিন সকালে সিদ্ধান্ত নিল ফেলিক্স যাই বলুক সে তাদের ট্যুরে হাওয়াই ভ্রমণের অংশটুকু রাখছে না। ক্যাম্বেল, এখানে ক্যালিফোর্নিয়ায়, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। ফেলিক্সের ওপর সে চরম ক্ষুব্ধ আরও বিরক্ত পাওয়ার হাউজ বইটিকে নিয়ে। ভার্জিনিয়া বুঝতে পারছে ফেলিক্সের বর্তমান উদ্দেশ্য হলো ইভলিনের কাছ থেকে সরে পড়া। ইভলিন কবে ফেলিক্সের সঙ্গে খেলা করতে শুরু করেছিল ভেবে অবাক হয় ভার্জিনিয়া। প্রথম সেক্স দৃশ্যটি লেখার সময় ফেলিক্স খুব বিব্রতবোধ করছিল।

ভার্জিনিয়া হাতের বইটি ছুড়ে ফেলে দিল। সে আর ওটার দিকে তাকাবে না। সে ফিরে যাবে নিউইয়র্ক। ফেলিক্স এখন মোনা প্রিসিয়ানের প্রেমে মজেছে। আর সে ভার্জিনিয়া? সে কি শেষ হয়ে গেল?

ভার্জিনিয়া বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজল। ভাবছে। তার সবকিছু ছিল। এখন কিছুই নেই। সে এমনকি নিজের মেয়ের সঙ্গেও ভালো বন্ধু হতে পারেনি। সে আসলে তার বইটির মতোই আবর্জনা বিশেষ।

কিন্তু ক্রাইস্ট, এখন সে কী করছে? ফেলিক্সের চেহারাও আর দেখার ইচ্ছে নেই তার। সে কি ফেলিক্সকে ঘৃণা করে? না, সে ফেলিক্সকে দোষ দিতে পারে না। ফেলিক্স তার কোনো ক্ষতি করেনি। এক দশকের বন্ধুত্বের পরে তারা প্রেম করেছিল এবং এ প্রেম ওদেরকে কোথাও পৌঁছে দেয়নি। অন্তত তাকে নয়। লাভ হয়েছে ফেলিক্সের। সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। হেরে গেছে ভার্জিনিয়া।

ভার্জিনিয়া কি ফেলিক্সকে এখন ভালোবাসে? সমস্যাই কি এখানে? এরকম কখনো মনে হয়নি যে ভার্জিনিয়া প্রেস্টন কোনোদিন ভালোবাসত ফেলিক্স জেমসকে। তবে তার অসুখী মন ভালোবেসে ফেলেছিল ফেলিক্সকে। আর সত্য এটাই যে সে ভালোবাসে ফেলিক্সকে আর ফেলিক্স ভালোবাসে মোনা প্রিসিয়ানকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ভার্জিনিয়া কি এজন্য মোনা প্রিসিয়ানের সঙ্গে ঝগড়া করছে? হয়তো ভার্জিনিয়ার হাওয়াই চলে যাওয়াই উচিত। সেখানে হয়তো সে ফিরে পাবে তার ফেলিক্সকে।

ভার্জিনিয়া বালিশ সরিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকল। ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিল চোখেমুখে। আয়নায় দেখল নিজেকে। হ্যাঁ, সে এখনও আগের ভার্জিনিয়া প্রেস্টনই রয়েছে, সেই ফেমফ্যাটাল। হেসে চোখ টিপল ভার্জিনিয়া। সে স্বীকার করে মোনা প্রিসিয়ান এক ভয়ানক সেক্স গডেস। পক্ষান্তরে নিজেকে সে একটি মিউজিকাল ইন্স্ট্রুমেন্টের সঙ্গে তুলনা করতে পারে। মোনা যদি ব্যাস ড্রাম হয় সে তবে বেহালা। ভার্জিনিয়া একটা চাবুক। প্রিসিয়ান এক টুকরো দড়ি।

ভার্জিনিয়া গটগট করে চলে এলো লিভিংরুমে। অপেক্ষা করছে ফেলিক্সের জন্য। টিভির সুইচ অন করল। ছ'টা বাজে। খবরের সময়। প্রথমে ওয়াশিংটন তারপর মস্কো, তারপর উলানবাটোরের খবর দেখাল। ওখানে আন্দোলন হচ্ছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খবর দেখছে ভার্জিনিয়া। সে মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে ফেলিক্স জেমস আসার পরে কীভাবে তাকে ভড়কে দেবে। হঠাৎ তার শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল।

খবরে দেখাচ্ছে বিখ্যাত কসমেটিক্স কোম্পানি হাউজ অভ সিনক্লেয়ার-এর মালিক, নিউইয়র্কের নাথান সিনক্লেয়ার মারা গেছেন। আটাশি বছর বয়সে নাথানের এই মৃত্যুতে আমেরিকায় তাঁর অবদানের একটি যুগের অবসান ঘটল। সিনক্লেয়ার তিনবার বিয়ে করেছিলেন। শেষবার তার বিয়ে হয় বিখ্যাত সুন্দরী এবং সাবেক মডেল পারফিডিয়া স্টানজেলের সঙ্গে। সাবেক মিসেস সিনক্লেয়ার বর্তমানে তার সময় ভাগ করে নিয়েছেন ক্যাপ্রি এবং নিউইয়র্ক সিটির মধ্যে

পারফিডিয়া স্টাজেনল– ভার্জিনিয়া ভুলে গিয়েছিল পারফিডিয়ার পারিবারিক পদবির কথা। গুড হেভেনস! অবশেষে তাহলে ঘটল ঘটনা। চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ভার্জিনিয়া। বন্ধ করল টিভি। আবার বসল সোফায়, নাথানের স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। কত স্মৃতি লোকটাকে নিয়ে। কিন্তু এখন সে মৃত। ভার্জিনিয়া ভাবছে লোকটার জন্য সে প্রার্থনা করবে কিনা। তার শরীর হঠাৎ শিউরে উঠল। মনে হলো লোকটা এ ঘরেই আছে তার সঙ্গে।

এমন সময় বেজে উঠল ফোন।

ইয়েস।

ভার্জিনিয়া। পিটার হ্যামিলটনের গলা।

পিটার, কম্পিত গলায় বলল ভার্জিনিয়া। আমি মাত্রই খবরটা শুনলাম– মারা গেছেন নাথান সিনক্লেয়ার।

হ্যামিলটনের কণ্ঠ ভীষণ বিষণ্ন। ভার্জিনিয়া, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে। আমার বাসায় চলে এসো এখনই।

কী! না ... স্যালি ... ফেলিক্স? ভীত গলায় ফিসফিস করল সে।

না, না, ওরা নয়। মোনা প্রিসিয়ান– সে মারা গেছে। ওকে ছুরি মারা হয়েছে। গত রাতে পার্টিতে যে দুই তরুণ এসেছিল তাদের একজন। ছুরি নিয়ে এসেছিল সে। ফেলিক্সকে বাঁচাতে গিয়ে ছুরি খায় মোনা। সাবধান! আরও একজন রয়ে গেছে ... আসছে। ফেলিক্স ... জানি না। আমার মনে হয় ওর তোমাকে দরকার ...

পিটার, পিটার, আর্তনাদ করে উঠল ভার্জিনিয়া।

কিন্তু ফোন রেখে দিয়েছে হ্যামিলটন।



স্যালি ফেলিক্সের গায়ে একটি কম্বল মুড়িয়ে দিয়ে ওকে ছাদে এনে বসাল। পিটার নিয়ে এলো বড়সড় ব্রান্ডি।

পিটার   ফেলিক্স এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গাছপালার দিকে, উপত্যকা গিয়ে মিশেছে শহরের সঙ্গে, পিটার, মাই গড, তুমি এরকম দারুণ জিনিস দেখছ কখনো?

না, ফেলিক্স, কখনো দেখিনি, বলল হ্যামিলটন, শোনো– আমি ভার্জিনিয়াকে ফোন করেছিলাম।

ফেলিক্স ধীরগতিতে মাথা দোলাল। ফোন করায় তার কিছু আসে যায় না। সে খানিকটা ব্রান্ডি পান করে হ্যামিলটনের দিকে মাথা ঘোরাল। কান্নাকাটি করে লাল করে ফেলেছে চক্ষু। হাতের উল্টো পিঠে শুকিয়ে আছে রক্ত। পিটার, তুমি জানো, আমি ওই মহিলাকে সত্যি ভালোবাসতাম।

জানি আমি, ফেলিক্স   আয়াম সরি। এরচেয়ে খারাপ ব্যাপার   যীশাস, আমরা ওই লোকটাকে চিনি না পর্যন্ত। কেন?

ওয়াং ওকে মেরে ফেলেছে, বিড়বিড় করে বলল ফেলিক্স।

হয়তো কোনোদিনই জানতে পারব না ছেলেটি কেন হামলা করেছিল।

ওয়াং, কারাটে মাস্টার। ফেলিক্সের মতো সেও নিদারুণ মুষড়ে পড়েছে। ওরা ওকেও এখানে নিয়ে এসেছে। সে এখন লোগানের কুকুর ডিউকের সঙ্গে স্টাডিরুমে চুপচাপ শুয়ে আছে।

পুলিশ এবং ডাক্তার আসার আগে ওরা মোনাকে বাচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। রক্তক্ষরণে মারা গেছে মোনা।

পুলিশ হ্যামিলটনকে ওয়াংয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে হ্যামিলটন তেমন কোনো তথ্য দিতে পারেনি। শুধু বলেছে ওয়াংকে দূরপ্রাচ্যের একটি দেশ

থেকে ভাড়া করে এনেছিল মোনা। গোয়েন্দা শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, লোকটা খুব ভয়ঙ্কর। তার কারাতে চাপে ওই লোকটার ঘাড়ের অন্তত চৌদ্দটা জায়গার হাড় ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে।

কিন্তু ছোকরার পরিচয় ওরা জানতে পারেনি। শুধু নাম জানে সিমন। সিমন ব্রাদার্স? কিন্তু ওরা কোত্থেকে এলো।

স্যালি ছাদে এলো। তার মুখ এখনও ফ্যাকাসে।

পুলিশ এসেছে।

কোনো পুলিশ?

ব্রাডি নামের এক ডিটেকটিভ। সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। যাও।

স্যালি বসল ফেলিক্সের পাশে, ওর হাতে মুঠোয় তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর সে আবার কাঁদতে শুরু করল। কম্বলের ওপর মাথা রাখল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ফেলিক্স।

গোয়েন্দাটি হ্যামিলটনকে তার সঙ্গে বাইরে যেতে ইশারা করল।

আপনি বলেছিলেন গতরাতে আপনাদের পার্টিতে দুই ন্যাড়া মাথা যুবক ছিল?

জী। ওদের কাছে একটা কার্ড ছিল। কার্ডে লেখা সিমন অ্যান্ড সাস্টার ব্রাদার্স, ফ্রম নিউইয়র্ক।

ব্যস এই-ই? মাথা নাড়ল ডিটেকটিভ ব্রান্ডি। ইটস ভেরি ফানি। আজ দুপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে। আরেক ন্যাড়া মাথা যুবক– বেভারলি হিলস হোটেলে।

যীশাস। কী ঘটেছে?

মাথা চুলকাল ব্রাডি। অদ্ভুত ঘটনা। খুবই অদ্ভুত। আরেক ন্যাড়া মাথা যুবক কসাইয়ের ছুরি দিয়ে এক লোককে হত্যা করেছে   সে নোটবুক খুলে দেখল। তার নাম ওয়েড ফ্রেঞ্চ এবং আরেক ন্যাড়া মাথা তরুণকে ওই যুবক শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে তারপর সে একই ফ্লোরের এক সুইটে ঢুকে পারফিডিয়া সিনক্লেয়ার নামে এক মহিলার ওপর হামলা চালায়। আক্রমণ করে তার মেয়ে এবং অরভিল জোনস নামে এক লোককেও।

ওহ, মাই গড, চেঁচিয়ে উঠল হ্যামিলটন। ওদের কী হয়েছে? ওরা কী ...?

ওরা সুস্থই আছেন এবং এই জোনস লোকটাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। সে মারামারি করে ন্যাড়া মাথার সঙ্গে এবং তাকে ছুরিকাঘাত করে। ন্যাড়া যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ব্রাডি থেমে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হ্যামিলটনের দিকে যেন তার কাছ থেকে কোনো জবাব আশা করছে।

ওয়েল, আমরা যা পেলাম তা হলো, বলল সে, দুই ন্যাড়া মাথা না তিনজন ন্যাড়া মাথা যুবক, সকলেই মৃত এবং একজন অভিনেত্রী, সে-ও মৃত। আর ওয়েড ফ্রেঞ্চ নামে একটি লোক, মৃত।

ফ্রেঞ্চও মারা গেছে?

ওরা সবাই, পুনরাবৃত্তি করল ব্রাডি। বেভারলি হিলসে রোববার দুপুরের এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে একটি হত্যাকাণ্ডই বলা যায়, কী বলেন?

সন অব আ বীচ, সজোরে শ্বাস টানল হ্যামিলটন।

ওদের পরিচয় আমরা এখনও জানি না।

মোনা প্রিসিয়ানকে আমরা জানি, বলল হ্যামিলটন, সে একজন অভিনেত্রী, মানে ছিল। ওয়েড ফ্রেঞ্চ নিউইয়র্কে ওকালতি করত।

এখানে উনি কী করেছিলেন?

মাথা নাড়ল হ্যামিলটন। বলতে পারব না। হয়তো ব্যবসায়ে কাজে এসেছিল। সে নাথান সিনক্লেয়ার নামে এক লোকের সঙ্গে কাজ করত ... ভার্জিনিয়ার খবরটা মনে পড়ে গেল। ক্রাইস্ট, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সিনক্লেয়ার আজ বিকেলে নিউইয়র্কে মারা গেছেন। তবে সেটা নিশ্চয় বার্ধক্যজনিত কারণে। তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল।

ব্রাডি অচঞ্চল চোখে তাকিয়ে আছে। আপনি এর মধ্যে কোনো কানেকশন দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যামিলটন গম্ভীর হাসল। আরেক টাক মাথা যুবক এর মধ্যে সেঁধুনো পর্যন্ত নয়। সে একটু থেমে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, আমি বিষয়টি জটিল করতে চাই না তবে একটি কথা আপনাকে বলা দরকার। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, বছরখানেক আগে একটা কেস হয়েছিল ম্যালিবুতে। আমার এক স্ত্রী ছিল নাম নাওমি। চোখ নামাল সে। মনে পড়তে এখনও কষ্ট লাগে। সে স্ক্যানলন নামে এক অভিনেতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। এ দুজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। তবে কাজটা কে করেছিল তা কখনো জানা যায়নি। সে চোখ তুলে তাকাল।

নোটবুকে নোট নিয়ে নিল গোয়েন্দা ব্রাডি। অমীমাংসিত রহস্য তাই তো?

ঘটনা হলো, ধীর গলায় বলল হ্যামিলটন, নাওমি ছিল পারফিডিয়া সিনক্লেয়ারের মেয়ে আজ দুপুরে যার ওপর হামলা হয়েছিল। পারফিডিয়া নাথান সিনক্লেয়ারের প্রাক্তন স্ত্রী, যিনি নিউইয়র্কে মারা গেছেন।

কর্কশ কণ্ঠে ব্রাডি বলল, এক মিনিট। বিষয়টি দেখছি একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে। আপনি বলছেন আপনার স্ত্রীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আজকের ঘটনার কোনো সূত্রপাত থাকতে পারে?

আমি তা বলছি না। আমি অনুমান করছি শুধু ...

এমন সময় একটি ক্যাব এসে থামল ওদের বাড়ির বাইরে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ভার্জিনিয়া। সে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে খুচরোটা রেখে দিতে বলল।

পিটার! পিটার! হাঁক ছাড়ল ভার্জিনিয়া।

আস্তে, ভার্জিনিয়া, বলল হ্যামিলটন। ইনি ডিটেকটিভ ব্রাডি। আর এ ভার্জিনিয়া প্রেস্টন।

ফেলিক্স কোথায়?

ভেতরে, ভার্জিনিয়া। এক মিনিট, ভার্জিনিয়া। ওয়েড ফ্রেঞ্চও আজ খুন হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল ভার্জিনিয়া। উদ্বেগ ফুটল চেহারায়। কেন? কীভাবে?

বেভারলি হিলস হোটেলে এক লোক তাকে খুন করেছে। সে পারফিডিয়াকেও হত্যা করতে যাচ্ছিল। অরভিল তাকে বাধা দেয়।

অরভিল?

হ্যাঁ, বলল ব্রাডি। শুধু বাধা দেয়নি। তাকে সে মেরেও ফেলেছে।

অরভিল? নামটি আবার উচ্চারণ করল ভার্জিনিয়া।

হ্যাঁ, ভার্জিনিয়া। অরভিল একজন হিরো, না? হ্যামিলটন জিজ্ঞেস করল ব্রাডিকে।

হুঁ, সায় দিল গোয়েন্দা। সে ওই চীনা লোকটি এবং কুকুরটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ভার্জিনিয়া।

হ্যাঁ, বলল ব্রাডি। আধুনিক হিরো।

গুড গড। মাথা নাড়তে নাড়তে বাড়ির ভেতর ঢুকল ভার্জিনিয়া।

কে উনি?

ভার্জিনিয়া প্রেস্টন। আমাদের এক হিরোকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে।

চীনাম্যানটি নিশ্চয় নয়?

আরে না না। অরভিল জোনস।

ওহ, হ্যাঁ, বলল ব্রাডি। আমি তো তার নাম আমার নোটবুকে লিখে রেখেছি। ভার্জিনিয়া প্রেস্টন, আপনি বলছেন



জিনিসপত্র গোছগাছ করতেই বিকেল কেটে গেল জ্যাক লোগানের। সে খুব বেশি জিনিসপত্র নিতে চায় না তবে মেক্সিকোতে বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে আছে বলে প্রচুর জামাকাপড় প্রয়োজন হবে ওর। সযত্নে পোশাক বাছাই করল। বীচ ক্লথ তো লাগবেই কারণ সৈকতের বালুতে মেরিনাকে নিয়ে অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করার ইচ্ছে তার। বাছাই করল বেশ কিছু ফরমাল স্ল্যাক্স, গোটা দুই ব্লেজার, চার/পাঁচটি সাফারি সুট। তারপর আন্ডারওয়্যার, মোজা এবং জুতা। এতেই দুটো সুটকেস ভরে গেল। তবে ছোট্ট সেক্সপটটি তার সঙ্গে যা এনেছে তা মার্সিডিসের ট্রাঙ্কে রাখলেই চলবে।

সাঁঝ ঘনাবার পরে লোগান বাগানে গেল বেলচা নিয়ে। কমলা গাছের পাশে, একটি গোলাপ ঝাড়ের নিচে গর্ত খুঁড়তে লাগল। এক ফুট গভীর গর্ত খোঁড়ার পরে একটি ধাতব বাক্সে বেলচাটি বাড়ি খেল। এই বাক্সে বেশ কিছু খাঁটি সোনার কয়েন আছে। একেকটির ওজন এক আউন্স। বর্তমানে প্রতিটি মুদ্রার দাম পাঁচশো ডলার হলেও ভবিষ্যতে হাজার ডলার পাওয়া যাবে। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে তেল সমস্যা সৃষ্টি হলেই হলো।

গত কয়েক বছর ধরে লোগান এই স্বর্ণমুদ্রা মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছিল। ষোলো আউন্সে এক পাউন্ড। তার মানে এগুলোর ওজন পঞ্চাশ পাউন্ড। সে গর্ত থেকে বাক্স তুলে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকল সিমেন্টের ব্যাগ নিতে। সাবধানে ৫০ পাউন্ড ওজনের সিমেন্টের ব্যাগ খুলে তারা মধ্যে কয়েনগুলো ঢোকাতে লাগল। কাজ শেষ হওয়ার পরে সে বড় স্ট্যাপলার এবং স্টুডিও থেকে নিয়ে আসা টেপ দিয়ে আবার বেঁধে ফেলল ব্যাগের মুখ। এখন কঠিন কাজটি হলো একশো পাউন্ড ওজনের ব্যাগটি গাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে সে ব্যাগটি মার্সিডিসে নিয়ে গেল। তুলল ট্র্যাংকে। ব্যাগের ওপর মোটা ক্যানভাস বিছিয়ে সে ঘরে চলল সুটকেস আনতে।

রেডি হয়ে দ্রুত একটা হ্যামবার্গার আর এক গ্লাস স্কচ নিয়ে সোফায় বসল। টিভিতে সাতটার খবর দেখবে। টিভি খুলতেই জানা গেল কসমেটিক্স জার নাথান সিনক্লেয়ার আটাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ওল্ড বাস্টার্ড। যাকগে, বুড়ো মরেছে ভালোই হয়েছে। এখন আর ছবিটি করতে কোনো বাধা রইল না। মুচকি হাসল লোগান। সে হয়তো ক্যাপ্রি গিয়ে ছবিটি বানাবে। ছবি বানানোর জন্য ওটাই হবে উপযুক্ত স্থান। সে এক মুহূর্তের জন্য ভাবল পারফিডিয়া বুড়ো ফাকারটার কোনো টাকাপয়সা পাবে কিনা।

এরপরে খবর পাঠক বলল জনপ্রিয় ব্রিটিশ অভিনেত্রী মোনা প্রিসিয়ান বিকেলবেলায় এক ভয়ঙ্কর ছুরি হামলায় নিহত হয়েছেন।

লোগানের হাত থেকে স্কচের গ্লাস পড়ে গেল মেঝেয়। শ্বাস আটকে এলো, গলায়, বিষম খেল সে। চিৎকার দিল। চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো জল। মোনা মারা গেছে! ঘটনা নিশ্চয় সত্যি যেহেতু টিভি খবরে দেখাচ্ছে। মোনাকে কিছুতেই মৃতের ভূমিকায় ভাবতে পারছে না লোগান। মোনার চমৎকার বক্ষজোড়া ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

দশ মিনিট থম মেরে বসে রইল লোগান। তারপর সে তার অ্যানসারিং সার্ভিসে ভাঙা গলায় বলল, জেনি হ্যালো জেনি শুনছ? হ্যাঁ, জেনি, আমি এই মাত্র মোনা প্রিসিয়ানের মৃত্যুর খবর শুনলাম। সে ফুঁপিয়ে উঠল। জেনি, আজ রাতে কিংবা কাল যদি কেউ আমাকে ফোন করে তাহলে বলবে আমার সবচেয়ে মূল্যবান তারকার মৃত্যুতে আমি ভয়ানক শোকাহত হয়ে পড়েছি। আমি একটু একা থাকতে চাই, জেনি। আমি সাগর তীরে চলে যাব। বসে বসে ঢেউ দেখব...

জী, মি. লোগান, বলল জেনি, আমি দুঃখিত। সত্যি দুঃখিত।

পারফিডিয়ার জন্য চেক লিখে গাড়ি নিয়ে সোজা বেভারলি হিলস হোটেলে চলে এলো লোগান। অ্যাটেনডেন্টের জিম্মায় গাড়ি রেখে সে হাউজ ফোনে যোগাযোগ করল পারফিডিয়ার সঙ্গে।

পারফিডিয়ার গলার স্বর কেমন টানটান শোনাল। ওপরে এসো, জ্যাক।

লোগান ওদেরকে দেখল টেলিভিশনের সামনে বসে আছে। কফি টেবিলের ওপর ডম পেরিগাননের খোলা বোতল। পারফিডিয়া এবং অরভিল দুজনেরই পরনে নাইট গাউন, মেরিনা পরে আছে সাদা সেইলর সুট। দরজার ধারে একটি সুটকেস রাখা।

লোগান চেহারায় করুণ ভাব ফোটাতে চাইল। মোনার ব্যাপারটা বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার।

জ্যাক, বলল পারফিডিয়া। তুমি চেক এনেছ?

হ্যাঁ, এই নাও। এটা আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, জ্যাক, বলল পারফিডিয়া।

মাথা ঝাঁকাল অরভিল। পুলিশ বলেছে মেরিনা কয়েকদিনের জন্য তার জ্যাক আংকেলের সঙ্গে বাইরে যেতে পারে। কোনো সমস্যা হবে না। এই ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির শহর থেকে কটা দিনের জন্য তো অন্তত রেহাই পাবে। একটু থেমে বলল, আমি আমার ছোট্ট মেয়েটাকে তোমার জিম্মায় দিয়ে দিচ্ছি, জ্যাক। এই নাও ওর পাসপোর্ট। ওকে তুমি নিরাপদে এবং ভালো রাখবে তো?

নিশ্চয়, হাসল জ্যাক।

ঠিক আছে, জ্যাক, বলল পারফিডিয়া। তোমরা এখন যেতে পার। আমি আর অরফিও এখানে আরও কটা দিন থাকব। পুলিশি ফরমালিটিজ রয়েছে। তবে মেরিনার এখন যেতে কোনো সমস্যা নেই।

ঠিক আছে, হানি। চলো, তাহলে তুমি রেডি তো?

Fertig und loswartig কলকল করে উঠল মেরিনা।

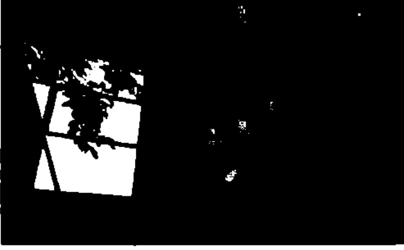
মানে?

মানে হলো ও রেডি এবং যাওয়ার জন্য একপায়ে খাড়া, অনুবাদ করে দিল পারফিডিয়া।

পারফিডিয়া দেখছে লোগান মেরিনাকে জড়িয়ে ধরে দরজায় পা বাড়াল। তার অপর হাতে সুটকেস। পারফিডিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁপা কাঁপা হাসি হাসল। অরফিও, অবশেষে আমরা একা হলাম।

হ্যাঁ, অবশেষে একা।

পারফিডিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিল্কের ড্রেসিং গাউনটি গা থেকে খসে পড়তে দিল। অরভিল উঠে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। ভীষণ গরম হয়ে আছে পারফিডিয়ার গা। বেডরুমে যাওয়ার তর সইছে না তার। সে মেঝেতেই শুয়ে পড়ল অরভিলকে নিয়ে। তারপর মেতে উঠল উদ্দাম যৌনতায়।



সময় সব ক্ষত সারিয়ে তোলে। মোনার মৃত্যুতে এখনও শোকাহত ফেলিক্স কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজেই নিজের পোশাক পরে নিতে পারল। সে ভার্জিনিয়ার সঙ্গে ফিরে এসেছে হোটেলে। মরিস স্কায়লাটির শো ওরা ক্যান্সেল করে দিয়েছে। ওরা হোটেল ছেড়ে ম্যালিবু যাবে, ওখানে ফেলিক্সের এক বন্ধুর বাড়িতে উঠবে। থেরাপি নিতে হবে কটা দিন। এখানে ফেলিক্সের বন্ধু হার্বাট এবং তার স্ত্রী লোরা স্যাকস থাকে। ক'টা দিন সাগর পাড়ে থাকলে ও আবার ঠিক হয়ে যাবে। বলেছে ফেলিক্স।

ওয়াং রয়ে গেল হ্যামিলটনের বাড়িতেই। সে অন্য কোথাও যেতে চায় না। হ্যামিলটনের বাড়ির কিচেন কিংবা নিচতলার পড়ার ঘরে শুয়েই দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারবে সে। ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্স চলে যাওয়ার পরে হ্যামিলটন ও স্যালি মোনা প্রিসিয়ানের বাড়ি গিয়ে ওয়াং-এর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে।

হ্যামিলটন লোগানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার অ্যানসারিং সার্ভিস এবং তার সেক্রেটারি উভয়েই জানিয়েছে জ্যাক মোনার মৃত্যুতে এতটাই শোকাহত যে সে আর কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছে না।

তারপর যা ঘটল ভালোই ঘটল। গত এক বছরের মধ্যে এই প্রথম হ্যামিলটনের অবচেতন মন থেকে ভয়ের কালো পর্দাটি অপসারিত হলো। গত সোমবার পুলিশ জানিয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করেছে; যে দুই লোক নাওমি এবং জেফ স্ক্যানলনকে হত্যা করেছিল তারাই রোববার দুপুরে অরভিল জোনস এবং ওয়াংয়ের হাতে নিহত হয়েছে।

হ্যামিলটন খুশি মনে এ খবর পারফিডিয়াকে জানাল। পারফিডিয়া বলল, পিটার, ডিয়ার বয়, আমি কোনোদিনই ভাবিনি তুমি এ কাজ করতে পার।

আমিও ওকে একই কথা বলেছি, বলল অরভিল। বলেছি তুমি এরকম কাজ করতেই পার না, পিট।

ওরা পোলো লাউঞ্জে বসে কথা বলছে। এটি একটি ফেয়ারওয়েল ড্রিংক বলা চলে। কারণ পারফিডিয়া এবং অরভিল ক্যাপ্রি চলে যাচ্ছে।

পারফিডিয়া আদুরে গলায় বলল, আমার অরফিও আমার হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। যে লোকগুলো আমার মেয়েকে খুন করেছিল তাদের একজনকে সে হত্যা করেছে। আমি এ কথা কোনোদিন ভুলব না।

অরভিল অস্বস্তি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। স্যালি হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। আমার এটা ভাবতেও কেমন যেন লাগছে।

যে তোমার বাবা সহিংস হয়ে উঠতে পারেন তাই না, ডার্লিং? জিজ্ঞেস করল পারফিডিয়া। মনে মনে হাসল সে। স্যালি, এটা সম্পূর্ণই ছিল আত্মরক্ষার বিষয়। তোমরা যদি ওকে দেখতে। হি ওয়াজ বিউটিফুল।

পার্ফ, আপত্তির সুরে বলল অরভিল। আমি আমার জান বাঁচাচ্ছিলাম।

সে যাই হোক, বলল পারফিডিয়া। তবে ওয়েডের মৃত্যুটা মেনে নেওয়া যায় না, কী বলো?

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অরভিল। কে ভেবেছিল থ্রি পিস সুট পরা তার মতো একটা লোক সমকামী?

অবশ্য ওয়েড ফ্রেঞ্চ প্রথম থেকেই ফুরিয়ে যাচ্ছিল, মন্তব্য করল পারফিডিয়া।

স্যালি অরভিলকে জিজ্ঞেস করল, তুমি ক্যাপ্রিতে গিয়ে কী করবে, বাবা?

সুখে-শান্তিতে বাস করব, বিড়বিড় করল অরভিল।

সে যাই হোক, উষ্ণ গলায় বলল পারফিডিয়া। ডিয়ার, আমরা সবাই আবার আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়াতে যাচ্ছি। হ্যামিলটনকে উদ্দেশ্য করে বলল সে, এবারে আমি হবো তোমার সৎ শাশুড়ি।

এ নিয়ে কি তুমি চিন্তিত?

না, না, অবশ্যই না। আমি তোমাকে খুব সুখী দেখতে চাই, প্রিয় পিটার।

যীশাস, বলল স্যালি। এখনই এত নিশ্চিত হয়ো না। আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি। আর কে জানে? আমরা হয়তো কোনোদিন বিয়েই করব না।

আই সি, ডার্লিং, শীতল গলায় বলল পারফিডিয়া। তারপর নাক টানল। তোমরা যে যাই ভাবো, আমরা কিন্তু তোমাদেরকে সুখী দেখতে চাই। তাই না, অরফিও?

নিশ্চয়, বলল অরভিল। এবং স্যালিও আমাদেরকে সুখী দেখতে চায়। তাই না, স্যালি?

ইতস্তত গলায় জবাব দিল স্যালি। ওহ, হ্যাঁ– কেন নয়?

হ্যামিলটন বারবার পারফিডিয়া এবং অরভিলকে দেখছিল। এতসব গ্যাঞ্জাম এবং ঝামেলার মধ্যেও এদের যে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে তা সত্যি অবিস্মরণীয়। কিন্তু পারফিডিয়ার মতো নারী কি আদৌ কখনো বদলাবে? অরভিল এই আজব মহিলার সঙ্গে সংসার করবে কীভাবে?

সে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। আচ্ছা, নাথান সিনক্লেয়ারের মৃত্যুর সময় তার পাশে ইভলিন জেমস ছিল। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?

অবশ্যই, অদ্ভুত, বিষাক্ত গলায় বলল পারফিডিয়া। ওরা দুজন সবসময়ই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তবে খুব কম লোকেই ব্যাপারটি জানত। আমি জানতাম ইভলিন দীর্ঘসময় ধরে নাথানের রক্ষিতা ছিল। তবে ওসব আমি গ্রাহ্য করিনি। তবে এ কথাটি ফেলিক্সকে বলার দরকার নেই, কেমন?

ও শুনলেও পাত্তা দেবে না।

জ্যাকের কুকুরটাকে নিয়ে কী করব আমরা? জানতে চাইল স্যালি।

ওটা ওয়াংয়ের সঙ্গে এসেছে, জবাব দিল হ্যামিলটন। ওটাকে আমরা বাড়িতেই রেখে দেব।

পারফিডিয়া তার হাত রাখল স্যালির বাহুতে। ডার্লিং, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।

স্যালি পারফিডিয়ার হাতের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, সে দেখা যাবে।



ইভলিন জেমস দেখছে পল সাগরের পাড়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সামুদ্রিক মাছের পেট কাটছে সুইস আর্মি নাইফ। তার ন্যাড়া মাথায় আলো পড়ে চকচক করছে।

ওরা মেইনে এসেছে কয়েকদিন। পলকে পছন্দই হয়েছে ইভলিনের। নাথানের জীবন এবং মৃত্যুর ভৌতিক আবহ থেকে বেরিয়ে আসার পরে পলকে বেশ হাসিখুশি লাগছে। ন্যাড়া মাথায় চুল গজাতে দিচ্ছে সে। যদিও সে বেজায় মোটা তবে উত্তরের এই ভূখণ্ডে কিছুদিন থাকলে তার মেদ অনেকখানিই ঝরে যাবে।

ইভলিন তার জাফরান রঙা রোবটি গায়ে পেঁচিয়ে নিয়ে কিচেনের বাইরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে। ধীর পায়ে এগোল পলের দিকে। ইভলিনকে আসতে দেখে হাসল পল। সে খুব একটা হাসে না, একটু আড়ালেই রাখতে চায় নিজেকে। অনেক বিষয়ই আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী নয় পল।

সে শুধু জানে নাথান সিনক্লেয়ার মারা গেছেন এবং তাঁর চূড়ান্ত উইল নিয়ে কাজ চলছে। ওয়েড ফ্রেঞ্চের মৃত্যুর কারণে উইল বিষয়ক জটিলতা থেকে সহজে মুক্তি মিলবে বলে মনে হয় না। ইভলিন জানে সাক্ষীর দস্তখত আদালতে দাঁড়াতে পারবে না। অবশ্য দাঁড়াতেও পারে। সে পার্কএভিন্যু বিল্ডিংয়ের ল্যাটিনো এলিভেটর অপারেটরকে পঞ্চাশ ডলার ঘুষ দিয়ে দলিলে তার নাম ঠিকানা লিখিয়ে নিয়েছে। লোকটা আদালতে শপথ করে বলবে নাথান সিনক্লেয়ারের মৃত্যুকালে তাঁর কাছে সে উপস্থিত ছিল এবং দেখেছে নাথান সাহেব উইলে দস্তখত করছেন। আদালতে সাক্ষ্য না দিলে, ইভলিন তাকে ভয় দেখিয়েছে, তার চাকরি খেয়ে ফেলবে। আর ল্যাটিনো জানে এটা ইভলিন করতে পারবে।

নাথানের মৃত্যুর পর থেকে প্রতিরাতে তাকে স্বপ্নে দেখছে ইভলিন। স্বপ্নে তাকে এমন জীবন্ত লাগে! সে ইভলিনের কাছে আসে তাকে গালাগাল দিতে। তবে এ দুঃস্বপ্ন থেকেও মুক্তি পাবে বলে বিশ্বাস করে ইভলিন। নাথানের আত্মা নরকে চলে যাবে এবং তাকে আর স্বপ্নে দেখবে না ইভলিন।

আমার কাজ শেষ, বলল পল। ছুরিটি ভাঁজ করল সে। মস্তকবিহীন মাছের সঙ্গে প্যানের মধ্যে ওটা রেখে দিল।

চলো বাড়ি যাই, বলল ইভলিন।

হ্যাঁ, বলল পল। চকিত চাউনিতে দেখল সে ইভলিনকে।

আপনার রোবটি আমার খুব পছন্দ।

পরে আরাম আছে। হাঁটার সময় ফুলে থাকে বাতাসে।

হুঁ।

পলকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল ইভলিন। ঘরে ঢুকে সিংকের ওপর মাছ ভর্তি ট্রে রাখল পল। আমি আলু কেটে দিচ্ছি। সে ড্রয়ার খুলল। এর মধ্যে ইভলিন ছুরি, চামচ ইত্যাদি রাখে। পল ছোট একটি ছুরি বেছে নিয়ে বুড়ো আঙুল ফলায় ঠেকিয়ে পরীক্ষা করল ধার। ধার আছে, বলল সে।

হুঁ। বলল ইভলিন। সে মুগ্ধ চোখে দেখল পল ছুরি দিয়ে কী অনায়াসে এবং দ্রুতগতিতে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। খোসা ছাড়ানো আলু রাখছে সিংকের ওপর। ওর কাজ শেষ হলে ইভলিন বলল, এই আলুগুলো খুব ভালো। এখন এগুলো একটা পাত্রে নিয়ে রান্না করে ফেলব।

আচ্ছা, বলল পল। সে ছুরিটি ধুয়ে, মুছে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিল।

রেফ্রিজারেটারের ওপরে, দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকাল ইভলিন। তিনটা বাজে। এখন আমরা কী করব? জিজ্ঞেস করল সে। পাঁচটার আগে তো আমরা যাচ্ছি না।

হাসল পল। আমি আবার আপনার পূজা করব।

মাথা ঝাঁকাল ইভলিন। তাহলে নাথান সিনক্লেয়ারের ছায়াটা কিছুক্ষণের জন্য মাথা থেকে দূর করে দিতে পারবে সে।

পলের হাত ধরে ওকে নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো ইভলিন। সিঁড়ি বেয়ে চলল দোতলায়। বেডরুম থেকে আটলান্টিক সাগরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায়।

পল নিজের রোব খুলে ফেলে সযত্নে রাখল বিছানার ওপর। তারপর ইভলিনের রোব খুলে ফেলল। ওটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখল নিজেরটার ওপর।

এরপর পল মেঝেতে হাত রেখে তাতে মুখ ঠেকিয়ে পূজা করার ভঙ্গিতে বসল। তার পশ্চাৎদেশ উঁচু হয়ে থাকল। ইভলিন এসে ওখানটায় বসল, উরুতে পলের তপ্ত চামড়ার স্পর্শ পেল।

ও ওওহম, বিড়বিড় করল পল। ওওওম।

এর মানে কী জানে না ইভলিন। কিন্তু পল সবসময় পূর্বদিকে মুখ করে এরকম দুর্বোধ্য উচ্চারণ করে, ইভলিনকেও করতে বলে।

ইয়েস, বলল ইভলিন। ওওওম। কাজুম।

পলের গায়ের ওপর, দুই পা দুপাশে ঝুলিয়ে বসে জানালা দিয়ে ঝলমলে সাগর দেখতে পাচ্ছিল ইভলিন।

অনেকক্ষণ ওওওম করার পরে অবশেষে পল মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কপাল ঠেকাল মেঝেতে। তারপর সে হাত বাড়িয়ে ইভলিনের পায়ের আঙুল ধরল। পায়ের বুড়ো আঙুলটা হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষতে শুরু করল পল। নড়তে লাগল ইভলিন। পলের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে সে কোনোদিন জানত না পায়ের আঙুলও এত সংবেদনশীল হতে পারে। পল ফুট ফেটিশিজম-এ ওস্তাদ। ইভলিনের আঙুল ঘষছে আর তার গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছে। সে গোঙাতে গোঙাতে 'মিআ কালপা' 'মিআ কালপা' বলতে লাগল।

মিআ কালপা কী জিনিস? জানে না ইভলিন। জানতে চায়ও না। হয়তো পল এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগছে তাই এরকম করছে। অপরাধবোধে ভুগলে ভুগতে থাকুক। এখন ইভলিনের উঠে দাঁড়াবার সময়। সে সিধে হলো। সঙ্গে সঙ্গে পল গড়ান দিয়ে চিত হলো। তার পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়ে আছে। ইভলিন তার ডান পা বাড়িয়ে দিয়ে আঙুল ঠেকাল পলের অণ্ডকোষের নিচে। শিউরে উঠল পল এবং ইভলিনের পা ভেসে গেল তার বীর্যপাতে।

পল এ জিনিসটিই সবচেয়ে পছন্দ করে। এটা করতে ইভলিনেরও কোনো মানা নেই। পল তার পদযুগলের পূজারি এবং সম্ভবত বাম পায়ের চেয়ে ডান পাখানাই সে বেশি পছন্দ করে।

ইভলিন বাইরে তাকিয়েছে, হঠাৎ মনে হলো নাথান চলে এসেছেন কাছে। পল তার ডান পা চাটছে। অকস্মাৎ নাথানের মুখ দেখা গেল জানালায়। লোল চর্ম মুখ, হাঁ হয়ে আছে, গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো শব্দটি– মাগি।

জোরে হেসে উঠল ইভলিন। একটা আঙুল দেখাল নাথানকে। সেও খেঁকিয়ে উঠল।

পল ইভলিনের গোড়ালি চাটছে। তার জিভ লম্বা এবং খসখসে। তারপর মালাইচাকিতে উঠে এলো মুখ। এরকম করতে থাকলে একটু পরে পল তার চামড়া চেটে খসিয়ে নেবে হাড় থেকে।

এমনসময় বাইরে থেকে, সম্ভবত, দূর সমুদ্র থেকে কামান দাগার আওয়াজ পেল ইভলিন। সে ভাবল নৌসেনাদের মহড়া। পরবর্তী শব্দটা আরও তীক্ষ্ণ হলো, শিস কেটে এলো, প্রচণ্ড জোরে বাড়ির অপর পাশে পড়ল যেন গোলা।

অসম্ভব। এ অসম্ভব। সাগরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণের শব্দ। আবার শিস কেটে ছুটে এলো গোলা। দুড়ুম করে পড়ল বাড়ির ধারে। ক্রাইস্ট, ওরা সত্যি গোলা ছুড়ছে!

নাথান, কুত্তার বাচ্চা। সে তার শেষ জাদুটা দেখিয়ে দিল, সে ওদেরকে ধ্বংস করে দেবে। তার মুখ জানালায়, লালসা ভরা দৃষ্টিতে ইভলিনের দিকে তাকিয়ে আছে। দূরে বিস্ফোরণের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল। এবারে সে আর ছুটে আসা শেলের তীক্ষ্ণ নিনাদ শুনতে পেল না।



আশ্চর্য হলেও সত্যি জ্যাক লোগান কোনোভাবেই পটাতে পারছে না মেরিনা ভন থার্নস্টিলকে। গত রোববার রাতে তারা নিরাপদেই সীমান্ত পার হয়েছে, প্রথমে এলো সেনাডায় একটি মোটেলে উঠেছে লোগান। তবে এখন তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে কারণ গাড়ির ট্রাংকে সিমেন্টের বস্তার মধ্যে সে অতগুলো টাকার সোনার কয়েন রেখে দিয়েছে। রাতেরবেলা যদি কেউ গাড়িটা চুরি করে নিয়ে যায়? মেক্সিকোতে গাড়ি চুরি কোনো বিরাট ঘটনা নয়। হামেশাই ঘটছে।

সারা রাত দুশ্চিন্তায় কাটল তার, বেশিরভাগ প্রহর ঘরের জানালায় বসে মার্সিডিজের দিকে তাকিয়ে পার করে দিল।

আর মেরিনা, যে কিনা চিড়িয়াখানা থেকে হোটেলে ফেরার পথে লোগানকে নিয়ে মহা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে এখন কোনো সহযোগিতাই করতে চাইছে না।

না, বারবার বলে চলল সে। Nein সে লোগানের সঙ্গে জানালায় বসবে না। *Nein, ich will nient* সে বসতে চায় না।

ঘুমে দুচোখ ঢুলছে, বিধ্বস্ত লোগান পরদিন সকালে চিন্তা করল সোনাগুলোর কী করবে। মেরিনা সাঁতার কাটতে যেতে চাইছে। তাই লোগান দক্ষিণ দিকে চলল। এখন সে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে কারণ বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট ভীষণ পেছল। সান কুয়েনটিন নামে ছোট একটি শহরের সৈকতের ধারে গাড়ি থামাল লোগান। আজও কোনো সহযোগিতা করতে রাজি হলো না মেরিনা।

তৃতীয় দিন সে বিয়ের কথা তুললে হতভম্ব হয়ে গেল লোগান। এই বোকা-সোকা মেয়েটার মনে এমন মতলব ছিল কে জানত!

ঠিক আছে, বেবি, ঠিক আছে আমি তোমাকে বিয়ে করব। কিন্তু এখন একটু

Nein Nein মেরিনার কালো চোখে রাগ এবং ধূর্ততা। *ich will das nich tun*

লোগান বুঝতে পারল মেরিনা বলছে তাকে বিয়ে না করা পর্যন্ত কিছুই পাবে না লোগান।

ঠিক আছে, বেবি ঠিক আছে। লোগান ভাবল কোনো হাবলা টাইপের মেক্সিকান পাদ্রি ডেকে এনে বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়েই ফেলবে কিনা। তবে কাজটি সহজ হবে না। কারণ প্রথমত, সে স্প্যানিশ জানে না বলে বোঝালেই পারবে না কী চাইছে। আর বোঝানো গেলেও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জোগাড় করবে কোত্থেকে?

চতুর্থ দিনে ওদের সন্দেহপরায়ণ মোটেল মালিক লোগানকে কয়েক মাইল দক্ষিণে একটি সুন্দর সমুদ্র সৈকতের সন্ধান দিল। লোগান গাড়িতে উঠে সেদিকে রওনা হয়ে গেল। মূল রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে সৈকত। বালুগুলো বড্ড কর্কশ। তবু এতেই চলে যাবে।

ঠিক আছে, বেবি, বলল লোগান। চলো সাঁতার কাটি।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল মেরিনা। খুলে ফেলল জামাকাপড়। লোগান বালুতে বসে একটি সিগারেট ধরাল। আশেপাশে দু'চার মাইলের মধ্যে কোনো লোকজন চোখে পড়ছে না। মেরিনা লাফাতে লাফাতে জলে নামল।

হেই, বেবি, চেঁচাল লোগান। সাবধান। এদিকের পানিতে কিন্তু হাঙর আছে।

কিন্তু লোগানের কথায় কান দিল না মেরিনা। সে ন্যাংটা হয়ে বালুর ওপর দৌড়াতে লাগল, জলের ওপর দাপাদাপি করছে। তার চমৎকার নিতম্ব আর ছোট ছোট দৃঢ় বুকজোড়া সূর্যের আলোয় ঝলমলে দেখাচ্ছে। হো হো করে হাসছে মেরিনা। সে হাসতে হাসতে ছুটে এলো লোগানের কাছে। ধপ করে বসে পড়ল তার পাশে।

হানি, তুমি খুব সুন্দর। বিড়বিড় করে বলল লোগান, তবে তোমার যোনিতে বালু লেগে যাবে।

লোগান হাত বাড়িয়ে ওর বুক ছুঁতে গেল, খিলখিলিয়ে হেসে হাত সরিয়ে দিল মেরিনা। ওর পা চেপে ধরার চেষ্টা করল লোগান। পড়ান দিয়ে সরে গেল মেরিনা। ও এমন এক মেয়ে দেখলেই যৌন কামনা জেগে ওঠে মনে। সে লোগানের সামনে দাঁড়িয়ে নাচ শুরু করে দিল। লোগানের মুখের সামনে রসালো ফল দুটো ঝাঁকাচ্ছে।

তুমি আমাকে বিয়ে করবে– সত্যি?

হ্যাঁ, বলল লোগান, সত্যি, সত্যি, তিন সত্যি।

তুমি লোক ভালো, জ্যাক লোগান, শান্ত কণ্ঠে বলল মেরিনা। বিমূঢ় হয়ে গেল লোগান। এত পরিষ্কার ইংরেজি বলতে পারে মেয়েটা? তবে আমার অনেক টাকা লাগবে।

টাকা? আমার কাছে অনেক টাকা আছে, হানি মেরিনার নগ্ন দেহের ওপর লেপ্টে আছে লোগানের চাউনি।

তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে?

অবশ্যই, অবশ্যই আমি তোমাকে ভালোবাসব।

আমাকে তোমার ছবিতে নেবে?

একশোবার। তোমাকে আমি স্টার বানাব।

Gut আবার জার্মান ভাষায় ফিরে গেল মেরিনা। এবং আমাকে যখন বিয়ে করবে তারপর আমি তোমাকে আমার সঙ্গে প্রেম করতে দেব।

বেবি, বিলাপ করে উঠল লোগান, তুমি আমার সঙ্গে আগে এভাবে কথা বলনি কেন? সবসময় কেন বোকার মতো আচরণ করেছ?

মেরিনা মটমট করে হাতের আঙুল ফোটাল। তারপর হিহি করে হাসতে হাসতে বলল, তুমি সাঁতার কাটতে যাবে, জ্যাক লোগান?

না, হ্যাঁ। পরে যাব। আগে একটা কাজ আছে। তোমার সাহায্য লাগবে।

মেরিনা লোগানের সঙ্গে হেঁটে গাড়িতে এলো। লোগান এখন স্বর্ণমুদ্রাগুলোর কথা ভাবছে। সে গাড়ির ট্রাংক খুলে সিমেন্টের বস্তার দিকে ইঙ্গিত করল।

ওটা বের করতে হবে।

কেন?

কারণ বস্তাটা খুব ভারী।

দুজনে মিলে ভারী বস্তাটা ট্রাংক থেকে বের করে বালুর ওপর রাখল। বস্তার মুখ খুলল লোগান। সে ঠিক কী করছে কেন করছে নিজেও বোধকরি জানে না। মেরিনা অপার কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে বস্তার দিকে। লোগান মিহি পাউডারের মতো সিমেন্টের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর একটি একটি করে সোনার কয়েন একটি বালতিতে রাখতে শুরু করল।

সোনা, বলল লোগান।

চকচক করে উঠল মেরিনার চোখ। তুমি একজন জলদস্যু, বালুর মধ্যে সোনা পেয়েছ। লুকানো গুপ্তধন।

হুঁ, বলল লোগান। সে মাথা ঘুরিয়ে চুমু খেল মেরিনাকে।

সে গাড়ি থেকে একটা ব্ল্যাংকেট নিয়ে এসে ওটা বালুর ওপর বিছাল। তারপর সিমেন্ট এবং সোনার কয়েন ঢালতে লাগল ব্ল্যাংকেটের ওপর। স্বর্ণমুদ্রাগুলোর গায়ে রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠল। মেরিনা লোগানের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ঘামছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলো বালতিতে তুলে রাখছে। দেখতে দেখতে ভরে গেল বালতি।

এগুলো দিয়ে কী করবে? জিজ্ঞেস করল মেরিনা।

মাথা নাড়ল লোগান। জানি না। সেটাই তো সমস্যা।

ব্যাংকে রাখো। পরামর্শ দিল মেরিনা।

দেখি।

লোগান বালতিটা গাড়ির ট্রাংকে রেখে ওটা বন্ধ করে দিল।

এখন আমি সাঁতার কাটতে যাব, বলল সে। খুব গরম লাগছে।

হ্যাঁ, চলো, বলল মেরিনা।

লোগান শার্টের বোতাম খুলে ফেলল। মেরিনা তার বুকের লোমে হাত বুলাতে লাগল। লোগান জুতা, মোজা খুলে ফেলল। প্যান্ট এবং শার্টস থেকেও মুক্ত করল নিজেকে। মেরিনা ওকে আদর করেই যাচ্ছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলো তার ভেতরে উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

লোগানের আগে আগে সাগরে চলল মেরিনা। নেমে পড়ল হাঁটু জলে। লোগান ওকে জাপটে ধরল। মেরিনার খিলখিল হাসি ওকে যেন পাগল করে তুলল। মেরিনা ওকে টেনে নিয়ে চলল গভীর জলে। দুই পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল কোমর।

আঃ মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চিৎকার দিল মেরিনা। আমরা ধনী এবং বিখ্যাত।

ইয়েস, বেবি, ইয়েস, ইয়েস। চেঁচাল লোগান। মেরিনা ওকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। শরীর ঘষছে শরীরের সঙ্গে। ওর টুকটুকে লাল স্তনজোড়া জলের ওপর উঁকি দিচ্ছে। এখনই হয়ে যাবে লোগানের।

আর ঠিক তখন ঘটল ঘটনাটা। লোগান প্রথমে ভাবল ওটা বুঝি কাঠের গুঁড়ি। এরকম কতকিছুই তো ভেসে থাকে সাগরে। তারপর ও বিকট এবং বীভৎস জিনিসটাকে দেখতে পেল। চিৎকার দিল লোগান। অগভীর জল থেকে উঠে এলো ওটা। ক্ষুধার্ত এক দানব। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ধারালো দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল। রক্তে লাল হয়ে গেল সাগরের জল। মেরিনার চিৎকার শুনল লোগান। তারপর ওরা ভেসে গেল স্রোতের টানে।

উপসংহার

পারফিডিয়া তার অরফিও অর্থাৎ অরভিল জোনসকে নিয়ে ক্যাপ্রি চলে গেল। তবে যাওয়ার পথে এয়ারপোর্টে অল্পের জন্য ধরা খায়নি অরভিল। কারণ তার বউ এমিলি জোনস তাকে খুঁজতে এসেছিল। তার চোখ এড়িয়ে কোনোমতে বিমানে উঠে বসে অরভিল। অবশ্য পারফিডিয়াকে সে এ খবরটা জানায়নি। এখন তারা ক্যাপ্রিতে সুখে বসবাস করছে।

হ্যামিলটন ম্যালিবু থেকে ভার্জিনিয়া এবং ফেলিক্সকে নিয়ে এলো। তারা সবাই মিলে চলল এয়ারপোর্ট। নিউইয়র্কে যাবে। ওরা সবাই ইভলিনের আকস্মিক মৃত্যুর কথা জানে। মেইনে যে বাড়িতে ইভলিন ছুটি কাটাতে গিয়েছিল ওটার ফারনেস ভালভ বিস্ফারিত হয়ে গোটা বাড়ি উড়ে যায়। পোড়া লাশ চেনার জো ছিল না। তবে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এক লোকের লাশও পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য কেউ জানে না ওটা ছিল পলের লাশ।

এয়ারপোর্টে যেতে যেতে স্যালি জানাল তার পেটে হ্যামিলটনের বাচ্চা। এবং তারা শীঘ্রি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। কথাটা শুনে ভার্জিনিয়া প্রথমে কুপিত হলেও পরে বিষয়টি মেনে নিল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেলিক্সকে নিয়ে আরেকটি বই লিখবে। তার বিশ্বাস পরের বইটি পাওয়ার হাউজ-এর চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হবে এবং হয়তো বিতর্কিতও।

